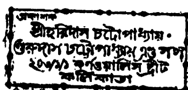
গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

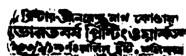
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন বিদ্যাভূষণ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।


প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সপ্তম সংস্করণ।


ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

উৎসর্গ

ভূমিকা

আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষাভিন্ন সমাজের যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব, এ কথা এখন প্রায় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না; শিক্ষিত সমাজ এইক্ষণ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন নহেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষোপযোগী অনেকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু, তাহাতে সকল অভাব পূরণ হয় নাই। তাই, মহিলারা যাহাতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিয়া ধন-সঞ্চয় করতঃ পরিবারে সাচ্ছন্দ্য সুখ আনয়ন করিতে পারেন, পরিবারবর্গের প্রতি যথোচিত সংব্যবহার দ্বারা গৃহে শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন, গৃহের তাবৎকার্য্য স্বকর্ত্তব্য জ্ঞানে তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকিয়া পারিবারিক সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং সন্তানগণের লালন-পালন ও স্বাস্থ্যবিধান এবং তাহাদিগের চরিত্রগঠনে স্ব স্ব দায়িত্ববোধ ও গুরুত্বানুভব করিয়া, তৎসম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্য প্রকাশিত হইল।

এইক্ষণে পাঠিকা-ভগিনীগণ উপদেশ গুলি, "নীরস ও পুরাতন কথা" এই জ্ঞানে উপেক্ষা না করিয়া, আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখেন, ইহাই গ্রন্থকারের বিনীত অনুরোধ ও ঐকান্তিক কামনা। এই গ্রন্থ পাঠে যদি একটী রমণীরও গৃহকার্য্যে দক্ষতা জন্মে তবে শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব।

সন ১২৯৫ }
কার্ত্তিক। }

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় সংস্করণ।

অতীব আহ্লাদের বিষয় এই যে, অতি অল্প সময় মধ্যেই "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রথম প্রচার সময়ে আমার এরূপ আশা ছিল না যে, নাটক-নভেল ও উপন্যাসপ্রিয় মহিলাগণ এরূপ নীরস বিষয়ে লিখিত পুস্তক এতাধিক আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন।

প্রথম সংস্করণের সমালোচনা সংগ্রহ গ্রন্থের শেষাংশে দেওয়া গেল। সহৃদয় সমালোচকগণ তাহাতে যে সকল অভাব ও দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, এবারে আমি তাহা যথাসম্ভব পূরণ ও সংশোধন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টায় ক্রটি করি নাই। এইরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে পুস্তকের লিখিত বিষয় দেড়গুণেরও অধিক হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সভা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকখানি মহিলাদিগের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা এই পরিবর্ত্তন দৃষ্টে সুখী হইবেন। বিশেষতঃ, পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও ইহার মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে "অতিথি অভ্যাগতগণের প্রতি কর্ত্তব্য," এই বিষয়টী নূতন সন্নিবেশিত করা হইল।

সন ১২৯৭ }
ভাদ্র। }

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন

সূচী-পত্র।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

পবিত্র গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী
উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।

"I Slept and dreamt that Life was *Beauty*
I woke, and found that life was *duty*."

"নারীষু নিত্যং স্থবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু॥
অসৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু বলিব্যপেতাসু বিলোলুপাসু।
ধর্ম্মব্যপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনেষু॥"

—বিষ্ণু-সংহিতা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন বিদ্যাভূষণ

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

প্রথম উপদেশ।

গৃহস্থাশ্রম।

গৃহাশ্রমাৎ পরোধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ ॥—ব্যাস-সংহিতা।

"The Home is the Woman's domain—her kingdom where she exercises entire control"—*Smiles*

মানব জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য সাধনার্থে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে যে চতুর্ব্বিধ আশ্রমের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বপ্রধান এবং অপরাপর আশ্রমেরও প্রধান অবলম্বন। গৃহিণীই সেই গৃহস্থাশ্রমের মূলাধার। তাই আমাদের শাস্ত্রে আছে;—"গৃহিণীং গৃহমুচ্চতে", অর্থাৎ গৃহিণীকেই গৃহ বলে। বস্তুতঃ গৃহিণীর অভাবে গৃহস্থাশ্রম স্থাপিত এবং গৃহ-ধর্ম্ম রক্ষিত হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর এতাধিক প্রাধান্য দেখিয়া মণীষিগণ গৃহিণীকে গৃহস্থাশ্রম রূপ রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

সুশীলা! তুমি একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে

পারিবে, এই গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য যথারীতি নির্ব্বাহ করাই গৃহিণীর কর্ত্তব্য এবং তাহা অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। এজন্য কন্যাকে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালনার্থে যথোচিত শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া, তৎপরে বিবাহ দেওয়াই আমাদিগের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এবং পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্য সাধনার্থেই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া স্ব স্ব পদোচিত কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী শিক্ষা এবং দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল।

মহর্ষি মনু—এই অভিপ্রায়েই তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন—"কন্যাকে পুত্রবৎ লালন-পালন এবং যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া তৎপরে ধন-রত্নের সহিত বিদ্বান পাত্রে সম্প্রদান করা পিতার কর্ত্তব্য। পতিমর্য্যাদা পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসনাদি বিষয়ে অশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ দেওয়া পিতার অকর্ত্তব্য।" (১)। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের সমাজে শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থানুসারে প্রায় কোন কার্য্যই হইতেছে না। অধিকন্তু, বাল্য-বিবাহাদি কতকগুলি কুপ্রথা সমাজে প্রচলিত হওয়াতে, কন্যাগণ সুশিক্ষিতা হওয়া দূরের কথা, যৎসামান্য জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা কূলবধূ নাম গ্রহণে শ্বশুরালয়ে যাইতে বাধ্য হন এবং সেই অন্তঃপুর কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া কোথাও ক্রীতদাসীর ন্যায় আর কোথাও বা ক্রীড়ার পুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছেন।

স্বর্গীয় ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়—আমাদের সমাজ-বক্ষে নারীজাতির উপরোক্ত রূপ হীনাবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াই মনের আবেগে সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—"ভারত নারীর দশা দেখে অশ্রু ঝরে, ঝরে

(১) "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা।"
"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্।"

নয়নের বারি অবিরত ধারে, নাই জ্ঞান, নাই মান, সবে করে অপমান, মানুষ বলিয়া কভু কেহ না আদরে। ক্রীড়ার পুত্তলি প্রায়, অথবা দাসীর ন্যায়, স্বার্থপর পুরুষেরা সদা ব্যবহারে।” বৎসে! যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমরূপ রাজ্যের রাজ্ঞী বলিয়া সমাদৃতা হইবার অধিকারিণী, উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাবে, তাঁহারা এইক্ষণে সেই উচ্চাধিকারে বঞ্চিতা এবং পদদলিতা হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি এখনও বালিকা, সুতরাং নারীজাতির বর্ত্তমান শোচনীয় হীনাবস্থার বিষয় তুমি বিশেষভাবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। আমরাও সমাজের দাসানুদাস। তাই বর্ত্তমান সামাজিক কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া শৈশবকালেই তোমাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। তজ্জন্য তুমিও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় সংসাররূপ বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছ। এরূপ অবস্থায় সুখশান্তিধাম স্বীয় গৃহস্থাশ্রমও তোমার নিকট অসুখ ও অশান্তির আলয় বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ এই দোষেই প্রেমপূর্ণ পতিগৃহও অনেকে যমালয় স্বরূপ জ্ঞান করিতে বাধ্য হন। যে হউক, আমি মা হইয়াও যে অবস্থানুসারে তোমার প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে পারি নাই, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এইক্ষণে গৃহিণীর অবশ্যকর্ত্তব্য কতকগুলি বিষয় তোমাকে ক্রমে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, তুমি এগুলি আমার ন্যায় অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কথা মনে না করিয়া, গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মণীষিগণের আদেশ এবং উপদেশ জ্ঞানে তদনুসারে গৃহিণীর কর্ত্তব্যপালনে যথাসাধ্য যত্ন-চেষ্টা করিবে।

১। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব—আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনার্থে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপর

ত্রিবিধ আশ্রমেরও প্রধান অবলম্বন। কারণ ব্রহ্মচর্য্যাদি অপরাপর আশ্রম ধর্ম্ম পালনার্থে প্রধানতঃ এই গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যেরই একান্ত প্রয়োজন অধিকন্তু, আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন না করিয়া, কাহারং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাদি আশ্রম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে না ব্যাস-সংহিতা এবং মনু-সংহিতাদি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থেও এই গার্হস্থ্য ধর্ম্মেং প্রাধান্যই বিশিষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া, মুসলমান এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণও তাঁহাদিগের কোরাণসরিপ এবং বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে এই গৃহস্থাশ্রমের প্রাধান্য স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এমন কি, তাঁহাদিগের মত ও বিশ্বাস অনুসারে এই গৃহস্থাশ্রমই মানবজাতির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের একমাত্র অবলম্বন এবং আশ্রয় স্থল। তাই এই আশ্রমে গৃহিণী স্বরূপে নারীজাতির দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

মহর্ষি ব্যাসদেব—তাঁহার ব্যাস-সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"আমি দৃঢ়তার সহিত তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, গার্হস্থ-ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই, যে কেহ যথাবিধি গৃহ-ধর্ম্মপালন করে, সে এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই সর্ব্বতীর্থের ফলপ্রাপ্ত হয়।" এ ছাড়া, তিনি তাঁহার মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"লোকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য এই চারি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে তন্মধ্যে গৃহস্থাশ্রমেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়। গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃলোক, এবং অতিথি, গৃহস্থকেই অবলম্বন পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভৃত্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ গৃহস্থের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এজন্য গৃহস্থাশ্রমই

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম; যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফললাভে অভিলাষী হন, তাঁহাদিগের নিমিত্তই গৃহস্থাশ্রম বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। এই আশ্রমই সকল আশ্রমের মূল। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবলোক, শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিলোক, এবং অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতি-সাধন করা যাইতে পারে। অহিংসা সত্য ও অক্রোধ এই সমস্ত আশ্রমের উৎকৃষ্ট তপস্যাস্বরূপ। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিবর্গ সাধন এবং সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো গুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারেন, তিনি সাধুজনোচিত গতিলাভ করিতে সমর্থ হন। অধিকন্তু, এই আশ্রমেই মাল্যাভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, গন্ধদ্রব্য অনুলেপন, নৃত্য দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ এবং চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখ লাভ হয়।”

মহর্ষি মনু—তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—“ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও যতি, এই চারিটীই গৃহস্থাশ্রম হইতে উৎপন্ন। এই সমস্ত আশ্রমের মধ্যে কেবল গৃহস্থই অবশিষ্ট তিনটী আশ্রমকে পোষণ করিতেছেন। এইজন্য বেদ-স্মৃতির বিধান মতে গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হয়। (১)। সংহিতার আর একস্থলে লিখিত আছে;—“জগতের যাবতীয় জীবজন্তু যেরূপ বায়ু আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। ব্রহ্মচারীরা

(১) ব্রহ্মচারীগৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোযতিস্তথা।
এতে গৃহস্থ প্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাম বেদস্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্বিভর্ত্তি হি॥—(মনু ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

প্রতিদিন গৃহস্থের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করেন, এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমবাসীরা অন্নাদি প্রাপ্ত হন, এ নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম।" (২)। এইরূপ অপরাপর আর্য্য ঋষিগণও গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ সাধনের প্রধান অবলম্বন বলিয়াই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এমন কি, একমাত্র গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই অপরাপর আশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠিত হইতে পারে, কেহ কেহ একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী—"শুভ-বিবাহ" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই পূজ্যপাদ ঋষিগণের অভিমত। দাম্পত্যপ্রেমের পরম পবিত্র বেদির উপরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণীকে ভগবান এই আশ্রমের মহামহিমান্বিতা দেবীরূপে সৃজন করিয়াছেন। দয়া-মায়া আতিথেয়তা সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি গুণ এই আশ্রমেরই অমৃতময় ফল।"

স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—একদা সমবেত ব্রাহ্মিকা-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন;—"পরস্পরের সেবা করিয়া মনুষ্যেরা পরিত্রাণ পাইবে এই জন্যই ঈশ্বর আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। এই কার্য্যক্ষেত্র অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমই ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর কেবল শিক্ষার জন্য এই নিয়ম করিয়াছেন যে, আমরা সকলের সঙ্গে থাকিলে বিনয়ী হইব। যেমন অহঙ্কার তেমনই লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, তেমনই কাম-ক্রোধ

---

(২) "যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণোজ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥—(মনু সংহিতা ৩য়)

এবং অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি,—বিনীত হৃদয়ে ভাই ভগিনীদের সেবা না করিলে এ সকল কিছুতেই দমন করা যায় না। অতএব তোমরা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পরস্পরের সেবা করিয়া রিপুদিগকে দমন কর।"

স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত—তাঁহার "ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"যখন পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গ-লিপ্সা এই সমস্ত শুভকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন আমাদের উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইয়া, সংসারাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদয় প্রতিপালন করাই তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ও আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তাঁহার "দেবী-চৌধুরাণী" উপন্যাসে নায়িকা প্রফুল্লের মুখে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"সাগর বউ একদিন প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পরে, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগ, শাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপ-কথা ভাল লাগিবে?' তখন প্রফুল্ল উত্তর করিলেন—"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মই এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাসই করিব।"

বৎসে,! এইরূপে পাশ্চাত্য সমাজের মনীষিদিগের মত সমালোচনা করিলেও জানিতে পারিবে, গৃহস্থাশ্রমই তাঁহাদিগের মতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র আশ্রম। পাশ্চাত্যদেশবাসীরা এই গৃহাশ্রমেই ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষ লাভের প্রয়াসী; বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম,

তাঁহাদিগের, মতে কেবল কার্য্য-কর্ম্ম করিতে অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তিদিগের জন্যই বিহিত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত জোসেফাইন, ই, বাটার—গৃহস্থাশ্রমের প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন,—"গৃহস্থাশ্রমই আমাদিগের সর্ব্ববিধ সৎগুণ ও সৎভাব শিক্ষার আলয় স্বরূপ। এই গৃহস্থাশ্রমই অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার উৎস এবং জাতীয় শক্তির মূলাধার।" (১)। এইরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আর এক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন,—"এই সুমধুর গৃহস্থাশ্রমই আমাদিগের পার্থিব স্বর্গ। ইহা একদিকে যেমন কবিদিগের ভাবের উৎস অর্থাৎ কবি-কল্পনার আদর্শ স্থানীয়, অপরদিকে তেমনি মানব সাধারণের চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিপ্রদ। এই গৃহস্থাশ্রমের প্রত্যেক দ্রব্যই সুশ্রী। এই স্থানেই পরমেশ্বর তাঁহার নির্ব্বাচিত সর্ব্বোত্তম আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন।" (২)।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্ক (Burke)—বলিয়াছেন,—"যে মুহূর্ত্তে আমি আমার নিজ বাসগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনের প্রত্যেক দুর্ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়।" (৩)। আর একজন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন ;—"সুমধুর গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় দ্বিতীয় স্থান আর

(১) "I believe that Home is the nursery of all virtues, the fountain-head of all true affections and the main source of strength of our nation."—*Josephine. E. Buttere.*

(২) "Home sweet home, is our paradise on earth. It is the poet's ideal and man's pleasing affection. The home is the place where every thing is beautiful. There it is that God showers his choicest blessing."—*Blessing of home.*

(৩) "Every care vanishes at the moment I enter under my own roof."—*Burke.*

জগতে নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিম যে দিকেই দেখি, আমার গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোত্তম। গৃহস্থাশ্রম আমার মাতৃহৃদয় সদৃশ্য।" (১)।

২। গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর প্রাধান্য—সুশীলা! গৃহিণীরাই আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম রূপ রাজ্যের রাজ্ঞী অর্থাৎ সর্ব্বেসর্ব্বা; সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে তাঁহাদিগের প্রাধান্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক একথা তোমাকে ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ প্রাধান্যের কারণ অর্থাৎ স্বরূপাদি এবং তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মণীষিদিগের অভিমত তোমাকে বলিবার সুযোগ ও সুবিধা আমার হয় নাই; বিশেষতঃ আমি নিজেও গৃহিণী, তাই এতদ্রূপে নিজেদের প্রাধান্য, আত্মগৌরব, বা গুণকীর্ত্তনে বিশেষ সঙ্কুচিত ছিলাম। যে হউক, কর্ত্তব্যের অনুরোধে অদ্য স্বদেশী এবং বিদেশী মণীষিগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীগণের প্রাধান্য-বিষয়ে তোমাকে কথঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, তুমি গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীস্বরূপে আমাদের এতাধিক প্রাধান্য এবং গুণ-গৌরব, গুরুত্ব ও মহত্বাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া, "হামবড়া" এই রূপ প্রাধান্য ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, গর্ব্বিত হইবে না; বরং গৃহিণীর এতাধিক দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে নিজের অযোগ্যতা এবং অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া, বিনীত এবং সতর্ক হইবে। অধিকন্তু, অতঃপর যাহাতে গৃহিণীর পদোচিত কর্ত্তব্য পালন করতঃ পদগৌরব এবং প্রাধান্য রক্ষা করিতে পার, প্রাণপণে তদ্রূপ যত্ন চেষ্টা করিবে।

মানবসমাজে গৃহিণী স্বরূপে নারীজাতির এতাধিক প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করিয়াই আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন;—"যাবন্নবিন্দতে জায়া তাবদর্দ্ধেক

(১) "Home sweet home, there is no place like home.
East and west, my home is the best.
Home my mother's breast."

ভবেৎ পুমান্।” অর্থাৎ পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ না করা কাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপই থাকে।

পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের লোকেরাও সংসারে গৃহিণীর প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়াই, স্ত্রীকে শ্রেষ্ঠতর অর্দ্ধাঙ্গ (Better half) বলিয়া অধিকতর সম্মান ও সমাদর করিতেছেন।

মৎস্যসূক্ত—এই শাস্ত্র-গ্রন্থপ্রণেতা ঋষি তাঁহার গ্রন্থের ৩১ পটলে লিখিয়াছেন,—“ভার্য্যাহীন পুরুষের গতি নাই। তাহার সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল। এমন কি, ভার্য্যাহীনের গৃহস্থাশ্রমের পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং দেবার্চ্চনাদি কার্য্যেও কোন অধিকার থাকে না। সে এক চক্র রথ, এবং একমাত্র পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষীর ন্যায় অচল হয়।” (১)।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—এই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে ;—“রথীর যেমন রথ, গৃহস্থের তেমনি গৃহই আশ্রয় বা অবলম্বন ; আর সেই রথের চালক যেমন সারথি, এই গৃহস্থাশ্রমের চালকও তেমনি স্ত্রী অর্থাৎ গৃহিণী।” (২)

ঋক্-বেদসংহিতা—এই সংহিতা পাঠে জানা যায়, বিবাহ-সভায় সমাগত ঋষিগণ নববধূকে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহাতেও গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর প্রাধান্যই সূচিত হইত। তাঁহারা এই

(১) “অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনোভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথাখগঃ॥
—মৎস্যসূক্ত।

(২) “যথা রথশ্চ রথিনাং গৃহিণাঞ্চ তথাগৃহম্।
সারথিস্তু যথাতেষাং গৃহস্থানাং তথা স্ত্রীয়া॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন যে ;—"হে কন্যে! তুমি শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্রাজ্ঞী হও এবং ননদিনী ও দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও।" (১) অর্থাৎ সম্রাট যেরূপ রাজ্যের অধিকারী হইয়া প্রজাবর্গের সেবা করতঃ তাহাদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দে পালন করেন, তুমিও তদ্রূপ তোমার গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পরিবার-বর্গের সেবা পরিচর্য্যা করতঃ তাহাদিগকে সুখী করিতে থাক।

মনু-সংহিতা মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন ;—"সন্তান লাভ, ধর্ম্ম সাধন, সুখ শান্তি সম্ভোগ এবং নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি, এ সমস্তই স্ত্রীর অধীন।" (২) ঐ সংহিতার আর এক স্থানে লিখিত আছে ;—"যে গৃহে নারীর পূজা হয়, দেবতারা সেই গৃহেই অধিষ্ঠান করেন, আর যে গৃহে নারীর পূজা হয় না অর্থাৎ যথাযোগ্য সম্মান রক্ষিত হয় না, সেই গৃহস্থাশ্রমের সকল ক্রিয়া-কর্ম্মই বিফল হয়।" (৩)।

পরাশর-সংহিতা—গ্রন্থে লিখিত আছে—"কেবল মাত্র গৃহস্বামী হইলেই তাহাকে গৃহস্থ বলা যায় না। যে স্থানে ভার্য্যাসহ বাস করা হয় তাহাই প্রকৃত গৃহস্থাশ্রম, আর ভার্য্যাহীন হইলে, সে আশ্রম বন সদৃশ মনে করিতে হইবে।" (৪)

(১) ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব
ননন্দারি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবেষু।—(ঋক্-বেদ সংহিতা)

(২) অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষারতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃনামাত্মনশ্চহি।—(মনু সংহিতা নবম অধ্যায়)

(৩) যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তু বিফলাঃ ক্রিয়াঃ—(মনু-সংহিতা ৩য় অধ্যায়)

(৪) "ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী।
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনগৃহং বনম্॥"—বৃহৎ পরাশর সংহিতা।

পণ্ডিত চাণক্য—বলিয়াছেন,—"কেবলমাত্র গৃহই গৃহীর লক্ষণ নহে, গৃহিণীই প্রকৃত গৃহ, কারণ গৃহিণীর সহিত একত্রিত হইয়াই পুরুষের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের যাবতীয় পুরুষার্থ উপভোগ করিতে হয়।" (১)। আমাদের দেশপ্রচলিত কথাও এই যে,—"রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়। গিন্নীর দোষে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।"

মহর্ষি আত্রেয়—তাঁহার চরক-সংহিতায় লিখিয়াছেন ;—"প্রীতি বা আনন্দ. স্ত্রীতেই বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত। সন্তান জনম, লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান, ধনরত্নাদির সংস্থান এবং ধর্ম্ম রক্ষা সংসারে স্ত্রীই এতাবদের কারণ।" (২)।

মহাভারত—বন-পর্ব্বাধ্যায় পাঠে জানা যায়, পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে, যক্ষরূপী ধর্ম্মরাজ এবং মহাত্মা যুধিষ্ঠির এতদুভয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তরে যে সকল কথার প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্নোত্তরে গৃহস্থাশ্রমে ভার্য্যার অর্থাৎ গৃহিণীর প্রাধান্য বর্ণিত আছে,—"১ম প্রশ্ন—গৃহস্বামীর মিত্র কে? উঃ—ভার্য্যাই গৃহস্বামীর শ্রেষ্ঠতম মিত্র।" ২য় প্রশ্ন—"দৈবকৃত সখা কে? ভার্য্যাই গৃহস্বামীর দৈবকৃত শ্রেষ্ঠ সখা।" "৩য় প্রশ্ন—ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পর বিরোধী, এরূপ স্থলে কি প্রকারে ইহাদের একত্র সমাবেশ হয়? উঃ—যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পরের বশবর্ত্তী হয়, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।" এছাড়া আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়েও লিখিত আছে যে—মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শায়িত থাকিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন ;—"কুলকামিনীগণ যে গৃহে অভিশাপ প্রদান করেন,

(১) "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণীং গৃহমুচ্যতে।
তয়াহি সহিতং সর্ব্বান পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"—চাণক্য।

(২) স্ত্রীষু প্রীতিবিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥—চরক সংহিতা

তৎসমুদয় নিশ্চয়ই শ্রী-ভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ। উহারাই উপভোগাদি সমুদয়ের মূলাধার। অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মান করা শ্রেয়। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদিগের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর যাহারা কামিনী গণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপদায়ক হয় না।" (১)

কোরাণ-সরীফ—মুসলমান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের মুখ-নিঃসৃত যে সকল ধর্ম্মোপদেশ খোদাতালার মুখের বাণী বলিয়া কোরাণ-সরীফে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া "হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি" নামে প্রকাশিত গ্রন্থের একস্থলে লিখিত হইয়াছে;—"হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন, সংসারে নারীজাতিই আমাদের ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষের প্রধান সাধন অর্থাৎ অবলম্বন। নারীকে খোদাতায়ালা সংসারের কেন্দ্রে বসাইয়াছেন। খোদাতায়ালা একা আদমকে সৃষ্টি করিলেও পারিতেন, কিন্তু তা না করিয়া, আদমের জীবনকে নারী-প্রেমের মাধুর্য্যে মধুর ও সরস করিবার জন্যই তাঁহার পঞ্জরাস্থি হইতে হাওয়া বিবির সৃষ্টি করেন। এই হিসাবেও নারীর স্থান উচ্চ। অন্য দিকে, নারীকে লাভ করিয়াই অর্থাৎ বিবাহ জীবনের পর হইতেই ত্যাগ শিক্ষার আরম্ভ হয়। তাই বিবাহ ধর্ম্ম-পথের বড় সহায়। গৃহের শান্তিদায়িনী হইতেছেন নারী, তাঁহার সহিত বাক্যালাপে ও তাঁহার মধুর ভাবেই সাধকের মনে আধ্যাত্মিক বল নূতন হইয়া জন্মে।" ইত্যাদি।

ইটালির বিখ্যাত পণ্ডিত জোসেফ্ মেজিনি—বলিয়াছেন;—গৃহস্থাশ্রমই মানবের হৃদয়-রাজ্যের আরাম স্থল। তথায় যে এক

(১) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গীয়া দেবী আছেন, যাঁহার অত্যাশ্চর্য্য সহৃদয়তা গুণের প্রভাবে, দয়া ও স্নেহ মমতায় এবং মিষ্ট ব্যবহারে, সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্যের দুঃখ-কষ্ট এবং তীব্রতাদির হ্রাস হয়, পরিবার মধ্যে গৃহিণীই সেই স্বর্গীয়াদেবী।" (১)।

পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সারলী—তাঁহার গার্হস্থ্য তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"সংসারে পত্নীই ভাল লোকের স্বর্গস্থানীয় আর মন্দ লোককে স্বর্গগামী করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ।" (২) মহাত্মা মিল্‌টন—বলিয়াছেন ;—"উত্তম স্ত্রীই স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।" (৩)

জগৎবিখ্যাত মহাত্মা বিস্‌মার্ক বলিয়াছেন—"আমি যাহা হইয়াছি অর্থাৎ আমার যে কিছু প্রাধান্য ও প্রতিপত্তিলাভ হইয়াছে সে সমস্তই আমার পত্নীকৃত।" (৪)

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর্থার কিং—তাঁহার লিখিত নারীর রাজত্ব (Woman's kingdom) নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"পুরুষ যতই শক্তিশালী হউন না কেন, নারীর সাহায্য বা সহকারিতা ভিন্ন সংসারে তিনি এক দণ্ডও চলিতে পারেন না।"

মহাশক্তিশালী মহাত্মা নেপোলিয়ান—মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—নারীর প্রেম অর্থাৎ ভালবাসা ব্যতীত মনীষার অস্তিত্ব সম্ভবে না।"

(১) "The family is the country of heart. There is an angel in the family who by the mysterious influence of grace, of sweetness, and of love, renders the fulfilment of duties less wearisome and sorrows less bitter. This angel of family is woman."—

Joseph Mazzini.

(২) "A wife is the good man's paradise and the bad's first step to Heaven."—*Shirly.*

(৩) "A good wife is heaven's best gift to man" —*Milton.*

(৪) "She it is who has made me what I am."—*Prince Bismark.*

বস্তুতঃ, নেপোলিয়ানের জীবনই এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। এ ছাড়া, মহা জ্ঞানী জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার জীবনে এবং গ্রন্থাবলীতে এই কথাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা করেট (Cobbet)—তাঁহার বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে অবিবাহিত অর্থাৎ স্ত্রীহীন জীবন যে অতীব দুঃখময় এবং অশান্তিপূর্ণ তাহা বুঝাইবার জন্যই অতি বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছেন,—"গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে কথা বলিয়া যাইবার ও বাহির হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে সম্মুখীন হইয়া সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিবার, সংসারে তোমার কেহ না থাকিলে, এবং অপরাহ্ন সময়ের আমোদ প্রমোদ ও সুখালাপে তোমার পাশে বসিয়া অংশভাগী হইবার, অথবা সুখে ও দুঃখে তোমার সমভোগী হইবার কোনও লোক না থাকিলে, তোমার ন্যায় হতভাগ্য জীব জগতে আর নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন;—"সংসারে যাহার সমস্বার্থ বিশিষ্ট অন্যলোক নাই,—যাঁহার নিজেরই নিজের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হয়, বয়োবৃদ্ধ অবিবাহিত পুরুষই তদ্রূপ দুর্ভাগ্যশীল জীবের দৃষ্টান্ত স্থল।" (১)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাক্তার লেনডেলস্—গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াই স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন;—"তিনিই

(১) "What a life to lead ! exclaimed Cobbett, without no one to talk to when going from home, or some one to receive you when coming to home. No friend to sit and talk to pleasant evening to pass. No body to share with your sorrows or your pleasure. No soul having common interest with you &c. To me, no being in this world appears so wretched as an old bachelor"

—To be or not to be married.

তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের রাণী ছিলেন, সংসারে তাঁহার প্রভুত্ব অবারিত এবং তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিধি ছিল।" (১)

নীতি-কৌমুদী—গ্রন্থের একস্থলে লিখিত আছে, "হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধক গৃহকর্ম্ম প্রভৃতির শিক্ষা স্ত্রী জাতির প্রকৃতিতেই অধিকতর শোভাপ্রাপ্ত হয়। সংসারক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে স্নেহশীলা মাতৃরূপে, পবিত্র প্রণয়-বিহ্বলা ভার্য্যারূপে, ভ্রাতৃবৎসলা ভগিনীরূপে, রোগে শোকে স্বর্গের দেবীরূপে স্ত্রী জাতি সর্ব্বদেশের সমাজ ও গৃহস্থালী পরিশোভিত করিয়া থাকেন। রন্ধনে সৌরিন্ধ্রী বা দ্রৌপদী, শুশ্রূষায় সত্যভামা রুক্মিনী এবং সাবিত্রী, বীরত্বে সুভদ্রা ও জনা, প্রেমে রাধিকা, সতীত্বে সীতা দময়ন্তী ও সাবিত্রী, এবং জ্ঞানে লোপামুদ্রা দেবযানী, ভারতেরই আদর্শ রমণী।" স্ত্রীজাতি যৌবনে সঙ্গিনী, সম্পদে শোভা, বিপদে বুদ্ধি, ব্যয়ে যশঃ, অর্জ্জনে লক্ষ্মী, এবং বার্দ্ধক্যে জীবনালম্বন।"

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত—তাঁহার "পুরুষ ও নারী" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন;—"পুরুষ বিশ্বকে কেন্দ্র করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে, নারী আপন আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব-প্রতিষ্ঠা করে; অথবা নারী হইতেছে যেন কেন্দ্রমুখী শক্তি, আর পুরুষ হইতেছে কেন্দ্রবিমুখী শক্তি। সমাজ সংসার তাই নারীকেই কেন্দ্র করিয়া, মধ্যে রাখিয়া, চারিদিক গড়িয়া, সাজিয়া উঠিয়াছে।" উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থলে লিখিত আছে,—"নারীকে ধরিয়া সভ্য, সমাজ সংসার আপনা হইতেই সহজে তৈয়ারি হইয়া ফুটিয়া উঠে। পুরুষের হইতেছে বিচার বুদ্ধির পদ্ধতি, আর নারীর হইতেছে প্রাণের অনুভবের পদ্ধতি। এই প্রাণের অনুভব শক্তির সূক্ষ্মতা এবং

(১) "She was the queen of his home, her authority was unimpeachable and her will law."—*Dr. Landels.*

তীক্ষ্ণতা (Sensibility) নারী-প্রকৃতিরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম। আমাদের মনে হয়, নারী হইতেছে জীবনের জীবনীশক্তির প্রতিরূপ। নারীর মধ্যে সব জিনিসেই জীবনের পরিপূর্ণতায় সার্থকতায় কর্ম্মের দিকে প্রধাবিত। নারী হইতেছে স্বভাব প্রভৃতি, নারীর সত্তা সহজ, সরল অখণ্ড একমুখী। প্রাণময় সত্তা তাঁহার সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া ভরিয়া নিরেট করিয়া রাখিয়াছে।" তিনি তাঁহার "নারীর-কথা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"নারী গৃহলক্ষ্মী, স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে সে গৃহটী গড়িয়াছে, সাজাইয়াছে, এবং ধরিয়া রাখিয়াছে। নারী ব্যতিরেকে গৃহ নাই, গৃহ ছাড়া জীবন নাই, জগত নাই। নারীই হইতেছে কেন্দ্র, তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার চারিদিকে সমাজ দানা বাঁধিয়াছে।"

বিদুষী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি, এ,—তাঁহার প্রদত্ত "গৃহধর্ম্মে গৃহিণী সহধর্ম্মিনীরূপে" এই উপদেশের একস্থলে বলিয়াছেন;—"গৃহ-পরিবার নারীর বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র, তাই উহা তাহার ধর্ম্মক্ষেত্রও বটে। কালে কালে নারীর কর্ম্মশক্তি ও জনহিতৈষিতা যেমন প্রসারিত হয়, তাহার পরিবারের পরিধিও তেমনি বাড়িয়া যায়—সে একটি পরিবারের পরিবর্ত্তে দশটি পরিবার বা সমস্ত দেশ ও সমগ্র জাতিকে আপনার পরিবার মনে করিয়া, তাহার সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারে। কিন্তু তাহার সকল কর্ম্মের আরম্ভ হয় নিজপরিবারে। নারী মাতৃজাতি। পুত্রকন্যার জননীরূপে সমাজের ভাবী মঙ্গল অমঙ্গলের জন্য নারী বিশেষভাবে দায়ী। সন্তানের জীবন রক্ষা ও প্রথমশিক্ষা, এবং স্বামীর জীবনকে কল্যাণ-পথে পরিচালন, এ সকল অনেক পরিমাণে নারীর উপরই নির্ভর করে।"

স্বর্গীয় মহাজ্ঞানী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তাঁহার "বিষবৃক্ষ" গ্রন্থে তাঁহার আদর্শ-গৃহিণী বা পত্নী সূর্য্যমুখীকে লক্ষ্য করিয়া নগেন্দ্র নাথের মুখে বলিয়াছেন,—"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী

আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহৃদ্দে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক এবং পরিচর্য্যায় দাসী।” বস্তুতঃ, ইহাই প্রাচীন ভারতে গৃহস্থাশ্রমে সুগৃহিণীর আদর্শ ছিল। সংসারে থাকিয়া এতগুলি দায়িত্ব, যাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার প্রাধান্য অপরিহার্য্য।

কবিকুলচূড়ামণি মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির এক বিশেষ অধিবেষণে বলিয়াছেন ;—“নারীরা সংসার সৃষ্টি করেন, তাদের হৃদয় দিয়ে, সহজ বুদ্ধি দিয়ে, ত্যাগ স্বীকার দিয়ে তারা গৃহ সৃষ্টি করে তুলচে। প্রত্যেক সংসার নারীর সৃষ্টি। সে কাব্য নয়, সঙ্গীত নয়, কোন কল-কারখানা নয়, সমস্ত সংসার। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সকল জটিল ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে তাকে সত্য করে যেখানে স্থান দিতে হবে, সেই গৃহটীকে নিজের রচনা করতে হয়েচে মেয়েদের। ইহার ভিতর ধৈর্য্য, বুদ্ধি, সহৃদয়তা—কত জিনিস আছে যার দ্বারা গৃহকে সুন্দর করেচে, রমণীয় করেচে, বাসযোগ্য করেচে মেয়েরা। তবে ত সে সংসারের কেন্দ্রস্থল, গৌরবের স্থান পাবার অধিকারী হয়েচে! যে সংসার সে নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেচে, সেখানে তার প্রাণ, হৃদয়, বুদ্ধি ও ত্যাগ আছে, তাতে বৈচিত্র্য আছে, নৈপুণ্য আছে। নানাপ্রকার সাহচর্য্য দ্বারা উদার হ'য়ে যে সৃষ্টি নারী করেন, সেখানে তার সিংহাসন স্থাপিত হয়। পুরুষেরা সেই রাজত্বে বাস করে। * * সংসারে নারী শক্তি ভাইটেমিন। সে অন্তরে অন্তরে প্রাণ সঞ্চার করে। আমরা স্থূল ভাবে যা দিই তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি ভাইটেমিন—সংসারে বিচার করবার ভার মেয়েদের উপর।”

গৃহিণীর প্রাধান্য-সম্বন্ধে মহাজন পদাবলীর সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ।

মণিমাণিক্য অপেক্ষাও পতিপ্রাণা ধার্ম্মিকা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রী-রত্নের মূল্য অধিকতর। তাঁহার স্বামী তাঁহার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইতে কোন অপচয়েরই আশঙ্কা নাই। তিনি যাবজ্জীবন স্বামীর ইষ্টসাধন করিবেন, কখনও অনিষ্ঠ করিবেন না। রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বেই তিনি গাত্রোত্থান করেন এবং পরিবারবর্গের আহারাদির এবং দাসদাসীদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। শ্রমশক্তি ও আত্মসম্ভ্রম তাঁহার অলঙ্কার, তিনি মুখ খুলিলে জ্ঞানের কথা বাহির হয়, এবং তাঁহার জিহ্বাগ্রে সদা দয়ার ব্যবস্থা থাকে। সরলতা এবং পবিত্রতার দীপ্তি তাঁহার বদনমণ্ডলে, লজ্জাশীলতা তাঁহার কপোলদেশে সদা বিরাজিতা। তাঁহার পরিচ্ছদ সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অথচ আড়ম্বরশূন্য। নম্রতা ও বিনয় তাঁহার মস্তকের মুকুট। তাঁহার জিহ্বা সুমিষ্ট বচনের প্রস্রবণ। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় মধুবর্ষণ করে। সাধুতা তাঁহার সকল কথায় ও কার্য্যে; নম্রতা ও সতত্য তাঁহার বাক্যের ভূষণ। ধৈর্য্যশীলতা এবং পরিণাম-দর্শিতা তাঁহার পদক্ষেপের অগ্রে অগ্রে গমন করে। ধর্ম্ম সর্ব্বদা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অনুসরণ করে, তাঁহার চক্ষু চারিদিকে কোমলতা ও প্রেম বিকীর্ণ করে।

সেই গৃহিণীই পুণ্যবতী যাঁহার গৃহকার্য্য কেবল ঈশ্বর সেবার জন্য। তাঁহার নিকট গৃহস্থাশ্রম শান্তি নিকেতন, তিনি তাঁহার সকল কার্য্যই কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্পাদন করেন। তাঁহার গৃহধর্ম্মের অন্তরালে ঈশ্বরের আদেশ পালন; তাই তাঁহার জীবনের পবিত্র ছায়ায় সন্তান সন্ততির মুখশ্রী পুণ্যালোকে উজ্জল হয় এবং তাঁহার বিশুদ্ধ

হৃদয়ের ভাবাবলী পুত্র কন্যাগণের আত্মা প্রচ্ছন্নভাবে আলোকিত করিয়া রাখে।

সেই আদর্শস্থানীয়া গৃহিণী আপনার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টান্তদ্বারা স্বামীর জীবনকে ঈশ্বরের পথে উন্নত করিয়া দেন, এবং স্বীয় আত্মার আলোকে স্বামীর হৃদয়কে আলোকিত করিয়া রাখেন। প্রকৃত আদর্শ গৃহিণীই গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপিনী ; তিনি তাঁহার জীবনের পুণ্য ও প্রেমে গৃহস্থাশ্রম সমুজ্জ্বল করেন। তাঁহার শাসন প্রেমের পবিত্র শাসন, তাঁহার ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার নিকট পার্থিব সমুদয় দুঃখভার লঘু হইয়া যায়। তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম ঈশ্বরের সেবাই তাঁহার জীবনের সার। তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও পুণ্যপ্রভা দেখিয়া গৃহের সকলেই পবিত্র হইয়া যায়।

আদর্শ গৃহিণী যে গৃহের কর্ত্রী সে গৃহে শান্তি সদা বিরাজ করে। প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিলে তাঁহার প্রাণ ব্রহ্মপদে এবং হস্ত ব্রহ্মকার্য্যে নিরত হয়। পারিবারিক সমস্ত চিন্তা তিনি সানন্দে মস্তকে ধারণ করেন। শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য এবং পরিমিততা তাঁহার গৃহের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তিনি আদেশ করিতে না করিতে দাসদাসীরা ছুটিয়া কাছে যায় এবং আদেশ করিবামাত্র কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার সদয় দৃষ্টি দাসদাসীর হস্তপদে অমিত বল সঞ্চার করে। সুখে দুঃখে তিনি সমভাবাপন্না ; সুখেতেও তিনি ফুলিয়া উঠেন না, আবার দুঃখের কশাঘাতও ধৈর্য্যের সহিত বহন করেন।

আদর্শ গৃহিণী শৈশবকাল হইতেই তাঁহার সন্তান দিগেরচরিত্র সুগঠিত করেন ; তাঁহার চরিত্রের প্রতিভা তাহাদিগের চরিত্র সমুজ্জ্বল করে। তাঁহার মুখের বাক্য সন্তানদিগের বিধি-স্বরূপ হয় ; তাঁহার চক্ষের ইঙ্গিতে তাহাদিগের দুর্দ্দমনীয় ভাব বশীভূত হয়।

আদর্শ গৃহিণীর বক্ষঃস্থল সাধুতার বাসস্থান ; অন্যের প্রতি সন্দেহ

তথায় বাস করিতে পারে না। যখন পরের কুৎসা রটনায় প্রতিবেশীর রসনা ব্যস্ত হয়, তখন তাঁহার জিহ্বা নীরব থাকে; অধিকন্তু, তাঁহার নিজের সাধুতার গুণে পরনিন্দা প্রচারে প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। পরনিন্দা প্রচারে দুশ্চরিত্র লোকের জিহ্বাও তাঁহার নিকট মৌন হইয়া থাকে; তাঁহার পুণ্যের জ্যোতি দুশ্চরিত্র লোকের নিকট বিদ্যুতের খর আভা উদ্গীরণ করে।

৩। গৃহস্থাশ্রমে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান—সুশীলা! আমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমে যে পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহার মহৎ উদ্দেশ্য এবং কি প্রণালীতে সেই সকল যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধি-সঙ্গত, গৃহিণী মাত্রেরই তাহা জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই অদ্য তোমাকে তদ্বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

আমরা বুঝি আর না বুঝি, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে গৃহস্থাশ্রমে প্রতি-নিয়ত যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে, সাক্ষাত এবং পরোক্ষভাবে তাহাতে প্রধানতঃ (১) দেবানুগ্রহ, (২) মৃত বা জীবিত ঋষিকল্প মহাপুরুষদিগের প্রদত্ত শিক্ষা ও দীক্ষা, (৩) পিতা-মাতা ও পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষদিগের অযাচিত স্নেহ-মমতা, (৪) পশু-পক্ষ্যাদি ভূতগণের সহযোগিতা ও সাহায্য এবং (৫) অপরাপর নর-নারীর সহকারিতার, একান্ত প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায়, উপরোক্ত পঞ্চবিধ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট এতদ্রূপে যে ঋণগ্রস্ত হই, সেই ঋণ পরিশোধার্থে ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য ঋষিরা গৃহস্থাশ্রমে (১) দেব-যজ্ঞ, (২) ঋষি-যজ্ঞ, (৩) পিতৃ-যজ্ঞ, (৪) ভূত-যজ্ঞ এবং (৫) নৃ-যজ্ঞ, এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহার্থে গৃহস্থাশ্রমবাসীগণ জীব-হিংসাদি যে সকল পাপ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানই এই পঞ্চ-যজ্ঞানুষ্ঠানের

অন্যতর উদ্দেশ্য। অতএব, যে ভাবেই হউক, গৃহস্থ মাত্রেরই এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহর্ষি মনু—তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন ;—"গৃহস্থাশ্রমে কণ্ডনী (উদূখল বা মুষল), পেষণী (যাঁতা), চুল্লী (উনন), উদকুম্ভী (জলপাত্র কলসী প্রভৃতি) এবং মার্জ্জনী (ঝাঁটা বা বারণ) এই পাঁচটী জীব-হিংসার প্রধান স্থান। এই পাঁচ স্থানে জীব-হিংসা অনিবার্য্য। ইহাদিগকে সূনা অর্থাৎ বধ্যস্থান বলে। এতদ্রূপে জীব-হিংসা গৃহস্থের স্বর্গ লাভের প্রতি-বন্ধক। তাই এই পঞ্চবিধ প্রকারে অনুষ্ঠিত পাপ-ক্ষয়ের জন্যই গৃহস্থাশ্রমে পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা, এরূপ অবস্থায় যে গৃহস্থ যথাবিধি প্রতিদিন এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে গৃহস্থাশ্রমবাসী হইয়াও এই পঞ্চ-সূনা পাপের ভাগী হয় না। আর, শক্তি থাকিতেও যে গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতা, অতিথি, পিতৃলোক, ভৃত্যবর্গ এবং আত্মার তৃপ্তির জন্য এই পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে জীবিত হইলেও মৃত বলিয়া গণ্য হয়।" (১)। এক কথায় বলিতে গেলে, গৃহস্থাশ্রমবাসী হইয়া উপরোক্তরূপে কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে, অনিচ্ছাকৃত হইলেও, উপরোক্ত অনির্ব্বার্য্য পাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।

১ম দেব-যজ্ঞ—দেবানুগ্রহই আমাদিগের অস্তিত্ব এবং সুখ

(১) কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভি স্বর্গং ন বিন্দতি॥
পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি।"
"পঞ্চৈতান যো মহাযজ্ঞা ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
সগৃহেহপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈ র্ন লিপ্যতে॥
দেবতাতিথি ভৃত্যাং পিতৃণামাত্মনশ্চয়।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চনামুচ্ছসন নস জীবতি॥"—মনুসংহিতা।

শান্তির মুলীভূত। এরূপ অবস্থায় দেবতার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অর্থাৎ যথাবিধি দেবার্চ্চনাদি করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং ইহাই দেব-যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্যে। প্রাচীন যুগে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই জল, বায়ু, অগ্নি এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদির অলৌকিক ক্রিয়াশক্তি দেখিয়া, তাহাতেই দৈবশক্তির অধিষ্ঠান এই বিবেচনায়, প্রত্যেককেই দেবতা জ্ঞান করিতেন, এবং এই বিশ্বাসেই তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য ভোগ্যবস্তুর অগ্রভাগ ঐ সকল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া তৎপরে নিজেরা তাহা ভোগ করিতেন। এছাড়া, গৃহস্থাশ্রমীর অন্যান্য প্রকারেও যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে। প্রধানতঃ এইরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানই দেব-যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। আজ কালও নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের মধ্যে অনেককে এই দেব-যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভগবত গীতা—এই শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে—"যে ব্যক্তি দেব-দত্ত ভোগ্যবস্তু দেবতাদিগকে না দিয়া অর্থাৎ যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, নিজে ভোগ করে সে চোর, কারণ—এই দেব-যজ্ঞ দ্বারা পরিতোষিত হইয়াই দেবতারা আমাদিগের অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সমূহ প্রদান করেন।" (১)

২য় ঋষি-যজ্ঞ—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে আমাদিগের নানা বিষয়ে শিক্ষা এবং দীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং তদর্থে অর্থাৎ জ্ঞানোন্নতি সাধন জন্য যুগযুগান্তর হইতে যে সকল মনীষিগণ নিযুক্ত আছেন, সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে, আমরা যাহাদিগের অর্জ্জিত জ্ঞানের ফল লাভ করিতেছি,

(১) "ইষ্টান ভোগান হি বো দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেনএব সঃ।"—গীতা ৩য়ঃ অঃ

সেই সকল ঋষিকল্প মহাপুরুষদিগের নিকট আমরা ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধার্থে তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্র-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তদনুসারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করাই আমাদিগের শাস্ত্রীয় বিধান এবং গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই অধ্যাপনই সেই ঋষি-যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

৩য় পিতৃ-যজ্ঞ—পরলোকগত মাতা-পিতা এবং মাতামহ ও পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষদিগের আত্মার সৎগতির জন্য আর্য্য-ঋষিগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির এবং পিণ্ডদানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমাদিগের হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে তাহাই পিতৃ-যজ্ঞ। আর একভাবে দেখিতে গেলে, যাঁহাদিগের অযাচিত স্নেহ-মমতা এবং যত্ন-চেষ্টা আমাদিগের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলাধার, এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট যেরূপ ঋণাবদ্ধ, তাহাতে সেই ঋণ পরিশোধার্থে উপরোক্ত-রূপ শ্রাদ্ধ তর্পণাদিই যথেষ্ট নহে। সাক্ষাত দেবতাজ্ঞানে ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত আজীবন তাঁহাদিগের সেবা-পূজা করাও আমাদিগের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মহানির্ব্বানতন্ত্রে লিখিত আছে,—"গৃহীর অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম-বাসীর মাতা-পিতাকে সাক্ষাত দেবতাজ্ঞানে পরম যত্নের সহিত সর্ব্বদা সেবা পূজা করা কর্ত্তব্য।" (১)

৪র্থ ভূত-যজ্ঞ—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে গার্হস্থধর্ম্ম পালন জন্য সর্ব্ববিধ জীব জন্তু এবং বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিদ জাতি আমাদিগের প্রধান অবলম্বন এবং সহায়। বলিতে কি, অনেকস্থলে তাহারা আমাদিগের হিতার্থে আত্মদান করিতেও বাধ্য হইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমরা সর্ব্ববিধ প্রাণী অর্থাৎ ভূতবর্গের নিকটও ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধার্থেই

(১) "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাত প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।"—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

ভূত-যজ্ঞের শাস্ত্রীয় বিধান। বস্তুতঃ, এই উদ্দেশ্যেই আর্য্যঋষিগণ ভূত বর্গের প্রীত্যর্থে বলির বিধান অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যের একাংশ তাহাদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই বলির মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই যে, - "দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশু পক্ষ্যাদি, যক্ষ-রক্ষ, দৈত্য-দানব, প্রেত-পিশাচ গণ, এমন কি, তরুলতাদি উদ্ভিদগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব আমার প্রদত্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহাদিগের এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গাদি যাহারা কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ ও ক্ষুধাতুর আছে, তাহাদিগের জন্যও আমি এই অন্ন প্রদান করিতেছি, সকলেই আমার এই অন্নে তৃপ্ত ও সুখী হউন। যাহাদের মাতাপিতা নাই, বন্ধু-বান্ধব নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবারও সাধ্য নাই, সুতরাং অন্নাভাব, আমি তাহাদিগের তৃপ্তির জন্য ও ভূপৃষ্ঠে এই অন্ন প্রদান করিলাম।" (১)।

৫ম নৃ-যজ্ঞ—মনুষ্যের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী জীব এজগতে আর নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। একে অপরের সাহায্য না পাইলে কেহই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। তাই আশৈশব আমরা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। সেই প্রাপ্ত সাহায্যরূপ ঋণ পরিশোধার্থেই গৃহস্থাশ্রমে নৃ-যজ্ঞের ব্যবস্থা। গৃহাগত অতিথি অভ্যাগতের প্রতি গৃহস্থের যথোচিত কর্ত্তব্য পালনই তাহার উচ্চ আদর্শ। তাই আমাদের শাস্ত্রে আছে ;—"সর্ব্বদেবময়োঽতিথি" অর্থাৎ অতিথিই সকল দেবতার সমতুল্য।

---

(১) "দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসিসিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্য সঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবো সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়াপ্রদত্তম্॥
পিপীলিকা কীটপতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রযান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যোবিসৃষ্টং সুখিনোভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা নবন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধিন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতাভবন্তু॥"—বিষ্ণুপুরাণ।

সুশীলা! বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গৃহস্থাশ্রমবাসীর পক্ষে এই নর-যজ্ঞ অর্থাৎ ছোট বড় নির্ব্বিশেষে মানবজাতির সেবা-পরিচর্য্যায় ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং মহৎ ধর্ম্ম বা যজ্ঞ আর নাই। এই মহৎগুণের জন্যই গৃহস্থাশ্রম অপরাপর আশ্রমবাসীর প্রধান অবলম্বন এবং আশ্রয়স্থান বলিয়া সমাদৃত। বলিতে কি, আমাদের স্ব স্ব পরিবার মধ্যে পরিবারবর্গ, দাসদাসী এবং আশ্রিত ও সমাগত ব্যক্তিগণের প্রতি কর্ত্তব্য পালনও এই নৃযজ্ঞেরই অন্তর্গত। যে হউক, এই সকল ব্যক্তির প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য, আমি পৃথক ভাবে, তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাই এস্থলে এতাধিক আর কিছু না বলিয়া, হিন্দুশাস্ত্রবেত্তা মনীষিগণের পদানুসরণে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে;—(১) অধ্যাপন ঋষি-যজ্ঞ, (২) তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, (৩) হোম দেব-যজ্ঞ, (৪) বলি ভূত-যজ্ঞ এবং (৫) অতিথি সেবাই নৃযজ্ঞ। (ক)। অতএব আশা করি, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করিবে না।

৪। গৃহই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীগণই লক্ষ্মী স্বরূপিণী। গৃহ ধনে-জনে পরিপূর্ণ করা, এই আশ্রমের যাবতীয় অভাব দূর করিয়া ইহাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিণত করা, এবং যথারীতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গৃহের সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষা করা গৃহিণীরই কর্ত্তব্য কার্য্য। গৃহিণীই গৃহস্থাশ্রমে ধন-ভাণ্ডারের রক্ষক এবং ব্যয় ও সঞ্চয়ের কর্ত্রী। এক কথায় বলিলে, হিন্দুর আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবীই সুগৃহিণীর আদর্শস্থানীয়া। সেই আদর্শের অনুসরণ অর্থাৎ তদনুসারে গৃহধর্ম্ম পালন জন্যই হিন্দুর গৃহে নববধূদিগের জন্য লক্ষ্মীর ব্রতাচরণের ব্যবস্থা এবং তজ্জন্যই হিন্দুর গৃহে গৃহে লক্ষ্মীদেবীর পূজার্চ্চনা হয়। নারীশক্তিতে

(ক) "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃ-যজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনং॥"

লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াই আর্য্য ঋষিরাও বলিয়াছেন,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মী-রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" বস্তুতঃ, নারীজাতির এই ঈশ্বরদত্ত শক্তি স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং যে গৃহিণী আলস্য বা ঔদাস্যবশতঃ এই স্বভাবসিদ্ধ শক্তির অপব্যবহার করেন, তিনি অতি দুর্ভাগিনী এবং অলক্ষ্মীরূপে অনাদৃতা হয়েন।

লক্ষ্মীচরিত—গ্রন্থে লিখিত আছে, একদা নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমি কিরূপ গৃহিণীর গৃহে বাস করিতে ভালবাস?" তদুত্তরে লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন;—"উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়ভাষিণী, মিতব্যয়িনী, পুত্রবতী, অর্থ-সঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবগণের পূজাপ্রিয়া, গৃহমার্জ্জনে তৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, লোভবিহীনা, ধর্ম্মকর্ম্মে অভিনিবিষ্টা এবং দয়ান্বিতা নারীতে আমি সর্ব্বদা বাস করি। মধুসূদন যেমন আমার প্রিয়, উপরোক্ত গুণবতী নারীও আমার তদ্রূপ প্রিয়।" (১)। উক্তগ্রন্থের আর একস্থলে লিখিত আছে;—"একমাত্র শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা আদ্যাশক্তিই বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, মর্ত্ত্যে ও পাতালে রাজলক্ষ্মী, কুলে কুললক্ষ্মী, এবং গৃহস্থের গৃহে গৃহলক্ষ্মী, ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ ও নামধারণ করিয়া থাকেন। ত্রিভুবনপূজ্যা মহালক্ষ্মীই "গৃহলক্ষ্মী" নামধারণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমবাসীর শরীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। যে গৃহস্থ ধান্যকে সুবর্ণবৎ ও তণ্ডুলকে রজতবৎ জ্ঞান করেন এবং যাহার

(১) "নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু।
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু॥
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু।
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু॥
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু।
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু॥"—লক্ষ্মী-চরিত।

পাক করা অন্নে তুষ, কেশ বা কাঁকরাদি দেখিতে পাওয়া না যায়, তাঁহার প্রতিই লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি থাকে।”

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—বলিয়াছেন ;—“ঈশ্বরের কোটী স্বরূপের মধ্যে লক্ষ্মীস্বরূপ একটী। তিনি লক্ষ্মীরূপে আমাদের সকলের সংসার মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদের গৃহের সমুদায় ধনরত্ন সামগ্রী তাঁহারই প্রদত্ত।”

মহাভারত—বৎসে! এই মহাগ্রন্থে লিখিত আছে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীদেবী কিরূপ স্ত্রী পুরুষের নিকট অবস্থান করেন। তদুত্তরে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন—“একদা কন্দর্প-জননী রুক্মিণী অসাধারণ রূপ লাবণ্যবতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের সমাসীন সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ত্রিলোকেশ্বর! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাক, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। তখন কমলা কহিলেন, সুন্দরি! যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা, ক্ষমাশীলা, সত্যনিষ্ঠা ও জিতেন্দ্রিয়া সত্যসরলতাদি গুণসম্পন্না, দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির প্রতি একান্ত ভক্তি পরায়ণা, সৌভাগ্যসম্পন্না ও সৌন্দর্য্যযুক্তা, আমি সতত তাহাদিগের গৃহেই অবস্থান করি। * * আমি সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করি তাহার ধর্ম্ম অর্থ ও যশ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে, যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠান কালে যাহাদিগের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা স্বামীর প্রতিকূল বাক্য বিন্যাস করে, এবং যাহারা নির্দ্দয় ও অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয়া ও নিদ্রাপরায়ণা, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি।” (১)। এছাড়া, উক্ত মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে—

(১) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

লিখিত আছে ;—"যিনি শ্রেয়ো-লাভার্থী তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। কারণ উহারাই গৃহের শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনী। অতএব উহাদিগকে সযত্নে প্রতিপালন করিলে, লক্ষ্মীকে প্রতিপালন করা হয়, আর উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।" (১)

বৃহৎ পরাশর-সংহিতা—মহর্ষি পরাশর গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিবেচনায় তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন—"গৃহাশ্রমে স্ত্রীগণ সন্তুষ্ট থাকিলেই তাহারা লক্ষ্মীস্বরূপিণী, আর রুষ্ট হইলে দুষ্টদেবতা-দিগের ন্যায় হয়। তাহারা সন্তুষ্ট হইলে বংশের শ্রীবৃদ্ধি করে, আর অপমানিত হইলে কুলনাশিনী হয়। স্ত্রী প্রীত হইলে পুরুষের আয়ু, ধন ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে, আর অসন্তুষ্ট হইলে তাহাদিগের অভিশাপ হইতে এই সমস্তই বিনাশ হইয়া থাকে। (২)

৫। গৃহই প্রধান শিক্ষালয়—সুশীলা! কার্য্যগত অর্থাৎ হাতে কলমে শিক্ষা ও দীক্ষার্থ আমাদিগের গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা প্রধান শিক্ষালয়। দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, পরার্থ-পরতা এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মজ্ঞান লাভের উপযোগী এরূপ দ্বিতীয় আশ্রম আর নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ, মানবজীবনের যে কিছু মহত্ত্ব এবং গুণ-গৌরব, গৃহশিক্ষাই তাহার মূল। এই গৃহশিক্ষাই অলক্ষিত ভাবে আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে কার্য্য করে। পরিবারস্থ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শিক্ষাদাতা, তন্মধ্যে

---

(১) "শ্রিয়এতাঃ স্ত্রিয়োনামঃ সৎকার্য্যা ভূতিমিচ্ছতা।
পালিতা নিগৃহীতাশ্চ শ্রীঃ স্ত্রী ভবতি ভারত ॥"—অনুশাসনপর্ব্বাধ্যায়

(২) "স্ত্রিয়স্তুষ্টা শ্রিয়ঃ সাক্ষাৎ রুষ্টাশ্চ দুষ্টদেবতা।
বর্দ্ধয়ন্তে কুলংতুষ্টা নাশায়ন্ত্যপমানিতা ॥
আয়ুর্ব্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যাস্যানৃণাং সদা।
নষ্ট্যন্তেতে তদাপ্রীতৌ তাসাং শাপদ সংশয়ঃ ॥—বৃহৎ পরাশর সংহিতা।

গৃহ-কর্ত্রী অর্থাৎ গৃহিণীই প্রধানতঃ জননীরূপে এই গৃহস্থাশ্রমরূপ শিক্ষালয়ের সর্ব্বপ্রধানা শিক্ষয়িত্রী। তাই, আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন ;—"গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ গৃহিণীই প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রমে সরস্বতী রূপে বিরাজিতা।" গৃহস্থাশ্রমে মাতৃদত্ত প্রথম শিক্ষাই জীবনে অধিকতর কার্য্য-কারী হয়, এই বিশ্বাসেই মহাত্মা নেপোলিয়ন বলিয়া গিয়াছেন ;—"সন্তানের ভাবী সুখ, দুঃখ এবং উন্নতি বা অবনতি এ সমস্তই গৃহপরিবারে মাতৃদত্ত শিক্ষার ভালমন্দ অর্থাৎ গুণ বা দোষের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মাতৃদত্ত শিক্ষাই আমার যে কিছু জ্ঞান এবং উন্নতির মূল।"

বৎসে! নানা প্রতিকূল কারণে আমাদিগের গৃহস্থাশ্রমে তোমার যথোচিত শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা হয় নাই। তবে, সুখের বিষয় ভগবানের কৃপায় আদর্শ পরিবারেই তোমার বিবাহ হইয়াছে। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেবর এবং যা ও ননদিনী প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ জমাট বাঁধান এরূপ সুখের সংসার অল্পই দেখা যায়। এরূপ অবস্থায়, পতিগৃহ-রূপ শিক্ষালয়ে তুমি এইক্ষণে গুরুজনের, বিশেষতঃ মাতৃসমা শাশুড়ীর আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য এবং কার্য্য কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই আশা করি, মাতৃগৃহে তোমার যথোচিত শিক্ষা ও দীক্ষার যে সকল ত্রুটি অর্থাৎ অভাব হইয়াছিল, তাহা এইক্ষণে সহজেই পূরণ করিতে পারিবে।

এস্থলে আর একটি কথা তোমাকে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভগবানের কৃপায় তোমার সন্তান জন্মিলে, তখন এই গৃহস্থাশ্রমই যে মানব-জাতির সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান শিক্ষালয়, এবং জননীরূপে তোমাকেই এই শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রীরূপে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষভাবে জানিতে এবং বুঝিতে পারিবে। "জননীর কর্ত্তব্য" নামক গ্রন্থে সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে জননীর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্বাদি সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। আশা করি, অবসর মত তুমি তাহা পাঠ করিতে যত্নের ত্রুটি

করিবে না। গৃহস্থাশ্রমই যে সন্তানগণের শিক্ষা এবং দীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান উক্ত গ্রন্থ পাঠে তুমি তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিবে।

৬। গৃহই আনন্দময় শান্তিনিকেতন—প্রত্যেক গৃহিণী এই শান্তি নিকেতনের আনন্দদায়িনী প্রেমময়ী শান্তিদেবী। বস্তুতঃ, গৃহে সুখ-শান্তি আছে বলিয়াই মনুষ্যেরা সাংসারিক বিবিধ কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও গৃহস্থাশ্রমের উন্নতি সাধন জন্য গায়ের রক্ত জল করিতেছে।

বালক বালিকাগণ পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া যখন বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হয়, তখন গৃহিণীই জননীরূপে সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগের মলিন শুষ্কমুখে হাসি ফুটাইয়া দেন। তখন তাহারা জননীর বাৎসল্যভাবপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সকল ক্লেশ ভুলিয়া যায়। পরিণতবয়স্ক লোকেরাও কার্য্যক্ষেত্রে সমস্ত দিন গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া, শান্তি সুখের আশায়ই দিবাবসানে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হন, এবং ভার্য্যার সহাস্য বদন ও প্রেমপূর্ণ মধুর সম্ভাষণ এবং পুত্র কন্যাগণের সরলতাময় মধুরভাব দর্শনে বিগতক্লান্ত হইয়া শান্তি-সলিলে অবগাহন করিতে থাকেন। যিনি এইরূপ পারিবারিক পবিত্র সুখে বঞ্চিত, তাঁহার ন্যায় হতভাগ্য আর নাই। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিত বার্ক বলিয়াছেন;—"বাহিরের কলহ, বিবাদ ও অশান্তি ছাড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসি, তখনই শরীর যেন জুড়াইয়া যায় এবং আত্মা শীতল হয়।"

পণ্ডিত চাণক্য—বলিয়াছেন;—"যাঁহার গৃহে মা নাই এবং ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী তাহার বনে গমন করাই শ্রেয়; তাহার পক্ষে গৃহ আর বন উভয়ই সমান।" (১)। কারণ তদ্রূপগৃহে আনন্দ ও শান্তি-সুখ লাভের

(১) মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথাগৃহম্‌।—চাণক্যশ্লোক

আশা থাকে না। আর এক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"যে মুহূর্ত্তে আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার অন্তরের দুঃখ ও দুর্ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়।"

লক্ষ্মীচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"গৃহিণী সদা হাস্যময়ী, হিংসা-দ্বেষশূন্যা, মিষ্টভাষিণী এবং অহঙ্কার বিবর্জ্জিতা না হইলে, সংসারে সুখ-শান্তি থাকিতে পারে না।"

মহাত্মা পার্কার বলিয়াছেন ;—"সংসারে শুষ্কহৃদয় সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় তিক্তভাবপূর্ণ নীরস জীবন যাপন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। নিরানন্দ জীবন অনেক অলক্ষিত পাপকে পোষণ করিয়া রাখে।"

বৎসে! এরূপ অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম, যাহাতে প্রকৃত আনন্দধাম ও শান্তির আলয় হয়, তৎপ্রতি আমাদের গৃহিণীদিগের সতত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৭। গৃহাশ্রমই প্রধান দেবালয়—সুশীলা! ঋষিরা বলিয়াছেন ;—"আহার, নিদ্রা, ভয় এবং সহবাস প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য পশুর সমান ; কেবল ধর্ম্মই তাহাদিগের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। সুতরাং ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সমান।" বস্তুতঃ, যে গৃহে ধর্ম্মের আদর ও অনুষ্ঠান নাই, তাহা পশ্বালয় সদৃশ। এরূপ অবস্থায় যে গৃহে দেবতার পূজা হয় না, ভগবানের নাম উচ্চারিত হয় না, অতিথি অভ্যাগতগণের যথোচিত সমাদর ও সেবা হয় না, সে গৃহ শ্মশানসদৃশ—তাহা ভূত পিশাচের আবাস স্থান বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

মহাভারত—শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে,—"ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন বিষয়ে একমাত্র সহায়। ধর্ম্মার্জ্জন বিষয়ে পত্নীই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে।" তাই শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীবিহীন হইয়া অর্থাৎ পুরুষের একাকী কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবারও অধিকার নাই। এজন্য

ঋষিরা বলিয়াছেন, "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে। তুমি অবশ্যই রামায়ণে পড়িয়াছ, মহারাজ রামচন্দ্র সীতার অভাবে সীতার প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই বলি, যিনি সংসার এবং ধর্ম্ম পৃথক বিবেচনা না করিয়া, সমভাবে ও সম্মিলিতরূপে এতদুভয়ের সেবা করিতে জানেন, তিনিই আদর্শ গৃহিণী এবং তাঁহার গৃহস্থাশ্রমই দেবালয় সদৃশ।

বহ্নিপুরাণ—এই শাস্ত্র গ্রন্থে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যের নিম্নলিখিত বিধান আছে;—"স্ত্রীলোকেরা প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রথমে স্বামী এবং দেবতাকে নমস্কার করিবে, তৎপরে গোময় ও জলদ্বারা গৃহ-প্রাঙ্গণাদি সংস্কার এবং অন্যান্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, স্নানান্তে দেবতা, ব্রাহ্মণ, পতি এবং গৃহ-দেবতার পূজা করিবে।" (১)

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর—তাঁহার "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"আমরা বলিয়াছি যে, বুদ্ধি-সামর্থ্যে কনীয়সী হইয়াও হৃদয়াংশে নারী অত্যন্ত সম্মাননীয়া। নারী-হৃদয়ের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অতীব চমৎকার, মনুষ্যের প্রতি স্নেহও আশ্চর্য্য। নারী স্বাভাবিকই আস্তিক; নাস্তিকতা নারী-হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ইতিহাস অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, যে ধর্ম্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই—নারী-হৃদয় স্পর্শ করে নাই, পৃথিবীতে সে ধর্ম্ম কোন কালেও স্থায়ী হইতে পারে নাই।"

মহাত্মা লুথার—বলিয়াছেন;—"আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে,

(১) "সা সুপ্তা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গণে মণ্ডলং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা॥
গৃহে কৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাতা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েৎ গৃহদেবতাঃ॥"—বহ্নিপুরাণ।

নারীজাতি যখন পরমার্থ তত্ত্বের সত্য সকল লাভ করে, তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তি অধিক তেজস্বিনী হয়। পুরুষজাতি হইতে অধিকতর অটলতা এবং দৃঢ়তার সহিত তাহারা উহা হৃদয়ে ধারণ করে।” আমাদের আর্য্য-ঋষিরাও বলেন ;—“পত্নীর সাহায্যে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ ভোগে অধিকারী হয়। যাহার স্ত্রী পতির অনুকূলা এবং প্রিয়কারিণী তাহার পক্ষে এই গৃহই স্বর্গ।”

সাধকশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—বলিয়াছেন ;—“স্ত্রীকে ভগবানের শক্তিরূপে—দেবীরূপে শ্রদ্ধা করিবে, ভরণপোষণ করিবে। যে পত্নীকে গৃহে সাক্ষাৎ দেবীরূপে না দেখে, তাহার গৃহের শান্তি ও মঙ্গল হয় না।” অতএব গৃহিণীস্বরূপে আমাদের প্রত্যেকেরই যথা বিধানে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থাশ্রম দেবালয়ে পরিণত করা কর্ত্তব্য।

৮। গৃহই আহার বিহারের শ্রেষ্ঠাশ্রম—গৃহিণী সেই আশ্রমের অন্নদায়িনী দেবী। আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পরিবার এবং অতিথি অভ্যাগতগণকে ভোজন করানই তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

জীবন ধারণ এবং শরীর পোষণার্থে আহার যেমন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি উহা সুখপ্রদও বটে। যে কোন প্রকারে উদর পূরণ করাই আহারের উদ্দেশ্য নহে, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানই আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তদর্থে রসনার তৃপ্তিসাধনেরও প্রয়োজন। তজ্জন্য খাদ্য দ্রব্যের দোষ গুণাদি এবং কোন্ দ্রব্য কিরূপে প্রস্তুত করিলে, তাহা সুস্বাদু ও সুরস অথচ বলকারক এবং স্বাস্থ্যকর হয়, প্রত্যেক গৃহিণীরই তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রায় সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই গৃহিণীদিগের উপরেই আহার প্রস্তুত এবং তাহা পরিবারবর্গকে পরিবেশন করিবার ভার ন্যস্ত

আছে। তবে তন্মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষই এজন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্যই পুণ্যভূমি ভারতে নারী অন্নদায়িনী অন্নদারূপে সমাদৃতা ও পূজিতা। ফলতঃ সস্ত্রীক পান্থশালায় অর্থাৎ হোটেলে বাস অবিধি এবং পারিবারিক সুখসম্ভোগেরও নিতান্ত অন্তরায়।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর—তাঁহার "খাদ্য" নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন ;—"রন্ধন সভ্যতার একটী অঙ্গ এবং কলাবিদ্যার অন্তর্গত। যে স্ত্রীলোক ভালরূপে রন্ধন করিতে পারেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, সকল সমাজেই তিনি সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।"

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রন্ধন গার্হস্থ্য-যজ্ঞ বিশেষ। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে নারীর দায়িত্ব এবং গুরুত্ব বিষয়ে প্রাচীন বিধিকর্ত্তারা সবিস্তর সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, নর-নারীর কার্য্য বিভাগ করিলে, পালনীশক্তিসম্পন্না নারী জাতিই যে এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্তা, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এই গুরুতর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমাদিগের বারান্তরে সবিস্তর সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে রন্ধন যে গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীগণের অতি গুরুতর এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞবিশেষ এস্থলে তাহাই মাত্র উল্লেখ করা গেল।

৯। গৃহাশ্রমই আমাদিগের নিরাপদ দুর্গ—সুশীলা! বহু লোকজনে পরিপূর্ণ সুদৃঢ় অট্টালিকা হইতে নির্জ্জন পর্ণ-কুটির পর্য্যন্ত প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রমই আমাদিগের নিরাপদ আশ্রয়স্থান দুর্গবিশেষ। তাই, কোথাও কোন আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে, সকলকেই নিজ নিজ গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতে দেখা যায় এবং স্ব স্ব গৃহাশ্রমপ্রাপ্ত হইলেই আপনাকে নিরাপদ মনে করে। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই এই ভাব। অথচ সেই দুর্গস্বরূপ গৃহের যিনি রক্ষাকর্ত্রী তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই "অবলা" নামে পরিচিতা। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপদ বিপদে বা দুঃখ কষ্টে

পতিত হইলে সকলে সেই অবলা নারীকেই, মা, মা, বলিয়া ডাকিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। তবে কথা এই যে, গৃহকর্ত্রীরা সবল হউন, আর দুর্ব্বল হউন, এইস্থানে তাহারা অন্যের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন না, এই বিশ্বাসও অনেক পরিমাণে নিজ নিজ গৃহকে নিরাপদ দুর্গ বিবেচনা করিবার অন্যতর কারণ। অধিকন্তু, সামাজিক এবং রাজকীয় বিধি-বিধানানুসারেও, প্রত্যেক গৃহস্থ আত্ম-রক্ষার্থে নিজ নিজ গৃহে আক্রমণকারী আততায়ীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে অধিকারী। অতএব, এইরূপ নিরাপদ গৃহাশ্রম যাহার নাই, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য নিরাশ্রয় লোক জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

বৎসে! এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে, গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণী স্বরূপে আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের অবধি নাই। তবে সংক্ষেপে বলিতে গেলে তন্মধ্যে (১) পতির প্রতি কর্ত্তব্য, (২) পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য, (৩) অতিথি অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য, (৪) পরিবারস্থ রোগীর প্রতি কর্ত্তব্য, (৫) রন্ধন ও পরিবেশনে গৃহিণীর কর্ত্তব্য; (৬) মিতব্যয় ও সঞ্চয়ে গৃহিণীর কর্ত্তব্য, (৭) গৃহ-শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য রক্ষার্থে গৃহিণীর কর্ত্তব্য, (৮) সময়ের সৎব্যবহারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য এবং (৯) ধর্ম্মানুষ্ঠানে গৃহিণীর কর্ত্তব্য, প্রধানতঃ এই কতিপয় কর্ত্তব্যই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাই অবসর মতে, আমি এই কতিপয় কর্ত্তব্য পালনে গৃহিহিণীর কর্ত্তব্য তোমাকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই উপদেশের আলোচ্য বিষয় কতক পরিমাণে কঠিন বিশেষতঃ নিরস বোধ হইলেও, আশা করি, তুমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সেগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া, তদনুসারে কর্ত্তব্যপালনে পশ্চাদপদ হইবে না। অধিকন্তু, ব্রতাচরণের ন্যায় সংযমী হইয়া, গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালনে যথোচিত চেষ্টাও যত্ন করিবে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

পতিরপ্রতি কর্ত্তব্য।

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূয়তে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥" —মনু-সংহিতা।

"The utmost blessing that God can confer on a man is the possession of a good and pious Wife with whom he may live in peace and tranquillity—to whom he may confide his whole possession even his life and welfare"—
Luther.

"স্ত্রী গৃহের গৃহিণী, তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী, সুখালাপে পরিতোষিণী, মর্য্যাদাপালনে কুটুম্বিনী, সেবায় আজ্ঞাকারিণী, বিষয়কর্ম্মে মন্ত্রিণী, সৎকর্ম্মে সহকারিণী, বিপদতরঙ্গে তরণী, শোকব্যথায়সন্তাপহারিণী, রোগশয্যায় স্বাস্থ্যরক্ষিণী, দেবগৃহেশুভার্থিনী ও সমস্তজীবনপথে সঙ্গিনী॥"—নারীনীতি।

সুশীলা! মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, "কন্যা যাবৎ পতিমর্য্যাদা এবং পতি-সেবা অজ্ঞাত থাকিবে,—যেকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম শাসন না জানিবে, পিতা তাবৎ কাল কন্যা সম্প্রদান করিবেন না।" ইহা হইতে সহজেই বোঝা যাইতেছে যে, বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যাকে পতির প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়া পিতা মাতার অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু আজ কাল আমাদের দেশে যেরূপ অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইতেছে, তাহাতে

বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিগকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নহে। পাঁচ বৎসরের অধিক হইতে চলিল, তোমার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্তও এই অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে তোমাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ আমার হয় নাই, তাই আজ পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রানুসারে নারীর পতিই ধর্ম্ম এবং পতির সেবাই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বৃহৎ পরাশর-সংহিতা—এই শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে;—"জীবনে মরণে পতিই স্ত্রীর প্রভু। পতি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য দেবতা নাই। অতএব স্ত্রী পতিকেই প্রভুভাবে অর্চ্চনা করিবে।" (১)

মহাভারত—ব্যাসদেব লিখিয়াছেন,—"যে স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতাজ্ঞানে পতির সেবা পরিচর্য্যা করেন, তিনি ইহলোকে, যশস্বিনী ও কল্যাণভাগিনী হন এবং মৃত্যুর পরেও তিনি পতির সহিতই একলোকে বাস করেন। অতএব সাধ্বী স্ত্রী পতিকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবেন এবং সেই ভাবেই পতির সেবা-পরিচর্য্যা করিবেন। পতিব্রতা এবং পতিপরায়ণা নারীই সহধর্ম্মিণী, পতিই স্ত্রীর দেবতা, বন্ধু এবং একমাত্র গতি।" (২)

রামায়ণ—মহর্ষি বাল্মিকী তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছেন;—"পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা বা পরিবারস্থ অপরাপর বন্ধু-বান্ধব কেহই পতির সমতুল্য

---

(১) জীবন্ বাপি মৃতো বাপি পতিরেক প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ।
নান্যচ্চ দেবতা তাসাং তমেব প্রভুমর্চ্চয়েৎ॥"—বৃহৎ পরাশর-সংহিতা।

(২) "দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাং চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতি॥
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।
পতির্হি দেবো নারীনাং পতির্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ॥"—মহাভারত।

নহে। পতিই পত্নীর একমাত্র গতি। তাঁর বিহীনে যেমন বীণা-যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং চাকার অভাবে যেরূপ রথ চলিতে পারে না, পতির অভাবে পতিহীনা নারীর জীবনও তদ্রূপ ব্যর্থ হয়। এমন কি, শত পুত্রের জননী হইলেও পতিহীনা-পত্নীর জীবনে সুখোদয় হয় না।" (১)

বৎসে! পতিই যে পত্নীর সুখ-সৌভাগ্যের মূলাধার এবং সুখ-দুঃখে, জীবন-মরণে একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, পতি-পত্নীর সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনীষীরা বিশেষতঃ আর্য্য-ঋষিগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াই পতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া, নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বনে, তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, ইহা মহাজনপদাবলী এইজ্ঞানে শিরোধার্য্য করতঃ, তুমি এই সকল উপদেশানুসারে পতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিবে।

পতির প্রতি কর্ত্তব্য-পালনার্থে আমাদের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়;—(১) বিবাহ ও পত্নীধর্ম্ম, (২) পতি-পত্নীর সম্বন্ধ, (৩) তির পবিত্র প্রেমই পত্নীর সৌভাগ্যগর্ব্ব, (৪) পত্নীর নামান্তর ভার্য্যা, (৫) পত্নীর অপর এক নাম সহধর্ম্মিনী, (৬) পতিই পত্নীর গুরু ও সাক্ষাত দেবতা, (৭) সতীত্বের গুণ-গৌরব ও দৈবশক্তি, (৮) দাম্পত্যসুখ অবস্থার অধীন নহে এবং (৯) পতিকে সুখী করিবার সহজসাধ্য উপায়। এছাড়া, (১০) পতির প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের অন্তরায় চরিত্রগত দোষাবলী।

(১) "ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্যচ নারীণাং পতিরেক গতি সদা॥
না তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধন যাস্তাদপি শতাত্মজা॥"—রামায়ণ

১ম। বিবাহ ও পত্নী-ধর্ম্ম — বিবাহই গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি এবং পতি-পত্নী সম্বন্ধের মূলাধার। এই বিবাহ বন্ধনেই দুইটী আত্মা দুই হৃদয় এক হইয়া একটী পূর্ণমনুষ্য গঠিত হয়; ইহাই জীবাত্মার প্রথম যোগ—স্বার্থপর মনুষ্যকে নিস্বার্থ বা পরার্থপর করিবার প্রথম ও প্রধান উপায়। সংসারের দিকে চাহিলেও বেশ দেখা যায় যে, সমাজ এই দাম্পত্য প্রণয়ের অদৃশ্য বন্ধনেই বদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় স্বর্গীয় সামগ্রী—দেবতাদিগেরও বাঞ্ছিত। নিস্বার্থ ভালবাসা ইহার জীবন, পরার্থপরতা ইহার স্বভাব।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ—এই শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে;—প্রজাপতি (ব্রহ্মা) স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একাংশে দ্বারা পতি আর অপরাংশ দ্বারা পত্নীর সৃষ্টি করিয়াছেন।" (১)

ব্যাস-সংহিতা—ব্যাসদেব তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"পুরুষ যে পর্য্যন্ত জায়া অর্থাৎ স্ত্রী লাভ না করে, তাবৎ কাল অর্দ্ধ থাকে।" (২)

এতদ্বারা বেশ জানা যাইতেছে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য এতদ্রূপে দুই অর্দ্ধাংশের মিলনে একটী পূর্ণ মনুষ্যের গঠন। কি মহৎ ভাব! বিবাহ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের মিলনের কি উচ্চ আদর্শ! স্বয়ং ব্রহ্মা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সেই দুই অংশের পুনর্ম্মিলন। সুতরাং হিন্দুর বিবাহ একটা চুক্তি বা অঙ্গীকার মাত্র নহে, প্রজাপতিরই বিশেষ বিধান।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—তাঁহার বিশ্বকোষে

---

(১) "স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপয়েৎ।
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্॥"—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

(২) যাবন্ন বিন্দতে জায়াং
তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।"—ব্যাস-সংহিতা।

লিখিয়াছেন ;—"বিবাহ এক মহাযজ্ঞ, স্বার্থই ইহার আহুতি, নিষ্কাম ধর্ম্মলাভই এই যজ্ঞের চরম ফল। পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই হিন্দু বিবাহের একমাত্র পদ্ধতি ; যজ্ঞের অনলে এই বিবাহের আরম্ভ, কিন্তু শ্মশানের অনলেও এই বিবাহ-বন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে না। কেননা, শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পতিলোক গমনের সাধনায় কালাতিপাত করিবেন। সুতরাং হিন্দুর বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগের একটী সামাজিক রীতি নহে, ইন্দ্রিয় বিলাসের সামাজিক বিধিনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দোষ উপায় নহে, অথবা গার্হস্থ্যধর্ম্মের নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষের একটী সামাজিক বন্ধন (Contract) নহে, ইহা একটা কঠোর যজ্ঞ এবং হিন্দু-জীবনের একটী মহাব্রত হয়।"

মহর্ষিমনু—তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন ;—"বিবাহ সংস্কারই স্ত্রী জাতির বৈদিক উপনয়ন সংস্কার ; ইহাতে ব্রহ্মচারীর ন্যায় পতি-সেবাই গুরুকুলে বাস অর্থাৎ গুরু-সেবা এবং গৃহকর্ম্মই স্বায়ংও প্রাতর্হোমরূপ অগ্নি-পরিচর্য্যা অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে হইবে।" (১)। বাস্তবিক বিবাহই আমাদিগের গার্হস্থ্যধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ। এই উদ্দেশেই হিন্দুর বিবাহে জজ্ঞাগ্নির একান্ত প্রয়োজন হয়।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"স্বার্থ এবং পরার্থ মিলাইয়া দেওয়া বিবাহসংস্কারের কার্য্য। বিবাহ দ্বারাই স্বার্থ বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়। এই জন্যই বিবাহ অতি প্রধান সংস্কার।"

স্বর্গীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়—তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম"

(১) "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারোবৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া।—মনুসংহিতা ২য় অ।

গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"বিবাহ মানব-জীবনের প্রধান সংস্কার। ইহা দ্বারা আমরা আমাদিগের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জীবনের চিরসঙ্গিনী লাভ করি। ইহা হইতে স্বার্থপরতার সংযম এবং পরার্থপরতা শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাগ্মীবর ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—তাঁহার "জীবন-কাহিনী (Biograplical sketch)" পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"বিবাহ সংঘটন চির-রহস্যময়। ইহার মধ্যে বিধাতার হস্ত নিশ্চয়ই বিদ্যমান এবং ইহা বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাধীন। বস্তুতঃ, জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে যেমন বিধাতার গুপ্ত হস্ত নিহিত আছে। বিবাহের মধ্যেও নিশ্চয়ই সেইরূপ রহিয়াছে।"

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বলিয়াছেন ;—"বিবাহই নারী-জীবনের সাধনার ধন ; গৃহ-ধর্ম্মই তাহার প্রধান ধর্ম্ম। এই বিবাহ ইচ্ছা পূরণের জন্য নহে, কল্যাণ-সাধনের জন্য।"

কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন—তাঁহার "কুরুক্ষেত্র" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"মিশে যায় দু'টি প্রাণ যমুনা জাহ্নবী পারা,
সেইত বিবাহ তাহে বরিবে অমৃতধারা।"
"বিবাহ কথন নয়, রঙ্গমঞ্চের অভিনয়,
ইহ-পরকালের বন্ধন,
পতি, পত্নী এ দোহার বিনাশ নাহিক কার
আত্মায় আত্মায় এ মিলন।"

হিন্দু বিবাহের মন্ত্র—বৎসে! যদিচ হিন্দুশাস্ত্র-বিধান অনুসারে বিবাহের মন্ত্রাদি উচ্চারিত হইয়াই আমাদিগের বিবাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বয়সের অল্পতা এবং অজ্ঞতা বশতঃ

আমরা তখন বিবাহের মন্ত্রার্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তখন বিবাহোৎসবের বাহ্যিক আড়ম্বরই বিবাহের প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু এইক্ষণে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি যে, বিবাহের গুরুত্ব এবং পতি-পত্নী এতদুভয়েরই কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বুঝিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণই ঐ সকল মন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই, যজ্ঞের অগ্নি দেবতার, বিবাহসভায় সমাগত গুরু-পুরোহিত এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব গণের সম্মুখে তদ্রূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম এবং পতি ও পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালনার্থে দীক্ষা গ্রহণই আমাদিগের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। পাণিগ্রহণ কালে বর কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে;—"হে কন্যে! ভগঃ, অর্য্যমা, সবিতা এবং পুরন্ধ্রী প্রভৃতি দেবতারা তোমাকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনার্থে আমায় সমর্পণ করিয়াছেন; তুমি আমার সহিত আমরণ জীবিত থাকিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করিবে, আমি এই সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমার পাণিগ্রণ করিতেছি।" (১)

"হে কন্যে! আমার কার্য্যে তোমার মন থাকুক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর অর্থাৎ আমাদের উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য হউক। তুমি অনন্যমনা হইয়া আমার বাক্যের অনুসরণ কর। প্রজাপতি তোমাকে আমার আনন্দ বর্দ্ধনার্থে নিযুক্ত করুন।" (২)

সপ্তপদী গমনকালে বর কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া যে সাতটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই;—"প্রথম পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু

(১) ওঁ গৃহ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সঃ।
ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধ্রীর্ম্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥

(২) "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদামি মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
মমবাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্ট্বাম্ নিযুনক্তু মহ্যম্।"—বিবাহমন্ত্র।

তোমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। দ্বিতীয় পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু তোমাকে বলশালিনী করুন। তৃতীয় পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে ব্রত ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত করুন। চতুর্থ পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু তোমাকে উৎকৃষ্ট সৌখ্য প্রাপ্তির উপায় বিধান করুন। পঞ্চম পাদনিক্ষেপ জন্য বিষ্ণু তোমাকে পশুশালিনী করুন। ষষ্ঠ পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে ধনশালিনী করুন এবং সপ্ত পাদনিক্ষেপ হেতু বিষ্ণু তোমাকে উৎকৃষ্ট ঋত্বিক প্রদান করুন।"

তৎপর আবার কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বরের বলিতে হয় ;—"হে কন্যে! তুমি আমার সখী হও, আমার সহচারিণী হও এবং আমাকেও তোমার সখা কর। অন্যকর্ত্তৃক যেন আমাদের সখ্য ছিন্ন বা বিনষ্ট না হয়। সুলক্ষণা সাধ্বী স্ত্রীগণের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হউক।"

গ্রন্থিবন্ধন সময়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাতেও আদর্শ স্থানীয়া রমণীগণের কার্য্যের অনুকরণ জন্য তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করাইবার ব্যবস্থা আছে। যথা ;—"ইন্দ্রের যেমন ইন্দ্রানী, অগ্নির যেমন স্বাহা, চন্দ্রের যেমন রোহিণী, নলরাজের যেমন দময়ন্তী, সূর্য্যের যেমন ভদ্রা, বশিষ্ঠের যেমন অরুন্ধতী এবং নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী গুণবতী ও যথাযোগ্যা পত্নী, হে কন্যে! তুমিও তদ্রূপ তোমার পতির উপযুক্ত পত্নী হও।" (৩), তাছাড়া কন্যার হৃদয় স্পর্শ করিয়া বরের যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহার

(৩) ওঁ যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে।
যথা বৈবস্বতি ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মী তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি॥"—বিবাহ-মন্ত্র।

মর্ম্মার্থ এই যে ;—"হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার হউক আমার হৃদয় তোমার হউক।" অর্থাৎ আমাদের মন-প্রাণ এক হউক। (৪)

চক্ষু প্রদানকালে বরের যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহার ভাবার্থ এই যে,—হে কন্যে! তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, তোমার অস্থি ও মাংস এবং ত্বক আমার অস্থি ও মাংস এবং ত্বকের সহিত, একত্রীভূত করিলাম।" অর্থাৎ এই বিবাহবন্ধন দ্বারা তুমি এবং আমি এতদুভয়ে সর্ব্বাংশেই এক হইলাম। (৫)

আমাদের হিন্দুর বিবাহে কন্যাকে তাহার পৈত্রিক গোত্র হইতে পতির গোত্রে গোত্রান্তরিত করিয়া লইবার যে শাস্ত্রীয় বিধান আছে, তাহাও পতি-পত্নী এতদুভয়ের একীকরণেরই অন্যতর প্রমাণ। সেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার মর্ম্মার্থ এই যে,—"বিবাহের অঙ্গীভূত সপ্তপদী গমন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই কন্যা তাহার পৌত্রিক গোত্রভ্রষ্ট হইয়া, পতির গোত্রে গোত্রান্তরিত হয়, সুতরাং তখন হইতেই পিণ্ডদান এবং উদক ক্রিয়াদি ভর্ত্তার গোত্রীয় বিধান অনুসারেই তাহাকেও করিতে হয়।" (৬)

প্রাচীন যুগে—বিবাহ সভায় সমাগত আর্য্য ঋষিগণ নববধূকে যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এই যে ;—হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর, তোমার নয়ন ক্রোধশূন্য হউক ; তুমি পতির কল্যাণকারিণী হও।

---

(৪) "ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

(৫) "প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামস্থিভিরস্থীনি।
মাংসৈর্মাংসং ত্বচাত্বচম্॥"

(৬) "স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমেপদে।
ভর্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া॥"

গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর। এই স্থানে সন্তান সন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতি লাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর। তোমার মন প্রসন্ন ও লাবণ্য উজ্জ্বল হউক। তুমি বীরমাতা ও দেবানুরাগিণী হও। দাস-দাসী এবং পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। তুমি শ্বশুরকে বশ কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।" * * "মনে রাখিও, তুমি পুরুষের সমাধিকারিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পুরুষের লীলা-সামগ্রী হইবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই।"

বিবাহ সভায় সমাগত আর্য্য ঋষিগণ নবদম্পতির কল্যাণ কামনা করিয়া তৎকালে যে স্তোত্র উচ্চারণ বা পাঠ করিতেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম এই যে,—"এই নববধূ পতির গৃহে ও পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভর্ত্তৃকুলের কুললক্ষ্মীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন। ভর্ত্তৃকুলের সমুদয় গুণ ও গৌরব এই নববধূতে সংক্রান্ত হউক এবং বংশের সমুদয় শ্রী-সমৃদ্ধি ইহাকে আলিঙ্গন করুক। এই নববধূ পতির শ্রদ্ধা এবং প্রীতিতে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী এবং বন্ধুর ন্যায় তাহার হিতকারিণী হউন। বিমল দাম্পত্য প্রেম এই নবদম্পতির হৃদয়ে বাস করুক, এবং ইহাদের গৃহ সুখ-শান্তির আলয় হউক। এই নববধূ স্বজন পোষণ ও অনুগতদিগকে প্রতিপালন করিয়া সকলের আনন্দদায়িনী হউন; দীনহীন জনের প্রতি দয়া বর্ষণ করুন।"

"এই নববধূ গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনলস ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবন দ্বারা পতিগৃহকে সুশোভিত করুন; পতি-সেবা, সন্তান-পালন, প্রতিবেশিদিগের হিতসাধন এবং স্বজাতির উন্নতি বিধানে সহায়তা করিয়া স্বীয় গৃহকে সর্ব্বসাধারণের প্রীতি এবং শ্রদ্ধার বস্তু করুন। এই পরিণয়

সম্বন্ধ পতিকুলের সৌভাগ্য ও বংশের গৌরবের কারণ হউক এবং পরলোক-বাসী পিতৃপুরুষদিগের শুভ আশীর্ব্বাদ এই শুভ অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হউক। পিতৃপুরুষগণের বিশ্বাস ও ধর্ম্মনিষ্ঠা হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই নবদম্পতি গৃহধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হউন।”

উপরোক্তরূপে বিবাহ-যজ্ঞানুষ্ঠান সুনির্ব্বাহিত হইলে পর, গুরুজনেরা যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নববধূকে সাদরে গ্রহণ করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে,—“ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎসনা যেমন চন্দ্রের, সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগমন করে। হে কন্যে! তুমিও তদ্রূপ নিয়ত তোমার পতির অনুগামিনী এবং জীবনেও মরণে তাহার সহচরী হও।”

বৎসে! দাম্পত্য প্রণয়ের মূল ভালবাসা। কিন্তু “ভালবাসা,” এটী বড় শক্ত কথা; কারণ, ইহার ভিতরে স্বর্গ, আবার ইহার ভিতরেই নরক। নিস্বার্থ ভালবাসা কি? তুমি আমাকে ভালবাস, অতএব আমিও তোমাকে ভালবাসি, যেহেতু তুমি আমার সুখের জন্য চেষ্টা যত্ন কর, তাই আমিও তোমার সুখের জন্য চেষ্টা যত্ন করি; এ গুলি নিস্বার্থ ভালবাসার লক্ষণ নহে। প্রকৃত প্রণয়ের মূলে “অতএব” “যেহেতু” প্রভৃতি থাকিতে পারে না। তুমি তোমার পতিকে কেন ভালবাসিতেছ, তাহা তুমি বুঝিতেছ না, অথচ না ভালবাসিয়া থাকিতে পার না; তুমি তাহার নিকটে থাকিলে সুখী হও, অথচ বুঝিতেছ না কেন সুখ হইতেছে; এইরূপ ভাবই প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয়ের লক্ষণ।

প্রাচীন ভারতে হর-পার্ব্বতী, রাম-সীতা, নল-দময়ন্তী এবং সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতির ভালবাসাই দাম্পত্য প্রণয়ের উৎকৃষ্ট আদর্শ। পার্ব্বতী দক্ষালয়ে পতিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া, সীতা রাজকন্যা ও রাজকুল-বধূ হইয়াও পতিসহ বনে গমন করিয়া, দময়ন্তী পতির অনুসরণে বনবাসিনী হইয়া এবং সাবিত্রী সত্যবানের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া, দাম্পত্য প্রণয়ের

যে অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়াছেন, জগতে তাহা অতুলনীয়। এজন্য তাঁহারা মানবী হইয়াও দেবীরূপে পূজনীয়া।

একের দ্বারা অপরের শারীরিক ও মানসিক সুখবৃদ্ধি হয়, সাংসারিক অভাব মোচন হয়, অথবা কার্য্যকর্ম্মের সাহায্য হয়, তজ্জন্য যে ভালবাসা, তাহা ভালবাসার উচ্চ আদর্শ নহে, তদ্রূপ ভালবাসা স্বার্থমূলক ভালবাসা। তবে সংসারে এরূপ ভালবাসাই অধিক, তাই ভালবাসার নামে বহুবিধ অনর্থ ঘটিতেছে। কোনও কারণে স্বার্থের হানী হইলে, স্বামী স্ত্রীতে, পিতায় পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবং ভ্রাতায় ভগিনীতে মতান্তর ও বিবাদ বিসম্বাদ হইতেছে, ভালবাসার স্থান হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অধিকার করিয়া লইতেছে, এবং মিত্রতা শত্রুতায় পরিণত হইতেছে।

দাম্পত্যপ্রেমেই প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের বিকাশ, ইহাই জগতে প্রেম শিক্ষা ও দীক্ষার প্রথম এবং প্রধান সোপান। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম-বন্ধন আধ্যাত্মিক, ইহা কেবলমাত্র শারীরিক বা সামাজিক নহে। শারীরিক সুখ-সাধন এবং অসার আমোদ-প্রমোদ সম্ভোগ যে প্রণয়ের লক্ষ্য অথবা কেবলমাত্র বাহ্যসৌন্দর্য্য-স্পৃহাই যাহার মূলে, তাহা অতি অসার এবং ক্ষণভঙ্গুর। উহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ধ্বংস এবং মৃত্যুর সঙ্গেই বিলয় হয়। পক্ষান্তরে, আধ্যাত্মিক প্রেমের ধ্বংস নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তদ্রূপ প্রেমিক দম্পতির পবিত্রাত্মাই অনন্তকাল সেই প্রেমসুধা সম্ভোগে অধিকারী।

বৎসে। দাম্পত্য প্রণয়ের মূল বা প্রধান অবলম্বন পতি-পত্নী এতদুভয়ের যুগল মিলন অর্থাৎ দুই হৃদয়ের সম্মিলন ও একীকরণ। এরূপ অবস্থায়, দুইজনের একী লক্ষ্য, এক ভাব, এক ধর্ম্ম এবং অপরাপর বিষয়েও যথোচিত সামঞ্জস্য না থাকিলে প্রকৃত দাম্পত্য মিলন কখনও সম্ভবপর হয় না।

স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—তাঁহার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী

জগন্মোহিনী দেবীকে বলিয়াছিলেন—"প্রিয়ে! আমরা দুইজন ছিলাম, এইক্ষণে আমরা এক হইয়াছি। আমরা দুই এক, এ এক অদ্ভূত রহস্য, কে ইহার মর্ম্মভেদ করিতে পারে। আত্মায় আত্মায় বিবাহই যথার্থ মিলন একাত্মতা, ইহাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। শরীরের বিবাহ কেবল তাহারই সূচনা মাত্র। পার্থিব দেহের বিবাহ যখন আধ্যাত্মিক বিবাহে পরিণত হয় তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য যথার্থ পূর্ণ হয়।" *

মহর্ষি মনু—তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"স্ত্রীর পতি-সেবা ভিন্ন স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাসাদি কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই। পতির সেবা শুশ্রূষাই তাহার স্বর্গ প্রাপ্তির উপায়। অধিকন্তু, যে স্ত্রী সংযত হইয়া কায়-মন বাক্যে পতির সেবা করে, পক্ষান্তরে শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা পতির অন্যথা-চরণ না করে, সেই স্ত্রীই ইহলোকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসিত এবং পরলোকে পতিসহ স্বর্গীয় সুখ ভোগের অধিকারী হয়।" (১)

২য়। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ—সুশীলা! পতি-পত্নীর সম্বন্ধই এই জীব জগতে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্যের মূলীভূত। এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই মানবজাতি গৃহস্থাশ্রম বাসী হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের মতে এই পতি-পত্নী সম্বন্ধই ইহ-পরকাল স্থায়ী এবং অচ্ছেদ্য; তাই এই সম্বন্ধে আবদ্ধ

* স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পত্নীর কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেগুলি "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" এবং "সুখী পরিবার" নামে দুইখানি পুস্তকে সবিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। গৃহিণী মাত্রেরই এই পুস্তকদ্বয় পাঠ করা কর্ত্তব্য।

(১) নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পতিং যানাভিচরতি মনোবাগ্দেহ সংযতা।
সাভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভি সাধ্বীতিচোচ্যতে॥" —মনুসংহিতা।

হইলে পার্থিব কিম্বা পারলৌকিক কোনও কার্য্যানুষ্ঠানই পতি বা পত্নী কাহারও একাকী অর্থাৎ অপরের সহযোগিতা ভিন্ন করিবার অধিকার থাকে না। মনু-সংহিতা এবং উপনিষদাদি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে জগতে মানব-জাতির সৃষ্টি বিবরণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, "সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইয়াই, একাংশে পুরুষ এবং অপরাংশে নারীরূপে জগতে আবির্ভূত হয়েন; তৎপরে পতি-পত্নীরূপে এতদুভয়ের মিলনেই জগতে মানবজাতির সৃষ্টি এবং বংশবৃদ্ধি হইতেছে।" (১)।

খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেলে জগতে মানবজাতির প্রথম সৃষ্টি বিবরণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তৎপাঠেও জানা যায়, তাহাতে এডাম্ এবং ইড্ এই নর-নারীদ্বয়ের যে সৃষ্টি বিবরণ বর্ণিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে বিধাতার সেই প্রথম সৃষ্ট পুরুষ এডামের পঞ্জরাস্থি হইতেই পত্নী ইভের নারীদেহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাই বাইবেলে লিখিত আছে;—"এডামের বক্ষ পার্শ্বস্থিত পঞ্জরাস্থি হইতে স্ত্রী দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু মস্তক হইতে নহে; সুতরাং সে স্ত্রী তদপেক্ষা উচ্চস্থান পাইবার অধিকারী নহে, সে তাঁহার সমতুল্য অংশভাগিনী অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং তাঁহারই বাহুর আবরণে রক্ষিতা ও তাঁহার হৃদয়ের ভালবাসা পাইবার যোগ্যা।" (২)। বস্তুতঃ,

(১) দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারীতস্যাং সবিরাজমসৃৎ বিভুঃ॥" —মনুসংহিতা
"স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপয়েৎ।
ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাম্॥" —বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

(২) "Woman was made out of a rib from the side of Adam—not out of his head to top him; but out of his side to be equal to him; under his arm to be protected and near his heart to be loved,"—*Bible.*

নর-নারী এতদুভয়ের সহযোগই পূর্ণাঙ্গ মানবের আদর্শ। কারণ, কি শারীরিক, কি মানসিক, সকল প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানেই এতদুভয়ের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।

বৎসে! পাশ্চাত্য দেশে পতি-পত্নী-সম্বন্ধ কতক পরিমাণে চুক্তি-মূলক (Contract) এবং পার্থিব বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সমাজতত্ত্ববিৎ মনীষিগণ পরিবার ও সমাজবন্ধনের মূলাধার এই পতি-পত্নী সম্বন্ধের মহত্ত্ব এবং গুণ-গৌরব কীর্ত্তনে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। গৃহস্থাশ্রম এবং গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর প্রাধান্য বিষয়ে তাঁহাদিগের মতামত যাহা তোমাকে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই তুমি অনেক কথা জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছ; তথাপি এস্থলে কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিমত সংগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে আমি আরও কিছু বলিতেছি।

পাশ্চ্যাত্য পণ্ডিত সিডনি স্মিথ—তাঁহার লিখিত "বিবাহিত হইলেও কিরূপে সুখী হওয়া যায়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"পতি-পত্নীর মিলন, কাঁচির ন্যায় এরূপ সুদৃঢ় যে বিপরীতদিগে পরিচালন করিলেও তাহার অংশদ্বয় সহজে ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক হয় না; অথচ, যে কেহ তাহা পৃথক করিতে যায় সেই দণ্ডিত হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রণয়াবদ্ধ পতি-পত্নীর বন্ধন অর্থাৎ মিলন সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।" (১) এইভাবে অনু-প্রাণিত হইয়াই আর এক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন;—"বিবাহকার্য্য স্বর্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই দাম্পত্যবন্ধন অতি শুভকর হইলেও সংসারে

(১) It resembles a pair of shears, so joined that they cannot be separated often moving in opposite directions, yet always punishing any one who comes between them."

How to be happy though married."
by. Sydney Smith.

এরূপ এক শ্রেণীর মূর্খ লোক আছে, যাহারা প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানকেই অশুভজনক মনে করে, তদ্রূপ লোকেরাই বলে—"বিবাহ বন্ধন এক উত্তম গল-ফাঁশ, ইহাতেই আমাকে ঝুলিয়া থাকিতে হইবে।" (১)

পণ্ডিত লুথার (Lother)—স্বীয় পত্নীকে তাঁহার সুখ সৌভাগ্যের মূলাধার এবং পার্থিব অপরাপর ধন-সম্পত্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন, তাই তিনি একদা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে,—"আমি আমার পত্নীকে ছাড়িয়া আমার বর্ত্তমান দুঃখ দারিদ্রতার সহিত সাম্রাজ্যের যাতভীয় ধন রত্নের বিনিময় করিতেও ইচ্ছা করি না।" (২) অর্থাৎ এই সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-রত্নাদি সম্পত্তি আমার পত্নীর তুলনায় অতি তুচ্ছ।

মহাত্মা জনষ্টুয়াড মিল—তাঁহার লিখিত "স্বাধীনতা (Liberty)" নামক গ্রন্থ স্বীয় পত্নীর নামে উৎসর্গ করিয়া তাহাতে লিখিয়াছেন,—"আমার গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে কিছু উৎকৃষ্ট এবং গৌরবাত্মক বিষয় আলোচিত হইয়াছে, আমার পরম বন্ধু সহধর্ম্মিণীর সহযোগিতা এবং উৎসাহই তাহার মূলাধার, সুতরাং তিনিই আমার সমতুল্য অংশভাগিনী।"

পতি-পত্নীর সম্বন্ধের এতাধিক গুরুত্ব এবং মহত্ব বুঝিতে না পারিয়া, যাহারা এই সম্বন্ধকে ক্ষণস্থায়ী বিলাস-সুখ সম্ভোগের কারণ এবং কেবল মাত্র শারীরিক রূপ যৌবনের সহিত ইহার সম্পর্ক এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা

(১) "Marriages are made in heaven. Matrimony is itself is good ; but there are fools who turn every blessing in to a curse like a man who said,—"This is a good rope I shall hang myself with it."

(২) "I would not exchange my poverty with her for all the riches of the pricess of this world with her."

—*Lother.*

নিতান্ত ভ্রান্ত। তদ্রূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসীদিগেরই পতি-পত্নীর সম্বন্ধজনিত বিবাহ-বন্ধন বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে শিথিল হইতে এবং কখন কখনও বা যৎসামান্য কারণে ছিন্ন হইতেও দেখা যায়। প্রকৃত দাম্পত্য-প্রণয়-বন্ধন মানব হৃদয়ের গুণ ও ধর্ম্মসাপেক্ষ। নিস্বার্থ ভালবাসাই আদর্শ পতি-পত্নী সম্বন্ধের সুদৃঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধন। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা শিথিল না হইয়া বরং অধিকতর দৃঢ় হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা—গীতায় স্বয়ং ভগবান উপদেশ স্থলে সাধক-দিগকে বলিয়াছেন ;—"স্বাধ্বী পত্নীগণ যেরূপ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাহার পতিকে বশীভূত করে, আমার প্রকৃত ভক্ত সাধকও তদ্রূপ আমাকে তাহাদের বশীভূত করিয়া থাকে।" (১)। বিবেচনা করিয়া দেখিলে পতি-পত্নীর সম্বন্ধের এতদপেক্ষা গভীরতর মহান উচ্চ আদর্শ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এই দৃষ্টান্ত পতি-পত্নীর সম্বন্ধের চরম উৎকর্ষ ; সুতরাং সকলেরই শিক্ষনীয়।

বৎসে! পতি-পত্নীর সম্বন্ধের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এতদ্বারা বিধাতা একের অভাব অপরের দ্বারা অত্যাশ্চর্য্যরূপে পূরণ করিয়া থাকেন। তাই শারীরিক এবং মানসিক গঠন ও বল-বীর্য্য এবং শক্তি-সামর্থ্যে এতাধিক স্বতন্ত্র হইয়াও বিবাহ বন্ধনে নর-নারীর মধ্যে এতাধিক এক-প্রাণতা এবং অভিন্নভাব জন্মে, যাহা সমভাবাপন্ন পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীতে স্ত্রীতেও সম্ভবে না। বস্তুতঃ, নারী হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা, স্নেহ-মমতা সরলতা এবং অপরের প্রতি আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণাবলীর সহিত পুরুষের তেজস্বিতা, বলবীর্য্য, দৃঢ়তা এবং স্বাবলম্বনাদি গুণের মিলনই এই পতি-পত্নী সম্বন্ধের বিশেষত্ব।

---

(১) "বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্তা সৎস্ত্রীয় সৎপতিং যথা।" —গীতা।

বৎসে! পতি-পত্নীর সম্বন্ধ পার্থিবই হউক বা অপার্থিব হউক, এই সম্বন্ধ যথারীতি রক্ষা করিতে, একের প্রতি অপরের কর্ত্তব্যের যে অবধি নাই এবং তাহা অতীব গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য কি, এস্থলে তাহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে; পতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে, পত্নীস্বরূপে আমাদিগের কিরূপ শিক্ষা ও দীক্ষার আবশ্যক, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা আদর্শ পত্নী কাহাকে বলে তদ্বিষয়েই তোমাকে কথঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তবে এস্থলে ইহা বলা অসঙ্গত নয় যে, উপদেশ অপেক্ষা আদর্শস্থানীয়া রমণীগণকে পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে দেখিয়া তদনুসারে কার্য্যগত শিক্ষাই সহজসাধ্য এবং অধিকতর কার্য্যকরী। আদর্শপত্নী দেবীসমা সীতার কার্য্যাবলীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

রামায়ণ—এই প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে, একদা রাজা রামচন্দ্র সীতাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া অনুজ লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন;—"যিনি কার্য্যকালে মন্ত্রী, সেবা-পরিচর্য্যায় অনুগতা দাসী, ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহধর্ম্মিণী এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীসমা, স্নেহ-মমতায় মাতৃতুল্যা, শয়নকালে অর্থাৎ রমণে রমা বা রমণকারিণী ও আমোদ প্রমোদে প্রিয় সখীতুল্যা তিনিই আমার প্রিয়তমা পত্নী।" (১)

৩য়। পতির পবিত্র প্রেমই পত্নীর সৌভাগ্য-গর্ব্ব—সুশীলা! পতির অকৃত্রিম ভালবাসা অর্থাৎ পবিত্র প্রেমই পত্নীর প্রকৃত সৌভাগ্য-গর্ব্ব। পত্নীর প্রতি পতির অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা এবং নিস্বার্থ ভালবাসাই তাহার সুখ-সৌভাগ্যের মূলীভূত। তাই, আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন;—"যে পত্নী পতির প্রকৃত ভালবাসা লাভে সমর্থা তিনিই

(১) "কার্য্যেষু মন্ত্রী, চরণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রমা রঙ্গে সখী, লক্ষ্মণ! সা মে প্রিয়া।"—রামায়ণ

পরম সৌভাগ্যশালিনী, এবং সেই সৌভাগ্যবতী পত্নী যে স্থানে পাদবিক্ষেপ করেন, সেই সকল স্থান পাপমুক্ত হয়; পক্ষান্তরে, যে নারী সেই সৌভাগ্য অর্থাৎ ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা, তিনি পরম কুর্ভাগিনী, তাঁহার মুখ দেখিলেও অধর্ম্ম হয়।"

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"আমি তোমার" এই ভাবটী ত্বদীয়তা, 'তুমি আমার' এই বোধটী মদীয়তা। পতিপ্রাণা, পতিদেবতা স্বাধ্বী স্ত্রীর অন্তঃকরণে ত্বদীয়তা ভাব যারপর নাই প্রবল বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শন করিলে উহার অন্তর্গত মদীয়তা ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। ত্বদীয়তা ভাবের অন্তর্গত এই মদীয়তা ভাবটীর নাম সৌভাগ্য-গর্ব্ব। যে এই গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতে চায় অথবা যে স্ত্রীর সৌভাগ্য-গর্ব্ব নাই, তাঁহার স্ত্রীজন্মই বৃথা! তাঁহার রূপ, গুণ কিছুই কিছু নয়। যে ধর্ম্মশীলার সৌভাগ্য-গর্ব্ব জন্মিতে পারে নাই, তিনি জীবন্মৃতা। যে পতিপরায়ণার সৌভাগ্য-গর্ব্ব নাই, তাহার তপস্তা সিদ্ধ হয় নাই,—তাহার জীবন বৃক্ষের ফল ফলে নাই—তিনিই যথার্থ বন্ধ্যা।"

বৎসে! আমাদের দেশে বিবাহের সময়ে সোহাগ সংগ্রহ করিয়া নববধূকে পতিসোহাগিনী হইতে আশীর্ব্বাদ করিবার যে মেয়েলি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতেও পতিসোহাগিনী স্ত্রীলোকদিগেরই অধিকতর প্রাধান্য দেখা যায়। তবে এতদ্রূপে সংগৃহীত সোহাগ দ্বারা পতিসোহাগিনী হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর নহে; ইহা পতিপরায়ণা পত্নীর সাধনার ধন, সুতরাং বিনা চেষ্টা-যত্নে কেহই এই দেবদুর্ল্লভ পতিসোহাগরূপ অমূল্যধনের অধিকারী হইতে পারে না। অতএব যেরূপভাবে পতির প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করিলে, পতিসোহাগিনী হইয়া সৌভাগ্যবতী হইতে পার, সর্ব্ব প্রযত্নে সেই চেষ্টা করিবে।

আর একভাবে দেখা যায়, যে পতি-পত্নীর অকৃত্রিম ভালবাসার মধ্যে "কেন" বা "কি হেতু" এইরূপ কোনও প্রশ্নের উদয় হয় না, অর্থাৎ কি জন্য পতি পত্নীকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেছেন তাহা জানা যায় না; পক্ষান্তরে, পত্নীই বা কি হেতু পতির চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে নিজকে নিরাপদ মনে করিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহার বাহ্যিক কোন কারণও তিনি দেখিতে পান না, তখনই তাহাকে প্রকৃত সৌভাগ্যবতী বলা যাইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে। বস্তুতঃ, পতি-পত্নীর মধ্যে যেরূপ সম্মিলনে পত্নীকে সৌভাগ্যবতী বলা যাইতে পারে, তদ্রূপ প্রণয়ের মূলে রূপ-যৌবন বা ধন-সম্পত্ত্যাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ থাকে না, এমন কি, তখন আমোদ-প্রমোদ বা বাহ্যিক সুখ-সম্পদ সম্ভোগাপেক্ষা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই সেই অকৃত্রিম প্রণয়ের উৎপত্তি এবং তাহার গাঢ়তা জন্মে। এই বিশেষত্বের জন্যই হর-পার্ব্বতী, রাম-সীতা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান এবং হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যা প্রভৃতি ভারতমহিলা-দিগের দাম্পত্যপ্রণয় জগতে আদর্শস্থানীয় এবং তাঁহারাই প্রকৃত সৌভাগ্য-বতী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃতা এবং পূজনীয়া।

৪র্থ। পত্নীর নামান্তর ভার্য্যা—সুশীলা! পত্নীর অপর আর এক নাম ভার্য্যা। আর্য্য ঋষিগণ প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে এই ভার্য্যার গুণ-গৌরব এবং গৃহস্থাশ্রমে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যের গুরুত্বাদি বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে যেরূপ সম্মান ও সমাদর করিতে উপদেশ দিয়াছেন; তৎসহ আমাদিগের বর্ত্তমান হীনাবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে, দুঃখ ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইতে হয়। তাই, ভার্য্যা স্বরূপে আমাদিগের আত্ম গুণ-গৌরব প্রদর্শন জন্য নহে; আমাদিগের বর্ত্তমান শোচনীয় হীনাবস্থার অর্থাৎ আমরা এইক্ষণে যে কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছি, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিবার জন্যই আদর্শ ভার্য্যার গুণ-

গৌরব এবং কর্ত্তব্যের গুরুত্বাদি বিষয়ে আর্য্য মনীষিগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহারই মর্ম্মার্থ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, যাহাতে ভার্য্যা নামের সার্থকতা অর্থাৎ গৌরব রক্ষা করিতে পার, যথাসাধ্য তাহারই চেষ্টা করিবে।

মহাভারত—ব্যাসদেব লিখিয়াছেন;—"ভার্য্যাই মনুষ্যের অর্দ্ধাংশ এবং শ্রেষ্ঠতম সখা। ভার্য্যা ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গসাধন ও মুক্তির মূল। যাহার ভার্য্যা আছে, সেই ব্যক্তিই ক্রিয়াশীল, সৌভাগ্যশালী এবং লক্ষ্মীযুক্ত। বস্তুতঃ, ভার্য্যাই গৃহের মূলাধার। ভার্য্যাহীন গৃহ আর বন সমান; কারণ, গৃহে গৃহিণী থাকিলেই তাহাকে গৃহ বলে, আর তাহার অভাবে গৃহ প্রকৃত গৃহ বলিয়া উক্ত হয় না। ভার্য্যাহীন ব্যক্তি দৈব এবং পিতৃ কার্য্যাদিতেও অনধিকারী অর্থাৎ অশুচি। এমন কি, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহার ফলভোগী হয় না।" (১) উক্ত গ্রন্থের আর এক স্থলে আছে—"যিনি গৃহকার্য্যে নিপুণা, পুত্রবতী এবং যাহার হৃদয় বাক্য ও কর্ম্মানুষ্ঠানাদি বিশুদ্ধ এবং যিনি পতির আদেশ

(১) অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ॥
ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ সভার্য্যাশ্চ গৃহাঃ সদা।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে॥
অশুচিঃ স্ত্রীবিহীনশ্চ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
যদহ্নাং কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥"—মহাভারত।

অনুসারে চলেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা নামের যোগ্যা।" (১)। এ ছাড়া বনপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে,—"চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা মতে পতির সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট দূরীকরণে ভার্য্যার সমান মহৌষধি আর নাই।" (২)

গরুড় নীতিসার—নামক প্রাচীন গ্রন্থে আছে;—গৃহকার্য্যেনিপুণ, প্রিয়বাদিনী, পতিপ্রাণা এবং পতিপরায়ণা স্ত্রীই প্রকৃত ভার্য্যা। সতত ধর্ম্মেকর্ম্মে নিযুক্তা, জ্ঞানার্থিনী, প্রিয়বাদিনী, পতির প্রমোদকারিণী, পিতৃ ও দৈবকার্য্যেতৎপরা এবং সকল সৌভাগ্যবৃদ্ধিকারিণী ভার্য্যা যাহার আছে, তিনি দেবেন্দ্র, মানুষ নহেন। যে ভার্য্য গুণজ্ঞা অর্থাৎ গুণ গ্রহণে সক্ষমা, পতির আদেশের অনুবর্ত্তিনী এবং অল্পে সন্তুষ্টা, সেই ভার্য্যাই পতির প্রিয়তমা।" (৩)

(১) "সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পত্যুরাদেশবর্ত্তিনী॥—মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

(২) "নচ ভার্য্যা সম কিঞ্চিৎ বিদ্যতে ভিষজাংমতম্।
ঔষধ সর্ব্বদুঃখেষু সত্যমেতদ্ ব্রবীমিতে॥" মহাভারত বনপর্ব্বাধ্যায়।

(৩) সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥
সততং ধর্ম্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া।
সততং প্রিয়বক্ত্রীচ সততং ঋতুকামিনী॥
পিতৃদৈব-ক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
যস্যৈদৃশী ভবেদ্ভার্য্যা দেবেন্দ্রো ন স মানুষঃ॥
যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়: প্রিয়া॥"—গারুড় নীতিসার।

দক্ষসংহিতা—মহর্ষি দক্ষ তাঁহার সংহিতায় আদর্শ ভার্য্যার লক্ষণ অর্থাৎ গুণাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—"যিনি পতিকুলের অনুকারিণী, অক্রোধী, গৃহকার্য্যে সুদক্ষা, সতী-সাধ্বী, সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, আত্মরক্ষণে সমর্থা, পতিভক্তিপরায়ণা, বিনীতা, পতির একান্ত বশীভূতা, চিত্তবিনোদিনী ও সদাপ্রফুল্লিতা এবং সতত সর্ব্বকার্য্যে পতির আনন্দদায়িনী তিনিই ভার্য্যা।" (১)

পদ্মপুরাণ—গ্রন্থে ভার্য্যার গুণগৌরব সম্বন্ধ লিখিত আছে;—"যিনি প্রিয়ংবদা, নির্জ্জনেও সৎপরামর্শদাত্রী, ধর্ম্মানুষ্ঠানে পিতৃতুল্য হিতৈষী, পীড়িতাবস্থায় মাতৃসমা এবং দুর্গম পথ পর্য্যটন কালে বিশ্রাম স্থল, তিনিই প্রকৃত আদর্শ ভার্য্যা। যাঁহার ইদৃশ ভার্য্যা আছে—তাঁহার কদাচ দুঃখ বা শ্রান্তি হয় না; তাই ভার্য্যাই মনুষ্যের পরমগতি। পতি নিরয়গামী হইলেও একমাত্র ভার্য্যাই তাহার উদ্ধারার্থে অনুগামিনী হয়েন। পতির অগ্রে ভার্য্যা পরলোক গমন করিলে তিনি তাঁহার পতির জন্য স্বর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতে থাকেন। পক্ষান্তরে, পতি অগ্রে দেহত্যাগ করিলে ভার্য্যা তাঁহার অনুগমন করিতে কুন্ঠিতা হয়েন না। তাই ইহ ও পরলোক উভয়ত্রই ভর্ত্তা পতিব্রতা ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হয়েন।"

৫। পত্নীর অপর এক নাম সহধর্ম্মিণী—সুশীলা! নর-নারী পতি-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে পর তাহাদিগের মধ্যে যে আর কোনও প্রকার স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ ভিন্ন ভাব থাকে না, এ কথা, তোমাকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কেবল মাত্র পার্থিব আপদ-বিপদে এবং সুখ-দুঃখে পতির সহযোগিতা করাই পত্নীর একমাত্র কার্য্য নহে, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানেও

(১) "অনুকূলা ন রাগ দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ম্বদা—ইত্যাদি।
—দক্ষ সংহিতা

পতির সহযোগে কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এই জন্যই পত্নীর অপর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। এই বিশেষত্ব বা গুণের জন্যই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পত্নীকে অতিক্রম করিয়া পতিরও কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার নাই।

দক্ষসংহিতা—এই প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে লিখিত আছে;—"যিনি দোষশূন্যা এবং পতির সমধর্ম্মাচারিণী তিনিই ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা। কারণ, এতদুভয়ের মধ্যে একের ধর্ম্মে অপরের ধর্ম্ম, পক্ষান্তরে অধর্ম্মে অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে।"

মনুসংহিতা—মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"পত্নীর পৃথক কোনও যজ্ঞ বা ব্রতাদি নাই; পতির ধর্ম্মই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম।" পক্ষান্তরে, তিনি তাঁহার সংহিতার আর এক স্থলে লিখিয়াছেন;—স্ব স্ব পতির আত্মার এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণের আত্মার সংগতি অর্থাৎ স্বর্গলাভও পত্নীরই ধর্ম্মাধীন।" (১)

ধর্ম্মজ্ঞানই জীবজগতে মানবজাতির প্রাধান্যের এক প্রধান কারণ। নারী-হৃদয় সেই ধর্ম্মের সুদৃঢ় আশ্রয় অর্থাৎ দুর্গ স্বরূপ। তাই কোনও মহাত্মা বলিয়াছেন;—"যে ধর্ম্ম অন্তঃপুরে অর্থাৎ নারী-হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সংসারে তাহা অত্যল্পকাল স্থায়ী।" এরূপ অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব পতিসহ একমন-প্রাণ হইয়া, ধর্ম্মের অনুসরণ করা এবং সহযোগিরূপে সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকাই সহধর্ম্মিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৎসে! এস্থলে, বলা অসঙ্গত নয় যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখিয়া, যাহারা কেবলমাত্র আত্ম-সুখের জন্য স্বার্থান্ধ হইয়া পতির

(১) "দারাধীনাস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চ হ॥"

—মনুসংহিতা ৯ম অঃ

যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে এবং এই অভিপ্রায়েই অধিকাংশ সময় পতির সহযোগে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ নীচমনা ধর্ম্মপথের কণ্টক স্বরূপ পত্নী সহধর্ম্মিণী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্যা। পক্ষান্তরে, অনেক স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল যুবক স্বদেশের হিতসাধনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাণপণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না; যে কোনও স্থলেই হউক অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখিলে যাহাদের হৃদয় গলিয়া যাইত, বিবাহিত হইলে পর, তদ্রূপ সহৃদয় যুবকদিগের মধ্যেই অনেককে ঘোরতর স্বার্থপর হইয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে দেখা যায়। অনেক স্থলেই পত্নীর ধর্ম্ম-প্রাণতা এবং পতির সদানুষ্ঠানে যথোচিত উৎসাহ এবং সহ-যোগিতার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সহধর্ম্মিণীর পক্ষে এতদপেক্ষা অগৌরবের বিষয় আর নাই। নির্ব্বিরোধে পতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুসরণ করিয়া তদনুসারে ধর্ম্মাচরণ করা যেমন সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য, পতিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহিত করাও তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পক্ষান্তরে, ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ, পতি কখনও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন অসদাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করাও সহধর্ম্মিণীরই কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। অতএব, আশা করি, তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সদসৎ বিচার শূন্য হইয়া, অন্ধের ন্যায় ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে সকল কার্য্যেই পতির অনুসরণ করিয়া, সহধর্ম্মিণী এই গৌরবাত্মক নামের অপব্যবহার করিবে না। কারণ, এই বিঘ্ন-সঙ্কুল প্রলোভনময় সংসার-ক্ষেত্রে অনেক সময় পুরুষ-দিগকেও ধর্ম্ম-পথচ্যুত হইতে দেখা যায়, তখন পত্নীর আত্মশক্তি প্রভাবে পতিকে সৎপথে আনয়ন করাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন—তাঁহার ব্রাহ্মিকাদিগের উপদেশে

এক স্থলে বলিয়াছেন,—“ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে সৃজন করিলেন এই জন্য যে, স্ত্রীর কোমল প্রকৃতিতে পুরুষের হৃদয় কোমল হইবে, এবং পুরুষেরা সেই কোমল ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবে; কিন্তু স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, না এ দেশে, না অন্য দেশে কোথাও প্রকৃতরূপে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাই। স্ত্রীলোকেরা কোমল হইয়া পুরুষদিগকে কোমলতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা আপনারা কঠোর ও স্বার্থপর হইয়া, পুরুষদিগকে আরও কঠোর ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। * * * যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন অনেক যুবক উৎসাহের সহিত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু যাই বিবাহ হইল, তখনই তাঁহারা সংসার পাশে বদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন ঘোর বিলাস-লালসা আসিয়া তাঁহাদের মনকে আক্রমণ করে, তখন কিসে কেবল নিজের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সুখ হয় দিবারাত্রি তাঁহারা কেবল তাহাই ভাবেন।”

মহাভারত—মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে;—“যে পতিপরায়ণা, সুব্রতা, সুদর্শনা এবং সুপ্রসন্না নারী অনন্যচিত্তে স্বামীর বশীভূত হয়েন, তিনিই পতির সহধর্ম্মিণী!” (১)

কবি তুলসীদাস—তাঁহার দোঁহাবলীতে লিখিয়াছেন—“দেহের ছায়া যেমন দেহকে, সূর্য্যের রশ্মি যেমন সূর্য্যকে এবং চন্দ্রের কিরণ যেমন চন্দ্রকে কখনও পরিত্যাগ করে না, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীও তেমনি পতিকে

(১) যস্য ভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥”

মহাভারত—অনুশাসনপর্ব্ব।

পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্যত্র অবস্থান করেন না। তিনি সর্ব্বদা সকল কার্য্যই কায়-মন-বাক্যে পতির অনুসরণ করেন।” (১)

বৎসে! আদর্শ সহধর্ম্মিণী বলিয়াই অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী এই পঞ্চ কন্যার নাম যেমন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই মহৎ গুণের জন্য রাজকন্যা রাজমহিষী সীতা এবং ধর্ম্মপ্রাণা শৈব্যার নামও তদ্রূপ নিত্যস্মরণীয়া ও সর্ব্বজন সমাদৃতা।

রামায়ণ—এই প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত স্বর্গীয়া সীতাদেবীর চরিত্র এবং কার্য্যাবলী সহধর্ম্মিণীর উচ্চাদর্শ—রাজারামচন্দ্র—প্রজারঞ্জন এবং রাজার কর্ত্তব্য পালনার্থে নির্দ্দোষী জানিয়াও সীতাদেবীকে বনে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, দেবর লক্ষ্মণের মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন—“লক্ষ্মণ! প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম, সেই রাজ-ধর্ম্ম পালনার্থে প্রাণেশ্বর আমাকে পর্য্যন্তও যে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সহধর্ম্মিণীরূপে আমার পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? অতএব তুমি তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও, রাজধর্ম্ম রক্ষার্থে তিনি এতদ্রূপে যে অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিলেন, সীতা তাহাতেই আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিবে। ভগবান করুণ, আমি যেন তাঁহার ধর্ম্ম-পথের কণ্টক না হইয়া সহধর্ম্মিণীরূপে, তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহকারিতা করিতে পারি।”

(১) “জয় সে তনু ত্যজি যাহ ননি, প্রভাত জহি নহি ভানু।
চন্দ্র ত্যজহি নহি চন্দ্রিকা, পতিব্রতা তিয় জানু॥”
“পতিপ্রিয় নারী পতিব্রতা ছাড়ত নহি পতিনেহ।
সেও ত মন-বচ কর্ম্মতে পতিচরণ ন অতি সেহ॥
—দোঁহাব

মহাভারত—এই প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত রাজমহিষী শৈব্যার চরিত্র এবং কার্য্যাবলীও সহধর্ম্মিণীরই উচ্চাদর্শ। মহাভারতে শৈব্যার পুণ্যশ্লোক জীবনাখ্যা পাঠে জানা যায়, রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন পতি প্রাণা সহধর্ম্মিণী শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়া নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ইতস্তত: করিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শৈব্যা অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—"হে নাথ! তোমার এই প্রতিজ্ঞা পালনরূপ ধর্ম্মরক্ষার সহিত তুলনায় আমাদিগের এই বিচ্ছেদ জনিত ক্লেশ তুচ্ছ মনে করিতে হইবে। তুমি আমার স্বামী প্রভু, আর আমি তোমারই স্ত্রী অনুগতা দাসী, সুতরাং, আমাকে বিক্রয় করিবার স্বামীত্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। পক্ষান্তরে, পতির ধর্ম্ম-কর্ম্মের সহযোগিতার জন্যই পত্নীর অপর একনাম সহধর্ম্মিণী। এরূপ অবস্থায় তুমি তোমার এই প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ হইলে, এই অধর্ম্মের জন্য আমাকেই প্রকৃত পক্ষে এই প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে।" পতির ধর্ম্ম-রক্ষার্থে সহধর্ম্মিণীর আত্মত্যাগের কি উচ্চ এবং অপূর্ব্ব আদর্শ!!

৬। পতিই পত্নীর গুরু ও সাক্ষাত দেবতা—সুশীলা! বর্ত্তমান সাম্যনীতি অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত দিনে, বিশেষত: স্ত্রী-স্বাধীনতার এই প্রাধান্যকালে, আমি পতিকে পত্নীর গুরু এবং সাক্ষাত দেবতা বলিতেছি, আশা করি, তুমি ইহাতে বিস্মিত হইবে না। আমিও স্ত্রীলোক, সুতরাং আমারও জাতিগত সম্মান বোধ আছে, এরূপ অবস্থায় যে সকল কারণে, পুরুষজাতির প্রাধান্য স্বীকারে পতিকে পত্নীর সাক্ষাৎ দেবতা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না, তুমি তাহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ পতি-পত্নীর সম্বন্ধের গুরুত্ব ও মহত্ব জানিতে ও বুঝিতে পারিলে, ইহাতে তোমার বিস্ময়ের কোনই কারণ থাকিবে না।

মহাজ্ঞানী আর্য্য ঋষিগণ পতির এতদ্রূপ প্রাধান্য স্বীকারে তাহাকে

সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তিসহকারে পতি দেবতার পূজার্চ্চনায় যে সকল বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জানিতে এবং তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিলে, আশা করি, তুমিও আর্য্য ঋষিগণের মতানুসরণে, "পতির সেবাই নারীর (পত্নীর) ধর্ম্মার্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের সহজসাধ্য উপায় জানিয়া সর্ব্বান্তকরণে পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—এই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে ;—"পতিই পত্নীর বন্ধু এবং একমাত্র অবলম্বন, গতি ও পালনকর্ত্তা এবং গুরু-তুল্য দেবতা। পতি অপেক্ষা পত্নীর শ্রেষ্ঠতর দেবতা আর নাই। (১)

কাশীখণ্ড—এই পুরাণ গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"স্ত্রীজাতির ভর্ত্তা অর্থাৎ পতিই দেবতা, গুরু, ধর্ম্ম এবং ব্রত ; অতএব স্ত্রীলোক মাত্রেরই অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা পতির পূজার্চ্চনা করা বিধেয়॥ (২)

মহাভারত—মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন ;—"সাধ্বী স্ত্রীর পতিকে সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় সেবা-পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। পতিই নারীর (পত্নীর) একমাত্র দেবতা, বন্ধু এবং গতি।" (৩)

বৃহৎ পরাশর সংহিতা—মহর্ষি পরাশর তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন ;—"পতির আদেশ প্রতিপালনই পত্নীর পরমধর্ম্ম। জীবনে মরণে

(১) "পতির্ব্বন্ধু পতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেবচ।
সর্ব্বষাচ্চপরশ্চস্বামীন ন গুরু স্বামিন পর॥"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

(২) কাশীখণ্ড—বঙ্গবাসী অফিসের অনুবাদ।

(৩) "দেববৎ সততং সাধ্বীভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাংচ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতি।
পতির্হি দেবোনারীনাং পতিবন্ধুঃ পতির্গতিঃ॥"—মহাভারত

পতিই পত্নীর প্রভু। পতি ভিন্ন পত্নীর অন্য দেবতা নাই; অতএব স্ত্রীর স্ব স্ব পতিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করা কর্ত্তব্য।" (১)

স্কন্ধ পুরাণ—এই প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে লিখিত আছে;—"পত্নীর গঙ্গা-স্নানের ইচ্ছা হইলে, পতির পাদোদক পান করিলেই, সেই ফল লাভ হইবে। মহাদেব অথবা নারায়ণ হইতেও পত্নীর নিকট পতি শ্রেষ্ঠ।" (২)

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"পতি ভিন্ন পত্নীর দেবতা আর নাই। সেই পতি দেবতার বিধিবোধিত পূজার জন্যই তাহার যাবৎ ক্রিয়া, গৃহকার্য্যে গমন, স্বহস্তে রন্ধন, স্বয়ং পরিবেশন, দেহে অলঙ্কার ধারণ—সেইজন্যই তাহার সব। যে কার্য্যে পতির পূজা নাই এরূপ কাজ সতীর মনেই আসে না।"

প্রাচ্য বিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—তাঁহার "বিশ্ব-কোষ" অভিধানে—সভ্যতার সৃষ্টি কাল হইতে মনীষিগণ অসংখ্য কণ্ঠে পতিসেবার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব এবং গুণ গৌরবের বিষয় যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া, লিখিয়াছেন;—"নারীজাতির সকল তীর্থে স্নান, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার ব্রতানুষ্ঠান, সর্ব্বপ্রকার দান-পুণ্যাদি, উপবাসাদি ও গুরু-বিপ্র-দেবসেবাদি যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্যকর্ম্ম আছে, সেই সকলকর্ম্মই একমাত্র স্বামী

(১) "জীবনব্যাপি মৃতোবাপি পতিরেব প্রিয়ঃস্ত্রিয়াং।
নাস্তচ্চ দেবতা তাসাং তমেব প্রভুমচ্চরেৎ॥"—বৃহৎ পরাশর সংহিতা

(২) "তীর্থ-স্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করাদপি বিষ্ণুর্ব্বা পতিরেকোঽধিকো মতঃ॥"—স্কন্দপুরাণ

সেবায় সাধিত হয়, স্বামী-সেবা ভিন্ন অন্তধর্ম্ম ও কর্ম্মাদি তাহার ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে।"

আদর্শ চরিত্র স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু—তাঁহার "পৃথিবীর সুখ-দুঃখ" নামক আত্মচরিতে, স্ত্রীর ভক্তিপূর্ণ প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই, লিখিয়া গিয়াছেন; —"বাল্যকালে শুনিয়াছি, স্ত্রীই পুরুষের শক্তি, শিবের শক্তি শিবাণী, ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী, বিষ্ণুর শক্তি রমা। শুনিতাম কিন্তু বুঝিতাম না। এখন বুঝিয়াছি। বুঝিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এখন বুঝিয়াছি, প্রেম্‌ক্রেম্‌ বড় কাজের কথা নয়, এক মুহূর্ত্তে হয়, এক মুহূর্ত্তে যায়। ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, উহাতে তেমন কাজ হয় না। ভক্তির অভাবে প্রেম পবিত্র হয় না। সুতরাং সমাজের প্রকৃত মঙ্গলজনকও হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেম ভক্তিমূলক, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রেম ভক্তি-মূলক, রামচন্দ্রের সহিত সীতার প্রেম ভক্তিমূলক, পাণ্ডবদের সহিত দ্রৌপদীর প্রেম ভক্তিমূলক, দার্শনিক মিলের সহিত কুমারী হেলেনটেলরের প্রেম ভক্তিমূলক। বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ণিত প্রেম ভক্তিমূলক নয়, লালসা মূলক।"

বৎসে! পতিই পত্নীর একমাত্র দেবতা এবং পতির সেবাই তাহার দেব-সেবা, এই দেবভাব একমাত্র হিন্দুদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; পাশ্চাত্য অনেক মনীষিও যে পতির প্রতি পত্নীর দেবভাব রক্ষারই পক্ষপাতী, ইহা তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠেও বেশ জানা যায়। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থে লিখিত বিষয় তোমাকে বলিতেছি।

মানব-প্রকৃতি (Nature of Man)—নামক ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে লিখিত আছে;—"মাদাগাস্কার দেশে পত্নী পতির পদ লেহন করে। কোন কোন জাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে পতির সহিত

কথা বলিবার সময় পত্নী দুই হাতে পতির হাটু ধরিয়া অবনত মস্তকে ও সসম্ভ্রমে তাঁহার সহিত কথা বলে।"

স্বাস্থ্য-সুখ (Health with Happiness)—নামক ইংরেজি পুস্তকের একস্থলে লিখিত আছে;—"পতির প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই পত্নীর জীবনব্যাপী কর্ত্তব্য কার্য্য; পতিই তাহার একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় এবং একমাত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সে পরমেশ্বরের ন্যায় পতিকে ভালবাসে।" (১)

বিখ্যাত পাশ্চাত্য কবি মিল্‌টন—তাঁহার "পেরাডাইস্‌-লষ্ট" নামক কবিতা পুস্তকে প্রথম মানব-জননী ইভের মুখে তাঁহার দেবসদৃশ পতি এডামকে লক্ষ্য করিয়া, বলিয়াছেন;—"হে পতে! পরমেশ্বর তোমার প্রেমদাতা-বিধাতা, কিন্তু তুমি আমার, আমি এতাধিক আর কিছুই জানি না; এতদ্রূপ জ্ঞানই নারীর (পত্নীর) শ্রেষ্ঠতম সুখ ও সুখ্যাতি।" (২) অর্থাৎ স্ব স্ব পতিকে সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তাঁহার আদেশ এবং বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলাই পত্নীর সুখ সৌভাগ্য ও কর্ত্তব্য।

বৎসে! আধুনিক শিক্ষিত সাম্যবাদীদিগের মধ্যে অনেকে পতির প্রতি পত্নীর উপরোক্ত রূপ দেবভাব অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পতির সেবা করা, দাম্পত্য প্রেমের সখ্য ভাবের বিরোধী বলিয়া মনে করিতে পারেন;

(১) "The love of a woman to a man is more or less true occupation of her life; her only thought to her husband and that is her religion. She loves man as she does God"

Health with Happiness.

(২) "God is thy Love, thou mine, to Know no more. Is woman's happiest knowledge and her praise."

Paradise Lost Book. IV. By Milton.

কারণ যিনি পত্নীর প্রিয়তম বন্ধু ও সখা তিনিই আবার আরাধ্য দেবতা, এতদ্রূপে সাম্য বা সখ্যভাবের সহিত দেবভাবের একত্র সমাবেশে যাহারা সন্দিহান, তাহারা আদর্শ দম্পতি কৃষ্ণ-রাধিকা এবং হর-পার্ব্বতীর দাম্পত্য প্রেমে পতি-পত্নীর মধ্যে সখ্য ও দেব ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিলেই এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

পতির অর্চ্চনা—সুশীলা! সাক্ষাত দেবতাজ্ঞানে পতিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা পত্নীর কর্ত্তব্য, আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়াই নিরস্ত ছিলেন না; তাঁহারা পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থে পতির অর্চ্চনারও যথারীতি বিধি-ব্যবস্থা এবং মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে, তদ্বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর নহে, তাই, একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে তদ্বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—এই প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে পতি-দেবতার পূজা-অর্চ্চনার যে বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এই যে;—"প্রথমে পতিকে নির্ম্মল পবিত্র জলে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান করিতে দিবে, এবং সানন্দ-চিত্তে তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া, তাঁহাকে যথোপযুক্ত আসনে বসাইবে; তৎপরে তাঁহার কপালে চন্দন, সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া এবং গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া (১) বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা,—"ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ ভক্তিভরে পতিদেবতার অর্চ্চনা করিবে।"

(১) "স্নাপয়িত্বা সুপূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ।
তস্মৈ দত্ত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালয়েন মুদা॥
আসনে বাসয়িত্বা চ দত্ত্বা ভালে চ চন্দনং।
সর্ব্বাঙ্গে লেপনং কৃত্বা দত্ত্বা মাল্যং গলেঽপি চ॥"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

বৎসে! উপরোক্ত রূপে পতিকে সুসজ্জিত ও আসনস্থ করিয়া তৎপরে তাঁহার অর্চ্চনাকালে শাস্ত্রানুসারে নিম্নলিখিত স্তোত্র পাঠ করিয়া পতির অর্চ্চনা করিতে হয়।

"ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ।
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ॥
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞান কৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো! দয়াসিন্ধো! দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

"হে স্বামীন্, তুমি হর-শিরস্থিত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র। তুমি শমদমাদি গুণালঙ্কৃত। তোমাকে সর্ব্ব দেবতারা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি সতীর প্রাণ হইতেও প্রিয়। তুমি নমস্য; তুমি পূজ্য এবং তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা। তুমি আমার পঞ্চপ্রাণের প্রাণ বা কর্ত্তা এবং চক্ষুর তারকাস্বরূপ। তুমি জ্ঞানময়, পত্নীর পরম আনন্দদায়ক। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু এবং তুমিই মহেশ্বর। তুমি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্! হে দয়াসিন্ধু! হে পত্নীবৎসল! তুমি আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দোষ মার্জ্জনা কর। আমি তোমার দাসী এই মনে করিয়া আমার দোষ গ্রহণ করিও না।"

এতদ্রূপে পতির অর্চ্চনা করিয়া, পতির পাদোদক পানেরও বিধান আছে। (১)

সুশীলে! পতিভক্তি এবং পতিসেবার ইহাই একমাত্র বিধি বিধান নহে। সাবিত্রীর ব্রতাচরণও হিন্দুরমণীগণের পতিসেবার অপর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

৭। সতীত্বের গুণ-গৌরব ও দৈবশক্তি—সুশীলা! কথায় কথায় অনেক কথাই বলিয়াছি, অথচ একটী গুরুতর বিষয় তোমাকে এখনও কিছু বলিতে পারি নাই, সেটী নারীর সতীত্ব—রমণীর জীবনসর্ব্বস্ব এবং অতি আদরের ধন। ইহা অপার্থিব, তাই এই গুণের জন্যই জগতে সতীর পূজা হয়। বিশেষতঃ ভারতে পাতিব্রত্যধর্ম্মের যেরূপ আদর এবং গৌরব জগতে অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না।

স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—এক স্থলে বলিয়াছেন;— "সতীত্বই স্বর্গ, সতীত্বেই নারীর পরিত্রাণ—সতী হওয়া আর কিছু নহে, কেবল প্রাণ-মন এক স্থানে রাখা। সতীত্বের অর্থ একাগ্রতা—একদিগে টান—এক দিগে আকর্ষণ। প্রাণমন সহ অন্তরের সমুদায় প্রণয় একস্থানে রাখা. স্বামী সুন্দর হউন বা কদাকার হউন, স্বামীর মন উদ্যমশীল হউক কি নিস্তেজ হউক, পতিপরায়ণা পত্নীর ষোল আনা ভক্তির ভাজন। ইহাই পতিপ্রাণা স্ত্রীর সতীত্ব।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—গ্রন্থে লিখিত আছে;—"সতী স্ত্রী সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যত তীর্থস্থান আছে, সতীর পাদদেশেও তত তীর্থ আছে। সর্ব্বদেবতার তেজ, মুনীদিগের যোগবল, এবং সর্ব্বদাতার দানফল সতী নারীতে বিরাজিত রহিয়াছে। এমন কি,

(১) "তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।"

পতিব্রতা নারীর পতি পর্য্যন্তও তাঁহার সেই গুণে বা পুণ্যবলে সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। স্বয়ং নারায়ণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা এবং মুনি-ঋষিগণও পতিব্রতাকে ভয় করেন। এই পৃথিবী সতীর পদ-ধূলি দ্বারা পবিত্র হয়। মনুষ্যেরা পতিব্রতাকে নমস্কার করিয়া সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করে।" (১)

আধুনিক যুগেও চিতোর রাজপুত মহিলাদিগের আত্ম-ত্যাগ—জহরব্রত জগতে সতীত্বের অতুলনীয় উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থল। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দু-রাজগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে পর, পাপাচারী বিলাসপ্রিয় মুসলমানদিগের কঠোর হস্ত হইতে প্রাণাধিক প্রিয়তম সতীত্ব-ধন রক্ষার্থ রাজপুত মহিলাগণ যেরূপে দলে দলে স্বেচ্ছায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য কল্পনার চক্ষে দৃষ্টি করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তন্মধ্যে চিতোররাজ মহিষী পদ্মিনী এবং রাজকুমারী সরোজিনী দেবীর দেহত্যাগ অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া নিষ্ঠুর আলাউদ্দীনের পাপহস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষার বৃত্তান্ত ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বৎসে! ইহা বাধ্যতামূলক সহমরণানুষ্ঠান নহে—সতীত্ব ধন রক্ষার্থে পতির জন্য আদর্শ পত্নীর স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন!! ইহা

---

(১) পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি॥
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ।
দানে ফলং যদ্দাতৄণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততং॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্ব্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে হ্মমুনয়ঃ ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততং॥
সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ভারত ললনার পতিভক্তি—পতিপ্রাণতা এবং সতীত্বের প্রতি গভীরতর শ্রদ্ধারই পরিচায়ক।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "সতীধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন;—"এই জহর ব্রত দৃষ্টে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই দেশ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা সতীকুলের পবিত্র নিবাসভূমি। অপর দেশের স্ত্রীলোকেরা কি কেহ কখন পতির অনুসরণ করিয়াছে? অনুসরণ করা দূরে থাকুক, কখন কি অনুসরণের কথা মনে মনে ভাবিতে পারিয়াছে? কোন ইংরেজ রমণী একটী সহমরণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"পরলোকে বিশ্বাস এই হিন্দুদিগেরই আছে। আমাদিগের নাই। * * সতী-ধর্ম্ম যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম—ইহার কোন স্থানে কোনও প্রকার স্বার্থের লেশমাত্র নাই।"

বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্বপ্রচলিত সহমরণ প্রথা অর্থাৎ স্বেচ্ছায় মৃত পতির চিতারোহণে তৎসহ দেহ ত্যাগ এবং সতীত্বধন রক্ষার্থ জহর ব্রতানুষ্ঠানে পরলোক গমন, ভারত রমণীর পতিপরায়ণতা এবং সতীত্ব ধনের প্রতি অসাধারণ ভক্তি বিশ্বাসের যেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল, তেমনি প্রাচীন যুগে দক্ষ-যজ্ঞে পতির অনাদর এবং অসম্মান দৃষ্টে পতিপ্রাণা সতীর দেহত্যাগ ও তদুপলক্ষে এক মহাপ্রলয়। এ ছাড়া, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগে এবং অসাধারণ চেষ্টায় সাবিত্রীর পতির উদ্ধারসাধন এবং বেহুলার পতির মৃত দেহে পুনঃ জীবন সঞ্চার প্রভৃতি অলৌলিক ঘটনাও সতীত্বের গুণ-গৌরব এবং দৈবশক্তিরই পরিচায়ক। বলিতে গেলে, এই মহৎ গুণের জন্যই তাঁহারা জগতে পরম সমাদৃতা এবং দেবীরূপে পূজনীয়া। অধিকন্তু, এই অমূল্যধন পরম যতনে রক্ষা করিবার জন্যই, আর্য্য ঋষিগণ নানা বিধি-ব্যবস্থা করিয়া তদনুসারে চলিতে আমাদিগকে আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদনুসারে চলা দূরের কথা, আজকাল, আমাদিগের মধ্যে অনেককেই সেই সকল

বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করিতেই দেখা যায়। বস্তুতঃ, অত্যল্প লোকেই শরীর, মন এবং বাক্য এই তিনের যথোচিৎ সংযমসাধন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সতীত্বধন রক্ষা করিতে অভ্যস্ত।

আমরা বাল্যকালে স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের "চারুপাঠ" নামক গ্রন্থে পড়িয়াছি—"যৌবন বিষম কাল।" তৎকালে এই কথার প্রকৃত মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতাম না, টিয়া পাখীর ন্যায় কেবল শব্দ উচ্চারণ করিতাম মাত্র। কিন্তু পরে যৌবন সীমায় পদার্পব করিয়াই বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, প্রকৃতপক্ষেই "যৌবন বিষম কাল" সুতরাং এই সময়ে বিশেষ সতর্ক ও সাবধানতার সহিত চলিতে না পারিলে সতীত্ব ধন রক্ষা করা সহজ-সাধ্য নহে।

অসৎ পুস্তক পাঠ, কুসংসর্গে বাস, এবং অসৎ বিষয়ের আলোচনা প্রভৃতি পাপ-বুদ্ধির উত্তেজক কার্য্যকলাপই যে আমাদিগের চরিত্র কলুষিত হইবার প্রধানতম কারণ, এ সহজ জ্ঞান অনেকের থাকিলেও, আজকাল, যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াই অনেককে কুভাব-উত্তেজক কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেলাদি পুস্তক পড়িতে ব্যস্ত দেখা যায়; এ ছাড়া, তোমরা সমবয়স্কা-গণে একত্রিত হইলে, গল্পচ্ছলে এমন কুৎসিত ভাষা নাই, যাহা তোমাদিগের মুখ হইতে বাহির হইতে না পারে। বিবাহের বাসর গৃহে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিবাহের উৎসব কালে, সমবেত যুবতীদিগের মধ্যে যেরূপ কুৎসিত আমোদ প্রমোদের স্রোত বহিতে থাকে, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতেও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। তখন কুলবধূরা যেন আর কুলবধূ থাকেন না, তখন তাহারা স্ত্রীস্বভাব সুলভ লজ্জার আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। নারীজাতির পক্ষে এতদপেক্ষা অগৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে। তাই বলি, যদি সতীত্বধনে ধনী হইয়া নারীজাতির গৌরব ও মহত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, যদি আপনার কুল ও মানমর্য্যাদা

বজায় রাখিতে সাধ থাকে, তবে কখনও কোনও কুৎসিত আমোদ প্রমোদে যোগ দিবে না, এবং কুভাব-উত্তেজক কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেলাদি পাঠে বিরত থাকিবে। পক্ষান্তরে, সতীত্ব-ধন রক্ষার্থে মহর্ষি মনু এবং যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণ যে সকল বিধি-ব্যবস্থা করিয়া তদনুসারে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন, সর্ব্বপ্রযত্নে তদনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে।

মহর্ষি মনু—তাঁহার সংহিতায় নারী জাতির সতীত্বধন রক্ষার অন্তরায় স্বরূপ যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে—"(১) পান-দোষ, (২) কুসংসর্গ, (৩) পতি-বিরহ, (৪) অটন অর্থাৎ অনাকারণ নানা স্থানে ভ্রমণ, (৫) অকাল নিদ্রা এবং (৬) পরগৃহে বাস" প্রধানতঃ এই ছয়টিই এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহর্ষি ব্যাসদেব—তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"পত্নী বিশুদ্ধান্তঃকরণে ও সন্তোষ-চিত্তে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা পতির আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন। তিনি সখীর ন্যায় পতির হিতকার্য্যে রত থাকিবেন এবং দাসীর ন্যায় তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিবেন (১)।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য—তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"যিনি সর্ব্বদা পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারিণী ও সংযতেন্দ্রিয়, তিনি ইহলোকে সুকীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম স্বর্গীয় সুখ ভোগের অধিকারিণী হয়েন। তাঁহার সংহিতার আর এক স্থলে লিখিত আছে;—"স্বামী বিদেশে থাকিলে ক্রীড়া ও বিবাহাদি উৎসব

(১) "মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পত্যাদেশানুবর্ত্তিনী।
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মেষু—
দাসীবাদিষ্ট-কার্য্যেষু পত্যুঃ সদা ভবেৎ॥"—ব্যাস সংহিতা।

দর্শন, অন্যত্র গমন, অঙ্গরাগকরণ, বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার পরিধান এবং হাস্য পরিহাসাদি করাও পত্নীর পক্ষে নিষিদ্ধ।" (১)।

৮। দাম্পত্য সুখ-শান্তি অবস্থার অধীন নহে—সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে এবং জীবনের সকল সময় কাহারও এক ভাবে যায় না; জীবন সুখ-দুঃখে জড়িত। সুতরাং স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিলে, এ সংসারে অমিশ্র সুখের আশা করা বৃথা। অতএব স্বামীর বিপদে সাহস, শোকে সান্ত্বনা এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রদান করা প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। এই জন্যই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—"দৈবদোষে ভর্ত্তা দরিদ্র কিম্বা ব্যাধিগ্রস্থ হইলে যে স্ত্রী তাহাকে অবজ্ঞা করে, সে পুনঃ পুনঃ কুকুরী, শূকরী ও গৃধিনী হইয়া জন্মগ্রহণ, করে।" যে পুরুষ ঘোর বিপদস্থ হইয়াও স্ত্রীর সৎসাহস এবং সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন, তাঁহার বিপদ অধিক দিন থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ, যিনি বিপদে সহায় ও সহচর, তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

রাম বনগমনে আদিষ্ট হইলে, সীতা অক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাম বনবাস ক্লেশের কথা বলিয়া, সীতাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলে, সীতা বলিয়াছিলেন;—"নাথ! আমি যদি বিপদকালে তোমার সঙ্গিনী হইতে না পারি, তবে আমার এ সুখ-সেব্য জীবনের প্রয়োজন কি? আর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে, যখন তুমি বনভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন কে তোমার পরিচর্য্যা করিবে এবং

---

(১) "পতিপ্রিয় হিতযুক্তা স্বাচার সংযতেন্দ্রিয়।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।"—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

কেইবা তোমায় ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল আনিয়া দিবে?" তাই বলি, সীতা বনবাসিনী হইয়াও অসুখে ছিলেন না। তিনি পঞ্চবটী বনে অবস্থানকালে সরমার নিকট তাঁহার বনবাস বৃত্তান্তের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, গৃহে থাকিয়া তদ্রূপ সুখভোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?

ধন-সম্পত্তিই সুখের মূল নহে বরং তদভাবেই অনেকস্থলে প্রণয়ের আধিক্য এবং গাঢ়তা জন্মিয়া থাকে। এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। পাশ্চত্যদেশের কোন ধনী বণিকের পুত্র, পিতার প্রভূত ধন-সম্পত্তি পাইয়া, পরম সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ছিলেন; কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায়, ব্যবসায় তাহার বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, তিনি দেউলিয়া হইতে বাধ্য হয়েন। এরূপ অবস্থায় ব্যয় সংক্ষেপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াও, নববিবাহিতা পত্নীর প্রণয়ের হ্রাস হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, সহসা অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইলেন না; অথচ এইরূপ অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পূর্ব্ববৎ ব্যয়ভার বহন করিতে থাকিলে, ভাবীবিপদের আশঙ্কা আছে, এই চিন্তায় তাহার শরীর ক্রমে শুষ্ক ও মুখ মলিন হইয়া পড়িল। অল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রিয়তমা পত্নী স্বামীর এতাদৃশ বিষন্নতার কারণ জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়া, স্মিত মুখে বলিলেন;—"নাথ! আমি তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তনের বিষয় জানিয়া অধিক দুঃখিত বা কিছুমাত্র ভীত হই নাই; তবে আমাদের প্রণয়ের মূলে তোমার এতাধিক সংকীর্ণতা দেখিয়াই অতীব দুঃখিত হইয়াছি। অবস্থার এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনের বিষয় তুমি আমাকে যথাসময়ে জানাইলে, আমি ইতিপূর্ব্বেই সংসারের যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম।" যাহা হউক, অনতিবিলম্বে সেই গৃহিণী স্বামীর অতিপ্রিয় একটী বাদ্যযন্ত্র ভিন্ন সংসারের সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যই বিক্রয় করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দাসদাসী-দিগকেও বিদায় করিয়া দিয়া, অম্লানবদনে, সংসারের তাবৎ কার্য্য স্বহস্তে

সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। নিঃস্ব ব্যক্তিদিগের পক্ষে সহরে বাস করা ব্যয়াধিক্য বিবেচনায়, তিনি সহরের মূল্যবান বাসভবনও বিক্রয় করিয়া, পল্লীগ্রামে গমন করতঃ, তথায় পতিসহ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। বলা অধিক, এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনে তাহাদের প্রণয়ের গাঢ়তাই জন্মিল, সংসারে সুখ-শান্তি স্থিরতর হইল। বৎসে! এই দৃষ্টান্ত হইতে বেশ জানা যায় যে, স্বামীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে অথবা অপরের সঙ্গে তুলনায় নিজদের অবস্থা হীনতর জ্ঞানে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নহে, বরং যাহাতে তিনি সকল অবস্থাতেই সুখী হইতে পারেন, সতত সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কারণ সুখ-শান্তি অবস্থার অধীন নহে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে;—"সন্তোষই সুখের মূল, আর অসন্তোষই দুঃখের নিদান।" (১)। অতএব অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সদা সুখী হইতে এবং স্বামীকে সুখী করিতে সতত চেষ্টা করিবে।"

প্রকৃত দাম্পত্য সুখ-শান্তি যে ধন-সম্পত্তি বা বাহ্যিক সুখ-সুবিধার অপেক্ষা দুঃখদারিদ্রতার মধ্যেই অধিকতর, তাহা প্রদর্শন জন্য পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না; কারণ, আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাম-সীতা, সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী এবং হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার দাম্পত্য প্রণয়ের গভীরতাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

অতএব অপরের সহিত তুলনায় নিজেদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন হইলে, অথবা কোনও কারণে অবস্থায় তদ্রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলে পতি যাহাতে তজ্জন্য নিজকে অসুখী মনে করিতে না পারেন, পত্নীর সর্ব্বপ্রযত্নে

---

(১) "সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥"—মনুসংহিতা।

তদ্রূপ চেষ্টা ও যত্ন করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, দাম্পত্য প্রণয়ের গভীরতা এবং তজ্জনিত সুখ-শান্তি আমাদিগের প্রত্যেকের মনেরই আয়ত্তাধীন। সুতরাং-ধনসম্পত্যাদির সহিত ইহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

৯। পতিকে সুখী করিবার সহজসাধ্য উপায়—সুশীলা! পতিকে সুখী করিবার ইচ্ছা পত্নী-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। স্বার্থে বা পরার্থে প্রায় সকলেই পতিকে সুখী করিয়া সংসার সুখ-শান্তিময় করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কিরূপে ও কি উপায় অবলম্বন করিলে, সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই নাই। বলিতে কি, এই জ্ঞানের অভাবেই অনেকে পতিকে যথোচিত সুখী করিতে না পারিয়া, নিজেরাও নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে এবং পতিগৃহকে যমালয় সদৃশ মনে করিতে বাধ্য হয়। "দাম্পত্য সুখ অবস্থার অধীন নহে," এই বিষয়ের আলোচনায় তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ যে, স্বাধীন ইচ্ছা এবং যথোচিত চেষ্টা যত্নের অভাব না হইলে, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-অবিদ্বান এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই দাম্পত্য সুখে সুখী হইবার অধিকার আছে। এরূপ অবস্থায়, পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহাকে সুখী করা যাইতে পারে, তদুপযোগী কতিপয় সহজসাধ্য উপায় তোমাকে বলিতেছি। আশা করি, তুমি এই সকল সাদাসিধা অর্থাৎ সহজসাধ্য নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে পতিকে সুখী করিয়া নিজেও পরম সুখ-শান্তিতে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে।

বৎসে! পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য এবং স্ব স্ব পতিকে সুখী করিবার উপায় সম্বন্ধে মনীষিগণের উপদেশ এবং শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা বিষয়ক অনেক কথাই "বিবাহ ও পত্নীধর্ম্ম" এবং "পতি-পত্নীর সম্বন্ধ" সমালোচনায় তোমাকে বলা হইয়াছে। পতিকে সুখী করিবার আরও কতিপয় সহজসাধ্য

উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি, মনীষিগণের উপদেশ দেবাদেশজ্ঞানে শিরোধার্য্য-পূর্ব্বক তদনুসারে চলিতে সাধ্যমত চেষ্টা-যত্নে কুণ্ঠিত হইবে না।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—এই শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে,—"যে পত্নী সর্ব্বদা শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা প্রীতিকর কার্য্য করতঃ পতির সন্তোষ সাধন করেন, তিনিই ব্রহ্মপদ লাভে সমর্থ হন।" (১)

ব্যাস-সংহিতা—পতিকে সুখী করিবার অভিপ্রায়েই মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহার সংহিতায় পত্নীর প্রতি উপদেশ স্থলে বলিয়াছেন,—"পত্নী সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবেন, পবিত্রচিত্তে সখীর ন্যায় পতির হিতকার্য্যে সাহায্য করিবেন এবং অনুগতা দাসীর ন্যায় তাঁহার আদেশ পালনে সতত নিযুক্ত থাকিবেন।" (২)

বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ—পতিকে সুখী করিতে পত্নীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, এই গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে;—"পত্নীর অভিন্নহৃদয়া, পতির বশীভূতা, লজ্জাশীলা, সহাস্য মধুরভাষিণী, আলস্যহীনা, সদাস্নিগ্ধা, বাঙ্‌নিষ্ঠা এবং লোভহীনা হওয়া বিধেয়।" (৩)

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—পতিকে সুখী করিতে হইলে পত্নীর যে সকল গুণান্বিতা হওয়া আবশ্যক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদ্বিষয়ে তাঁহার সংহিতায়

(১) "কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীতয়ন্তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥"—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(২) "ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তা সদা ভবেৎ॥"—ব্যাস সংহিতা।

(৩) "অসতন্ত্রা ভবেন্নারী সলজ্জা স্মিতভাষিণী।
অনালস্যা সদাস্নিগ্ধা স্মিতবাগ্‌ লোভবর্জ্জিতা॥"—বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ।

লিখিয়াছেন ;—"যিনি পতিপরায়ণা হইয়া সদাসর্ব্বদা পতির প্রীতিপ্রদ ও হিতকর কার্য্য করেন, এবং যিনি জিতেন্দ্রিক ও সদাচার পরায়ণা সেই পত্নীই ইহকালে যশঃ ও সুখ্যাতি এবং পরকালে সংগতি লাভ করেন।" (১)

কাশীখণ্ড—এই পুরাণগ্রন্থে লিখিত আছে—"যে যে কার্য্যে পতির রুচি অর্থাৎ যে সকল কার্য্য করিলে পতির সুখ ও সন্তোষ জন্মে. তাহা করাই পত্নীর কর্ত্তব্য।" (২)

সুশীলা! গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে গৃহিণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে সকল গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাহাতেও পতিকে সুখী করিয়া সংসার সুখ-শান্তিময় করা যে পত্নীর কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে সবিস্তর বর্ণিত আছে।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার উইলিয়ম কবেট—তাঁহার "প্রণয়ার্থীর প্রতি উপদেশ (Advice to Lover) নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন ; —"পতিকে সুখী করিতে হইলে, পত্নীর (১) সতীত্ব, (২) মিতভা, (৩) পরিশ্রমশীলতা, (৪) মিতব্যয়িতা, (৫) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, (৬) গার্হস্থ্য কার্য্যানুষ্ঠানে অভিজ্ঞতা, (৭) সহিষ্ণুতা এবং (৮) সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা, প্রধানতঃ এই অষ্টবিধ গুণ থাকা প্রার্থনীয়।" (৩)

এইরূপ যে দিক দিয়াই বিবেচনা করিয়া দেখ না কেন, পতির সন্তোষ-

(১) "পতিপ্রিয় হিতে যুক্তা স্বাচারা বিজিতেন্দ্রিয়া।
স্নেহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমাংগতিং।"—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(২) "যদ্যদ্যদ্রুচির্ভর্ত্তু তত্র প্রেমবতী সদা।"—কাশীখণ্ড।

(3) The things which you ought to desire in a wife are (1) Chestity, (2) Sobriety, (3) Insdusty (4) Frugality, (5) Cleanliness (6) Knowbdge of domestic affairs, (7) Good temper and (8) Beauty.
—*Cobbets' Advice to Lover.*

সাধন করাই পত্নীরূপে নারীজীবনের সার্থকতা এবং ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষ সাধনের একমাত্র উপায়; তাই আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন;—"নারী-স্বর্গমাপ্নোতি কেবলং পতিতোষণাৎ।" অর্থাৎ কেবলমাত্র পতির সন্তোষ সাধন করিতে পারিলেই নারী স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

৯। পতিকে সুখী করিবার সহজসাধ্য দশটি উপায়—সুশীলা! অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিয়া কার্য্য করাই ব্যক্তিগতভাবে কর্ত্তব্য-পালনের প্রশস্ত উপায়; সুতরাং আমাদেরও প্রত্যেকের স্ব স্ব অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া, যথোচিত উপায় অবলম্বনে পতিকে সুখী করিতে চেষ্টা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায়, এই কর্ত্তব্য পালনের উপায় সীমাবদ্ধ বা তাহার কোনও সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন সন্দেহ নাই, তথাপি সাধারণভাবে নিম্নলিখিত দশটি উপায় এস্থলে তোমাকে বলিতেছি।

প্রথম—পতির প্রাধান্য স্বীকারে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার আদেশ এবং উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা। দ্বিতীয়—অবস্থানুসারে পতির কোনও কার্য্য দোষাবহ বা অপ্রীতিকর হইলেও সহসা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে সহ্য করা। তৃতীয়—"মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট" এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বদা পতিকে সাদর সম্ভাষণ করা। চতুর্থ—কার্য্য কর্ম্মের সুশৃঙ্খলা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা। পঞ্চম—পতির আহার বিহারাদি কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা এবং অবস্থানুসারে স্বয়ং এই সকল কার্য্যে তাহার সাহায্য করা। ষষ্ঠ—পতির সুখ-সন্তোষার্থে নিজের চিত্তের প্রফুল্লতা সর্ব্বদা রক্ষা করা। সপ্তম—কার্য্যপ্রয়োজনে, পতিগৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে, বিশেষতঃ কর্ত্তব্যকার্য্য সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে, পতির সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করা। অষ্টম—আদান প্রদান এই ভাবের বশবর্ত্তী না হইয়া, পতির সুখসুবিধার্থে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা।

নবম—যে সকল কার্য্যানুষ্ঠানে দম্পতি-কলহ জন্মিতে পারে তাহা হইতে সতত বিরত থাকা। দশম—ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার কৌশল বিষয়ে যথোচিত জ্ঞানলাভ।

প্রথম উপায়—সকল বিষয়ে এবং সকল সময়েই যে পতি-পত্নী এতদুভয়ের একমত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। তদ্রূপস্থলে পতির প্রাধান্য স্বীকারে তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া পত্নীর চলিতে চেষ্টা করাই নিরাপদ এবং পতিকে সুখী করিবার প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সহজসাধ্য উপায়।

স্বর্গীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়—পতির প্রাধান্য স্বীকারে তাঁহার অনুগত হইয়া চলাই পত্নীর কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায়, তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—স্বামীর ইচ্ছানুগামী হইয়া চলাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে, একত্র থাকা অসম্ভব। দুই জনের ইচ্ছা সকল বিষয়ে এক হইবে এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং একজন অপরের ইচ্ছানুগামী না হইলে বিবাদ অনিবার্য্য। এরূপ স্থলে, উভয় পক্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছায় চলিলেন, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া—স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিশেষতঃ স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী হইয়াও আদর্শ সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তাঁহার পতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলিতে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার জীবন-চরিত পাঠে জানা যায়, তিনি নিজেই একস্থলে বলিয়াছিলেন ;—"পতির ব্যক্তিগত প্রভুত্ব মানিয়া না চলিলে, পারিবারিক প্রকৃত সুখ-শান্তি কখনও জন্মিতে পারে না।" (১)

(1) "Without the authority which belong to the husband," She says, "there cannot be comfort or happiness in domestic-life"— *Life of queen Victoria.*

দ্বিতীয় উপায়—পতি কোনও কারণে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, কিম্বা রাগান্বিত হইয়া কোনও প্রকার রুক্ষ বা কর্কশ ব্যবহার করিলে, তখন তখনই তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, নীরবে তাহা সহ্য করাই পত্নীর কর্ত্তব্য; তদন্যথায় তখনই পতির তদ্রূপ কার্য্যেব দোষ ক্রটি দেখাইতে চেষ্টা করিলে, পত্নীর তদ্রূপ ব্যবহার দ্বারা, কোনই সুফল লাভ হয় না; বরং তাহার বিপরীত ফলই অধিকাংশ স্থলে ফলিয়া থাকে। তাই সাধারণ কথায় বলে,—"যে সয় সেই রয়"। বস্তুতঃ, তৎকালে নারী হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম কোমলতা দ্বারা, পুরুষের উগ্রতার সমতা বা হ্রাস করিতে চেষ্টা করাই অবস্থানুসারে পতিকে সুখী করিবার অন্যতর উপায়।

বৎসে! পৃথিবীর সহ্যগুণ আছে বলিয়াই যেমন জগতের যাবতীয় জীব-জন্তু পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া আছে, তেমনি নারী হৃদয়ের সহ্য গুণের জন্যই, স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ, তাহাকে অবলম্বন করিয়া একত্রে বাস করে। যে রমণী এই সহিষ্ণুতাগুণে বঞ্চিতা, তাহার পক্ষে পতির সন্তোষ সাধন করা অসম্ভব বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

মহাভারত—মহর্ষি ব্যাস দেব মহাভারতে লিখিয়াছেন;—"পতি রাগান্বিত হইয়া কটু কথা কহিলেও যে রমণী সহাস্য বদনে তাহা সহ্য করিতে পারেন তিনিই পতিব্রতা।" (১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—এই শাস্ত্র গ্রন্থে লিখিত আছে;—"পতি কোনও অপ্রিয় কথা বলিলেও পতিব্রতা পত্নী তাহার উত্তর

(১) "পুরুষাণ্যাপি চোক্তা যাদৃষ্টা ক্রুদ্ধেণ চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্ত্যাধানারী সা পতিব্রতা॥ —মহাভারত

দিবেন না। পতি ক্রোধপরায়ণ হইয়া তাড়না করিলেও পত্নী ক্রুদ্ধা হইবেন না।" (১)

কোরাণ সরীপ—সুশীলা! মুসলমানদিগেথ ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ শরিফ পাঠে জানা যায়, পতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলাই পত্নীর কর্ত্তব্য; এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্গত ব্যবস্থা। ঐ ধর্ম্ম গ্রন্থের এক স্থলে লিখিত আছে ;—"এক অবাধ্যা পত্নীর ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া, তাহার পতি তাহাকে চপটাঘাত করেন; তাহাতে সেই নারী অসন্তুষ্ট হইয়া, তৎ-প্রতীকারার্থে ধর্ম্মপ্রাণ হজরত মহম্মদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলে, প্রথমে তিনি প্রহারের পরিবর্ত্তে পতিকে প্রহার করিতেই বলেন; কিন্তু তৎপরেই খোদাতাল্লা (পরমেশ্বর) কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ;—"আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ঠিক হয় নাই,—পরমেশ্বর অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় অর্থাৎ ব্যবস্থাই কল্যাণজনক। তিনি বলিয়াছেন ;—পতিই পত্নীর ভরণপোষণকারী, সংরক্ষক এবং কার্য্য নির্ব্বাহক, এজন্য পত্নী (স্ত্রী) অপেক্ষা পতির (পুরুষের) শ্রেষ্ঠতা অধিক। অধিকন্তু, বুদ্ধি, জ্ঞান, এবং গাম্ভীর্য্যাদি বিবেচনা শক্তির আধিক্য বশতঃও পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এই সকল কারণেই পুরুষ (পতি) স্ত্রীদিগের (পত্নীদের) উপর কর্ত্তৃত্ব রাখে। পক্ষান্তরে, নারী (পত্নী) গোপনীয়ের সংরক্ষিকা অর্থাৎ দাম্পত্য ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সতীত্ব ও পবিত্রতার পালয়িত্রী ; এরূপ অবস্থায়, পতিরও পত্নী-দিগকে এরূপ ভাবে প্রহার করা উচিত নহে।" (২)

---

(১) "উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে তত্রা তাড়নাচ্চাপিকোপতঃ।"—'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ'।

(২) কোরাণ শরিফের বঙ্গানুবাদ—সুরানেসা (নারী অধ্যায়)

তৃতীয় উপায়—মধুর সম্ভাষণ এবং মিষ্ট আলাপন পতিকে সুখী করিবার আর এক সহজ সাধ্য সদুপায়। বিনা ব্যয়ে এবং বিনা ক্লেশে অপরকে বিশেষতঃ স্ব স্ব পতিকে সুখী করিবার এরূপ সহজসাধ্য এবং সর্ব্বজনলভ্য উপায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং এরূপ সহজলভ্য সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা যে পত্নী পতিকে সুখী করিতে না পারেন, তিনি পরম দুর্ভাগিনী। তাই, মহাভারতে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, "ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া, উত্তর প্রদান করে, সে গ্রামে জন্মিলে কুকুরী আর বনে জন্মগ্রহণ করিলে শৃগালী হয়।" মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রেও লিখিত আছে ;—"পতিব্রতা নারী পতির প্রতি ক্রুর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে না, দুর্ব্বাক্য বলিবে না, এবং মনে মনেও কোন অপ্রিয় আচরণ করিবে না।" সাধারণ কথায়ও বলা হয়, "মিষ্ট কথায় জগত তুষ্ট।"

বৎসে! মনুসংহিতা পাঠেও জানা যায়, মহর্ষি মনু পত্নীর যে সকল দোষ ত্রুটির জন্য তাহাকে পরিত্যাগের অথবা অবস্থানুসারে পতির ভার্য্যান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অপ্রিয়ভাষিণী এই দোষই অধিকতর গ্রহণীয়। উক্ত সংহিতার ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—"স্ত্রী অপ্রিয়-ভাষিণী হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া পতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিবে।" বস্তুতঃ, যে পুরুষ পত্নীর সহাস্য বদন দর্শনে বিশেষতঃ সুমিষ্ট বচন শ্রবণে বঞ্চিত তাহার ন্যায় হতভাগ্য জীব জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ;—"ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে তদ্রূপ পতির পক্ষে বনে গমন করাই শ্রেয়, কারণ তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রম আর বন দুই সমান।"

চতুর্থ উপায়—গৃহস্থাশ্রমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং যথোচিত শৃঙ্খলাদি মনের প্রীতিপ্রদ সুব্যবস্থা। এরূপ অবস্থায়, পতির শয়ন-গৃহ ও শয্যাদি যাহাতে সুসজ্জিত ও পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং

তাহা ব্যবহারের উপযোগী হয়, পতির সন্তোষার্থে পত্নীর তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। পতিকে সুখী করিবার ইহাও এক সহজসাধ্য উপায়।

বিখ্যাত ডাঃ জনসন—বলিয়াছেন ;—"দশ সহস্র পাউণ্ড (লক্ষাধিক টাকা) প্রাপ্তি অপেক্ষাও আমি দ্রব্য-সামগ্রীর উজ্জ্বল দিগ-দর্শনই অধিকতর লাভজনক মনে করি। বস্তুতঃ, যে রমণী সুখে দুঃখে ও সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায়ই গৃহস্থাশ্রম বিশেষতঃ পতির ব্যবহারের জিনিস-পত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া, তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে পতির আনন্দদায়িনী প্রিয়তমা রমা।

বৎসে! পতির এই সকল কার্য্য করিবার জন্য দাস-দাসী নিযুক্ত থাকিলেও পতির সুখ-সন্তোষার্থে কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নীর সর্ব্বদা তাহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা এবং কোনও দোষ ত্রুটি লক্ষিত হইলে সহস্তে সে সব কার্য্য সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম উপায়—পতির স্নান, স্নানান্তে পূজার্চ্চনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, আহার বিশ্রাম ও শয়নাদি দৈনিক নিত্যকর্ম্ম যাহাতে যথারীতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, পতির সন্তোষার্থে পত্নীর তৎপতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভোজনকালে নিজে তথায় উপস্থিত থাকা, এবং বিশেষ কোনও বাধা বা অসুবিধা না থাকিলে, স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিয়া আহারে পতির তৃপ্তি সাধন করা, পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য। পতি-পত্নীর সুখ-সন্তোষার্থে পাশ্চাত্য সমাজে উভয়ে এক টেবিলে অর্থাৎ এক সঙ্গে বসিয়া ভোজনের যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ কোনও দোষাবহ না হইলেও, নানা কারণে, তাহা আমাদিগের আদর্শ স্থানীয় এবং সমাজের উপযোগী নহে। আমাদিগের পারিবারিক নিয়মানুসারে পতি এবং পরিবার-বর্গকে যথারীতি ভোজন করাইয়া তৎপরে গৃহিণীর ভোজন করাই শাস্ত্রীয়

ব্যবস্থা। যে হউক, "রন্ধন ও পরিবেশনে গৃহিণীর কর্ত্তব্য" এই বিষয়ের সমালোচনায় এ সম্বন্ধে তোমাকে সবিস্তার বলিবার ইচ্ছা আছে। তবে, এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, কোন অবস্থাতেই চাকর-চাকরাণীর উপর এই কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। মনে রাখিবে, স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া, পতিকে ভোজন করান পত্নীর পক্ষে পতিকে সুখী করিবার এক অমোঘ ঔষধি স্বরূপ।

ষষ্ঠ উপায়—চিত্তের প্রফুল্লতা (Chearfulness)। পতিকে সুখী করিবার এক মহৌষধি বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। যাহার অন্তর বাহির সদা প্রফুল্লিত ও প্রীতিপ্রদ, বিষাদ ও বিষণ্নতাজনিত দুঃখ, তাহার ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করিতে পারে না। তাই কোন এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"প্রফুল্লচিত্ততা মানব-হৃদয়ের এক মহৎ গুণ। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত এবং পরম ভাগ্যবান। তিনি সকলকেই অনায়াসে সুখী করিতে পারেন। তাঁহার প্রীতিপ্রদ সহবাসে দুঃখী ও যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তিও তাহার দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া যায় ; তদ্রূপ প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির মধুর হাসি অন্ধকারেও আলো আনয়ন করে।" অতএব আশা করি, তুমি এই উপায়ে পতিকে সুখী করিতে যথোচিত চেষ্টা যত্ন করিবে।

বৎসে! পতির সহিত রহস্য আলাপ করিয়া পতির চিত্তের সন্তোষ সাধন করা পত্নীর কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু তদ্রূপ আলাপ এবং আমোদ প্রমোদেরও সময় অসময় আছে, পতি যখন কোন গভীর বিষয়ে নিবিষ্টমনা থাকেন তখন কোনও অগভীর বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া, তাঁহার সহিত রহস্য আলাপ করিতে গেলে, তদ্দ্বারা পতির মনে সুখ-সন্তোষের পরিবর্ত্তে বরং অসন্তোষ ও বিরক্তিই জন্মিতে দেখা যায়। অধিকন্তু, এতদ্দ্বারা সেই তরলমতী পত্নীর প্রতি পতির শ্রদ্ধারও হ্রাস হইয়া থাকে।

সপ্তম উপায়—পতি কার্য্যস্থলে যাইবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গমনকালে পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া, বিশেষতঃ দৈনিক কর্ত্তব্যকার্য্য সমাপনান্তে পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে পতির সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করতঃ তাঁহার পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূরীকরণের যথোচিত চেষ্টা যত্ন করা, পতিকে সুখী করিবার এক শ্রেষ্ঠতম উপায়। বস্তুতঃ, তৎকালে পত্নীর সহাস্যবদন ও মধুর সম্ভাষণ এবং পতির ক্লান্তি দূরীকরণে পত্নীর আগ্রহ ও চেষ্টা যত্ন দেখিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যেই পতি বিগতক্লান্ত হয়েন এবং তাঁহার মুখে হাসির উজ্জ্বল আলোক ফুটিয়া উঠে।

বাগ্মী বার্ক (Burk)—এক স্থলে বলিয়াছেন;—"যে মুহূর্ত্তে আমি আমার বাসগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি তখনই আমার মনের প্রত্যেক দুর্ভাবনা এবং ক্লান্তি দূরীভূত হইয়া থাকে।" বলা বাহুল্য, পত্নীর সাদর-সম্ভাষণ এবং কার্য্যস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে পত্নী কর্ত্তৃক সাদরে গ্রহণই ইহার প্রধানতম কারণ।

বৎসে! কার্য্য প্রয়োজনে পতি গৃহের বাহিরে গমন করিলে, তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় যে কিরূপ উদ্‌বিগ্নমনা হইয়া পতিপ্রাণা পত্নীগণ গৃহে অবস্থান করেন, প্রাচীনা আর্য্যা রমণীদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, তুমি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইবে। তাই বলি, পতি কার্য্য প্রয়োজনে বাহিরে গেলে, গৃহে প্রত্যাগমন মাত্রেই যাহাতে তাঁহার তৎকালোচিত প্রয়োজনীয় কোনও কিছুর অভাবে না হয়, তজ্রূপ পূর্ব্বায়োজন করিয়া পতির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিবে।

কোন এক বঙ্গীয় কবি, পরস্পর তুলনা করিয়া "সবচেয়ে মিষ্ট" এই বিষয়ে যে এক কবিতা লিখিয়াছেন,—তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এই যে;—"শরৎ এবং বসন্ত ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, হীরা ও মণি-

মুক্তাদির ব্যবহার বা রাজপ্রসাদে বাসজনিত সুখভোগ, সাধকের ধর্ম্ম মন্দির—শান্তি নিকেতন বা তপোবন, পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সুবাস, সামগানের সুমধুর ঝঙ্কার এবং শ্রান্ত ও ক্লান্ত কলেবরে দিবসান্তে গৃহাগত পতিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পত্নী দ্বারা তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যা, সুখ ভোগ্য এই সমস্তের পরস্পর তুলনায় তাঁহার বিবেচনায় শেষোক্ত কার্য্যই "সবচেয়ে মিষ্টি" ; তাই তিনি কবিতার উপসংহারে লিখিয়াছেন ;—

"সন্ধ্যায় এল স্বামী দেহ অতি ক্লান্ত
পাখা নিয়ে পাশে বসে স্ত্রী উদ্‌ভ্রান্ত ;
স্বেদ-সিক্তের পরে সেই স্মিত-দৃষ্টি,
সব চেয়ে মিষ্টি গো সে সব চেয়ে মিষ্টি ॥"

অষ্টম উপায়—সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে অর্থাৎ আদান প্রদানের ভাব মনে না রাখিয়া পতিকে সুখী করিবার চেষ্টা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পতি আমার সুখ সুবিধার জন্য যে পরিমাণে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, আমি পতির সুখশান্তির জন্য ততদুর চেষ্টা যত্ন করিতে পারিলেই যথেষ্ট, যে পত্নী এইরূপ স্বার্থভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পতিকে সুখী করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে পতিকে সুখী করিবার ইচ্ছা কখনও ফলবতী হয় না।

বৎসে! পতিপ্রাণা পত্নীর লক্ষণ অর্থাৎ তাঁহার প্রাণের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার মনে নিজের ব্যক্তিত্বে পতি হইতে স্বাতন্ত্র্য ভাব থাকে না, সুতরাং তিনি মন-প্রাণের সহিত পতিকে সুখী করিতে পারিলেই নিজকে কৃতকৃতার্থ এবং সুখী মনে করেন। অতএব আশা করি, তুমি এইরূপ উদার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, পতিকে সুখী করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা ও যত্ন করিবে। প্রথমে দাম্পত্যপ্রেম এবং তৎপরে অপত্য স্নেহ-মমতা হইতেই জগতে নিঃস্বার্থ ভালবাসা জন্মিয়াছে। সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই পতিকে সুখী করিবার শ্রেষ্ঠতর উপায় এবং প্রধান অবলম্বন।

নবম উপায়—দম্পতি কলহ অনেক স্থলেই ক্ষণস্থায়ী হইলেও, ইহা অনেক সময়ই সুখ-শান্তির অন্তরায় স্বরূপ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়, পতিকে সুখী করিবার জন্য পত্নীর বিশেষ বিবেচনার সহিত সর্ব্বদা দম্পতি-কলহে বিরত থাকিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, এস্থলে তাহাই তোমাকে বলিতেছি;—"(১) আপনাদিগের মতভেদ অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না। (২) আপনাদিগের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ মানিও না। (৩) যদি কোনও অর্ব্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি আমল দিও না। (৪) পতির কাছে হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিও না। দম্পতি কলহে যে হার মানে সেই জিতে।"

বৎসে! যদিও পণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন; "দম্পতি কলহশ্চৈব বহ্বাড়ম্বে লঘু ক্রিয়া" অর্থাৎ অনেকস্থলেই দেখা যায়, দম্পতি কলহে প্রথমে বহু আড়ম্বর হইলেও শেষ ফল বিশেষ কিছুই দেখা যায় না, তথাপি এরূপ কলহও প্রার্থনীয় নহে। আর কোনও কারণে এইরূপ কলহ উপস্থিত হইলেও, পতির এবং পরিবারবর্গের সুখ-শান্তির জন্য পত্নীর তাহাতে হার মানিয়া চলাই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য এবং পতিকে সুখী করিবার সহজসাধ্য উপায়।

দশম উপায়—ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার যথোচিত কৌশল। কার্য্য সাধনের যথোচিত উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় না। ইচ্ছা কার্য্য পরিণত করিতে হইলে, যেমন তাহার উপায় সম্বন্ধে কর্ত্তব্যজ্ঞানের আবশ্যক, তেমনি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। সেই জ্ঞান কার্য্য পরিণত করিবার কৌশল জানাও একান্ত প্রয়োজন। তাই কোন এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,

—"কেবলমাত্র গুণ থাকিলেই কোন কার্য্যসিদ্ধ হয় না, সেই গুণ কার্য্যে পরিণত করিবার কৌশল জানা থাকাও আবশ্যক। গুণ ব্যক্তিগত ক্ষমতা, আর কৌশল নিপুণতা; গুণী জানে কি করা উচিত, কিন্তু কৌশলী জানে তাহা কি উপায়ে কার্য্যে পরিণত করিতে হয়।" এরূপ অবস্থায়, কার্য্যকুশলতাই পতিকে সুখী করিবার এক প্রধান উপায়।

বৎসে! অনেক স্থলে দেখা যায়, এই কার্য্যকুশলতা গুণের অভাবে পতিপরায়ণা এবং স্বামীকে সুখী করিবার একান্ত অভিলাষিণী পত্নীও পতিকে আশানুরূপ সুখী করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ থাকিতে বাধ্য হয়েন। অতএব পতিকে সুখী করিবার যে সকল সহজসাধ্য উপায় এস্থলে একাদিক্রমে বলা হইল, আশা করি তুমি সকৌশলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিবে না।

সুশীলা! পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে রামায়ণ এবং মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে সকল হিতোপদেশপূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহা হইতে (১) আদর্শ পত্নী দ্রৌপদীর সহিত সত্যভামার, (২) সুমনার সহিত শাণ্ডিলীর, (৩) রুক্মিণীর সহিত লক্ষ্মীদেবীর এবং (৪) মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীদেবীর কথোপকথন এই চারিটি উপাখ্যান এস্থলে বলিতেছি।

পৌরাণিক নীতিকথা।

(১) দ্রৌপদীর সত্যভামার প্রতি ভর্ত্তৃচিত্ত আকর্ষণের সংবাদ কথন—একদা সত্যভামা দ্রৌপদী সন্নিধানে গমন করিলে উভয়ে নানা প্রকার কথোপকথনের পর, সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে দ্রৌপদি! তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারা লোকপালসদৃশ, বীর্য্যসম্পন্ন, অতিশয় দৃঢ়কায় যুবা পাণ্ডবদিগকে বশীভূত করিয়া রাখ? হে শোভনে! তাঁহারা কি প্রকারে তোমার বশবর্ত্তী হন এবং কি নিমিত্তই

বা তোমার প্রতি কখন কোপ প্রকাশ করেন না? হে প্রিয়দর্শনে! পাণ্ডবেরা সকলেই সর্ব্বদা তোমার বশংবদ ও মুখাপ্রেক্ষ হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি, তুমি আমাকে যথার্থ করিয়া বল। তোমার কি কোন ব্রতচর্য্যা, তপস্যা, সঙ্গমাদি-সময়ে মন্ত্রসংযুক্ত ঔষধ-সমস্ত, বিদ্যা-বীর্য্য, মূল-বীর্য্য, জপ, হোম অথবা অন্য প্রকার ঔষধ-সমুদয় আছে? হে পাঞ্চালি! হে কৃষ্ণে! যাহাতে কৃষ্ণ আমার নিয়ত বশানুগামী হইতে পারেন, তুমি তাদৃশ সৌভাগ্যপ্রদ যশস্কর পদার্থটি আমার নিকটে অদ্য ব্যক্ত কর।"

যশস্বিনী সত্যভামা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "সত্যভামে! তুমি জানিয়া শুনিয়াও আমাকে অসাধ্বী স্ত্রীদিগের আচরণ জিজ্ঞাসা করিতেছ; ভর্ত্তা ভার্য্যাকে মন্ত্রমূলপরায়ণা বলিয়া যখনি জানিতে পারেন, তখনি গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কিরূপে শান্তি হয় এবং অশান্ত ব্যক্তিরই বা কি প্রকারে সুখ হইতে পারে? ফলত মন্ত্র দ্বারা স্বামী কখন পত্নীর বশবর্ত্তী হন না। হে যশস্বিনি সত্যভামে! মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি, সেই সমস্ত সত্য ব্যবহার আমার নিকটে শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বদা অহঙ্কার ও কাম-ক্রোধ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া পাণ্ডবদিগের নিয়ত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। ঈর্ষার প্রতিহার এবং আত্মাতে চিত্ত-সন্নিবেশপূর্ব্বক দর্পরহিত হইয়া শুশ্রূষা করত পতিগণের চিত্ত রক্ষা করি।

"কি দেব, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব্ব, কি যুবা, কি সুন্দর অলঙ্কৃত, কি ধনবান্, কি রূপবান্, অন্য পুরুষ কদাচ আমার অভিমত নহে। পতি অস্নাত, অভুক্ত বা অসুপ্ত থাকিতে আমি কদাপি স্নান, ভোজন বা শয়ন করি না। এমন কি, পরিচারকেরাও অভুক্ত অথবা অসুপ্ত থাকিতে আমি ভোজন বা শয়ন করি না। পতি ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে

আগমন করিলে আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসন ও জল দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি; গৃহ, গৃহোপকরণ ও ভোজন পাত্রাদি এবং ভোজ্যদ্রব্য সুন্দর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখি এবং যথাসময়ে ভোজন করাই।

"হে সত্যভামে! আমি তিরস্কার করিয়া কখনও কোন কথা বলি না এবং দুঃশীল স্ত্রীদিগের অনুসেবন করি না; নিয়ত অনুকূলাচারিণী ও আলস্য-শূন্যা থাকি; পরিহাসের স্থল ব্যতিরেকে হাস্য, দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থান, মলমূত্রাদি পরিত্যাগের প্রদেশে ও গৃহসন্নিহিত উপবনাদি স্থলে বহুক্ষণ অবস্থান করি না এবং অতিহাস্য, অতিরোষ ও ক্রোধাস্পদ বিষয়-সমুদয় পরিবর্জ্জন করি। আমি সর্ব্বদাই পতিগণের সেবাকার্য্যে রত থাকি; ভর্ত্তার বিচ্ছেদ কোন প্রকারেই আমার ইষ্ট নহে। কুটুম্বের কোন কার্য্য সাধনার্থে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে গমন করেন, তখন আমি পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রতচারিণী হই। অপিচ আমার ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ, পান বা সেবন না করেন, তৎসমুদায়ই আমি পরিবর্জ্জন করি। আমি সুন্দর অলঙ্কৃতা ও উপদেশানুসারে নিয়মিতা হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে ভর্ত্তার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকি।

"হে বরাঙ্গনে! শ্বশ্রূ আমাকে কুটুম্বগণের প্রতি যে সকল ধর্ম্মাচরণের কথা বলিয়া দিয়াছেন তাহা এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক, মান্য লোকদিগের পূজা ও সমাদর-প্রভৃতি অন্য যে সকল ধর্ম্ম আমার বিদিত আছে, আমি আলস্য ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করি। অধিক আর কি বলিব, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিনয় ও নিয়ম-সমুদায় আশ্রয় করত, মৃদুস্বভাব, সচ্চরিত্র, সত্যশীল সত্য-ধর্ম্মানুরক্ষী পতিদিগকে ক্রোধান্বিত সর্পসদৃশ জ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি; যেহেতু আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই তাহাদিগের দেবতা,

পতিই তাহাদিগের গতি; পতি-ভিন্ন নারীগণেরআর অন্য গতি নাই; অতএব পতির অপ্রিয়াচরণ করা কোন রমণীরই কর্ত্তব্য নহে।

"হে সুভগে! আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া অশন, ভূষণ বা শয়ন করি না এবং শ্বশ্রূদেবীকে কথন নিন্দা করি না; সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযমিত হইয়া চলি। আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্যমশীলতা ও গুরু-শুশ্রূষা দ্বারাই ভর্ত্তৃগণ আমার বশ হইয়াছেন। এই বীর-প্রসবিনী সত্যবাদিনী, পৃথিবীসমা আর্য্যা কুন্তীকে আমি স্বয়ং ভোজন, পান ও আচ্ছাদনদ্বারা নিত্য কাল পরিচর্য্যা করিয়া থাকি; বসন, ভূষণ বা ভোজন দ্বারা কদাচ ইহাঁকে অতিক্রম করি না এবং বচন দ্বারাও কথন নিন্দা করি না।

"আমি চিরকাল সকলের অগ্রে জাগরিত হইতাম এবং শেষে শয়ন করিতাম। হে সত্যভামে! ইহাই আমার বশীকরণ; ভর্ত্তাকে বশীভূত করিবার এই মহৎ সাধন আমার বিদিত আছে! আমি অসাধু স্ত্রীদিগের ন্যায় অসদাচরণ করি না এবং করিতেও অভিলাষ রাখি না।

"হে সত্যভামে! পতি যেমন দেবতা, দেবাদি সমুদয় লোকমধ্যে এতাদৃশী দেবতা আর কুত্রাপি নাই; যেহেতু তাঁহার প্রসাদে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে এবং তিনি কুপিত হইলে সকলই বিনাশ করিতে পারেন। তাঁহা হইতেই সন্তান সন্ততি, বিবিধ ভোগ, সুদৃশ্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধদ্রব্য সমস্ত এবং মহতী কীর্ত্তি ও স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। দেখ, সংসারে অনায়াসে কথন সুখ লভ্য হয় না; সাধ্বী স্ত্রী দুঃখদ্বারা সুখ সমস্ত লাভ করেন; অতএব তুমি সৌহৃদ্য, প্রেম ও কায়-ক্লেশ দ্বারা কৃষ্ণকে প্রত্যহ আরাধনা কর। অপিচ সুচারু আসন, উৎকৃষ্ট মাল্য, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও অনুকূল আচরণ—"আমি ইহাঁর প্রীতিভাজন," ইহা জ্ঞান করিয়া, যাহাতে তিনি তোমাতেই অনুরক্ত

থাকেন, তাহার বিধান কর। ভর্ত্তা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বর শ্রবণ করিয়াই প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা থাক, পরে তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ত্বরান্বিতা হইয়া আসন ও পাদ্য দ্বারা পতি পূজা কর। কোন কার্য্যের নিমিত্ত তিনি দাসীকে আদেশ করিলেও তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবে। হে সত্যভামে! কৃষ্ণ যেন তোমার এইরূপ ভাব জানিতে পারেন যে, সত্যভামা আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে।

"তোমার পতি তোমার নিকটে যে কথা বলেন, তাহা গুহ্য না হইলেও গোপন করিয়া রাখিবে; কেননা তোমার কোন সপত্নী যদি কৃষ্ণকে তাহা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে পারে। যাহারা তোমার ভর্ত্তার প্রিয়পাত্র, অনুরক্ত ও হিতকারী তাহাদিগকে তুমি বিবিধ উপায়ে ভোজন করাইবে, আর যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দ্বেষ্য, বিপক্ষ ও অহিতকারী এবং যাহারা কুহকানুষ্ঠানে উদ্যত, তাহাদিগের সহিত নিত্যই বিচ্ছেদ রাখিবে। পুরুষদিগের নিকটে মত্ততা ও অনাবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিবে। মহাকুল-সমুৎপন্না, পাপ-পরিশূন্যা, পতিপরায়ণা অঙ্গনাগণের সঙ্গেই তোমার যেন সখ্য হয়; অতিশয় কোপনস্বভাব মত্ত, বহুভোজী, চৌর, দ্বেষ-পরতন্ত্র ও চপলা স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ব্যবহারই যশস্কর, সৌভাগ্যপ্রদ, শত্রুবিনাশকর ও স্বর্গসাধন; অতএব তুমি মহামূল্য মাল্য, আভরণ, অঙ্গরাগ-যুক্ত, পবিত্র গন্ধবতী হইয়া ভর্ত্তাকে আরাধনা করিও।"

(২) সুমনা ও শাণ্ডিলীর সংবাদ কথন;—একদা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শর-শয্যা-শায়িত মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে পিতামহ! আমি আপনার নিকট সতী স্ত্রীগণের সমুদাচার শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, অতএব আপনি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন

করুন। তদুত্তরে ভীষ্ম কহিলেন,—সুমনা নামে কেকয় রাজতনয়া দেবলোকে সর্ব্বজ্ঞা শাণ্ডিলীকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়া ছিলেন, আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি ;—হে কল্যাণি! তুমি কিরূপ চরিত্র এবং কি প্রকার আচার দ্বারা দেবলোকে আগমন করিয়াছ? তুমি অল্প তপস্যা, দান ও নিয়ম দ্বারা এই লোকে আগমন কর নাই, অতএব তুমি আমার নিকট যথার্থ কথা বল। চারুহাসিনী শাণ্ডিলী সুমনা কর্ত্তৃক মধুর ভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া তাঁহাকে নিভৃত ভাবে এই কথা বলিলেন,—আমি কাষায়বসনা অথবা বল্কলধারিণী নহি। আমি মুণ্ডা অথবা জটিলা হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হই নাই, আমি অপ্রমত্তা হইয়া থাকিতাম। কদাচ পতিকে অহিত ও পরুষ বাক্য বলি নাই।

আমি দেবতাগণ পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজনে সতত নিযুক্ত থাকিতাম, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতে নিয়ত নিযুক্ত রহিতাম। কুটুম্বের জন্য যাহা কিছু আনীত হইত এবং তাহাদিগের প্রতি যে কিছু কর্ত্তব্য থাকিত আমি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্বয়ং তৎসমুদয় নির্ব্বাহ করিতাম। আমি দ্বারদেশে কখনও অবস্থান করিতাম না এবং বহুক্ষণ কাহারও সহিত আলাপ করিতাম না। কোন অসৎকর্ম্ম বা হাস্য অথবা কার্য্য দ্বারা অহিত কিম্বা রহস্য অথবা অরহস্য কোন বিষয়েই সর্ব্বথা প্রবৃত্ত হইতাম না। পতি কার্য্যার্থ নির্গত হইয়া তৎপরে গৃহে আগমন করিলে আমি অনতিবিলম্বে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া সমাহিত হইয়া পূজা করিতাম, পতি যে অন্ন উৎকৃষ্ট না জানিতেন এবং যাহার অভিনন্দন না করিতেন, তাদৃশ ভক্ষ্য বা লেহ্য বস্তু, আমি পরিত্যাগ করিতাম। কোন কার্য্যবশতঃ যদি আমার পতি প্রবাসে যাইতেন, তবে আমি তৎকালে মঙ্গল সূত্র ধারণ করত সংযত হইয়া থাকিতাম, পতি বিদেশে গমন করিলে, আমি অঞ্জন রোচনা, স্নান, মাল্যধারণ, অনুলেপন ও প্রসাদন অভিনন্দন

করিতাম না। পতি সুখে শয়ান থাকিলে আমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আন্তরিক কার্য্য থাকিলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম না; তন্নিবন্ধন আমার মন সন্তুষ্ট থাকিত। কুটুম্বের নিমিত্ত স্বামীকে সতত আয়াসযুক্ত করিতাম না। গোপনীয় বিষয় সমুদয় সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিতাম এবং সতত হর্ষযুক্ত থাকিতাম। যে নারী সমাহিতা হইয়া এই ধর্ম্ম-পদ্ধতি পালন করেন, তিনি রমণীগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে বসতি করিয়া থাকেন।"

(৩) রুক্মিণী ও লক্ষ্মীদেবীর কথোপকথন—একদা রুক্মিণী-দেবী লক্ষ্মীর সহিত দেখা করিতে স্বর্গে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে অনেক সমাদর করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন ও নানারূপ কথোপকথনে সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তার পরে রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগ্নি তুমি কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাক? কাহারা তোমার প্রিয় রমণী, এবং কিরূপেই বা তাহারা তোমার নিত্য প্রিয় হয়?

রুক্মিণীর প্রশ্ন শুনিয়া লক্ষ্মী একটু হাসিলেন। তারপর অতি মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, "ভগ্নি, তবে শ্রবণ কর;—

"যে রমণীগণ পতির প্রতি সর্ব্বদা একান্ত অনুরক্তা তাহারাই আমার সর্ব্বপ্রধান প্রিয়পাত্রী, তাহাদিগকে আমি মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করি না। তাহাদের সংসর্গ আমার স্পৃহণীয়। আমি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই অবস্থান করিয়া থাকি; আর সকল গুণে গুণান্বিতা হইয়াও যদি কোন রমণী পতি অনুরক্তা না হয়, তবে আমি তাহার সংসর্গ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করি।"

"যে রমণীগণ ক্ষমাশীলা অর্থাৎ কেহ কোনও অপরাধ করিলেও তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, আমি তাহাদিগের গৃহে বাস করি।"

"সত্যবাদিনী রমণী আমার বিশেষ প্রিয়। সরলতা না থাকিলে কেহ

আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যাহারা সর্ব্বদা কুটিলপ্রকৃতি, ছলনা, চাতুরী করিয়া, সর্ব্বদা অন্যকে প্রতারিত করে, মিথ্যা কথা কয়, তাহারা আমার ঘৃণ্য। আমি তাহাদিগকে দর্শনও দিই না।"

"যে রমণীগণ পবিত্র, শুচিসম্পন্ন, সর্ব্বদা দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী, ব্রত পরায়ণা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে সর্ব্বদা সেবা-শুশ্রূষা করে, তাহারা আমায় ত্বরায় লাভ করে।"

"যাহারা জিতেন্দ্রিয়, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হয়, তাহাদিগের গৃহে আমি অচলা। তাহারা নিত্য আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে।"

এই পর্য্যন্ত কহিয়া লক্ষ্মী আবার কহিলেন, "ভগ্নি, এই আমি তোমার নিকট আমার প্রিয় পাত্রীদের কথা বর্ণনা করিলাম, এখন কাহারা আমার অপ্রিয় ও ঘৃণার পাত্রী, সে কথা শ্রবণ কর ;—

"যাহারা সতত স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করে, তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, তাঁহাদের প্রতি রূঢ় বাক্য বর্ষণ করে, তাহাদিগকে আমি প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। আমি কদাপি তাহাদের মুখদর্শন করি না।"

"যাহারা স্বামি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপরের গৃহে থাকিতে উৎসুক, স্বামী হইতেও যাহাদের নিকট অপর ব্যক্তি প্রিয়, তাহারা নরকের কীট, আমি কিছুতেই তাহাদের স্পর্শ করিতে পারি না।

"যাহারা লজ্জাহীনা, কলহপ্রিয়া, মুখরা, যার তার সহিত বাক্যালাপ করে, যার তার সহিত কলহ করে, যাহারা বিরক্তচিত্ত, কারণে ও অকারণে বিরক্ত হয়, দয়ামায়া-শূন্য, তাহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করি।"

"যাহারা অশুচি, নিদ্রাপরায়ণ, আলস্যপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল, কার্য্য করিবার সময় যাহাদের পরিণামের দিকে দৃষ্টি থাকে না ও শৃঙ্খলা থাকে

না, গৃহসামগ্রী সকল ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, তাহারা আমাকে কখনও প্রাপ্ত হয় না।"

(৪) মহাদেব সহিত পার্ব্বতীর কথোপকথন—একদা দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট স্ত্রীধর্ম্মের বর্ণনা শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে পার্ব্বতীদেবী এই উত্তর করিয়াছিলেন,—"প্রভু, আমি স্ত্রীধর্ম্ম যতদুর জানি বলিতেছি শ্রবণ করুন।"—

"পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সম্মতি লইয়া উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহিত হওয়া স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম।

"পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। ইহাই তাহাদের তপস্যা, ইহাই তাহাদের স্বর্গ। স্বামিসেবা ভিন্ন তাহাদের অন্য ধর্ম্ম, অন্য ব্রত নাই।

"পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমা গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির ভালবাসা, পতির আদর স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে স্ত্রী ইহা না বুঝে তাহার ন্যায় অধমা আর নাই।"

"হে নাথ! স্বামী যদি অপ্রসন্ন থাকেন, তবে সাধ্বী নারীদের স্বর্গলাভেও সুখ নাই। স্বামীর আদর ফেলিয়া তাহারা স্বর্গলাভেও কামনা করে না।"

"পতি দরিদ্র হউন, ব্যাধিগ্রস্ত হউন, জরাজীর্ণ হউন, কুৎসিত হউন, এমন কি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলেও তিনি স্ত্রীলোকের নিকট দেবতা; তিনি যাহা আদেশ করিবেন, প্রত্যেক স্ত্রীরই তাহা প্রসন্ন মনে, অকুণ্ঠিত চিত্তে করা উচিত।"

"হে দেবাদিদেব! যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা ও প্রিয়দর্শনা হয়, যে কখনও স্বামীকে অপ্রিয় কথা কহে না, সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তাঁহার মুখ দেখিয়া স্বর্গ-সুখ উপভোগ করে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়, যে

সর্ব্বদা স্ত্রী-ধর্ম্ম জানিতে ও পালন করিতে উৎসাহিনী, যে পতির ব্রতে অনুরক্তা, পতি-ধর্ম্মেই নিবিষ্টা, পতিই যাহার দেবতা, পতিই যাহার সর্ব্বস্ব, পতির চিন্তাই যাহার সংসারে একমাত্র চিন্তা, সেই প্রকৃত সতী, সেই ধন্যা। আমি তাহার মধ্যেই বাস করিয়া থাকি।"

"হে নাথ! যে স্ত্রী স্বামীর সেবা করিতে ও স্বামীর বশীভূত হইয়া থাকিতেই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ অনুভব করে, স্বামী দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেও যে ক্রোধান্বিত না হইয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে যত্নবতী হয়, যে পর-পুরুষের মুখ দর্শনও করে না, স্বামী দরিদ্র, রুগ্ন, গলিতদেহ বা বিপদগ্রস্ত হইলেও যে তাঁহাকে কায়মনোবাক্য সেবা ও শ্রদ্ধা করে, যে কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী ও সর্ব্বদা পতিপরায়ণা, যে বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য, সুখ বা বিলাসিতায় যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতিই যত্ন করে, যে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ-মার্জ্জন, গৃহে গোময় লেপন, স্বামীর সহিত একত্রিত হইয়া নানারূপ ব্রতাদি ও অতিথি-সৎকার করে, যে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষ সাধন করে ও দরিদ্র এবং কৃপা পাত্রদিগকে দয়া করে, সেই স্বর্গলাভের সমর্থা হন।"

১১। পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায় চরিত্রগত দোষ—সুশীলা! পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায়স্বরূপ পত্নীর চরিত্রগত যে সকল দোষ দেখা যায় তন্মধ্যে (১) বিলাসিতা, (২) অভিমান, (৩) অসহিষ্ণুতা, (৪) অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধচিত্ততা, (৫) অপ্রিয়বাদিতা, (৬) হঠাৎ সিদ্ধান্ত, (৭) ক্রোধপরায়ণতা এবং (৮) স্বার্থপরতা, এই কয়েকটী দোষই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনের অন্তরায় স্বরূপ পত্নীর চরিত্রগত এই সকল দোষের পরিহার করিতে না পারিলে, প্রকৃত দাম্পত্য সুখে সুখী হইবার আশা করা যায় না। কারণ প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় যেমন অপার্থিব এবং সুখ-

শান্তির নিদান, তেমনি আবার কোনও কারণে সেই দাম্পত্য প্রণয়ের অভাব হইলে কিম্বা তাহা বিকৃত ও কলুষিত হইয়া আত্মবিরোধ জন্মিলে অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক এবং অশান্তির কারণ হয়।

স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত—"ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, —"দাম্পত্য কলহ অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কলহ অপেক্ষা ক্লেশকর। মৃত্যু অথবা চিরন্তন বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সে বিষাদের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে নিয়ত গৃহে একত্র অবস্থিতি করিতে হয়, ও উভয়কে অহরহঃ এক বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃ অনৈক্য উপস্থিত হইয়া বিবাদরূপ বিষমাগ্নিতে উভয়কেই নিরন্তর দগ্ধ হইতে হয়। ভার্য্যা যদি অতি কোপনা, কলহপ্রিয়া, ভোগবিলাসিনী ও সম্ভবাতীত মানপ্রিয়া হয়, তাহা হইলে তদীয় পতির যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকে না।"

(১) বিলাসিতা—সুশীলা! সৌন্দর্য্যস্পৃহা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং সুরূপ ও সুন্দর বস্তু দেখিবার ইচ্ছা ও তদ্দর্শনে নয়ন ও মনের তৃপ্তিলাভ স্বাভাবিক, কিন্তু এই বাহ্যিক সৌন্দর্য্য-স্পৃহা এবং রূপজ-মোহ যে ক্ষণস্থায়ী, বিশেষতঃ চরিত্রগত গুণের সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, অনেক সময়ই আমাদের এই জ্ঞান থাকে না। তাই আমরা বিলাসিতাকেই জীবনের সার সর্ব্বস্ব মনে করি, এবং রূপজ মোহে আকৃষ্ট হইয়া, প্রকৃত গুণের অনাদর করিতেও কুণ্ঠিত হই না। বলিতে কি, এই বিলাসিতা দোষেই, অনেক সময় দেবতুল্য গুণবান পতিও পত্নীর অনাদরের পাত্র হন, এবং অনেকে পতির প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিয়া, সুখের সংসারেও নানা অসুখ ও অশান্তির কারণ উপস্থিত করেন। এই বিলাসিতা হইতেই ফ্যাশন (fashion) নামক মহা ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছে। এই ফ্যাশনের আব্‌দার রক্ষা করিতে

যাইয়াই আজ কাল অনেকে ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে। বলিতে কি, অলঙ্কারপ্রিয়তা অপেক্ষাও আজ কাল পোষাক পরিচ্ছদের নানাবিধ কায়দা অর্থাৎ ফ্যাশনই অধিকতর মারাত্মক ব্যাধিরূপে আমাদিগের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন ;—"নারীণাং ভূষণং পতি"—পতিই নারী জাতির ভূষণ অর্থাৎ অলঙ্কার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল, আমাদিগের মধ্যে সে ভাব আর নাই, তাই অনেকে সামান্য বস্ত্রালঙ্কারের জন্য সেই শ্রেষ্ঠ ভূষণের অনাদর করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"লজ্জাশীলতা, কোমলতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা এবং বাৎসল্য প্রভৃতি গুণ রাশিই স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ-স্বরূপ। এই সকল গুণ দ্বারা নিতান্ত রূপ-হীনা রমণীও সৌন্দর্য্য লাভ করে।" বস্তুতঃ, নারী-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ সরলতা, বিনয়-নম্রতা এবং স্নেহ-মমতাদি গুণাবলীর সহিত ক্ষণভঙ্গুর খনিজ ধাতুনির্ম্মিত কৃত্রিম অলঙ্কারের কোন তুলনাই হয় না। এই বিলাসিতা বা অলঙ্কারপ্রিয়তা যে কেবলমাত্র পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায় তাহা নহে ; এই চরিত্রগত দোষ পারিবারিক সুখ-শান্তিরও অন্তরায়।

পাশ্চাত্য সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ চাভাসী—তাঁহার "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ (Advice to wife)" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"বিলাসিতার অপর নাম আত্মহত্যা। অনেক সময় ইহা স্বাস্থ্য ধ্বংস করে, এবং নিরপরাধ শিশুসন্তানগণের হত্যার কারণ হয়।" (১)

স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—তাঁহার স্ত্রীর প্রতি উপদেশে বলিয়াছেন ;—"বেশ-বিন্যাস কিম্বা স্বর্ণাভরণে সুশোভিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা

(1) Fashion is often times but another name for Suicide and for body slaughter, for a massacre of the innocent"
—Advice to a Wife.   By Dr. Chavasse

শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহাতে তোমার গৌরব কি? জ্ঞান ধর্ম্মে প্রাধান্য লাভ করাই যথার্থ গৌরব ও প্রশংসার বিষয়। অতএব অন্যের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ বা সুন্দর অলঙ্কার দেখিয়া কদাপি দ্বেষ করিবে না; আপনার যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।"

মহর্ষি দক্ষ—তাঁহার সংহিতায় অলঙ্কার-প্রিয়া বিলাসিনী রমণীর চরিত্র বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন,—"জলৌকা (জোঁক) কেবলমাত্র জীবের রক্ত শোষণ করে; কিন্তু বিলাসিনী রমণীরা পুরুষের ধন-সম্পত্তি, দেহের রক্ত মাংস, বল এবং সুখ-শান্তি ত সমস্তই নষ্ট করিয়া থাকে।" তিনি আর একস্থানে বলিয়াছেন,—"এরূপ অনেক রমণী আছেন, যাঁহারা অবস্থানুসারে যথাযোগ্য আহার এবং বসন ভূষণাদি প্রাপ্ত হইয়াও 'এটা দেও ওটা দেও' বলিয়া জোঁকের ন্যায় পতিকে সর্ব্বদা দোহন করিয়া থাকে।" (১)

বৎসে! স্ব স্ব পত্নীকে সুরূপা এবং বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা দেখিবার ইচ্ছা পতির পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয়ের অভাব না হইলে তদ্রূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া প্রায় প্রত্যেকেই অবস্থানুসারে স্ব স্ব পত্নীকে সুসজ্জিত করিয়া বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাহার সন্তোষ সাধন এবং নিজে সুখী হইতে চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করেন না। পক্ষান্তরে, স্ব স্ব পতির সন্তোষ সাধনই পত্নীর বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইবার মুখ্য উদ্দেশ্য, এরূপ অবস্থায়, তজ্জন্য পতিকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করা, এমন কি, তদ্রূপ কোন কিছুর জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করাও নিতান্ত অসঙ্গত এবং অধর্ম্ম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল, বস্ত্রালঙ্কার পরিধানের

(১) জলৌকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরাতু ধনং বিত্তং মাংসং বীর্য্যং বলং সুখং॥"
"যোষিৎ সর্ব্বা জলৌকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতানিত্যং পুরুষংহ্যপকর্ষতি॥" —দক্ষ সংহিতা

উপরোক্ত মহৎ এবং মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই নাই। নিজেকে অন্যের নিকট বড় দেখাইবার ইচ্ছা, অর্থাৎ ধনসম্পত্তির গর্ব্বপ্রকাশ করাই এইক্ষণে ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তাই কোন কোন স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে কুটুম্বিনীসমাজে যাইবার সময়, তদ্রূপ অহঙ্কারপ্রিয়া রমণীদের অত্যধিক গহনা থাকিলে, এবং অঙ্গে পরিধানের স্থানাভাব হইলে, তাঁহারা গহনার বাক্সটী সঙ্গে লইয়া যাইতেও কুণ্ঠিতা বা লজ্জিতা হন না। এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তা দেখিয়াই কোন এক বঙ্গীয় কবি বলিয়াছেন,—"অহঙ্কার শব্দের 'হ' স্থানে 'ল' করিয়াই অলঙ্কার শব্দ রচিত হইয়াছে।"

বলিতে কি, আজকাল, স্বামীর গলা টিপিয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সাহায্য বন্ধ করিয়া, এমন কি, পুত্রকন্যাগণের লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করিয়া দিয়াও, কেবলমাত্র ফ্যাশনের অনুরোধে, বস্ত্রালঙ্কারের জন্য, অনেক রমণীকে, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য করিতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে, এরূপও শুনা যায় যে, পত্নীর ইচ্ছানুরূপ অলঙ্কার দিতে অসমর্থ হেতু পতি দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করিতে বাধ্য হন ; তাই শুধু এই অকিঞ্চিৎকর কারণেই পত্নীর সহাস্য বদন দর্শনও অনেক পতির অদৃষ্টে ঘটে না।

কিছুদিন হইল "ভারত সংস্কার" সংবাদপত্রে আমরা পড়িয়াছিলাম,—এক যুবক স্ত্রীর আদেশানুসারে অলঙ্কার দিতে অসমর্থ হওয়াতে স্ত্রী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, আত্মহত্যা করতঃ, অলঙ্কারপ্রিয়া স্ত্রীর কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

উক্ত ভারতসংস্কারে লিখিত বৃত্তান্ত এই যে,—"কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক ভদ্রবংশীয় যুবক মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কার্য্য করিতেন। সংসারে তাঁহার পাঁচ ছয় জন পোষ্য ছিল ; অথচ এই চাকুরি ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকারে এক কপর্দ্দকও আয়ের সংস্থান ছিল না।

সুতরাং তিনি একবেলামাত্র আহার করিয়া, মাসিক পাঁচ ছয় টাকায়, অতিকষ্টে আপনার খরচ চালাইয়া, অবশিষ্ট টাকা দ্বারা কষ্টক্লেশে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। বৎসরান্তে পূজায় মাত্র চারদিনের ছুটী পাইয়া, সেই ছুটী উপলক্ষে পুত্রকন্যাগণের জন্য সামান্য রকমের কিছু বস্ত্রাদি লইয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রী অনেকদিন যাবৎ যে একখানি অলঙ্কারের ফরমাইজ দিয়া আসিতেছিলেন, অর্থাভাব নিবন্ধন হতভাগ্য স্বামী তাহা ক্রয় করিতে পারেন নাই, এই তাহার অপরাধ। গৃহিণী এ অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া, যা নয় তা বলিয়া, স্বামীকে তিরস্কার করেন। তন্মধ্যে 'স্ত্রীকে খাওয়াইতে পরাইতে অক্ষম মূর্খ স্বামী থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল' স্ত্রীর এই কথাটীই যুবকের হৃদয় ভেদ করিল; তিনি এই নিদারুণ বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া, আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

আহা! অনুচিত অলঙ্কারপ্রিয়তা এতদ্রূপে কত পতির যে অকাল-মৃত্যুর এবং অশান্তির কারণ হইতেছে, কে তাহা গণনা করে? বৎসে! নারীহৃদয়ের সৎগুণই তাহার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার এবং পতিই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। অতএব, আশা করি, তুমি বস্ত্রালঙ্কারের জন্য কদাচ পতির নিকট আব্দার করিবে না। তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইলে, তিনি নিজেই তাহা প্রদান করিবেন। যে স্ত্রী সর্ব্বদা "ইহা দাও, উহা দাও" বলিয়া পতিকে বিরক্ত করে, সে প্রার্থিত বস্ত্রালঙ্কার পাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রণয়লাভে কখনও সমর্থ হয় না।

স্বর্গীয় মহাত্মা চন্দ্রনাথ বসু—তাঁহার "সংযম শিক্ষা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"এখন বাঙ্গালী রমণী আর সেকালের বাঙ্গালী রমণীর মত নাই। স্বামীসর্ব্বস্ব, সংসার সেবায় নিরত, দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী, বিলাসানভিজ্ঞ এবং আত্মসুখে বিমুখ নন্। তিনি এইক্ষণে বস্ত্রালঙ্কারের

মোহে মুগ্ধ ও অভিভূত, তাহাতেই তাহার প্রাণ পড়িয়া থাকে। তাহার অভাব হইলে, তিনি স্বামীর কণ্টকস্বরূপিণী, সংসারের অশান্তি বিধায়িনী, তজ্জন্য স্বামীর অর্থের অপব্যয়কারিণী এবং আপন সংসারের কষ্টবর্দ্ধন-কারিণী।”

আমরা আদর্শপত্নী সাবিত্রী ও সীতার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে বেশ জানিতে ও বুঝিতে পারি যে, বসন-ভূষণাদি বস্ত্রালঙ্কারের সহিত প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম এবং সুখ-শান্তির কোনই সম্পর্ক নাই। সাবিত্রী রাজকন্যা ছিলেন অথচ বিলাসিতা এবং অলঙ্কারপ্রিয়তা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। বিবাহকালে তিনি পিতৃদত্ত যে সকল বহু মূল্যবান বিলাসযোগ্য বসনভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্বশুরালয়ে আসিয়াই, অন্যের বিনানুরোধে অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই, সে সকল আভরণ পরিত্যাগ করেন এবং পতির অবস্থানুযায়ী সামান্য বস্ত্রালঙ্কার মাত্র ব্যবহার করিতেন। এইরূপ পতিপ্রাণা সীতাদেবীর জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায়, তাঁহার পতিসহ বনগমনের প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, তিনি, বনগমনকালে, সানন্দে এবং অম্লানবদনে তাঁহার মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার নিজের অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া সহচরী ও পরিচারিকাদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। আর আজকাল আমরা কি দেখিতে পাই? পিত্রালয় হইতে প্রাপ্ত বস্ত্রালঙ্কারই অনেকের অহঙ্কারের প্রধান উপকরণ বা অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়; কোন কোন স্থলে, সেই অলঙ্কার বা অহঙ্কারই পতির অশান্তির কারণ হয়।

বৎসে! পতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনের অন্তরায় চরিত্রগত দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে আমি তোমাকে আর অধিক কোন কথা না বলিয়া, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত এম, এ, মহোদয় “বিবাহ ও সুখ” নামে যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায় চরিত্রগত দোষ সম্বন্ধে নববিবাহিতা পত্নীকে যে সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, যথাস্থানে

ক্রমে তাহাই তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"যিনি প্রকৃত দাম্পত্যসুখের অভিলাস করেন, তিনি যেন ভোগবিলাসকে জীবনের সার-সর্ব্বস্ব স্থির না করেন। যে ধন-ঐশ্বর্য্য বিবাহ করে, সে ধন ঐশ্বর্য্য পায়, কিন্তু প্রকৃত সুখ পায় না। যে বস্ত্রালঙ্কার প্রার্থনা করে, সে বস্ত্রালঙ্কার পাইতে পারে, কিন্তু সে স্বর্গীয় সুখ কখনও পায় না।"

(২) অভিমান—অভিমানই দাম্পত্য প্রণয়ের মহাশত্রু এবং পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের এক প্রধান অন্তরায়। ইহা ক্রোধ, দম্ভ, দর্প এবং অহঙ্কার প্রভৃতি চরিত্রগত দোষেরই সহচর বা অনুচর। বৎসে! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, অবিশ্বাস, অহঙ্কার, এবং আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি দোষ হইতেই অভিমানের উৎপত্তি। ভগবদ্গীতায় এই অভিমানই আসুরিক হীনপ্রবৃত্তি দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, কর্কশতা ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি চরিত্রগত দোষের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১)। এই অভিমান হইতেই যে আজকাল দাম্পত্য প্রণয় এবং সাংসারিক সুখশান্তি বিনষ্ট হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ, একমাত্র অভিমান হইতেই যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে, মানবচরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের নায়িকা অভিমানিনী ভ্রমরের চরিত্রে তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। কারণ, ভ্রমর অভিমানিনী না হইলে, উপন্যাসে বর্ণিতরূপ সর্ব্বনাশ তাহার কখন হইত না।

আজকাল আমাদিগের মধ্যে এরূপ একশ্রেণীস্থ তরলমতি নববধূ দেখা

(১) দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥—গীতা ১৬ অধ্যায় ৪ শ্লোক।

যায় যাহারা যৎসামান্য কারণেই আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া থাকে, এবং পাণ থেকে চূণ খসিলেই তাহারা প্রণয়ের অভাব মনে করিয়া চক্ষের জলে বসনাঞ্চল ভিজাইয়া পতির ভালবাসা আকর্ষণের চেষ্টা করে। ইহা অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য ; কারণ এতদ্বারা প্রায় সর্ব্বত্রই বিপরীত ফল ফলিতে দেখা যায়। এইরূপ অভিমানিনী স্ত্রীরাই পতির মন, প্রাণ, এবং বিদ্যা-বুদ্ধি যথাসর্ব্বস্ব তাহাদের একচেটিয়া মনে করে ; এমন কি, পিতা বা মাতাকে পুত্রের উপর প্রভুত্ব করিতে দেখিলেও তাহারা অভিমানে আত্মহারা হইয়া যায়। বলিতে কি, আজকাল নববধূদের মধ্যে যে আত্মহত্যারূপ মহাপাতকের এতাধিক ছড়াছড়ি দেখা যায়, অনেকস্থলে, এইরূপ অযথা অভিমানই তাহার কারণ।

উপরোক্ত "বিবাহ ও সুখ"—প্রবন্ধের একস্থানে লিখিত আছে :— "যাঁহার সহজে অভিমান হয়, আমার পরামর্শ এই—তিনি বিবাহ করিবেন না, যদি বিবাহ করেন, বেশী সুখের প্রত্যাশা রাখিবেন না। একথা যে কতদূর অভ্রান্ত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। বাস্তবিক, অভিমানিনী পত্নী পতির আমোদ প্রমোদের সঙ্গিনী হইতে পারিলেও, প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং প্রণয়ের পাত্রী হইবার যোগ্যা নহেন। সুতরাং প্রকৃত দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে না।"

(৩) অসহিষ্ণুতা—সুশীলা! সহিষ্ণুতাই যে নারীজাতির চরিত্রগত এক অসাধারণ গুণ এবং নারীহৃদয়ের এই স্বভাবসিদ্ধ মহৎ গুণের জন্যই যে আর্য্য ঋষিগণ সর্ব্বংসহা পৃথিবীর সহিত নারীর তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই সহিষ্ণুতা গুণের জন্যই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এবং শৈব্যা প্রভৃতি ভারত-মহিলারা বা জগতে দেবীরূপে সমাদৃতা এবং পূজনীয়া হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ কাল আমাদের মধ্যে

অনেককেই এই প্রকৃতিদত্ত মহৎগুণে বঞ্চিতা, পক্ষান্তরে, অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতা দোষে দোষাশ্রিতা দেখা যায়। তুমি একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে যে, পত্নীর এই চরিত্রগত দোষই, এইক্ষণে অধিকাংশ স্থলে পতির প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য পালনের প্রধানতম অন্তরায়।

বৎসে! নানা কারণে, পুরুষজাতি কথঞ্চিৎ অসহিষ্ণু এবং উগ্রভাবাপন্ন হইলেও, নারীহৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা এবং কোমলতা গুণদ্বারা সেই উগ্রতার সমতা বা হ্রাস করাই বিধাতার বিধান বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। এরূপ অবস্থায়, পতি কোনও কারণে রুক্ষ বা কর্কশ ব্যবহার করিলে, কিম্বা রাগত হইয়া তিরস্কার করিলেও, পত্নীর সংযমী হইয়া, নীরবে ও বিনীত ভাবে তাহা সহ্য করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; তদন্যথা তৎকালে পত্নীও অসহিষ্ণু হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলে, দুই কঠিন বস্তু সংঘর্ষণে অগ্নি উৎগীরণের ন্যায় বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং, তদ্রূপ স্থলে দাম্পত্য সুখ-শান্তির আর আশা করা যায় না। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সহিষ্ণুতা যেমন নারী-চরিত্রের মহৎগুণ, অসহিষ্ণুতা তেমনি তাঁহাদিগের চরিত্রগত মহাব্যাধি।

বিবাহ করিলেও কিরূপে সুখী হওয়া যায় (How to be happy though married)—নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—"পতি-পত্নী এতদুভয়ের ভালবাসা যত উষ্ণ (গভীর বা ঘনীভূত) হউক না কেন, 'একে অন্যের দোষ ত্রুটি সহ্য এবং ক্ষমা করিবে', বিবাহিত জীবনের এই সুবর্ণসদৃশ নীতি-জ্ঞান না থাকিলে, ভালবাসার উষ্ণতা অচিরাৎ ঠাণ্ডা হইয়া যায়।" (১)। বস্তুতঃ, নারীচরিত্রে ধৈর্য্যগুণের

(১) "However worm the love of both parties, it will very soon cool, unless they learn the golden rule of married life 'to bear and to forbear.'—" *How to be happy though married.*

অভাব হইলে, অবস্থানুসারে পতির দোষ-ত্রুটি সহ্য করিতে অভ্যস্ত না হইলে, তদ্রূপস্থলেও, দাম্পত্য সুখ-শান্তির আশা, দুরাশা মাত্র।

এরূপ কথিত আছে যে, কোন এক পরিবারে প্রায় সর্ব্বদাই দম্পতি-কলহ হইত। পতি গৃহাগত হইলেই পত্নীকে নানা প্রকার তিরস্কার করতঃ অপমান করিতেন, তখন অসহিষ্ণু পত্নীও তাহার প্রত্যুত্তর দানে নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার জন্য পতির এতদ্রূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করিতেন না, কাজেই মুহূর্ত্ত কালের জন্যও সেই গৃহস্থাশ্রমে দম্পতি কলহের বিরাম হইত না। এইরূপ আত্ম-বিরোধ ও দম্পতি-কলহে পারিবারিক সুখ-শান্তির আশায় নিরাশ হইয়াই পত্নী অবশেষে পতিকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, এক ওঝার নিকট যাইয়া, মন্ত্রবলে তাঁহাকে বশীভূত করিবার উপায় প্রার্থনা করিলেন। কারণ সাধারণতঃ অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্র-ঔষধের বলে অবাধ্য পতিকেও বশীভূত করা যায়। ওঝাও সেই মন্ত্র-প্রার্থিণী রমণীর এইরূপ বিশ্বাস স্থিরতর রাখিয়া কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে, এক পাত্র জল মন্ত্রপূত করিয়া, তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন; —"অতঃপর তোমার পতি গৃহে আসিবামাত্রই আমার এই মন্ত্রপূত কতক জল মুখে করিয়া রাখিবে এবং তিনি গৃহাগত হইয়া বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ না করা কালতক মুখের জল কখনও গলাধঃকরণ করিবে না। এই নিয়মে তুমি এক সপ্তাহ কাল কার্য্য করিয়া আমার মন্ত্রপূত জল পান করিলেই পতি তোমার বশীভূত হইবেন। তখন তিনি তোমার প্রতি আর কোনও কর্কশ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। উপরোক্ত উপদেশানু-সারে সেই রমণী ক্রমাগত এক সপ্তাহ কাল কার্য্য করাতে অর্থাৎ মুখে জল রাখিয়া পতির কর্কশ কথাও নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হওয়াতে, উগ্র স্বভাব পতির স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল, এবং এতদ্রূপে অচির

কাল মধ্যে তাহাদিগের অশান্তিপূর্ণ গৃহে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। তাই, সাধারণ কথায় বলা হয়; "বোবার শত্রু নাই।"

বৎসে! অসহিষ্ণুতা রূপ এই চরিত্রগত দোষের বিষয় আমি তোমাকে আজ এতাধিক কথা আর বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে এই চরিত্রগত দোষই যে পারিবারিক সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তির এবং পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালনেরও প্রধান অন্তরায় তাহা তোমাকে সময়ান্তে বলা যাইবে। এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, তুমি যাহাতে পতির প্রতি কর্ত্তব্যের অন্তরায় এই মহাব্যাধির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করিবে।

(৪) অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধচিত্ততা,—সুশীলা! বিশ্বাসই বন্ধুত্বের মূলাধার এবং দাম্পত্য প্রণয়ের প্রাণস্বরূপ। সুতরাং যে পত্নী স্বীয় পতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারে, তাহার দাম্পত্য সুখের আশা করিবার অধিকার নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ, যে পত্নীর পতির প্রতি বিশ্বাস নাই তাহার ন্যায় দুর্ভাগিনী আর নাই।

উপরোক্ত "বিবাহ ও সুখ" প্রবন্ধে লিখিত আছে,—"যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীকে বিশ্বাস করিতে না পারেন, তিনি বিবাহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সুখের আশা যেন না করেন।" আর্য্য ঋষিরাও বলিয়াছেন,—"পতির প্রতি অবিশ্বাস মহাপাতক। অবিশ্বাসিনী স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামের অযোগ্যা। পতির প্রতি অবিশ্বাসিনী আর পতিঘাতিনী দুই সমশ্রেণীস্থ এবং সদাবর্জ্জনীয়া।"

প্রাণে বিশ্বাসের অভাব হইলে যৎসামান্য কারণেও পতির কার্য্যকলাপের এবং ব্যবহারের প্রতি পত্নীর সন্দেহ জন্মে; এবং এই সন্দেহরূপ তুষাগ্নিতে তাহাকে সর্ব্বদাই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। পক্ষান্তরে, তদ্রূপ সন্দিগ্ধমনা পত্নীকে নিয়া পতি কখনও সুখী হইতে পারেন না।

বৎসে! পতি-পত্নীর মধ্যে যে একটা অভিন্নভাব—একপ্রাণতা আছে, তাহা অন্য কোথাও দেখা যায় না। একের প্রতি অপরের বিশ্বাসের অভাব হইলে সেই সুমধুর স্বর্গীয় অভিন্নভাব কখনও জন্মিতে পারে না। পক্ষান্তরে, নারী হৃদয়ের এই সরল বিশ্বাস এবং নির্ভরতা গুণের অভাবে অপর শতপ্রকার সৎগুণও স্বামীর প্রকৃত ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।

সরল বিশ্বাসই নারীহৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার এবং শ্রেষ্ঠতম গুণ। যে সর্ব্বান্তঃকরণে পতিকে বিশ্বাস করিতে এবং অসঙ্কোচে নিজের হৃদয়ের কবাট পতির নিকট খুলিয়া দিতে অসমর্থ, তদ্রূপ কপটহৃদয়া পত্নীর সহবাসে পতি কখনও সুখী হইতে পারেন না। তাই, পণ্ডিতেরা কপট হৃদয়া পত্নীকে 'বিষকুম্ভংপয়োমুখং' জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত কবেট—তাঁহার "যুবকদিগের প্রতি উপদেশ" গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"যে পতি সংসারের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি এবং পুত্র কন্যাদি পরিবারবর্গের ভার নিশ্চিন্তমনে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, পান্থনিবাস হইতে স্থানান্তরিত হইবার ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারেন, পক্ষান্তরে, সূর্য্যের উদয়াস্তের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইলেও তাঁহার গৃহে প্রত্যাগতকালে সংসারের কোন পরিবর্ত্তন অর্থাৎ অন্যথাচরণ দেখিবেন না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী।" (১)

(১) "He is the happy husband, who can go away at a moments warning, leaving his house and his family with as little anxiety as he quits an inn, not more fearing to find, on his return, anything wrong than he would fear a discontinuance of the rising and setting of the sun."—Cobbett's "Advice to young men."

বৎসে! পতি-পত্নীর মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইলে অথবা মনোমালিন্যের কারণ জন্মিলে, তাহার মীমাংসার জন্য পাড়াপর্শী অন্যলোককে মধ্যবর্ত্তী করিতে যাইয়া ঘরের দোষ বাহির করাও সন্দিগ্ধমনা পত্নীর আর একটী গুরুতর দোষ। আজকাল আমাদিগের মধ্যে এরূপ অনেক অপরিণামদর্শী চঞ্চলস্বভাবা পত্নী আছেন, যাঁহারা স্বামীর সামান্য দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাইলেই, তাহা অন্যের নিকট বলিতে কিছুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত হ'ন না। পতির প্রতি যথোচিত বিশ্বাসের অভাবই ইহার কারণ। পত্নীর এতদ্রূপ চরিত্রগত দোষ দাম্পত্য প্রণয়ের বিশেষ অন্তরায়। এই শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকেরাই প্রায় সর্ব্বদা পতির দোষানুসন্ধানে রত থাকে। এইরূপ দোষানুসন্ধানের ইচ্ছাই দাম্পত্য প্রণয়ের মহাশত্রু।

(৫) অপ্রিয়বাদিতা—সুশীলা! অপ্রিয়বাদিতা নারী চরিত্রের এক অমার্জ্জনীয় গুরুতর দোষ। পত্নীর এই চরিত্রগত দোষই অনেক স্থলে পতি-পত্নীর মধ্যেও মনোমালিন্যের কারণ হয়। তাই, আমাদের শাস্ত্রে আছে;—"গৃহস্থাশ্রমে যাহার মা নাই, পক্ষান্তরে যাহার ভার্য্যা অপ্রিয়-বাদিনী, তাহার বনে গমন করাই শ্রেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য। কারণ তাহার পক্ষে গৃহ আর বন দুই সমান।"

আর্য্য ঋষিরা স্ত্রীচরিত্রের এই অপ্রিয়বাদিতা দোষের জন্য তদ্রূপ দোষাশ্রিতা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া পতিকে দারান্তর গ্রহণের অধিকার দিতে অর্থাৎ তদনুরূপ বিধি বিধান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

মনুসংহিতা—বিধিকর্ত্তা মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতায় লিখিয়া-ছেন;—"পত্নী বন্ধ্যা হইলে তাহার আদ্যঋতু হইতে আট বৎসর, মৃতবৎসা হইলে দশ বৎসর, আর কেবল মাত্র কন্যা প্রসবিনী হইলে একাদশ বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া, পতি তদ্রূপ স্থলে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে অধিকারী; কিন্তু পত্নী অপ্রিয়বাদিনী হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া, তখনই দারান্তর

গ্রহণ করিতে পারিবেন।" (১)। যাজ্ঞবল্ক সংহিতায়ও "স্বামী বিদ্বেষিণী এবং অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী পরিত্যাগের যোগ্যা" বলিয়াই বর্ণিত আছে।

মহাভারত—মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন;—"ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিতা হইয়া অপ্রিয় ভাষায় উত্তর দেয়, সে পরজন্মে, গ্রামে জন্মিলে কুক্কুরী আর বনে জন্মিলে শৃগালী হয়।" এইরূপ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও লিখিত আছে,—"পতিব্রতা নারীর পতির প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা অথবা মনে মনে অপ্রিয় আচরণ করা অনুচিত।"

বৎস! এইরূপ অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনায়ও জানা যায়, অপ্রিয়বাদিতা আমাদিগের নারী-চরিত্রের এক গুরুতর দোষ এবং পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের বিষম অন্তরায়। সংসারে কার্য্যগত জীবনেও আমরা অনেক স্থলেই ইহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব আশা করি, তুমি বাঙ্‌নিষ্ঠ হইয়া, প্রতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনে সতত নিযুক্ত থাকিবে।

(৬) হঠাৎ সিদ্ধান্ত—কোন একটা কার্য্য বা কোনও ঘটনা দেখিয়াই তাহার অগ্রপশ্চাৎ না জানিয়া এবং না বুঝিয়া তদ্বিষয়ে সহসা মনে মনে একটা মন্দ ধারণা করিয়া লওয়া এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাই হঠাৎ সিদ্ধান্ত। অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞতা বশতই আমাদের স্ত্রীচরিত্রে এই দোষের আধিক্য দৃষ্ট হয়। অপরাপর লোকের সম্বন্ধে যাহাই হউক, পতির কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে পত্নীর এইরূপ হঠাৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অতীব দোষাবহ এবং পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের এক গুরুতর অন্তরায়।

উপরোক্ত "বিবাহ ও সুখ"—এই প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিত আছে;—"স্বামী কোনও কাজ করিলে স্ত্রী সহসা যেন তাহাকে দোষী

---

(১) "বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেত্তাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সত্তস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।"—মনুসংহিতা

সাব্যস্ত করিয়া না রাখেন; এইরূপ হঠাৎ সিদ্ধান্ত একটী মহৎ দোষ। ইহা ছাড়িতে না পারিলে, ভালবাসা স্থায়ী রাখিবার আশা নাই। যাহারা বিবেচনায় খাটো তাহাদেরই এ বিষয়ে অধিকতর সাবধানতা আবশ্যক।”

(৭) ক্রোধ—ক্রোধের ন্যায় দুর্জ্জয় এবং মারাত্মক চরিত্রগত দোষ আর নাই। ক্রোধের বশীভূত হইলে ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না; সুতরাং তখন মানুষ না করিতে পারে এরূপ গর্হিত কার্য্য নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। এই ক্রোধ হইতেই চরিত্রগত নানা দোষ জন্মে। কোন এক পণ্ডিত কোপন-স্বভাব স্ত্রীকে বাঘিনীর সহিত তুলনা করিয়া, তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

উপরোক্ত “বিবাহ ও সুখ”—প্রবন্ধের লেখক যথার্থই বলিয়াছেন;—“ক্রোধের মত প্রণয়ের শত্রু আর নাই। শুধু দুর্জ্জয় রাগের কথা বলিতেছি না, সামান্য রাগোত্তেজনা (Irritability), সহজে বিরক্ত হওয়া, এ সকলই অনুরাগের প্রবল বিনাশক। যিনি রাগ করিতে জানেন না, তাঁহার এই স্বর্গীয় গুণ অনেক দোষ সত্ত্বেও প্রণয়ীর ভালবাসা বজায় রাখিতে পারে। যিনি রাগ সংযম করিতে জানেন না, যে নারী সহজেই রাগ করেন, আমার পরামর্শ এই, তিনি বিবাহ করিবেন না; যদি করেন, বেশী সুখের প্রত্যাশা রাখিবেন না। একথা যে কতদূর অভ্রান্ত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।”

(৮) স্বার্থপরতা—সুশীলা! আমাদিগের চরিত্রগত এই দোষের বিষয় তোমাকে একাধিকবার বলা হইয়াছে। সমাজ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, স্বার্থভাবের পরিবর্ত্তে মানবসন্তানকে পরার্থপরতা শিক্ষা দিবার জন্যই বিধাতা নর-নারীর মিলন অর্থাৎ পতি-পত্নী সম্বন্ধ স্থাপনের বিধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ, আদর্শ দম্পতিযুগল যে একে অপরের জন্য

এবং পুত্রকন্যাগণের সুখ-সুবিধার জন্য অনায়াসেই স্ব স্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ, সংসারে তদ্রূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তবে দুঃখের বিষয়, যথোচিত শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ অনেকে ভ্রমান্ধ হইয়া, সেই পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। অথচ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারিবে, পতির স্বার্থই পত্নীর প্রকৃত স্বার্থ এবং সুখ-শান্তির মূলাধার। তাই বলি, বিবাহের যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, যে স্বার্থের পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়, বিবাহান্তে তাহা পুনঃ প্রাপ্তির প্রয়াস করা কখনও কর্ত্তব্য নহে।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মিকা সমাজে বলিয়াছেন,—"স্বার্থপরতা স্ত্রীসমাজের প্রধান শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা উন্নতিপথের বিষম কণ্টক। স্ত্রী জাতি কেবল নিজেরা নিস্বার্থ হইলেও চলিবে না; উদার প্রেম, প্রশস্ত ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পুরুষদিগকেও তাহা শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর স্ত্রী জাতিকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সেই স্ত্রী জাতি এইক্ষণে কি করিতেছে? আপনাদিগের হৃদয় ক্ষুদ্র করিয়া পুরুষদিগেরও যাহাতে অধোগতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছে। তাই দেখিতেছি, এখনও পৃথিবীতে পুরুষপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের অনুকুল হয় নাই।"

সুকবি শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা সরস্বতী—তাঁহার লিখিত "নারী-ধর্ম্ম" গ্রন্থে প্রকৃত স্ত্রীর আদর্শ বর্ণনায় লিখিয়াছেন;—"আমরা স্বামীকে যে স্বার্থ বা প্রেম অর্পণ করি, তাহা কেবল প্রতিদানের আশায় মাত্র। কিন্তু যেস্থলে প্রতিদানের আশা বলবতী, সেস্থলে প্রেমের ভিত্তি বড়ই শিথিল। নিঃস্বার্থতা দ্বারাই প্রেমের ভিত্তি দৃঢ় হয়। স্বামীই আরাধ্য-দেবতা, সুতরাং তাঁহার চরণে স্বার্থশূন্য প্রেমার্পণ করাই কর্ত্তব্য। আপনাকে নিঃস্বার্থ প্রেমস্রোতে ভাসাইতে পারিলে, তবে প্রকৃত স্ত্রী

হইতে পারা যায়। * * * স্বামীকে ভালবাসিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনার স্বার্থ বলি দিতে হয়।"

স্বর্গীয় মহাত্মা চন্দ্রনাথ বসু—তাঁহার "সংযম-শিক্ষা" নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"স্বার্থের মূলে পরার্থ আছে। পরার্থ-মূলক স্বার্থ ই প্রকৃতস্বার্থ, ধর্ম্মমূলক এবং ধর্ম্মানুমোদিত।" বস্তুতঃ, মানুষের সুখ দুঃখ সকলই পরকে লইয়া, অপরের সহিতই আমাদিগের প্রত্যেকের সুখশান্তি বিমিশ্রিত বা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এরূপ অবস্থায় অপরের স্বার্থ রক্ষিত না হইলে নিজেরও স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না; সুতরাং স্ব স্ব স্বার্থরক্ষার্থেও আমাদিগের পরার্থপর হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ, পতি-পত্নী সম্বন্ধে একথা ধ্রুবসত্য, কেননা পতির সুখেই পত্নীর সুখশান্তি। তাই, পতির স্বার্থ অর্থাৎ সুখশান্তির জন্য সতী নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে কখনও কুণ্ঠিত হ'ন না।"

তৃতীয় উপদেশ।

পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য।

"The Family is the Conception of God not of man No human power can alolifsh it" —*Duty of man.*

ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তৎ ভরেৎ॥"—মনুসংহিতা।

১। একান্নভুক্ত পরিবার প্রথার দোষ ও গুণ—মানুষ একাকী থাকিতে পারে না এবং তাহা স্বাভাবিকও নহে; তাই, তাহারা পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী এবং পুত্র-কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া একত্র বাস করে। একে অন্যের সাহায্য না করিলে, পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য না করিলে, পরিবার-বন্ধন এবং গ্রাম ও নগরাদিও সন্নিবেশিত হইত না; তদ্রূপ অবস্থায় মনুষ্যেরাও বন্য পশু-পক্ষীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইত। তদ্রূপ অবস্থায় মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর হইলেও মানব-সমাজ সগঠিত হইতে পারিত না। পরিবার-বন্ধন বিধাতারই বিধান। এই পরিবার-বন্ধনই বিশ্ব-মানব-সমাজ গঠনেরও মূলাধার এবং প্রথম ও প্রধান পত্তন ভূমি। বস্তুতঃ ইহাই জীব-জগতে মানব-জাতির প্রাধান্যের কারণ।

প্রসিদ্ধ গায়ক স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—তাঁহার একটী সঙ্গীতে গাহিয়াছেন;—"গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরমসাধন, পবিত্রতীর্থ, এ সংসার তপোবন। প্রেমের আধার, গৃহ-পরিবার প্রেমময় পরব্রহ্মের প্রিয়

নিকেতন।" বস্তুতঃ গৃহ-পরিবার বিধাতারই প্রেমের বন্ধন এবং ইহাই পবিত্রতীর্থ এবং প্রধান সাধনাশ্রম।

আর একভাবে দেখিতে গেলে, আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রম এক একটী রাজ্য এবং গৃহিণী সেই রাজ্যের রাজ্ঞী। তাই, ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা কিম্বা রাজ্ঞী যেমন একাকী রাজ্য চালাইতে পারেন না; তাঁহাদের যেমন অমাত্যবর্গের পরামর্শ এবং অপরাপর সহযোগীগণের সাহায্য গ্রহণে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হয়, আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। আমাত্যবর্গের প্রতি রাজার বিশ্বাস না থাকিলে এবং তাহাদিগের উপর নির্ভর করিতে না পারিলে, রাজকার্য্য যেমন সুচারুরূপে চলিতে পারে না, পরিবারবর্গের প্রতিও গৃহিণীর বিশ্বাস ও নির্ভর না থাকিলেও গৃহ-কার্য্য তদ্রূপ সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না। যে গৃহে পরিবারস্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং দাস-দাসী-গণের প্রতি গৃহিণীর স্নেহ-মমতা নাই, পরিবারবর্গের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নাই বিশেষতঃ একের প্রতি অপরের বিশ্বাস নাই, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমেই গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইয়া, "ভাই ভাই ঠাই ঠাই" হইতে দেখা যায়।

বৎসে! পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন যে সংসার চলিতে পারে না, তাহা যুক্তি তর্ক দ্বারা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। মনে কর, আজ পরিবারস্থ আত্মীয়েরা তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন, কেহই আর তোমার কোন সাহায্য করিতে রাজি নহে, পাড়াপ্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত তোমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছেন; তুমি অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হইলেও লোকে তোমার সহিত কোন কিছুর আদান-প্রদান অর্থাৎ বিনিময় করিতে প্রস্তুত নহে, এমন অবস্থায় তুমি একাকিনী থাকিতে পার কি?

মানব-হৃদয়ের সুখ ভালবাসায় অর্থাৎ ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা পাইয়া; গৃহস্থাশ্রম সেই ভালবাসারই লীলা-ভূমি। ইহা পিতা মাতা

প্রভৃতির হৃদয়ে স্নেহরূপে, পুত্র কন্যাগণের হৃদয়ে ভক্তিরূপে এবং স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ে প্রণয়রূপে বিরাজ করিয়াই পারিবারিক সুখ শান্তি বিধান করিতেছে। যাহার ভালবাসিবার বা ভালবাসা পাইবার কেহ নাই, জগতে তাহার ন্যায় হতভাগ্য জীব আর দ্বিতীয় নাই।

একান্নভুক্ত পরিরারের দোষ ও গুণ পরস্পর তুলনায়, অর্থ নীতিজ্ঞ দিগের বিবেচনা মতে, একান্নভুক্ত সম্মিলিত পারিবারিক প্রথা, অনেক স্থলে, দুঃখ দারিদ্র্যতার কারণ, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত সুখ-সচ্ছন্দতা এবং স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হইলেও কেবলমাত্র স্ব স্ব পতি, পুত্র ও কন্যা লইয়া পৃথক বাস করাও সকল অবস্থায় নিরাপদ এবং সুখ শান্তিদায়ক নহে। তবে কোন কোনও অবস্থায় ইহা ব্যক্তিগত সুখের অন্তরায় হইলেও অবস্থানুসারে নিয়মবদ্ধ হইয়া চলিলে, অপরের সুখ-দুঃখের সহিত নিজের সুখ-দুঃখ মিশাইয়া দিতে পারিলে, ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাধীনতার কথঞ্চিৎ হ্রাস অনেক সময়েই নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হয় সন্দেহ নাই। তবে সত্যের অনুরোধে বলা অসঙ্গত নয় যে, স্থল বিশেষে, একান্নবর্ত্তী পারিবারিক প্রথা অপরিণামদর্শী লোককে অলসতা শিক্ষা দেয় এবং ইহা কতক পরিমাণে স্বাবলম্বনেরও বিরোধী। এইরূপ কারণেই অধিকাংশ পাশ্চাত্য সমাজ ইহার পক্ষপাতী নহে। তাই বিবাহিত হইলেই তাহারা স্বতন্ত্র পরিবার গঠন করে। বিশেষতঃ, স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি মাত্রেই পরভাগ্যোপজীবী হইয়া থাকা অর্থাৎ অন্যের অন্নে প্রতিপালিত হওয়া, আত্মসম্মানের হানীজনক বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ, একজনে গায়ের রক্ত জল করিয়া উপার্জ্জন করিবে, আর কতকগুলি লোক নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিবে, ইহা বিধাতারও অভিপ্রেত নহে। সুতরাং একান্নভুক্ত হইলেও পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সংসারের উন্নতিসাধনে সতত চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র—গ্রন্থে লিখিত আছে ;—কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, সহোদর এবং অতিথিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ একাকী উদরপূর্ত্তি করিবে না। ক্রমে ভ্রাতাদিগকে, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগকেও গৃহী পালন করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। এভিন্ন, স্বধর্ম্মনিরত একগ্রামবাসী, অতিথি এবং উদাসীনদিগকেও পালন করিবে। গৃহস্থ যদি ঐশ্বর্য্য থাকিতেও এই প্রকার আচরণ না করে, তবে সে লোকগর্হিত পাপী হয় এবং তাহাকে পশুর সমান জ্ঞান করা উচিত।" (১)

মনু-সংহিতা—মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ;—"বৃদ্ধ পিতামাতা, স্বাধ্বীস্ত্রী এবং শিশুসন্তানদিগকে প্রতিপালন জন্য যদি শত অপকার্য্যও করিতে হয় তাহাও গৃহীর কর্ত্তব্য। কারণ পরিবারবর্গের ভরণপোষণই স্বর্গপ্রাপ্তির প্রশস্ত সোপান। যিনি তাহা না করেন ; তাহার নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।(২)

বৎসে! সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে ; কেহ মূর্খ, কেহ জ্ঞানী, কেহ দুর্ব্বল, কেহ সবল ও কার্য্যক্ষম, আবার কেহ কেহ বা নানা কারণে কার্য্যসাধনে অক্ষম ও অযোগ্য। সুতরাং পরিবারবর্গের প্রত্যেকের অবস্থাই যে সমান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কাজেই কেহ

---

(১) এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্থ-ভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেৎ দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(২) বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ স্বাধ্বী ভার্য্যাসুতঃ শিশুঃ।
অপকার্য্যবশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তং ভরেৎ॥"—মনুসংহিতা।

উপার্জ্জনশীল, কেহ কেহ বা নানা কারণে ধনোপার্জ্জনে অক্ষম। যে গৃহিণী ইহা বিবেচনা করিয়া, নিজের অবস্থার সহিত অপরের অবস্থার বিনিময় করতঃ, যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার পরিবারে কথনও সুখ-শান্তির অভাব হয় না।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত—তাঁহার "ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন; —"ভ্রাতৃগণ বাল্যাবধি একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া, এক গৃহে অবস্থিত করুক অথবা কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, স্বতন্ত্র বাস করুক, তাহাদের পরস্পরের স্নেহ ও যত্ন করা এবং পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে প্রত্যেকেরই ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হইয়া সংসারের সুখ-প্রবাহ সমধিক প্রবল হয়।"

আজকাল পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে, বিবাহিত হইলেই, আমাদের দেশেও অনেকে সহোদর ভাই ভগিনী এমন কি পিতামাতা হইতেও পৃথকান্ন হইয়া বাস করাই নিরাপদ এবং সঙ্গত মনে করেন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন আর্য্যসমাজে একান্নভুক্ত পরিবারের আদর্শ অতি উদার ছিল। পরিবারের পোষ্যবর্গ বলিয়া তাঁহারা দূরসম্পর্কিত ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকেও সাদরে গ্রহণ করিতেন।

দক্ষ-সংহিতা—এই গ্রন্থে লিখিত আছে;—"পিতামাতা, গুরু-গুরুপত্নী, গরীব-দুঃখী, আশ্রিত, অতিথি-অভ্যাগত, জ্ঞাতি ও অন্য প্রকার সম্পর্কিত বন্ধুবান্ধব, হীনাবস্থাপন্ন ও আশ্রয়হীন দরিদ্র এ সমস্তই অবস্থাপন্ন ধনী গৃহস্থের পোষ্য।" (১)

(১) "মাতাপিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজাদীনঃ সমাশ্রিতঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাপি পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥
জ্ঞাতির্বন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ।
অন্যোঽপি ধনযুক্তস্য পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥"—দক্ষসংহিতা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,—একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষ-গুণ সমালোচনা স্থলে লিখিয়াছেন;—"ফল কথা, সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির আত্মপরায়ণতা—অপরিণামদর্শিতা, ঈর্ষা-দ্বেষ ক্ষুদ্রাশয়তা, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা প্রভৃতির জন্য একান্নবর্ত্তী পরিবারে অশান্তি উপস্থিত হয়। * * স্বাধীনতাপ্রিয়তা ত সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাধি। অনেক স্থলে ইহা অসংযমের নামান্তর। পূর্ব্বের মত এখন আর বয়স্থারা শাশুড়ী, মামী-শাশুড়ী, মাস-শাশুড়ী, পিস-শাশুড়ী বা ননদের তাঁবে থাকিতে চাহেন না। বড় যাএর গিন্নীপণাও তাহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে বড় যাএরও ইহাতে বিলক্ষণ দোষ আছে। তিনি রোজগেরে স্বামীর পত্নী হইলে নিজের কোলপানে ঝোল টানেন এ দৃশ্য বিরল নহে।"

আর এক ভাবে দেখিলে অর্থাৎ প্রত্যেক মানবদেহের সহিত এক একটী একান্নবর্ত্তী পরিবারের তুলনা করিলেও বেশ জানা যায় যে, দৈহিক কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাব হইলে, দেহের যেরূপ শ্রী থাকে না—বিকলাঙ্গ বিধায় অনেক স্থলে অচল হইয়া পড়ে, সংযোজিত পরিবার সম্বন্ধেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটে। তবে উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাবে এক সময়ে যাহারা একান্নবর্ত্তী পরিবারে অপরের গলগ্রহ বা ভারস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়, সময়ান্তরে বিশেষতঃ আপদ বিপদকালে, তাহাদিগের দ্বারাও এরূপ অনেক কার্য্য সম্পাদিত হয়, যাহা যোগ্যতর ব্যক্তিরাও করিতে পারেন না। অতএব গৃহিণী স্বরূপে আমাদিগের পরিবারস্থ কাহাকেও কুপোষ্য জ্ঞানে অনাদর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত যোগ্যতানুসারে যাহা দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তাহাকে তদ্রূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা এবং সম্পর্কানুসারে প্রত্যেকের প্রতি অবস্থানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করা গৃহিণীর

যোগ্যতারই পরিচায়ক। তাই সম্পর্কানুসারে ব্যক্তিগতভাবে পরিবার-বর্গের প্রতি গৃহিণীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই এস্থলে আমাদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

২। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য—সুশীলা! সভ্যসমাজে পুরুষেরা আজীবন পিতৃ-গৃহেই বাস করেন; কিন্তু সামাজিক রীত্যনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে প্রথমে পিতৃগৃহে, তৎপর বিবাহিতা হইলে শ্বশুর গৃহে যাইয়া বাস করিতে হয়। সুতরাং এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য কার্য্যেরও কতক পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। পিতৃগৃহে পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, শ্বশুরালয়ে তাহা যথাক্রমে পিতৃ-মাতৃস্থানীয় শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি, ভ্রাতৃস্থানীয় দেবর ও ভাসুরদিগের প্রতি এবং ভগিনীস্থানীয়া দেবর-পত্নী ও ভাসুর-পত্নীগণের প্রতি পর্য্যবসিত হয়। অতএব আশা করি, তুমি এইক্ষণে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে পিতামাতা জ্ঞানে তদ্রূপভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে কদাচ চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিবে না।

মহাভারত—এই প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে—একদা দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন;—"আমি শ্বশ্রূকে কখনও নিন্দা করি না; সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সংযমিত হইয়া চলি। * * * গুরুজনের শুশ্রূষা দ্বারাই ভর্ত্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। এই বীরপ্রসবিনী, সত্যবাদিনী, পৃথানন্দিনী, পৃথিবীসমা আর্য্যা কুন্তীকে আমি স্বয়ং ভোজন, পান ও আচ্ছাদন দ্বারা নিত্যকাল পরিচর্য্যা করিয়া থাকি; বসন, ভূষণ বা ভোজন দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করি না।"

শ্বশুর শাশুড়ী আমাদের গুরু এবং পরম হিতৈষী। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, সংসারের উন্নতি হয়, এবং পরিবারস্থ সকলে শান্তিসুখে থাকিতে পারি, ইহাই তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা এবং সতত চেষ্টা। স্বামী গৃহে

শ্বশুর শাশুড়ী থাকিলে কোনও ভয় ভাবনা থাকে না; বড়গাছের আড়ালে থাকার ন্যায় নিরাপদে ও নিশ্চিন্তভাবে থাকা যায়। গৃহিণীর গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার শাশুড়ীর মাথায় রাখিয়া, তাঁহার আদেশ এবং উপদেশ মতে চলা অপেক্ষা সুখ ও সুবিধার বিষয় আর কি হইতে পারে? অতএব শাশুড়ী বর্ত্তমানে তুমি আপনাকে কথনও গৃহকর্ত্রী মনে করিয়া, তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে এবং বিনানুমতিতে সাংসারিক কোনও কার্য্য করিবে না।

আমাদের হিন্দু-পরিবারে অনেক স্থলে শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সহিত নববধূদিগের কথা বলিবার রীতি নাই। কাজেই কেহ এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে, লোকসমাজে নির্লজ্জা বলিয়া নিন্দনীয় হইতে হয়। আশা করি, তুমি এ কুরীতির বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে না। শ্বশুরকে পিতা এবং শাশুড়ীকে মাতা জ্ঞানে অসঙ্কুচিতচিত্তে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিবে।

খ্রীষ্টের অনুকরণ (Imitation of Christ)—গ্রন্থে লিখিত আছে,—"It is much safer to obey than to order. অর্থাৎ আদেশ দেওয়া অপেক্ষা আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই অধিকতর নিরাপদ।"

বার্দ্ধক্যবশতঃ শাশুড়ী স্বয়ং দেখিয়া সাংসারিক কার্য্য পরিচালন করিতে অসমর্থা হইলে, সর্ব্বদা তাঁহারই আদেশ এবং উপদেশ লইয়া গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। কোনও বিষয়ে তাঁহার বুঝিবার ক্রটি হইলে, বিনীত-ভাবে তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। তবে কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত মতভেদ হইলে, সর্ব্বদা তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া চলাই কর্ত্তব্য। আজকালকার গৃহিণীদিগের মধ্যে অনেকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন; এ কারণ, সেই নবীনাদিগের কাহার কাহারও বিশ্বাস থাকিতে পারে, প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের বুদ্ধি এবং বিবেচনা-শক্তি অধিক। কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে,

গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে প্রাচীনা গৃহিণীরা কার্য্যগত যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা তোমার ন্যায় নববধূদিগের পক্ষে বহু সময় সাপেক্ষ। কারণ কার্য্যগত শিক্ষার সহিত পুস্তকগত শিক্ষার অনেক প্রভেদ।

শ্বশুর শাশুড়ীকে গৃহ-দেবতার ন্যায় সেবা-পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা আমাদের গুরুর গুরু; সুতরাং মহাগুরু। যিনি সতত ভক্তিপূর্ব্বক বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ও পরিচর্য্যা করেন, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

এস্থলে, আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, অনেক সময়ে লোক বৃদ্ধাবস্থায় বালকের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাই সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণেও সময় সময় তাহাদিগকে রাগান্বিত হইতে দেখা যায়। সময় সময় নানা সুখসেব্য দ্রব্যভোগেও তাঁহাদিগের অভিলাষ জন্মে। কথায় কথায় ভ্রম হয় এবং অল্পেই তাঁহারা আপনাকে অনাদৃত এবং অপমানিত মনে করিয়া শোক প্রকাশ করেন। বুদ্ধিমতী গৃহিণীর ইহা বিবেচনা করিয়া, শিশুদিগের ন্যায় বৃদ্ধদিগেরও সকল আব্দার অম্লান বদনে সহ্য করা কর্ত্তব্য। লক্ষ্মীচরিতে লিখিত আছে;—"যে গৃহে বৃদ্ধ এবং শিশুরা সন্তুষ্ট থাকে, হে নারায়ণ! আমি সেই গৃহে সদা বাস করি!" তাই সাধারণ কথায়ও বলে,—"অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি।"

বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকে কুপোষ্য-জ্ঞানে অনাদর এবং অযত্ন করা যেমন অধর্ম্ম, তেমনি পুত্রকন্যাগণেরও কুশিক্ষার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে দেশপ্রচলিত একটী গল্প তোমাকে বলিতেছি;—কোন পরিবারে এক এক বৃদ্ধা অতি বার্দ্ধক্যহেতু সাংসারিক কার্য্য কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হওয়াতে, পুত্রবধূর বিবেচনায় তিনি কুপোষ্য মধ্যে গণ্য হন। কিন্তু কুপোষ্য হইলেও লোকনিন্দার ভয়ে, তাঁহাকে দিনান্তে এক মুঠো ভাত

দিবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং তজ্জন্য একখানি সামান্য কাঠের বাসন কৃতনির্দ্দিষ্ট ছিল। বৃদ্ধা চলিতে অসক্তা হইলেও সেই কাঠের বাসনখানি প্রতিদিন তাঁহার নিজেরই ধুইয়া রাখিতে হইত। একদিন আহারান্তে ঘরের বাহির হইবার সময়, বৃদ্ধা আছাড় পড়াতে, তাঁহার একমাত্র ভোজনপাত্র—সেই পুরাতন কাঠের বাসনখানি ভাঙ্গিয়া যায়। গৃহস্থের এক অবোধ বালক তাহা দেখিয়া, বৃদ্ধাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী তাহাতে বাধা দিতে যাওয়ায়, বালক সরলমনে বলিয়াছিল,—"মা! তুমি দেখ্ছ না? বুড়ী আমাদের কাঠের বাসনখানা যে ভেঙ্গেছে, তা তুমি বুড় হলে এর পরে, আমার স্ত্রী তোমায় কিসে ভাত দেবে?" অবোধ বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া গৃহিণীর চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই কুদৃষ্টান্তের ফলে চরমে তাহাকেও এ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে।

বৎসে! একরাজ্যে যেমন একাধিক রাজা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এক পরিবারে একাধিক গৃহিণী অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী থাকাও সম্ভবপর নহে। অতএব, শাশুড়ী বর্ত্তমানে তোমার নিজের কখনও কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করিতে যাওয়া উচিত নয়, তবে আদিষ্টা দাসীর ন্যায় সতত তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া, সংসারের তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। তুমি যদি তাঁহার আদেশ পালনে ও সুখ-সন্তোষ সাধনে এবং এবং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনে প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন কর, তবে তিনিও তোমার সুখ-সুবিধা এবং সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা-যত্ন করিতে কখন কুণ্ঠিত হইবেন না।

অনেক সময় শ্বশুর শাশুড়ীরা, হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই, আমাদিগের দোষত্রুটি দেখাইয়া দিতে বাধ্য হয়েন। সুতরাং তদ্রূপ স্থলে, তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া, কৃতজ্ঞতার সহিত দোষ স্বীকারে তাহা

সংশোধনের চেষ্টা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কারণ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবে, প্রশংসাকারী স্তাবক অপেক্ষা যাঁহারা সংশোধনের অভিপ্রায়ে আমাদিগের চরিত্রগত ও কার্য্যগত দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া দেন, তাঁহারাই আমাদিগেঁর প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু। এ সম্বন্ধে চীনদেশে প্রচলিত উপদেশপূর্ণ প্রবাদ বাক্য এই যে,—"যিনি আমায় দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু, আর যিনি আমার গুণকীর্ত্তন করেন, তিনি আমার শত্রু।" (১)। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অল্পাধিক পরিমাণে দোষ-ত্রুটি সকলেরই আছে, এরূপ অবস্থায় গুরু জনেরা আমাদিগের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের অভিপ্রায়ে, তাহা দেখাইয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলে, তাহার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া, নীরবে ও অবনত মস্তকে সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বৎসে! হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আমাদিগের যে সকল ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে অঘোর-চতুর্দ্দশী ব্রতাচরণের প্রধান উদ্দেশ্য পরলোকগত পতি ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পরিবারস্থ আত্মীয়বর্গের আত্মার স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা অর্থাৎ জীবিত-কালে তাঁহারা কোনও অধর্ম্মাচরণ করিয়া নিরয়গামী হইয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের আত্মার সংগতি ও মুক্তির প্রার্থনা।" (২)। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালনের এরূপ উদারভাব এবং উচ্চাদর্শ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

---

(1) "He is my friend who shows me my faults; he is my enemy who speak of my Vulues."—*Chinise Proverb*

(২) পতিং শ্বশ্রূং গুরুং দেবং চাপত্যমেব চ।
হিংসাংকৃত্বা মৃতা যে চ তিষ্ঠন্তি নিরয়ে শুভে॥—ব্রতানুষ্ঠান পদ্ধতি।

পারিবারিক শান্তি-সুখ রক্ষার্থে আর একটি কথাও এস্থলে তোমাকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, স্বামীকে একচেটিয়া মনে করিয়া তদ্রূপ ভাবে ব্যবহার করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; কারণ, স্বামীর উপর স্ত্রীর যে অধিকার আছে, পুত্রের উপর পিতামাতার অধিকার তদপেক্ষায় কম নহে।: এইরূপ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি দাবী দাওয়া আছে; ইহা বিবেচনা না করিয়া, যে গৃহিণী শ্বশুর-শাশুড়ীকে পুত্রের প্রতি তাঁহাদিগের ন্যায্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চান, তিনি পারিবারিক অশান্তি এবং গৃহবিবাদের কারণ উপস্থিত করেন। তোমার ছেলে যদি তোমার পুত্র-বধূর কুমন্ত্রণায় তোমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়, কিম্বা ভরণপোষণ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তোমার প্রাণে যে বিষম কষ্টের উদয় হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলেই এতদ্রূপ কার্য্যের দোষ বেশ বুঝিতে পারিবে।

এ বিষয়ে একটী গল্প তোমাকে বলিতেছি। একদা নিমাই নামে এক গৃহস্থ চালে উঠিয়া, ঘর ছাউনি করিতে যাইয়া, দীর্ঘ সময় রৌদ্রের মধ্যে কাজ করাতে, নিমাইয়ের গা দিয়া ঘাম পড়িতেছিল, ইহা দেখিয়া, তাহার স্নেহময়ী জননীর প্রাণ কাঁদিল, তাই তিনি নিমাইকে তখনকার জন্য নামিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু, নিমাই মায়ের প্রাণ অর্থাৎ মাতৃস্নেহের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়া অতি বিরক্তির সহিত উত্তর করিল;—"রৌদ্রে যেকিছু কষ্ট তা আমারই হইতেছে, তাতে তোমার কি? আমার যখন ইচ্ছা হয় তখন নামিব।" বৃদ্ধা জননী, ইহা শুনিয়া, নির্ব্বোধ পুত্রের কথার আর কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, নিমাইর একটী ছোট ছেলেকে উঠানে রৌদ্রে রাখিয়া দিলেন। রৌদ্রোত্তাপে ছেলের গা দিয়া ঘাম পড়িতেছে, এবং চোক্ মুখ আরক্তিম হইয়াছে, ইহা দেখিয়া, নিমাই ছেলেকে ঘরে তুলিয়া লইবার জন্য

সকলকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাহার কথা মত কার্য্য করিল না; কারণ বৃদ্ধা পূর্ব্বেই সকলকে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং ছেলেকে ঘরে তুলিয়া নিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতেছে না ইহা দেখিয়া, পুত্রের মমতায় নিমাই নিজেই নীচে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইল। তখন বৃদ্ধা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "বাবা! তোমার কষ্টে আমার অর্থাৎ সন্তানের কষ্টে মা বাপের কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা এখন বুঝিলে তো?" বস্তুতঃ, একে অন্যের মনের প্রকৃত ভাব এবং স্নেহ-মমতা ঠিক বুঝিতে না পারাতেও সংসারে অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

৩। ভাসুর ও দেবর এবং ভাসুর ও দেবর পত্নীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য—সুশীলা! ভাসুর ও দেবরকে ভাই এবং ভাসুর ও দেবর-পত্নীদিগকে ভগিনী জ্ঞানে, তাঁহাদিগের সুখ-দুঃখের সহিত নিজের সুখ-দুঃখ মিশাইয়া লইয়া সাংসারিক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর এবং ভাবান্তর না ঘটে, তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। ভাসুর-পত্নীকে বড় ভগিনীর ন্যায় ভক্তি করিবে এবং দেবর-পত্নীকে ছোট ভগিনীর ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিবে এবং তাঁহারা যাহাতে প্রসন্ন থাকেন, সর্ব্বপ্রযত্নে সে চেষ্টা করিবে।

শাশুড়ীর অভাবে ভাসুর-পত্নীকেই সংসারের গৃহিণী বা গৃহকর্ত্রীর পদে বসাইয়া, তাঁহার আদেশ এবং উপদেশ মতে সকল কার্য্য করাই বিধি-সঙ্গত ব্যবস্থা। সুতরাং শাশুড়ী গৃহিণী থাকিলে, যে ভাবে চলিতে এবং সাংসারিক কার্য্য-কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছি, ভাসুর-পত্নী গৃহকর্ত্রী হইলেও ঠিক সেই নিয়মে চলিবে। যদি কোনও কারণে তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য-ভার তোমার উপরে ন্যস্ত করেন, তবে তুমি যে

সুতরাং ব্যক্তি বিবেচনায় কার্য্যবিভাগ করিয়া দেওয়াই গৃহিণীর সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

হিন্দু-পরিবারে স্ত্রী পুরুষের একত্র আহারের রীতি নাই; কিন্তু পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের একসঙ্গে বসিয়া আহারের কোনও বাধা দেখা যায় না এবং আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারেই পূর্ব্বাপর হইতে তদ্রূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অতএব দেবর-পত্নী, পুত্র-বধূ এবং ননদিনী প্রভৃতি বয়োকনিষ্ঠাদিগের সঙ্গে একত্র আহার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না। এইরূপে একত্র আহার যেমন সুখদায়ক, তেমনি এতদ্দারা আহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটিও জন্মিতে পারে না।

বৎসে! যদিও উপদেশের সময় বলা হয় যে, নিজের স্বামী, বিশেষতঃ পুত্র কন্যাগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে এবং তাহাদিগকে যেভাবে দেখিবে, পরিবারস্থ অপরাপরের প্রতিও যেন ঠিক সেই ভাব থাকে; কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই তদ্রূপ সাম্যভাব রক্ষা করিতে পারে না, এবং তদ্রূপ সাম্যভাব আমি স্বাভাবিক বলিয়াও মনে করি না। তাই বলি, তোমার ভাসুর-পত্নী কিম্বা দেবর-পত্নী নিজের স্বামী বা পুত্র ও কন্যাদিগের সুখ-সুবিধার জন্য যেভাবে খাটিতেছেন অথবা তাহাদিগের কার্য্য-কর্ম্ম যে ভাবে দেখেন, তোমার স্বামী কিম্বা পুত্র-কন্যাদিগের জন্য তিনি ঠিক সেই ভাবে খাটেন না, অথবা সেইভাবে দেখেন না, ইহা মনে করিয়া তাহা-দিগের প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইও না। কারণ, এরূপ ব্যক্তিগত বিশেষত্ব এবং বৈসম্যভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তুমি তোমার স্বামীর এবং পুত্র-কন্যাগণের সুখ-সুবিধার্থে যেরূপ যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পার, অন্য কাহারও জন্য তদ্রূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পার না; তাই বলিয়াই কি তোমাকে অন্যের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ বলিব? এইরূপ ব্যক্তিগত

বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া চলিতে অভ্যস্ত না হইলেও একান্নভুক্ত পরিবারে শান্তি সুখ ভোগ করা সম্ভবপর হয় না।

৪। ননদিনী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য—সুশীলা! স্বামীর ভগিনী অর্থাৎ ননদিনীদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠাদিগকে বড় ভগিনীর ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, সমবয়স্কাদিগকে সখির ন্যায় ভালবাসা, আর বয়োকনিষ্ঠাদিগকে ছোট ভগিনীর ন্যায় স্নেহ-মমতা করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ, অবিবাহিতা অবস্থায়ই ইহারা পিতৃগৃহে বাস করে, সুতরাং ইহাদের সহিত গৃহিণীর অল্পদিনই সাক্ষাতভাবে স্বার্থসম্বন্ধ থাকে, এরূপ স্থলে, তাহাদিগের সহিত বিরোধের সম্ভাবনা অধিক নহে। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ, সময় সময়, হতভাগিনী কুলীন-কন্যা এবং কোন কোন বাল-বিধবা পিত্রালয়ে আজীবন বাস করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ভ্রাতার অন্নে প্রতিপালিতা ননদিনীদিগের সহিতই অনেক স্থলে, গৃহিণীগণের অনৈক্য এবং অসদ্ভাব জন্মিতে দেখা যায়। এই অসদ্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে, উভয়ের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে দোষ ত্রুটি দৃষ্ট হইলেও, এস্থলে ননদিনীগণের দোষ গুণের কোনরূপ সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোনও কথা না বলিয়া, তাহাদিগের প্রতি ভ্রাতৃবধূ স্বরূপে গৃহিণীগণের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

পুত্রের ন্যায় কন্যারও পিতামাতার উপর সকল বিষয়েই ন্যায়ত অধিকার এবং দাবী দাওয়া থাকিলেও, আমাদিগের সামাজিক রীত্যনুসারে প্রধানতঃ পুত্রগণই পিতার ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়। বিবাহিতা হইলে, কন্যারা পতিগৃহে যাইয়া, স্বামীর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী এবং কর্ত্রী হন। তৎপরে তাহারা পিতৃধনের আর কোনও প্রত্যাশা করেন না; তবে কোনও কারণে পিতৃগৃহে থাকিতে বাধ্য হইলে, পিতার ধন-সম্পত্তিতে কন্যারও ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ অধিকার থাকে। এরূপ অবস্থায়, স্ত্রীর-

ভরণপোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ জন্ম স্বামী যেমন স্ত্রীর নিকট দায়ী, ভগিনীর ভরণপোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম ভ্রাতাও ভগিনীর নিকট তেমনই দায়ী। এরূপ অবস্থায়, স্বামী তোমার একচেটিয়া ও তোমার নিকটই সকল বিষয়ের জন্ম দায়ী এবং তোমার সুখ-সুবিধার চেষ্টাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য, তুমি ভ্রমেও এরূপ মনে করিও না; এতদ্রূপ স্বার্থভাবই অনেক স্থলে আত্মবিরোধের মূল। অশিক্ষিতা নববধূরা স্বামীগৃহে আসিয়াই ভাবেন;—"স্বামী ত আমার একচেটিয়া, তাঁহার উপর আর কাহারও কোন দাবী দাওয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং স্বামীর যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই আমার; ননদিনী প্রভৃতি আমারই অন্নে প্রতিপালিতা এবং আমার অনুগ্রহের পাত্রী।" কিন্তু বুদ্ধিমতী আদর্শ গৃহিণীরা কখনও এরূপ ভ্রমে পতিত হন না। কারণ, তাঁহারা জানেন, স্বামীর উপর তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং ভগিনী প্রভৃতি সকলেরই ব্যক্তিগতভাবে দাবী দাওয়া আছে; তাই তাহারা কাহাকেও তাঁহার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, স্বামীকে একচেটিয়া করিতে চেষ্টা করেন না।

বৎসে! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, দুর্ভাগ্য বশতঃ পতি-পুত্রাদির অভাব না হইলে, তাঁহারাও স্ব স্ব পরিবার মধ্যে তোমার ন্যায়ই দশজনের একজন হইতেন এবং নিজের সংসার-ধর্ম্ম নিয়াই সতত ব্যস্ত থাকিতেন; তখন, তুমি ইচ্ছা করিয়াও তাহাদিগকে অনেক সময়, একদিন বই দুই দিনও তোমার বাড়ীতে রাখিতে পারিতে না। অদৃষ্টের দোষে বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই তাহাদের এই দুর্দ্দশা! আর এক ভাবেও দেখা যায়, এইক্ষণে তোমাদের সুখেই তাঁহাদেরও সুখ, তোমার সংসারের উন্নতিতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট; তাই তোমার সংসারের হিতার্থেই তাঁহারাও গায়ের রক্ত জল করিতেছেন। অধিকন্তু, কোন কিছুর অপচয় হইতে

দেখিলে, তোমার ভালর জন্যই সময় সময় দুই এক কথা বলিয়াও থাকেন। অতএব এই সকল হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী তোমাদের পরিবারস্থ ননদিনীগণের নিরাশপ্রাণে যাহাতে কোনও আঘাত না লাগে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে সতত চেষ্টা ও যত্ন করিবে। অধিক কি, পরিবার মধ্যে অপর কোনও স্বামী এবং পুত্রহীনা নিরাশ্রয়া বিধবা রমণী থাকিলে, তাহাদিগের শোক-দুঃখ দূরীকরণেও সাধ্যানুসারে চেষ্টা যত্ন করিবে। তোমার পুত্রকন্যাগণের দ্বারা যাহাতে তাহাদের শূন্য-হৃদয়ে শান্তি-সুখের উদ্রেক করিতে পার, এবং তোমার ব্যবহারে তাহারা নিজেদের শোক দুঃখাদি ভুলিয়া থাকিতে পারে, তদ্রূপ চেষ্টা-যত্ন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না। মনে রাখিবে, সংসারে সুখ-দুঃখ কাহারও চিরকাল সমান ভাবে থাকে না। সুখান্তে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখ-সম্ভোগই প্রকৃতির নিয়ম। তাই সাধারণ কথায়ও বলা হয়,— "এসা দিন নেহি রহেগা" অর্থাৎ এরূপ দিন (অবস্থা) চিরকাল থাকিবে না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহার "কাব্যসুধা" পুস্তকে ননদ-ভাজের পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান সমাজ-চিত্র যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার একস্থলে লিখিত আছে,—"বাঙ্গালীর সংসারে নব-বধূকে বলিকা বয়সেই—স্বামী গৃহে আগমন করিতে হয়, কাজেই সহোদরা ভগিনী অপেক্ষাও স্বামীর ভগিনীর সঙ্গেই দেখা-শুনা ও ঘর-করনার সম্ভাবনা বেশি; এমতাবস্থায় ননদ-ভাজে সখিত্ব বন্ধন ঘটিলেই সোণার সংসার হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর সংসারে ননদ-ভাজের মধ্যে 'অহি-নকুল সম্বন্ধ', এইরূপ লোক প্রসিদ্ধ।"

তিনি এই অহি-নকুল সম্বন্ধের সত্যতা প্রমাণ জন্য তাঁহার পুস্তকে প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রন্থাদি হইতে তদ্রূপ কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, অবশেষে একটি কৌতুকাবহ ঘটনারও বর্ণন করিয়াছেন, তাহা

তাঁহার লিখিত ভাষাতেই তোমাকে বলিতেছি ;—"কথিত আছে, ননদ-ভাজে একসঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলেন, সেখানে ননদকে কুমীরে টানিয়া লইয়া গেলে, ভাজ তাহার উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টাত করেনই নাই, পরন্তু, ঘরে ফিরিয়া আসিয়াও সে কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শেষে পেট ভরিয়া আহার করিয়া আঁচাইবার সময়ে কথাটা মনে পড়াতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"ভাল কথা মনে হল আচাতে আচাতে, ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচা'তে নাচা'তে।" এইরূপ মজাদারী ছড়ার আকারে সেই শুভবার্ত্তা তিনি শাশুড়ীকে জ্ঞাপন করিলেন।"

উপরোক্ত ঘটনা বা বর্ণনা কবির কল্পনা প্রসূত মনে করিলেও, সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, আজকাল আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অনেক গৃহ-পরিবারেই ননদ-ভাজের মধ্যে যথোচিত সদ্ভাবের অভাব দৃষ্ট হয়। এইরূপ অভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই মানব-চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোক শিক্ষার্থেই তাঁহার "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরী ও মৃণ্ময়ী, "বিষবৃক্ষ" গ্রন্থে কমলমণি ও সূর্য্যমুখী, "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে সুন্দরী ও শৈবলিনী, এবং "আনন্দ মঠ" গ্রন্থে নিমাই ও শান্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া ননদ-ভাজের মধ্যে সখিত্ব এবং সদ্ভাবের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৫। পুত্রবধূদিগের প্রতি কর্ত্তব্য—সুশীলা! এক সময়ে যিনি পুত্রবধূ, সময়ের পরিবর্ত্তনে তিনিই আবার শাশুড়ী। সুতরাং, পুত্রবধূর যেরূপ শাশুড়ীর আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহারই আদেশ এবং উপদেশ অনুসারে চলা কর্ত্তব্য ; শাশুড়ী হইয়াও তদ্রূপ পুত্রবধূকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহের চক্ষে দেখা এবং তাহার সুখ-সুবিধার জন্য সতত চেষ্টা-যত্ন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকস্থলে দেখা যায়, শাশুড়ীরা অসঙ্গত রূপে স্ব স্ব কন্যার পক্ষাবলম্বনে পুত্রবধূকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টিত হইয়া সংসারে অশান্তি আনয়ন করেন।

এইরূপ পক্ষপাতীত্ব দোষ একদিগে যেমন পুত্রবধূ এবং ননদিনীর মধ্যে সৈখ্য ভাবের অন্তরায়, অন্যদিগে তেমনি কোন কোন স্থলে, মাতা এবং পুত্রের মধ্যেও বিরুদ্ধভাব আনয়ন করে। একাধিক পুত্রবধূ থাকিলে, শাশুড়ীর পক্ষপাতিত্ব দোষে, অনেক সময়, পুত্রবধূদিগের মধ্যেও ভাবান্তর এবং মতান্তর ঘটিয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। পুত্রবধূর দোষানুসন্ধান করা, বিশেষতঃ পাড়াপ্রতিবাসীগণের নিকট পুত্রবধূদিগের কুৎসা করা, অশিক্ষিতা শাশুড়ীদিগের আরএক গুরুতর দোষ। শাশুড়ীর কর্কশ ও নির্ম্মম ব্যবহার এবং জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়াই, অপরিণতবয়স্কা পুত্রবধূদিগকে, সময় সময়, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে দেখা যায়। অতএব শাশুড়ী মাত্রেরই বিশেষ স্নেহ-মমতার সহিত আদর যত্ন সহকারে পুত্রবধূকে আপনার জন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। "আমার পেটের ছেলে এখন আমার অপেক্ষাও বউয়েরই বেশি পক্ষপাতী এবং বাধ্য," এইরূপ দোষারোপ করিয়াও, অনেক স্থলে, নির্ব্বোধ শাশুড়ী পুত্রবধূকে নির্য্যাতন করিতে এবং পরিবার মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিতে কুণ্ঠিতা হন না। আবার অনেক স্থলে পুত্রবধূদিগকে সমান চক্ষে দেখিতে অর্থাৎ সাম্যভাব রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতে না পারাতেও, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন স্থলে, হিংসা-দ্বেষ জন্মিতে দেখা যায়। এমনও দেখা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে মতান্তর বা ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, শাশুড়ী পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া সাক্ষী বা মধ্যস্থ নিযুক্ত করতঃ, পুত্রবধূদের দোষ-ত্রুটী বলিয়া দিয়া সাধারণের নিকট তাহাদিগকে হেয় করিয়া থাকেন। শাশুড়ীর পক্ষে এরূপ কার্য্য অতীব দোষাবহ সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় মহাত্মা ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—পুত্রবধুকে কন্যা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক যত্ন করিবে, কেননা—তাহাকে তাহার নিজ পিতামাতার যত্ন হইতে ছাড়াইয়া

নূতন স্থানে আনা হয়। সুতরাং পিতামাতার নিকট যে যত্ন পাইত, শ্বশুর ও শাশুড়ীর নিকট তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক না পাইলে, তাহার সে অভাব পূরণ হইতে পারে না।"

বৎসে! আমাদিগের দেশে যে সকল সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, সেই সকল সমাজস্থ পরিবারে শাশুড়ী যদ্যপি মায়ের স্থান পূরণ করিতে না পারেন, তবে নববধূদিগের দুঃখ কষ্টের আর সীমা থাকে না। এইজন্যই অনেক স্থলে নববধূ পতি-গৃহকে যমালয় মনে করিতে বাধ্য হয়। যে হউক, পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি তোমাকে এস্থলে এতাধিক আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

৬। ভৃত্যবর্গের প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য—সুশীলা! একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থে অথবা পরার্থে একে অপরের জন্য খাটিতেছে; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার বিনিময়ে, আর কেহ কেহ বা অর্থের বিনিময়ে অর্থাৎ বেতন গ্রহণে, গৃহস্থের অধীনে কার্য্য করে। গৃহ-পরিবার মধ্যে যাহারা এই শেষোক্ত ভাবে কর্ম্ম করে, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ ভৃত্য বা দাস-দাসী বলা হয়। অনেক সময়েই ইহারা আমাদিগের সুখ-দুঃখের অংশভাগী এবং পরিবারস্থ লোকমধ্যেই গণ্য হয়। এরূপ অবস্থায়, ইহাদিগকে ছোটলোক মনে করিয়া, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অধিকন্তু, তাহাদিগের এই অধীনতার মধ্যেও, যাহাতে অবস্থা অনুসারে, তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করান. গৃহিণী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, মান-অপমান এবং সুখ-দুঃখ বোধ ব্যক্তি মাত্রেরই আছে। তাই আমাদের হিতোপদেশে আছে;—"সুখ-দুঃখানি তুল্যানি যথা আত্মনি তথাপরে।" অর্থাৎ সুখ দুঃখ বোধ নিজের যেমন আছে, অপরেরও তদ্রূপই আছে। অতএব

এই বিবেচনায় ভৃত্যদিগের প্রতি সদয়ব্যবহার করাই নীতি-সঙ্গত এবং গৃহিণীগণের কর্ত্তব্য।

বৎসে! দাস-দাসীগণের কার্য্যের ত্রুটি দেখিলে, তাহা সংশোধনের জন্য সময় সময় তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহারও সময় অসময় আছে, যখন তাহারা কোনও কারণে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট থাকে, তখন তাহাদিগকে কোন কথা না বলাই বুদ্ধিমতী গৃহিণীর কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, কার্য্য কর্ম্মের ত্রুটির জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করা অপেক্ষা তাহাদের সৎকার্য্যের প্রশংসা করিলে এবং অবস্থানুসারে তজ্জন্য তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেই অধিকতর সুফল ফলে। তাই, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত কথা এই যে,—"উত্তম গৃহিণীই উত্তম ভৃত্য অর্থাৎ চাকর তৈয়ার করেন।" (১)। বস্তুতঃ, অনেক স্থলেই দেখা যায়, যে পরিবারের গৃহিণী ভাল, তথাকার চাকর চাকরাণীরাও ভাল হয়। অধিকন্তু, যে গৃহিণী দাস-দাসীগণের দুঃখ দূরীকরণে এবং অভাব বিমোচনে সতত যত্নবতী থাকেন, দাস-দাসীগণ প্রায় কখনও তাহার কথার অবাধ্য হয় না। ভৃত্যদের আহার এবং আরাম বিশ্রামের প্রতিও গৃহিণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—তাঁহার "স্ত্রী-চরিত্র" পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"দাস-দাসী হীনজাতীয় লোক, যা হয় তাহাই উদরস্থ করুক, আর আমি প্রাতঃসন্ধ্যা ষোড়শোপচারে ভোজন করি; ইহাতে লোকজনের মন কখনও ভাল থাকে না, তাহারা হিংসা করে, চুরী করিতে শিক্ষা করে। যদিও তাহারা যদৃচ্ছা ভোজন করিতে পারে, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে রুচিকর ও প্রচুর আহার দিলে তুষ্ট হয় ও উৎসাহের

(1) A good mistress makes a good servant
English Proverb

সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন যে, সেবকদিগের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিবে। মুখের দোষেই অনেক লোক গৃহসংসারে অসুখী হয়।"

সময় সময় গৃহ-শৃঙ্খলা এবং গৃহকার্য্য বিষয়ে দাস-দাসীগণের সহিত পরামর্শ করতঃ কার্য্য করিতে চেষ্টা করা উচিত। এই প্রণালীতে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে নিয়োগ করিলে, অনেক সময়ই তাহা সহজে সুসম্পন্ন হয়। দাস-দাসীগণের ন্যায্য বেতনাদি তাহাদিগকে যথাসময়ে হিসাব করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং অপেক্ষাকৃত কম বেতনে চাকর রাখিতে চেষ্টা করা অনুচিত।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ডাঃ স্মাইল—তাঁহার "মানবের কর্ত্তব্য (Duty)" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"এক ধর্ম্ম-যাচক একদা বিবাহ-বাসরে কোনও নব-দম্পতিকে উপদেশ স্থলে বলিয়াছিলেন ;—"তোমরা অপরের ভৃত্য অর্থাৎ দাস-দাসী হইলে, সেই প্রভুর নিকট হইতে তোমরা যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তোমাদিগেরও পরিবারস্থ দাসদাসীর প্রতি কথায় এবং কার্য্যে তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রত্যেক গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রীরই, ভৃত্যবর্গের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, স্নেহ-মমতার সহিত ধীর ও শান্তভাবে সর্ব্বদা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; পক্ষান্তরে, কর্কশ ও গর্ব্বিতভাবে তাহাদিগকে কোনও কথা বলা অসঙ্গত ও অকর্ত্তব্য। এমন কি, কার্য্যকালে কেহ কোন দোষ-ক্রটি করিলেও, ভগবানের আদর্শে অর্থাৎ তিনি যেমন সর্ব্বদা আমাদিগের বহু দোষ-ক্রটি ক্ষমা করিতেছেন, তদ্রূপভাবে দাসদাসীর দোষ-ক্রটীও তোমার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।" (১)। তাঁহার উপরোক্ত গ্রন্থের আর একস্থানে লিখিত আছে ;—

(1) "Act and speak to your servant; as you wish others to do to you, if you were a servant "etc. etc." See page 223.
Duty By. Dr. Smille

"সহানুভূতিই গৃহস্থাশ্রমের যথার্থ উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল আলো স্বরূপ, যাহা সমস্ত পরিবারবর্গকে প্রেমের ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে।" (২)। বস্তুতঃ, গৃহ পরিবারে যথোচিত সহানুভূতিই পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়; পক্ষান্তরে, গৃহিণীর এই চরিত্রগত গুণের অভাব হইলে, দাস-দাসীদিগের কথা দূরে থাক, তিনি তাহার নিজের পতি এবং পুত্র-কন্যাদিগকেও আপনার করিয়া লইতে সক্ষম হন না।

স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত—তাঁহার "ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—ভৃত্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত। তাহা-দিগকে প্রহার করা, প্রভুত্ব প্রদর্শন জন্য তাহাদিগের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করা কোনমতে বিহিত নহে। ভৃত্যদিগের প্রতি এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে, তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, প্রত্যুত রোষ ও বিদ্বেষেরই উদ্রেক হইতে থাকে। মান-অপমান, সুখ-দুঃখ সকলেরই তুল্যরূপ। এই পরম কল্যানকর যথার্থতত্ত্ব প্রভুদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকা আবশ্যক।"

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" পুস্তকে এক আদর্শ গৃহিণীর মুখ দিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে বলিয়াছেন,—"আমি মনে করি, চাকরেরা বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের চেয়েও অধিক দয়ার-পাত্র। ছেলেদের ব্যারাম হইলে, তুমি আমি কাছছাড়া হই না। চাকরেরা পীড়ার যাতনায় অধীর হইয়া, "বাবাগো" "মাগো" বলিয়া চীৎকার করে, উহাদের বাপই বা কোথায়? আর মাই বা কোথায়? তুমি আমিই ওদের বাপ-মা।"

---

(2) "Sympathy is the true wormth and light of the home—which binds together and Knitting together the whole in one bond of affection and Concord" —*Duty by. Dr. S, Smille*

বৎসে! যে গৃহিণী এইরূপে স্নেহের দৃষ্টিতে দাস-দাসীদিগকে দেখিতে ও স্নেহ-মমতা করিতে পারেন, তাঁহার গৃহে চাকর-চাকরাণীরা আর পরভাবে থাকিতে পারে কি?

মহর্ষি মনু—তাঁহার সংহিতায় ভৃত্যদিগের প্রতি যথোচিত সদাচরণ জন্য লিখিয়াছেন;—"দাস-দাসীদিগকে আপনার ছায়ার ন্যায় বিবেচনা করিবে, কোনও কারণে তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও অক্ষুণ্ণ মনে সর্ব্বদা তাহা সহ্য করিবে। কোন ক্রমেও তাহাদিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিবে না।"

স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—"আদর্শ সুখী পরিবার" এই সম্বন্ধে উপদেশ স্থলে বলিয়াছেন;—"দাসদাসীদিগকে আমরা নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি না। যাহাতে তাহাদিগের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল হয়, তজ্জন্য আমাদের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা-দিগকে অযত্ন করা, রোগ বা বিপদের সময়ে অবহেলা করা এখানে নিষিদ্ধ। ভৃত্যদিগকে ভালবাসিতে ও তাহাদের হিতসাধন করিতে ঈশ্বর আমা-দিগকে সর্ব্বদা আদেশ করেন। তিনি বলিয়াছেন,—তাহারা যেমন আমাদের সেবা করে আমরাও তেমনি তাহাদের সেবা করিব।"

বৎসে! প্রাচীনদিগের নিকট শুনিয়াছি, পরিবারস্থ বয়োকনিষ্ঠ ছেলে-মেয়েরা ভৃত্যদিগকে 'দাদা' 'খুড়া' এবং 'জ্যেঠা' বলিয়াই ডাকিত এবং অধিকাংশ স্থলে তদ্রূপ ভাবেই তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। পক্ষান্তরে, পরিবারস্থ দাস-দাসীরাও ছেলেমেয়েদিগকে নিজের ছেলে-মেয়ের ন্যায় স্নেহের সহিতই সাদরে যত্ন করিত।

৭। আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রতি কর্ত্তব্য—সাধারণতঃ বিবাহাদি কার্য্য দ্বারাই বিভিন্ন পরিবার মধ্যে আত্মীয় কুটুম্বিতা সংঘটিত হয়। এবং তদ্দ্বারা পরস্পরের সহিত শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা-শালী, মামা-মামী,

এ ছাড়া, মাষী-মাউষা এবং পিশি ও পিশা প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এতদ্রূপে সম্পর্কিত আত্মীয়-কুটুম্বের একে অপরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। এইরূপ সম্পর্কিত কোনও আত্মীয় কুটুম্ব সাময়িকভাবে কোনও গৃহস্থের গৃহাগত হইলে, তাঁহাদিগকে সাধারণ অতিথির ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা আমাদিগের পরিবারস্থ লোক এইরূপ আত্মীয়ভাবেই তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

বৎসে! এইরূপ আত্মীয় কুটুম্বের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে গৃহিণীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এস্থলে তাহা সবিস্তর বুঝাইয়া বলা সম্ভবপর নহে, তবে সাধারণভাবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নিস্বার্থভাবে তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, স্বার্থপরতা এবং তজ্জনিত দাবী দাওয়াই অনেকস্থলে এইরূপ আত্মীয়তা স্থলে অনাত্মীয়তা আনয়ন করে। এমন কি, আজকাল স্বার্থের দাবী দাওয়া হইতেই পরস্পরের মধ্যে "খাদ্য খাদক" সম্বন্ধ জন্মিতেও দেখা যায়। এইরূপ স্বার্থপরতাজনিত দোষ পরিহার জন্যই মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের একস্থানে লিখিয়াছেন—"যাহা অর্থাৎ যেরূপ ব্যবহার নিজের পক্ষে অপ্রীতিকর বলিয়া জানিতে ও বুঝিতে পার অপরের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কদাচ করিবে না। পক্ষান্তরে, যেরূপ ব্যবহার তুমি অপরের নিকট হইতে পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের প্রতি সর্ব্বদা তদ্রূপ ব্যবহার করিবে।" (১)। ইংরেজিতেও এইরূপ একটী উপদেশপূর্ণ বাক্য

(১) "যদৈন্যবিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্মপুরুষঃ।
নতৎ পরেষু কুর্ব্বীত জানন্ন প্রিয়মাত্মন॥
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥"

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

প্রচলিত আছে যে,—"অন্যের নিকট হইতে তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করিবে।" (২)

আত্মীয় কুটুম্বস্থলে উপরোক্তরূপ সাম্যনীতির অনুসরণ করিয়া চলাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। তবে, আমাদের সমাজে আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহারা বলেন,—"কুটুম্বিতা-স্থলে, দর্পণে মুখ দেখার ন্যায় ব্যবহার করাই সামাজিক বিধান।" এই কুটনীতি যেমন শিষ্টাচার বিরুদ্ধ তেমনি অপ্রীতিকর। এতদ্রূপ ব্যবহার দ্বারা আত্মীয়তা-স্থলে অনাত্মীয়তারই বৃদ্ধি হয়। কারণ, সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে; সুতরাং অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন পরিবারের অবস্থাপন্ন আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত টক্কর দিয়া চলা কখন সম্ভবপর হয় না; বরং তদ্রূপ স্থলে, অবস্থাপন্ন কুটুম্বের হীনাবস্থাপন্ন কুটুম্বদের অবস্থানুসারে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য।

সুশীলা! পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে এইক্ষণে আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বয়স এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে, আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের যেমন ক্রম-পরিবর্ত্তন হয়, একের সহিত অপরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রভেদানুসারেও আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের তেমনি পরিবর্ত্তন হয়। কারণ একের সহিত সম্পর্কে যিনি পুত্রবধূ, অপরের সহিত সম্পর্কে তিনিই শাশুড়ী, এইরূপ এক-জনের সহিত সম্পর্কে যিনি ভ্রাতৃ-বধূ, অপরের সহিত সম্পর্কে তিনিই ননদিনী। সুতরাং, সম্পর্ক-ভেদে এক ব্যক্তিকেই নানা পদে থাকিয়া, পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। এরূপ অবস্থায়, তুমি তোমাকে কোনও একপদে আবদ্ধ রাখিয়া, গৃহিণীর সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যকার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বুঝিতে অথবা তদ্রূপভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে কখনও পারিবে না। এই বিবেচনায়ই আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ নারীকে দুহিতা, স্ত্রী এবং

(২) "Do to others as you would done by"

মাতা প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, "ত্রয়ী" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই তিন অবস্থায়ই গৃহিণীকে পরিবারস্থ অপরাপরের সহিত বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ থাকিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়।

৮। পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায় দোষাবলী।

সুশীলা! পতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায়স্বরূপ চরিত্রগত যেসকল দোষের কথা তোমাকে বলা হইয়াছে, সাক্ষাত এবং পরোক্ষভাবে তাহার অনেকগুলি দোষই পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালনেরও বিশেষ অন্তরায়। তন্মধ্যে (১) অবিশ্বাস, (২) অসহিষ্ণুতা, (৩) অপ্রিয়বাদিতা, (৪) স্বার্থপরতা, (৫) অনুদারতা, (৬) পরশ্রীকাতরতা, (৭) অপরের দোষানুসন্ধান, (৮) পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যভাব এবং (৯) উদাসীনতা এই কয়েকটি চরিত্রগত দোষই এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চরিত্রগত গুণের অভাবাত্মক কতকগুলি দোষও পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের অন্তরায় স্বরূপ কার্য্যকারী হয়।

পরিবার মধ্যে শাশুড়ী, তদভাবে যিনি বয়োধিকা বিশেষতঃ উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্ত্রী, অধিকাংশ স্থলে, তিনিই গৃহিণীর পদাভিষিক্ত হয়েন, এক কথায় বলিতে গেলে, তিনিই গৃহস্থাশ্রম রূপ রাজ্যের রাজ্ঞী বা প্রধান পরিচালিকা। এরূপ অবস্থায় তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয় না হইলে, পক্ষান্তরে তিনি উপরোক্ত চরিত্রগত দোষে দোষাশ্রিতা হইলে, পারিবারিক সুখ-শান্তির আশা করা যায় না। এই গৃহ-পরিবারই আমাদিগের পার্থিব সুখ-শান্তির মূলাধার এবং শ্রেষ্ঠতম আশ্রম। পরিবারস্থ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব গণের স্নেহ-মমতায় মুগ্ধ হইয়াই আমরা একে অপরের দুঃখ মোচনে এবং সুখ-শান্তি বিধানে প্রাণপণ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু, পতিাপের বিষয়, অনেক স্থলে, আমাদিগের ব্যবহারের দোষেই সেই

সুখ-শান্তিধাম গৃহস্থাশ্রম শ্মশানে পরিণত হয়। যে গৃহস্থাশ্রমে এক সময়ে "মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই", এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ভাই ভাইকে প্রেমালিঙ্গন করিত, এইক্ষণে, বিবাহিত হইলে, অধিকাংশ স্থলে তদ্রূপ আদর্শ পরিবারেও একে অপরের চক্ষের শূল হইয়া দাঁড়ায়, এবং "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই", হইয়া পড়ে। এতদ্রূপে পারিবারিক সুখ-শান্তি চিরকালের তরে অন্তর্হিত হয়। এতদপেক্ষা অগৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে! যে নারীজাতির কোমলতা এবং স্নেহ-মমতাই পারিবারিক বন্ধনের মূল; চরিত্রগত দোষের জন্য সময়ান্তরে তাহাই সেই পারিবারিক বন্ধনের ছেদন-কারী-হয়!

১। অবিশ্বাস—সুশীলা! একে অপরকে অবিশ্বাস করিয়া একত্রে এক পরিবারে বাস, সসর্পে গৃহ-বাসের ন্যায় ভয়াবহ এবং ঘোরতর অশান্তিজনক। সন্দিগ্ধ-চিত্ততাই এই চরিত্রগত দোষের উৎপাদক। একে অপরকে সন্দেহ করিলে, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে, পরস্পরের মধ্যে কখনও সৌহৃদ্য জন্মিতে পারে না। অধিকন্তু, পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কোনও কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করাও তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ, যে পরিবারে পরিবারস্থ একে অপরকে সরল মনে বিশ্বাস করিতে না পারে, তথায় পারিবারিক শান্তি-সুখের আশা করা বৃথা। কারণ অনেক স্থলেই দেখা যায়, গৃহিণীগণের এতদ্রূপ অবিশ্বাসের ভাব হইতেই পরিবার মধ্যে ক্রমে অশান্তি জন্মিতে থাকে। এমন কি, এইরূপ অবিশ্বাসের ফলেই অনেক স্থলে পারিবারিক বন্ধনও ছিন্ন হয়।

২। অসহিষ্ণুতা—সংযম ও সহিষ্ণুতা যেমন পারিবারিক ঐক্য-বন্ধন এবং সুখ-শান্তির মূলাধার, অসহিষ্ণুতা তেমনি আবার ইহার গুরুতর অন্তরায়। যাহারা সর্ব্বদা একত্রে বাস এবং এক সঙ্গে আহার

বিহারাদি করে, তাহাদিগের কার্য্য কর্ম্মে বা ব্যবহারে কাহারও কখন কোন প্রকার দোষ ত্রুটি ঘটিবে না, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে ; এরূপ অবস্থায়, গৃহিণীর চরিত্রে সহিষ্ণুতারূপ মহৎ গুণের অভাব হইলে, অর্থাৎ গৃহিণী অসহিষ্ণু ও ক্ষণরাগী হইলে, পারিবারিক সুখ-শান্তি রক্ষা করা, এমন কি একত্রে এক পরিবারে বাস করাও অসম্ভব হয়। বস্তুতঃ, পান থেকে চূণ খসিলেই যে গৃহিণী অধীর হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষে তরঙ্গায়িত সমুদ্র-বক্ষস্থিত তরণীর ন্যায় এই সংসার-তরণীর হাল ঠিক রাখিয়া, তাহা পরিচালন করা অতীব কঠিন। পরিবার পরিচালন ও সংরক্ষণে গৃহিণীর এই সহিষ্ণুতাগুণের একান্ত প্রয়োজন, ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমাদের আর্য্যমনীষিগণ বলিয়াছেন,—"গৃহিণীকে ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে।"

মনুষ্য-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায়, সকলের প্রকৃতি ও মতি-গতি একরূপ থাকে না ; কেহ কেহ ক্ষণরাগী, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে—পক্ষান্তরে এরূপ লোকও অনেক আছে, যাহারা অতি স্থির ও ধীর—সহজে তাহাদিগের সহিষ্ণুতার অভাব হয় না। এরূপ অবস্থায়, পরিবারস্থ প্রত্যেকের চরিত্রগত দোষ-গুণ জানিয়া, তদনুসারে কার্য্য করাই গৃহিণীর কর্ত্তব্য। তদন্যথায় অর্থাৎ তদ্রূপভাবে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত না হওয়াতেই, অনেক স্থলে, অগ্নি উৎপাদক প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণের ন্যায় কার্য্য হইতে দেখা যায়। কারণ, অসহিষ্ণুতারূপ এই চরিত্রগত দোষজন্য সহসা ক্রোধের উদ্রেক হইলে, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তিও থাকে না। বস্তুতঃ, এতদ্রূপে মন মধ্যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, তখন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, তাই অনেক স্থলে, গৃহিণীরা পরিবারস্থ আশ্রিত লোকদিগকে, বিড়াল কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না।

বৎসে! সহিষ্ণুতাই যে নারী-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম চরিত্রগত গুণ এবং মহত্ত্বের পরিচায়ক, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এবং শৈব্যা প্রভৃতি ভারত-মহিলাদিগের আদর্শ জীবনীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। বস্তুতঃ, এই মহৎগুণের জন্যই তাঁহারা দেবীরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃতা এবং পূজনীয়া। অতএব আশা করি, তুমি সহিষ্ণু হইয়া—"যে সয়, সেই রয়" এই হিতোপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, পারিবারিক সুখ-শান্তি-বিধানে সতত চেষ্টিত থাকিবে।

৩। অপ্রিয়বাদিতা—সুশীলা! পতির প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের অন্তরায় স্বরূপ এই চরিত্রগত দোষের বিষয় পূর্ব্বেই তোমাকে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এই অপ্রিয়বাদিতা দোষ যেমন পতির প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের অন্তরায় তেমনি পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনেরও বিষম অন্তরায়। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন;—"ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, পতির বনে গমন করাই বিধেয়, কারণ, তদ্রূপ গৃহ আর অরণ্য দুই সমান।" আর্য্য-ঋষিদিগের এই উপদেশ যে একমাত্র পতির প্রতি ব্যবহৃত তাহা নহে, গৃহিণী অপ্রিয়বাদিনী হইলে, তদ্রূপ অরণ্য-সদৃশ গৃহ-পরিবার হইতে পরিবারস্থ সকলেরই বিদায় গ্রহণ করা আবশ্যক, একথা বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ, গৃহিণী অপ্রিয়বাদিনী হইলে, তাহার পক্ষে পরিবারবর্গকে বাধ্য রাখিয়া, স্ব স্ব পারিবারিক সুখ শান্তি রক্ষা করা, কখনও সম্ভবপর হয় না। অপরাপর বহু গুণে গুণান্বিতা হইয়াও গৃহিণী অপ্রিয়বাদিনী হইলে, তাহার পরিবারস্থ সকলেরই অপ্রিয় হইতে হয়। "মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট", ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনি ইহা অপরকে বাধ্য রাখারও প্রধানতম উপায়। এই অপ্রিয়বাদিতা দোষ যে আত্মীয়দিগকে অনাত্মীয় এবং আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে অবাধ্য করে, ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত। অতএব পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের

প্রধান অন্তরায় পারিবারিক শান্তি-সুখের পরম শত্রু এই অপ্রিয়বাদিতা দোষ যাহাতে তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে সে চেষ্টা করিবে।

২। স্বার্থপরতা—সুশীলা! এই স্বার্থপরতা দোষই অনুদারতা, পরশ্রী-কাতরতা, এবং হিংসা-দ্বেষাদি চরিত্রগত দোষাবলীর অনুচর এবং সহচর হইয়া পরিবার মধ্যে অনৈক্য এবং অশান্তি আনয়ন করে। এই দোষের বশবর্ত্তী হইয়াই পরিবার মধ্যে একে অপরের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া অনুদারতার পরিচয় দেয়। এমন কি, পরিবার মধ্যে অপর কাহারও সুখ-সুবিধার আধিক্য দেখিলে, ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার দোষানুসন্ধান করিতে থাকে, এবং যৎসামান্য কোনও দোষ ত্রুটি পাইলেই তিলে তাল করিয়া লয়। এইরূপ নীচাশয় স্বার্থপর গৃহিণীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিবারস্থ অপরাপর লোকের আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া সুখ-শান্তিতে থাকা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অথচ আমাদের এই একান্নভুক্ত পরিবার গঠনের মূলানুসন্ধান করিলে বেশ জানা যায় যে, পরার্থপরতা রূপ ভিত্তির উপরেই ইহা সংস্থাপিত। তাই, ভগবান স্বার্থপরতার বিনাশ সাধন এবং পরার্থপরতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং আসঙ্গলিপসাদি স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বারা আমাদিগকে পরিবারে আবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায়, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের অভিপ্রায় অনুসারে এই স্বভাবসিদ্ধ গুণের বশবর্ত্তী হইয়া, নিস্বার্থভাবে পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা, গৃহিণী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৎসে! যাহারা স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্ব স্ব গৃহ-পরিবার মধ্যে কেবল আত্ম-পর গণনা করিয়া চলে, তাহাদিগের ন্যায় লঘুচিত্ত নীচাশয় সংসারে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জীবজগতে পশু-পক্ষ্যাদি জীব-জন্তু হইতে, এই পরার্থপরতা

গুণেই মানব-জাতি শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ। মানুষ একে অপরের সুখ সুবিধার্থেই আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া, আপনার মুখের গ্রাস অপরের মুখে তুলিয়া দিয়া, আত্ম-প্রসাদ লাভ করে; তাই, অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখিলে তাহাদের প্রাণ কাঁদে এবং তাহা দূর করিতেই যথাসাধ্য চেষ্টা-যত্ন করে। বস্তুতঃ, মানুষ অপরকে সুখী করিয়াই নিজে সুখানুভব করে, এইরূপ পরার্থ-পরতাই মানব-জাতির মনুষ্যত্ব এবং মহত্বের পরিচায়ক। অতএব যদি পরকে আপনার করিয়া লইতে চাও, তবে স্বার্থপরতারূপ হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করিয়া নিঃস্বার্থভাবে অপরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইতে শিক্ষা কর।

৫। অনুদারতা—সুশীলা! স্বার্থপরতা রূপ চরিত্রগত দোষ হইতেই যে এই অনুদারতা দোষ জন্মে, অথবা এই অনুদারতাই যে স্বার্থপরতা-রূপ দোষের অনুচর ও সহচর, একথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উদারতা যেমন হৃদয়ের মহৎ গুণ ও পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সহায়, অনুদারতা তেমনি হৃদয়ের নীচাশয়তারই পরিচায়ক এবং পরিবারবর্গ মধ্যে অমিল ও অনৈক্য উৎপাদনের প্রধানতম কারণ। এই বিবেচনায়ই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—"ইনি আমার বন্ধু, আর ইনি বন্ধু নহেন, এইরূপ গণনা লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগেরই হয়, পক্ষান্তরে উদার-হৃদয় ব্যক্তির নিকট পৃথিবীর সমস্ত লোকই তাহার কুটুম্ব অর্থাৎ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব।" (১) বস্তুতঃ, উদারতা গুণ যেমন অজানিত এবং অসম্পর্কিত লোকের মধ্যেও আত্মীয়তা জন্মাইয়া থাকে, অনুদারতা তেমনি সম্পর্কিত এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে অনাত্মীয়তা এবং অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া, আত্ম-

(১) অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

বিরোধ উপস্থিত করে। অতএব পরিবারবর্গকে যগুপি সুখী করিয়া, সংসার সুখ-শান্তিময় করিতে চাও, পরিবার মধ্যে যদি ঐক্যবন্ধন ও একপ্রাণতার ভাব রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে যাহাতে হৃদয়ে এই চরিত্রগত দোষ স্থান পাইতে না পারে এবং তোমার কোনও কার্য্যে বা ব্যবহারে তদ্রূপ ভাব প্রকাশ না পায়, সর্ব্বপ্রযত্নে সে চেষ্টা করিবে।

৬। পরশ্রী-কাতরতা—সুশীলা! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, এই পরশ্রী-কাতরতা রূপ চরিত্রগত দোষ অনুদারতা দোষেরই যমজ ভগিনী এবং নিত্যসহচর। অপরের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া তাহাতে দুঃখ ও কষ্টানুভব করাই এই চরিত্রগত দোষের লক্ষণ। এই দোষ একদিকে যেমন আমাদিগের হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও নীচাশয়তার পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনি পরিবারবর্গ মধ্যে প্রণয় এবং একতা-রক্ষার বিষম অন্তরায়; অধিকন্তু, এই দোষাশ্রিত ব্যক্তিকে অনেক স্থলেই আপনার মনের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে, গৃহিণীর হৃদয়ে এই পরশ্রী-কাতরতা রূপ চরিত্রগত দোষ না থাকিলে, পরিবারবর্গ মধ্যে যে কোন ব্যক্তির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হউক না কেন, সমষ্টিভাবে তাহাতে পরিবারস্থ সকলেরই উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। আর একভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারিবে, যে গৃহিণী অপরের দোষত্রুটি-উপেক্ষা করিয়া গুণের ভাগ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, তাহার গৃহ-পরিবারে একের সহিত অপরের অপ্রণয় বা বিরোধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব আশা করি, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে এই চরিত্রগত দোষ পরিহারে সর্ব্বদা চেষ্টা-যত্ন করিবে।

৭। দোষানুসন্ধান—সুশীলা! অনুদার এবং পরশ্রীকাতর-সংকীর্ণমনা লোকের পক্ষে পরের দোষানুসন্ধানের ইচ্ছা তাহাদিগের

জাতিগত ধর্ম্ম বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ জানা যায়, অল্পাধিক পরিমাণে দোষ-ত্রুটি প্রায় সকলেরই আছে। এরূপ অবস্থায়, যদি মক্ষিকা জাতির ন্যায় কেবল অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিবার অভ্যাস থাকে, তবে দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বাস করা অসম্ভব হয়। এরূপ অবস্থায়, পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও কোন দোষানুসন্ধানে রত না থাকিয়া, যাহাতে পরিবারস্থ প্রত্যেকের গুণগ্রাহী অর্থাৎ গুণের পক্ষপাতী হইতে পারাযায়, গৃহিণী মাত্রেরই সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বৎসে! এস্থলে আর একটি কথা তোমাকে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উপরোক্ত অনুদারতা এবং পরশ্রী-কাতরতা দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এরূপ অপরিণামদর্শী লোকও দেখা যায়, যাহারা পরিবার মধ্যে কাহারও কোন দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া পাইলে অনতিবিলম্বেই তাহা ঘরের বাহির করিতে না পারিলে, আর সুস্থির থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এরূপ অপরিণামদর্শী ও আত্মদ্রোহী স্ত্রীলোক গৃহিণী নামের সম্পূর্ণ অযোগ্যা।

৮। বৈষম্যভাব—সুশীলা! সাম্যভাব যেমন প্রণয় ও ঐক্য বন্ধনের মূল, ব্যক্তিগত বৈষম্যভাব তেমনি পারিবারিক ঐক্য বন্ধনের অন্তরায়; অথচ সংসারে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং ধন-সম্পত্ত্যাদিতে ব্যক্তিগত বৈষম্য অনিবার্য্য বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। এরূপ অবস্থায়, পরিবার মধ্যে এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য কাহাকেও হীন বা ছোট মনে করিয়া, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, গৃহকর্ত্রী গৃহিণীর পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ও অকর্ত্তব্য। অধিকন্তু, আহার-বিহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদাদিতেও পরিবার মধ্যে যাহাতে অবস্থানুসারে যথাসম্ভব সমতা অর্থাৎ সাম্যভাব রক্ষিত হইতে পারে, গৃহিণী মাত্রেরই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তদন্যথায়

পারিবারিক সুখ-শান্তি কখনও রক্ষিত হইতে পারে না। মনে কর, তুমি উপার্জ্জনক্ষম গৃহকর্ত্তার স্ত্রী এবং গৃহিণীস্বরূপে গৃহকর্ত্রী, সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলেই পরিবারস্থ অপরাপর ছেলে-মেয়েদিগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াও তোমার পুত্র-কন্যাদিগকে নানা বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিতে পার, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারিবে যে, একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে এইরূপ কার্য্য যেমন দৃষ্টিকটু এবং অশোভনীয় তেমনি পারিবারিক ঐক্যবন্ধন এবং প্রণয়েরও বিষম অন্তরায়। সংসারে এইরূপ বৈষম্যভাব অনিবার্য্য হইলেও ; মনে রাখিবে "এছাদিন নেহি রহেগা" অর্থাৎ কাহারও অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না ; এই মহাজন পদাবলী অনিবার্য্য অতএব সকল অবস্থাই শিরোধার্য্য করিয়া বলা কর্ত্তব্য।

৯। উদাসীনতা—সুশীলা ! পরিবারস্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব গণের সুখ-দুঃখাদির প্রতি উদাসীনতাও পারিবারিক সুখ-শান্তির বিশেষতঃ একতার এক প্রধান অন্তরায়। পরিবারস্থ যে কেহ এই দোষাশ্রিত হইলেও পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত আত্মীয়তা জন্মিতে পারে না ; বিশেষতঃ গৃহকর্ত্রী-গৃহিণী স্বয়ং পরিবারস্থ অপরাপরের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইলে, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমে কখনও শান্তি সুখের এবং পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বন্ধনের আশা করা যায় না। বলিতে কি ? এই মারাত্মক দোষই গ্রামে গ্রামে, জাতিতে জাতিতে আত্মবিরোধ এবং জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিবার প্রধানতম কারণ। অপরের আপদ-বিপদে এবং কষ্ট-দুঃখে সহানুভূতি যে মানব-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এবং সুখ দুঃখাদি বোধও সকলেরই প্রায় সমান ; এই স্বাভাবিক সত্যে দৃঢ়-বিশ্বাসের অভাবই, এই উদাসীনতা দোষের মূলীভূত কারণ। অতএব যাহাতে এই চরিত্রগত দোষ জন্মিতে না পারে, গৃহিণী মাত্রেরই সর্ব্বপ্রযত্নে তদ্রূপ চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ উপদেশ।

গৃহাগত অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য।

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

গৃহস্থের গৃহে অল্পকাল যিনি থাকেন, তিনিই অতিথি। অতিথির সেবা গৃহস্থের একটী প্রধান ধর্ম্ম।"—গৃহধর্ম্ম।

১। অতিথি—সুশীলা! যাহার নাম, কুল এবং বাসস্থানাদি জানা নাই, এরূপ অজ্ঞাত কুল-শীল যে কোনও ব্যক্তি আশ্রয় লাভার্থ গৃহাগত হইয়া অত্যল্পকাল আমাদের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন; তিনিই অতিথি পদবাচ্য।

মহর্ষি মনু—তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"যাহার নাম গোত্র এবং বাসস্থানাদি অজ্ঞাত এরূপ ব্যক্তি সহসা গৃহাগত হইয়া এক রাত্রি মাত্র অবস্থান করিলে, তাহাকে অতিথি বলা হয়।" (১)। মতান্তরে, "ভিক্ষার্থে বা ভোজনাদির নিমিত্ত বিনা আহ্বানে, যিনি গৃহস্থাশ্রমে সমাগত হয়েন, তিনিই গৃহস্থের অতিথি।" কিন্তু সাধারণতঃ, গৃহস্থের পরিচিত হউন, অথবা

---

(১) যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
একরাত্রন্তু নিবসনতিথি ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতির্যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যত॥—মনু-সংহিতা।

অপরিচিত হউন, যিনি আশ্রয় লাভার্থে গৃহাগত হইয়া অস্থায়ী ভাবে অবস্থান করেন, তাহাকেই অতিথি বলা হয়; তদ্রূপ অতিথির প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্যই এস্থলে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

২। অতিথি সৎকারের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য—সুশীলা! জগতের বিভিন্ন দেশের এবং জাতির ধর্ম্মগ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিলে, বেশ জানা যায় যে, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই অতিথি সৎকারের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, আমাদের আর্য্য-ঋষিগণ, একমাত্র অতিথিতেই সকল দেবতার একত্র সমাবেশ হয়, এই বিশ্বাসে "সর্ব্বদেবোময়োতিথি" এই কথা বলিয়া, অতিথির প্রাধান্য এবং মাহাত্ম্য বুঝাইতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

বিষ্ণু পুরাণ—এই শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে—"ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য এবং অষ্ট-বসু এই সকল দেবতাই অতিথির শরীরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন।" এ ছাড়া, উক্তগ্রন্থের আর এক স্থলে লিখিত আছে;—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি অপরাপর বর্ণের গুরু; অগ্নি, দেবতাও ব্রাহ্মণাদি দ্বিজজাতির গুরু এবং পতি, পত্নীর গুরু; কিন্তু, জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অতিথি এই সমস্তেরই একমাত্র গুরু।"

বিষ্ণু পুরাণ—এই শাস্ত্রগ্রন্থের আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কথনে লিখিত আছে;—"যে সকল পরিব্রাজক এবং ব্রহ্মচারী ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থাশ্রমই তাহাদিগের প্রধান আশ্রয় স্থল, এজন্য গৃহস্থাশ্রমই অপরাপর আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ।" এই আতিথ্য সৎকারের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"যদি গৃহস্থের ক্রটিতে কোনও অতিথি আশ্রয় অভাবে নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তবে

প্রতিগমনকালে, তাঁহার নিজের সঞ্চিত পাপরাশী গৃহস্থকে দিয়া, গৃহস্থের পুণ্যরাশী সেই অতিথি লইয়া যায়।" (১)

মহাভারত—অতিথি সৎকার গৃহস্থাশ্রম বাসীর প্রধান ধর্ম্ম এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা বুঝাইবার অভিপ্রায়েই মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতে "সুদর্শনোপাখ্যান", "কপোত লুব্ধক সংবাদ কথন" এবং "দীন দরিদ্র উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ পরিবারের অতিথি সেবা" এই উপাখ্যান ত্রয়ের বর্ণন করিয়াছেন। গৃহাগত ও আশ্রিত অতিথির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে পর তিনি এই সকল উপাখ্যান দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন যে, এক মাত্র অতিথি সৎকার দ্বারাই গৃহস্থাশ্রম বাসীর পারলৌকিক সৎগতি লাভ হইয়া থাকে। বৎসে! আশা করি, তুমি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত মহাভারত হইতে উক্ত উপাখ্যানগুলি পাঠ করিয়া সেই উপদেশের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিবে না।

কোরাণসরীপ—এই ধর্ম্মগ্রন্থে স্বয়ং ভগবানের মুখনিসৃত ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া মহাত্মা মহম্মদ যে সকল সারগর্ভ ধর্ম্মোপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহার এক স্থলে লিখিত আছে;—"অভ্যাগত ব্যক্তিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি সেই গৃহাগত অতিথির সেবা করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অতিথি সৎকার নামাজের ন্যায় স্বর্গলাভের এক প্রশস্ত উপায়; সুতরাং ইহার অন্যথাচরণ করিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।"

(১) "অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"—বিষ্ণু পুরাণ

কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি" সভার বার্ষিক অধিবেশনে যে সার-গর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশে তিনি অতিথি সৎকারের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই "অতিথি দেবতা" এ কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন;—"আমরা যে বলি, আতিথ্য বড় ধর্ম্ম তার ভিতর একটা কথা আছে। নিজের স্বজন বাৎসল্য ত আছেই, স্বভাবতই আছে। আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তার জন্য কোন সাধনার দরকার হয় না। আমাদের স্বাভাবিক হৃদয়ের রক্তের টানে তাকে স্বীকার করা হয়। আতিথ্য দ্বারা তার চেয়ে বড় কথা স্বীকার করা হয়। আমি বলি—যারা নিঃসম্পর্কীয়—যারা দূরে আছে, তাদের অধিকার আছে, আমার ঘরের মধ্যে আমার হাত থেকে আমার সেবা গ্রহণ করবার। সেই জন্য শাস্ত্রে বলেচে—অতিথি দেবতা, কেন দেবতা? অতিথিরূপী দেবতা সমস্ত বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি। যিনি সকল মানুষের কাছে দাবী করতে পারেন, তিনি আসেন অতিথি হয়ে। আত্মীয় বলে নয়, সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমার দরজায় এসেচেন তাঁর দাবী যারা না মিটাতে পেরেচে তারা অভিশপ্ত হয়েচে। শকুন্তলা যখন অন্যমনস্ক হয়েছিল, যখন সে কেবলমাত্র দুষ্মন্তের কথা ভেবেছিল, অতিথি এলেন দ্বারে—বল্লেন—অহং অয়ং ভোঃ—শকুন্তলা শুনতে পেলেন না—তখন অভিশপ্ত হলেন, তখন আত্মীয়কে হারিয়েচেন।"

৩। অতিথি সৎকারে গৃহিণীর দায়িত্ব—সুশীলা! গৃহাগত অতিথির সেবা পরিচর্য্যা করা গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, গৃহকর্ত্রী স্বরূপে এই কার্য্যে গৃহিণীগণের দায়ীত্বই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এ বিষয়ে মতান্তর না থাকিলেও, এই কার্য্যে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে, এস্থলে দুইজন বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষের অভিমত তোমাকে বলিতেছি।"

স্বর্গীয় মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী—তিনি তাঁহার "গৃহধর্ম্ম" পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—"গৃহিণীরা যখন গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্রী তখন অতিথি সৎকার তাহাদিগেরই প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। গৃহের রমণীরা অতিথি সৎকার করিবেন, অসংকোচে—অন্ন-পানাদি দ্বারা অতিথির পরিচর্য্যা করিবেন ; ইহা অতিথিরও সর্ব্বাপেক্ষা সুখ। নারীর পবিত্র সরল ব্যবহারের এক প্রকার শক্তি আছে—যদ্দ্বারা হৃদয় ও মনকে উন্নত করে। আমি আমার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে কেহ কোন ভদ্রলোকের গৃহে নিমন্ত্রিত হইলে অর্থাৎ কোনও অতিথি উপস্থিত থাকিলে, গৃহিণীর স্বহস্তে পরিবেশন করাই রীতি সঙ্গত। এমন কি, কোনও প্রতিবন্ধকতা বশতঃ গৃহিণী আদ্যন্ত পরিবেশন করিতে না পারিলে, অন্ততঃ যে কোনও একটী খাদ্যদ্রব্য তাহার পরিবেশন করিতে হয়। এরূপ না করিলে, গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, পক্ষান্তরে নিমন্ত্রিত বা অভ্যাগত ব্যক্তিরা আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন।"

কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির" বার্ষিক সভার অধিবেশনে নারীজাতির শিক্ষা-দীক্ষা এবং কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে অতিথির সেবা-পরিচর্য্যাই যে নারীর সকর্ত্তব্য, এস্থলে তাহাই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ;—"আমরা জানি অতিথি সেবার একটী বড় দাবী আমাদের দেশের ছিল। বাঙ্গালাতে কেন, ভারতবর্ষে অতিথিকে অভ্যর্থনা করা এবং তার সেবা করবার ভার শুধু মেয়েদের উপরই ছিল, কেন না, আমরা বরাবর জানি গৃহ মেয়েদের জায়গা। সেখানে আমরা যাকে আহ্বান করব তার সেবার ভার মেয়েদের উপর। এইজন্য যখনই অতিথি এসেচে—অনেক সময় হয়ত অসময়ে অর্দ্ধেক রাত্রিতে এসেচে, উনুন নিভিয়ে যখন সকলে বিশ্রাম করতে গিয়েচে, তখন এসেচে—মেয়েদের উপর

ডাক পড়ল, অতিথি এসেচে অভুক্ত থাকতে পারবে না, তোমায় একে খাওয়াতে হবে, তখনই তাতে লেগে যেত।”

“নারীদের আতিথ্যই যথেষ্ট আত্মীয়তা। আমরা ইউরোপে গিয়েচি। যখন নারী আমাদের অভ্যর্থনা করেচে তখন বুঝেচি সে দেশের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেচি, তাদের পার্লেমেণ্টে নয়, সভাস্থলে নয়, অন্য কোন জায়গায় নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহে নারীর আতিথ্য না পেয়েচি ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে দেশের যথার্থ হৃদয়ের স্বাদ পাই নাই। এস, যাও, তোমায় সুখী করে দেব, গান শুনালে, যত্ন করলে, সেবা করলে, বুঝলুম আত্মীয়তার স্বাদ পাওয়া গেল। ভিতরে ভিতরে মানুষের যে আত্মীয়তা আছে, আতিথ্যের যে দায়িত্ব আছে তার স্বাদ পাওয়া গেল। জাপানে গেলুম। সমস্ত দেশকে ভাল করে জানতে কিছুদিন সময় লাগে। একদিন মেয়েরা বল্ল আমাদের কাছে আসুন, আমাদের কাছে বসুন, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমরা আপনাকে খাওয়াব। ঘরে কেবল মেয়েরা বসেছিল শুভ্র কাপড় পরে। ঘরে ঢুকলুম। মেয়েরা উঠে গান করল, আমার হৃদয় আনন্দে অভিষিক্ত হল। আমি বল্লুম এতদিন পরে জাপানের আত্মীয়তার অমৃত উৎস—যেটা সব মানুষের মধ্যে আছে—সেই অমৃত উৎসের ধারে নিমন্ত্রণ হল।”

বৎসে! আদর্শ স্থানীয়া ভারত-মহিলা দ্রৌপদীর জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও বেশ জানা যায়, তিনি রাজ-কন্যা এবং রাজ-মহিষী হইয়াও আজীবন অতিথি-সেবায়ই নিযুক্ত ছিলেন; এমন কি, যুধিষ্ঠিরাদি সহ বন-বাস কালেও তাঁহার সে সেবা-ব্রতের অন্যথা হয় নাই।

৪। অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের বিধি-ব্যবস্থা—সুশীলা! অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করাই অনেক স্থলে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সাধনের সহজ-সাধ্য উপায় এবং সঙ্গত ব্যবস্থা হইলেও, গৃহাগত অতিথি অভ্যাগতের প্রতি

কর্ত্তব্য পালনার্থে আমাদিগের আর্য্য-ঋষিগণ যে সকল বিধি-ব্যবস্থা পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, গৃহিণী মাত্রেরই তাহা জানিয়া তদনুসারে অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনাই এস্থলে তোমাকে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

বিষ্ণু-পুরাণ—এই গ্রন্থের গৃহস্থের সদাচার নামক অধ্যায়ে অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য পালনার্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহার একস্থলে লিখিত আছে ;—"গো-দোহন কাল পর্য্যন্ত গৃহস্থ অতিথির জন্য গৃহ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং অতিথি উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার পদপ্রক্ষালনের জল এবং বসিবার জন্য যথোপযুক্ত আসন প্রদান করিবে। তৎপরে প্রিয় প্রশ্ন এবং প্রীতিকর উত্তর প্রদান করত, তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে অন্ন দান করিবে। গৃহাশ্রম হইতে প্রতিগমন কালে তাঁহার অনুগমন করিয়া তৎপ্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। অধিকন্তু, যাঁহার কুল এবং নাম অজ্ঞাত, বিশেষতঃ যিনি ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত, তাদৃশ অতিথির যথা-বিধি সেবা-পরিচর্য্যা করিবে। অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল এবং বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া হিরণ্যগর্ভ বিবেচনায় অতিথির সেবা পরিচর্য্যা করিবে।"

অসময়ে গৃহাগত অতিথিই অধিকতর আদরণীয়। যেহেতু অধিকাংশস্থলে দিবা দ্বিপ্রহরের আহারান্তে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে, আশ্রয় লাভার্থে অতিথিকে গৃহস্থাশ্রমে আগমন করিতে দেখা যায় ; এরূপ অবস্থায়, তদ্রূপ অতিথিকেই গৃহস্থের অধিকতর যত্নের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, এই বিবেচনায়ই উক্ত বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে ;—"সায়ংকালে বা রাত্রিতে কোনও অতিথি গৃহাগত হইলে, তাহাকে অধিকতর যত্নের সহিত সাদরে গ্রহণ করা এবং

যথাশক্তি তদ্রূপ অতিথির সেবা-পরিচর্য্যা করা গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ দিবাভাগে অতিথি বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলে, গৃহস্থের যে পরিমাণে পাপ হয়, সূর্য্যাস্তের পরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে, তাহার অষ্টগুণ অধিক পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব রাত্রিকালে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পরে গৃহাগত অতিথিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিবে, যেহেতু রাত্রিকালে সমাগত অতিথির পূজা হইলে, তদ্দ্বারা সমুদয় দেবতার পূজা করা হয়, আর অসময়ে গৃহাগত অতিথি দৃষ্টে যে গৃহিণী অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয়, লক্ষ্মী তাহার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করেন না।"

মনু-সংহিতা—শাস্ত্রীয় বিধি-কর্ত্তা মহর্ষি-মনু তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন ;—"স্বীয় অবস্থানুসারে কোনও গৃহস্থ, গৃহাগত অতিথির পদোচিত অন্ন-পানাদি দ্বারা তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যা করিতে অসমর্থ হইলেও, অতিথি সেবায় তাহার বিরত হইবার কোনও কারণ নাই, যেহেতু সৎগৃহস্থাশ্রমে অতিথির বিশ্রামার্থে ভূমি, উপবেশনার্থে তৃণ অর্থাৎ তৃণাদি দ্বারা প্রস্তুত সামান্য আসন, পদ-প্রক্ষালন জন্য জল, এবং সাদর-সম্ভাষণার্থ মিষ্ট-বাক্য এই চতুর্ব্বিধের কখনও অভাব হয় না।" (১)। উক্ত সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"এক সময়ে বহু অতিথি গৃহাগত হইলে, সেই সকল অতিথির ব্যক্তিগত পদ-মর্য্যাদানুসারে অর্থাৎ যে যেমন অবস্থাপন্ন লোক তাহাকে তদুপযোগী বসিবার আসন, বিশ্রামার্থ স্থান ও শয়নার্থে খট্টাদি শয্যা প্রদান এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদিগকে সাদর-সম্ভাষণ করাই শিষ্টাচার সঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা।"

অতিথিকে সর্ব্বাগ্রে ভোজন করানই গৃহস্থের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাই

---

(১) "তৃণাণি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।"—মনুসংহিতা।

উক্ত সংহিতার আর এক স্থলে লিখিত আছে ;—"যে গৃহস্থ অতিথি ভোজন না করাইয়া তাঁহার অগ্রে ভোজন করে, সে জানে না যে, এই দোষ-জন্য মৃত্যুর পরে অর্থাৎ পর-জন্মে তাহাকে কুক্কুরে এবং গৃধ্রে ভক্ষণ করিয়া থাকে।" এ ছাড়া, অতিথিকে ভোজন করিতে না দিয়া, কোনও উপাদেয় দ্রব্যাই গৃহস্থের স্বয়ং ভোজন করা অবিধি। এজন্য মহর্ষি-মনু তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন ;—"ঘৃত ও দধি-দুগ্ধাদি যে সমস্ত উপাদেয় খাদ্য অতিথিকে ভোজন করান না হয়, গৃহস্থ স্বয়ং তাহা কখনও ভোজন করিবে না। যেহেতু ঐ সকল উপাদেয় খাদ্য দ্বারা অতিথিকে ভোজন করাইলে অর্থাৎ যথাবিধি অতিথি সৎকার করিলে, তাহার ফলে, গৃহস্থের ধন, জন, যশঃ এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়, অধিকন্তু পরকালেও তাহার স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।"

সুশীলা! প্রাচীন মহাভারত এবং রামায়ণাদি গ্রন্থেও অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য পালনের এইরূপ বিধি-ব্যবস্থার অনেক কথাই লিখিত আছে, বাহুল্য বিবেচনায়, এতাধিক আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। উপসংহারে একথা বলা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য যে, স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থানুসারে অতিথি সৎকারের অর্থাৎ অতিথির পান-ভোজনাদির বন্দোবস্ত করাই গৃহস্থের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ; তদন্যথায়, অর্থাৎ লোক দেখাইবার অভিপ্রায়ে, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য করিতে গেলে, যে সকল দোষ ঘটে তন্মধ্যে দুইটি দোষই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দোষ—স্ব স্ব অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য করাতে অনেক স্থলেই এই দোষের জন্য গৃহস্থকে অর্থাভাবে পড়িতে হয় এবং তাহার ফলে, কিছুকাল পরে, গৃহস্থ অতিথিসৎকারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া, অতিথির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশ প্রচলিত যে একটি উপদেশপূর্ণ গল্প আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এই যে,—"এক গৃহস্থের হরি, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ এবং ধনঞ্জয় নামে চারি জামাতা ছিল ;

এক সময়ে সেই চারি জামাতাই একত্রে শ্বশুরালয়ে আগমন করিলে, শ্বশুরালয়ের লোকেরা, প্রধানতঃ লোক দেখানের অভিপ্রায়েই, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য করিয়া, অতি আড়ম্বরের সহিত জামাতাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করে। কিন্তু, দুই চার দিনের বেশী আর তদ্রূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্যাদির আয়োজন করা, পারিবারিক অবস্থানুসারে সম্ভবপর না হওয়াতে, শ্যালকেরা জামাতাদিগের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে প্রথম একদিন অন্নে ঘৃতের অভাব দেখিয়াই জামাতা হরি, দ্বিতীয় দিবস ভোজনকালে বসিবার উপযুক্ত আসনের একান্ত অভাব দৃষ্টে মাধব এবং তৃতীয় দিবস ভোজনার্থে কদাকার অন্ন দেওয়া হইতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ শ্বশুরালয় হইতে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়; কিন্তু এতদ্রূপ অনাদর দেখিয়াও ধনঞ্জয় শ্বশুরালয় হইতে চলিয়া না যাওয়াতে, অবশেষে শ্যালকেরা তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাই এ বিষয়ে আমাদের দেশ প্রচলিত কথা এই যে,—

"হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥"

দ্বিতীয় দোষ—গৃহস্থের স্ব স্ব অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য করিয়া অতিথি সৎকারের আয়োজন করাতে অনেক-স্থলে তদ্রূপ ব্যয়-বাহুল্য দৃষ্টে, গৃহাগত অতিথিকেও লজ্জিত এবং দুঃখিত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জগৎবিখ্যাত কবি সেক শাদীর জীবন-চরিতে লিখিত একটী ঘটনার বিষয় এস্থলে বলা যাইতেছে।

কবি সেক শাদীর জীবন-চরিতে লিখিত এতদ্বিষয়ক বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে;—এক সময় খোরাসানের স্বনামখ্যাত কবি নেজারী কবি সেক শাদীর গৃহে অতিথি স্বরূপে উপস্থিত হইলে, সেক শাদী বহু অর্থব্যয় করিয় অতি আড়ম্বরের সহিত গৃহাগত অতিথির আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া-

ছিলেন। ক্রমাগত ৩।৪ দিবস স্বীয় অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য করিতে দেখিয়া, কবি নেজারী বিশেষ লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি, তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময়ে, সেক শাদীর ভৃত্যকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে,—"তুমি তোমার প্রভুকে বলিও, আমি যদি কখনও তাঁহাকে আমার গৃহে অতিথি স্বরূপে প্রাপ্ত হই, তবে কি ভাবে অতিথি সৎকার করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য, তাহা আমি তাহাকে শিক্ষা দিব।" সেক শাদী ভৃত্যের নিকট এই কথা শুনিয়া, তিনি নেজারীর আহারাদির যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, এইরূপ মনে করিয়াই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। অতঃপর এক সময়ে সেক শাদী খোরাশানে যাইয়া কবি নেজারীর গৃহে অতিথি স্বরূপে উপস্থিত হইলে কবি নেজারী তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেক শাদীর আদর্শানুসারে ব্যয়-বাহুল্য করত তাঁহার আহারাদির বিশেষ কোনও আড়ম্বর না করিয়া, প্রথম দিবস পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে যাহা আহার করে, তাহা দ্বারাই অতিথিকেও ভোজন করাইয়া ছিলেন। দ্বিতীয় দিবস তদর্থে একটি তিত্তিরি পাখীর সুরুয়া, তৃতীয় দিবস সাধারণ ভাবে পলান্ন এবং চতুর্থ দিবসে কিছু সুপের বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন মাত্র। তৎপরে কবি শাদী নেজারীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে, নেজারী বিনীতভাবে সেক শাদীকে বলিয়া ছিলেন ;—"মহাত্মন! আপনি এ গরীবের গৃহে অতিথি-সৎকারের অর্থাৎ অতিথির আহারাদির যেরূপ আয়োজন দেখিলেন, তাহা আপনার গৃহাগত অতিথি-সৎকারের তুলনায় যৎসামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর হইলেও, আমার বিবেচনায়, অতিথির আহারাদির জন্য বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া, স্ব স্ব অবস্থানুসারে খাদ্য-দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করাই গৃহস্থের পক্ষে সঙ্গত এবং আদর্শ-স্থানীয়। কারণ, এইরূপভাবে অতিথি-সৎকারে অভ্যস্ত হইলে, গৃহস্থকে এজন্য বিশেষ কোনও অসুবিধায় পড়িতে হয় না। অতএব আশীর্ব্বাদ করিবেন, এ বান্দা

যেন আজীবন এইভাবে অতিথিসৎকার করিত সমর্থ হয়। তখন সেক শাদী তাঁহার ভৃত্যের মুখে শ্রুত কবি নেজারীর মন্তব্যের সারমর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া ছিলেন এবং তৎপরে তিনিও নেজারীর আদর্শ অনুসারেই গৃহাগত অতিথির সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার ফলে অতিথিদিগের জন্ত কবি সেক শাদীর গৃহদ্বারও সদাই মুক্ত ছিল।

৫। গৃহাগত অতিথির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রীতি সম্পাদন—সুশীলা! উপসংহারে তোমাকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, গৃহাগত অতিথি সাময়িকভাবে গৃহস্থের শরণাগত এবং আশ্রিত হইলেও, তৎকালে অবস্থানুসারে, তিনি যাহাতে স্বাধীনভাবে এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে থাকিতে পারেন, গৃহস্থ মাত্রেরই তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তদন্যথার অর্থাৎ এ বিষয়ে গৃহস্থের কোনও দৃষ্টি না থাকিলে, অনেক স্থলে, গৃহাগত অতিথিকে কারাবদ্ধ কয়েদীর ন্যায় বিষণ্নভাবে থাকিতে দেখা যায়। অতএব অবস্থানুসারে যাহাতে অতিথির স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে তাহা করা, অধিকন্তু সৎপ্রসঙ্গ বা সংগীতাদি দ্বারা অতিথির প্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এতদর্থে অনেক আদর্শ পরিবারে ছোট ছেলে মেয়েরা এরূপভাবে শিক্ষিত এবং অভ্যস্ত হয় যে, তাহারাও অতিথির স্ব স্ব পরিবারস্থ ছোট ছেলে মেয়েদের ন্যায়, অতিথির সহিত মিলিয়া মিশিয়া গৃহাগত অতিথির প্রীতি-সম্পাদনে এবং অভাবাদি পূরণে সতত নিযুক্ত থাকে।

পঞ্চম উপদেশ।

পরিবারস্থ রোগীর প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা।

১। রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় গৃহিণীর কর্ত্তব্য—সুশীলা! আমাদের গৃহস্থাশ্রমে কাহারও কোন অসুখ বিসুখ হইলে, সেই রোগীর যথারীতি সেবা-শুশ্রূষা করা গৃহিণীরই বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যকার্য্য। সুতরাং এই কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে গৃহিণীগণের বিশেষ জ্ঞান এবং যোগ্যতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ-কাল, আমাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য-কার্য্য সাধনের যথোচিত জ্ঞান এবং যোগ্যতার অভাব দৃষ্ট হয়। তাই আজ তোমাকে এবিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

ভূতপূর্ব্ব সিভিল-সার্জ্জেন স্বর্গীয় দুর্গাদাস গুপ্ত—তাঁহার সম্পাদিত "স্বাস্থ্য" নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন;—"গৃহিণীগণের উপরই আমাদিগের গৃহস্থালীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। গৃহিণীগণ সুস্থ অবস্থায় আমাদের শরীর পোষণকারিণী, আর অসুস্থ অবস্থায় শুশ্রূষা-কারিণী। পীড়াকালে সেবা-শুশ্রূষার জন্য শিক্ষিত লোকের সাহায্য আবশ্যক, সুতরাং গৃহিণী স্বয়ং শুশ্রূষা-পদ্ধতি না জানিলে, রোগীর উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা কখনও হইতে পারে না। অতএব গৃহিণীকে সযত্নে রোগ-শুশ্রূষা শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।"

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"যে বাটিতে রোগীর সেবা ভাল হয় না, সে-বাড়ী ভাল নয়। সে বাড়ীতে স্নেহ-মমতা কম, স্বার্থপরতা বেশী, আত্মত্যাগ-শক্তি ন্যূন, পক্ষান্তরে বিলাসিতা অধিক। সে বাটির স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে; কখনও কোন উন্নতজীবনের অধিকারী হইতে পারে না।" পক্ষান্তরে, যে বাড়ীতে অর্থাৎ পরিবারে রোগীর সেবা ভাল হয়, তিনি সেই বাড়ীর যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ম্ম এই যে;—"সে বাটিতে রোগীর বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় কোনও গৃহোপকরণের অভাব হয় না। কাহারও কোন সামান্য পীড়া হইলেও, গৃহ-কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ প্রাপ্ত হন। রোগ কঠিন হইলে, পরিবারস্থ ছোট ছেলে-মেয়েরাও বিশেষ সতর্ক ও সাবধানে থাকিতে এবং নিঃশব্দে চলা-ফেরা করিতে আদিষ্ট হয়। কেহ কাহার সহিত কলহ করে না, এমন কি, উচ্চৈস্বরে কথাও বলে না। পরিবারস্থ প্রায় সকলেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রোগীর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। রোগীর ঔষধ পথ্যাদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথারীতি দেওয়া হয়—কিছুতেই ব্যবহার-বিপর্য্যয় হয় না। সে বাটির প্রায় সকলেরই পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া তাহার চিকিৎসককে তাহা বলিবার এবং রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা করিবার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকে।"

বৎসে! বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে, এই সেবা-কার্য্যে পরিবারস্থ গৃহিণীগণের যেরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিশেষতঃ আত্মত্যাগ, একনিষ্ঠা এবং কষ্টসহিষ্ণুতাদি গুণের একান্ত প্রয়োজন, বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকেরই তাহা আছে। প্রাচীনা গৃহিণীগণের এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাই আজকালকার ন্যায়, তখন কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিতে হইত না।

ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে এক শ্রেণীর সুশিক্ষিতা ও সহৃদয়া মহিলা আছেন, রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা করাই তাঁহাদিগের জীবন-ব্রত। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সাধারণ চিকিৎসালয় প্রভৃতি রোগী-দিগের হস্‌পিটালে উপস্থিত থাকিয়া, রোগীর শুশ্রূষা করতঃ জীবনের স্বার্থকতা করিতেছেন। ঐ সকল আদর্শস্থানীয়া মহিলাগণের মধ্যে রোগীর সেবা-পরিচর্য্যারূপ মহৎ ব্রতে আত্মোৎসর্গকারিণী প্রাতঃস্মরণীয়া চির-কুমারী বিদুষী নাইটিঙ্গেল্ এবং ভগিনী ডোরার নাম তুমি শুনিয়া থাকিবে। ইঁহারা আজীবন এই সেবা ব্রত পালনে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়াই দেবীরূপে জগৎপূজ্যা এবং উচ্চ আদর্শ-স্থানীয়া। এছাড়া, গত জার্ম্মাণ-যুদ্ধের বিবরণ (রিপোর্ট) পাঠেও জানা যায়, বহু সহৃদয়া মহিলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এবং পীড়িত সৈন্যগণের সেবা-পরিচর্য্যায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল সৈন্য নারীজাতি দ্বারা সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা এই সেবা-কার্য্যে নারী হৃদয়ের কোমলতা এবং স্নেহ-মমতায় মুগ্ধ হইয়াই বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে,—"মাতৃসমা স্নেহশীলা মহিলাদিগের কোমল হস্ত-স্পর্শে এবং সাদর স্নেহ-সম্ভাষণেই তাঁহারা রোগমুক্ত হইয়াছে। অনেক সময় তাঁহাদের স্নেহ-মাখা মধুর ও মিষ্ট কথায় তাহারা অতিরিক্ত কটু-কষায় ঔষধ-পথ্যাদিও অম্লান-বদনে গলাধঃকরণে সমর্থ হইয়াছে। এমন কি, শুশ্রূষাকারিণীদের অযাচিত স্নেহ মমতায় তাহারা অসহ্য কষ্ট-যন্ত্রণাও অনায়াসে সহ্য করিয়াছে।"

বৎসে! রোগাক্রান্ত আর্ত্তের প্রতি আমাদের এতদ্দেশীয়া মহিলাদিগের হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ-মমতা এবং সহানুভূতির অভাব না থাকিলেও এই কর্ত্তব্য-কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাবেই অধিকাংশ স্থলে আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। আর এক ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও বেশ জানা যায় যে, এতদ্রূপ সেবা-ব্রত পালন

নারীজাতিরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; এই কার্য্যে যোগ্যতর করিবার জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর নারী-হৃদয় স্নেহ মমতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতাদিগুণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ, নারী-হৃদয়ের এই সকল মহৎ গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াই কোন এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন;— "নারীত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার সেবা-ধর্ম্ম; এই সেবা-ধর্ম্ম পালনেই তাঁহার তৃপ্তি এবং শান্তি। পক্ষান্তরে, ইহার অভাবেই নারী-হৃদয়ে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং অশান্তি জন্মে। যে শিক্ষায় নারীর মহত্বের প্রধান উপকরণ এই সেবা-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"

২। রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যোগ্যতা লাভের উপায়— সুশীলা! রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যথোচিত যোগ্যতা লাভ করিতে আমাদিগের যে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক তাহা তোমাকে এস্থলে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনার্থে গৃহিণীগণের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক; তন্মধ্যে ধীরতা ও স্থিরতা, দয়া-প্রবণতা, পর-দুঃখকাতরতা, এবং অনলসতা প্রভৃতি গুণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু, এই কর্ত্তব্যসাধনার্থে শুশ্রূষাকারীর মনের দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতা এই দুইটি গুণেরও একান্ত প্রয়োজন।

আর্ত্তের সেবা অতি মহৎধর্ম্ম; সুতরাং ধর্ম্মার্থী সেবকের ন্যায় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই রোগীর সেবা-পরিচর্য্যার কার্য্যে আমাদিগের নিযুক্ত থাকা আবশ্যক; তদন্যথায় এই গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য কখনও সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না। এই কার্য্যে আত্মত্যাগেরও একান্ত প্রয়োজন হয়, তাই অনেক স্থলে, নিজের নিয়মিত স্থান, আহার ও নিদ্রাদিতে উদাসীন থাকিয়াও, শুশ্রূষাকারীকে রোগীর সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "রোগীর সেবা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন;—পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে

অনেকটা সাদৃশ আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুল-বুলে লোকেরা—যাহারা সর্ব্বদাই এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে—এক ভাবে স্থির হইয়া বসিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন। তাহার কি কষ্ট হইতেছে তাহা বিনা কথনে ও বিনা ইঙ্গিতে তিনি বুঝিবেন। কোনও ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না। স্বয়ং শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।"

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে—তাঁহার প্রণীত "শুশ্রূষা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"শুশ্রূষাকারীর পক্ষে ঘৃণা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। মনে মনে ঘৃণার ভাব থাকিলে কেহই পরিচর্য্যার কাজ সুচারু রূপে করিতে পারে না। নিজের সুখ-সচ্ছন্দতার প্রতি দিক্‌পাত না করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে খাটিতে না পারিলে পরিচর্য্যা করা বড়ই কঠিন। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি শুশ্রূষাকারী হইবার উপযুক্ত নহে। পরিচর্য্যাকারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর হইবেন না। কারণ হৃদয়ে দয়ার ভাব না থাকিলে তাহা দ্বারা ভালরূপে শুশ্রূষার প্রত্যাশা করা যায় না।"

রোগীর সেবাব্রতে নিযুক্ত শুশ্রূষাকারীর বিশেষ সতর্ক এবং সাবধানতার সহিত রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করান কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু তদ্রূপ স্থলেও,ঔষধ-পথ্যাদি ব্যবহারে যদি কোনও ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে এরূপ জানা যায়, এমন কি, মনে তদ্রূপ সন্দেহ জন্মে, তবে অবিলম্বে চিকিৎসককে তাহা জানাইয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। এ ছাড়া, এই কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, শুশ্রূষাকারীর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাও একান্ত আবশ্যক।

বৎসে! এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ-কর্ত্তব্য পালনার্থ যেরূপ শিক্ষা এবং দীক্ষার একান্ত প্রয়োজন, আমাদিগের ন্যায় গৃহিণীদিগের পক্ষে তদ্রূপ

শিক্ষা-দীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করা সহজসাধ্য না হইলেও, গৃহিণী মাত্রেরই নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অবস্থানুসারে যথোচিত বন্দোবস্ত করতঃ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। ১ম—রোগীর বাসগৃহ, ২য়—রোগীর শয্যা, ৩য়—রোগীর পরিচ্ছদাদি, ৪র্থ—রোগীর স্নান, ৫ম—রোগীর পথ্য নির্ব্বাচন, ৬ষ্ঠ—রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি সেবন, করান ৭ম—রোগীর চিত্ত-বিনোদন এবং ৮ম—রোগীর নিদ্রা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গৃহিণীগণের এই সকল বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা ও দীক্ষাই রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কার্য্যে যোগ্যতা লাভের উপায়।

পাশ্চাত্য দেশে নারী জাতির পক্ষে এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভের যেরূপ সুযোগ এবং সুবন্দোবস্ত আছে, আমাদের দেশে তদ্রূপ কোনও সুযোগ নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না; কারণ, আমাদিগের সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থানুসারে কোনও চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অথবা সাধারণ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা দেখিয়া, প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের সুবিধা আমাদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। এরূপ অবস্থায়, এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞা প্রাচীনা গৃহিণীগণের কার্য্য-কর্ম্ম এবং গৃহাগত চিকিৎসকগণের বিধি-ব্যবস্থা দৃষ্টে যথাসম্ভব শিক্ষা ও দীক্ষা লাভের চেষ্টা করাই আমাদিগের পক্ষে সহজ সাধ্য। এ ছাড়া, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠও পরোক্ষ ভাবে জ্ঞান লাভের অন্যতম উপায়।

১ম রোগীর বাস-গৃহ—রোগীর বাস-গৃহ স্বাস্থ্যোপযোগী না হইলে, রোগীর সেবা শুশ্রূষার অন্যান্য প্রকার সুবন্দোবস্ত থাকিলেও, সহজে রোগারোগ্যের আশা করা যায় না। অতএব গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে যে গৃহ অধিকতর স্বাস্থ্যপ্রদ তাহাতেই রোগীকে রাখার বন্দোবস্ত করা গৃহস্থের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

যে গৃহে বায়ু অবাধে চলাচল এবং সূর্য্যালোক সহজেই প্রবেশ করিতে পারে এরূপ একাধিক দরজা ও জানালা যুক্ত খোলামেলা ঘরই অধিকতর স্বাস্থ্যপ্রদ এবং রোগী থাকার পক্ষে প্রশস্ত। তদ্রূপ ঘরের মেজে যাহাতে ভিজে অর্থাৎ সেঁতসেঁতে না হয় এবং তাহার আশে পাশে কোনও প্রকার দুর্গন্ধপূর্ণ আবর্জ্জনাদি ময়লা না জমে এবং শুশ্রূষার্থে প্রয়োজনীয় উপকরণ ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য-সামগ্রী সে ঘরে না থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। অধিকন্তু, রোগীর বাস গৃহে কোন সময়েও অধিক লোক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমোধিক উচ্চ, শুষ্ক, উন্মুক্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুপ্রশস্ত গৃহই রোগীর বাসোপযোগী।

২য় রোগীর শয্যা—সুশীলা! তোমাকে রোগীর বাসোপযোগী যেরূপ গৃহের কথা বলা হইল, তাহার যে দিকে আলো বাতাস অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, তদ্রূপ স্থানে খাট, পালঙ্গ অথবা তদভাবে মাচার উপরে রোগীর জন্য শয্যা প্রস্তুত করা উচিত। ঘরের মেজেতে রোগীর জন্য বিছানা করা কদাপি সঙ্গত নহে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তোষক বিছানার চাদর এবং বালিশ দ্বারা রোগীর শয্যা প্রস্তুত করা এবং তাহা প্রতিদিন যথারীতি রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, রোগীর বিছানার চাদর ২।১ দিন পরেই ধুইয়া দেওয়া বা বদ্‌লাইয়া দেওয়াও আবশ্যক। এই কার্য্যের সুবিধার্থে একাধিক বিছানার বন্দোবস্ত রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। রোগের বাহন মশা-মাছির দংশন হইতে রোগীকে রক্ষার্থে মশারী ব্যবহারেরও একান্ত প্রয়োজন। রোগী দুগ্ধ-পোষ্য-শিশু না হইলে, তাহার বিছানায় অপর কোনও লোকের শয়ন করা অনুচিত; এরূপ অবস্থায় রোগীর শয্যার পার্শ্বে পৃথক বিছানায় শুশ্রূষাকারীর শয়নের ব্যবস্থা করাই স্বাস্থ্য সঙ্গত।

পাশ্চাত্য ডাঃ এডমণ্ড ওয়েন (Dr. Edmond Owen)—তাঁহার লিখিত "চিকিৎসায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (My personal-experience)" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"আমি যখনই কোন রোগীর চিকিৎসার্থে গমন করি, তখনই রোগীর শয্যা তাহার বাস-গৃহের যে অংশে সূর্য্যের কিরণ পড়ে তথায় লইয়া যাই। এইরূপে বিছানার স্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা রোগীকে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরণের সমতুল্য ফললাভ করি।" আজকাল একমাত্র সূর্য্যোত্তাপের দ্বারা যক্ষ্মাদি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তদ্রূপ ব্যবস্থাও উপরোক্ত মতেরই পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

৩য় রোগীর পরিচ্ছদাদি—সুশীলা! স্বাস্থ্যরক্ষার্থে শীতাতপ হইতে দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষা করাই পোষাক-পরিচ্ছদ অর্থাৎ গায়ে বস্ত্রাদি ব্যবহারের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এরূপ অবস্থায়, কেহ কোনও রোগাক্রান্ত হইলে, তাহার দেহ যথারীতি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা আবশ্যক হইলেও, এই উদ্দেশ্যে সকল সময় এবং সকল অবস্থাতে, রোগীর সমস্ত দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখাও নিরাপদ নহে; কারণ—দেশ-কাল এবং শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদে, বিশেষতঃ রোগীর অবস্থাভেদে, পোষাক-পরিচ্ছদের রকমান্তর করা আবশ্যক হয়। অতএব রোগাক্রান্ত হইলেই যে রোগীর আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, এরূপ একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের এই গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশে শীত-প্রধান দেশের ন্যায় অধিক গরম কাপড় দ্বারা রোগীকে আবৃত করিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা হিতে বিপরীত ফল হইবারই কথা। তবে অবস্থানুসারে যখন যেরূপ বস্ত্র ব্যবহার করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যাহাতে যথোচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং অপরের ব্যবহৃত না হয়, তৎপ্রতি গৃহিণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

রোগীর ব্যবহারের বস্ত্রাদি মল-মূত্র অথবা ঘর্ম্ম দ্বারা কোনও প্রকারে মলযুক্ত হইলে, অনতিবিলম্বে তাহার পরিবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ রোগী ওলাউঠা অথবা বসন্তাদি কোনও সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইলে, গৃহিণীরা এ বিষয়ে অধিকতর সাবধানতার সহিত কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সাধারণতঃ দেশী সূতার কাপড়ের ব্যবহারই যথেষ্ট। তবে কোনও কারণে ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের প্রদাহে অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে বেদনা হইলে তদ্রূপস্থলে পাত্‌লা ফ্লানেলের কাপড় দেশী সাধারণ সূতার কাপড়ের সঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাছাড়া, গলায় ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা হইলে, গরম কম্‌ফেটার বা তদ্রূপ কোনও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা গলদেশ আবৃত করিয়া রাখাও আবশ্যক হইতে পারে, তদন্যথায় শীত-প্রধান দেশীয়দিগের অনুকরণে অথবা ফ্যাসনের অনুরোধে পীড়িতাবস্থায় পোষাক-পরিচ্ছদের বাড়াবাড়ি করা অথবা রোগীর আপাদমস্তক কোনও গরম কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

৪র্থ রোগীর স্নান—সুশীলা! আমাদিগের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং বাহ্য-দ্বার ও প্রস্রাব দ্বারে যে দ্বাদশ প্রকার মল জমে তাহা জল দ্বারা পরিষ্কার করা, এবং দেহাবৃত চর্ম্ম মধ্যে যে অসংখ্য ছিদ্র আছে সে গুলিকেও যথারীতি পরিষ্কার করিয়া দেহের স্বাভাবিক উত্তাপের সমতা রক্ষা করা, প্রধানতঃ এতদুভয় কার্য্য জন্যই আমাদের স্নানের একান্ত প্রয়োজন। এতদর্থে দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি ভেদে স্নানের যে নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থা এবং প্রণালী প্রচলিত আছে, সেগুলি প্রধানতঃ পূর্ণ স্নান এবং আংশিক স্নান এই দুই ভাগে বিভক্ত। জলাশয়ে নামিয়া আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করাই পূর্ণ স্নানের আদর্শ। এ ছাড়া, অবস্থানুসারে তোলা জলে আপাদ-মস্তক যথারীতি ধৌত করাও

পূর্ণ স্নান মধ্যে গণ্য। পক্ষান্তরে, অসুস্থ এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে স্নানের যে নানা প্রকার বিধি-ব্যবস্থা আছে, সেগুলিই আংশিক স্নানের অন্তর্গত। স্থান, কাল এবং পাত্র বিশেষতঃ রোগীর অবস্থানুসারে এই আংশিক স্নান-প্রণালী বহুবিধ প্রকারের থাকিলেও, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় আংশিক স্নানই এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা,—(১) সর্ব্বাঙ্গে অথবা দেহের স্থান বিশেষে গরম জলের শেক দেওয়া রূপ উত্তাপ-স্নান (The hot bath), (২) গরম জলের বাষ্প গায়ে দেওয়া বাষ্প-স্নান (The vapaur bath), (৩) বড় গামলা বা তদ্রূপ কোনও পাত্রস্থিত গরম জলে রোগীর কোমর পর্য্যন্ত জলের মধ্যে রাখা কটি স্নান (Hip bath) (৪) কিছু সময় পাদ দ্বয় গরম জলে ডুবাইয়া রাখা পাদ-স্নান (The foot bath), (৫) দেহের কোনও বিশেষ স্থানে বিশেষতঃ মস্তকে উত্তাপের আধিক্য হইলে খুব ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা সেই গরম স্থানে ঠাণ্ডা লাগান অথবা রবারের নল দ্বারা বা অন্য উপায়ে তথায় ঠাণ্ডা জলের ধারা দিয়া উত্তাপের সমতা করা (The Cold bath), (৬) রবারের ব্যাগে অথবা বস্ত্র মধ্যে বরফ লইয়া সেই বরফ দেহের গরমাধিক্য স্থানে ব্যবহার করা (The Ice bath), (৭) ভিজা কাপড় দ্বারা রোগীর আপাদ-মস্তক কিছু সময় ঢাকিয়া দৈহিক উত্তাপের সমতা রক্ষা করা (The wet bath) ; এ ছাড়া, সাময়িক ভাবে (৮)—রোগীকে সূর্য্যোত্তাপে রাখা সূর্য্যোত্তাপ-স্নান (The Sun bath) আর (৯) বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থে রোগীকে কিছু সময় উন্মুক্ত স্থানে রাখা বায়ু-স্নান (The air bath).

রোগীর সেবা-পরিচর্য্যায় যথোচিত যোগ্যতা লাভার্থে উপরোক্ত বিবিধ-আংশিক স্নানের উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা—এবং অবস্থানুসারে স্নানের প্রণালীগত বিধি-ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞঃ লোকের নিকট শিক্ষা এবং দীক্ষা করা গৃহিণী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, রোগীর

এইরূপ আংশিক স্নানের সুবিধার্থে একাধিক জল-পাত্র (টব বা গামলা), দুই খানা তোয়ালে বা গামছা, কম্বল, অয়েলক্লথ, এবং সাবান রাখা আবশ্যক। অবস্থানুসারে গরম জল এবং ঠাণ্ডা জল বা বরফ ব্যবহারের বিশেষ সুবিধার্থে রবারের ব্যাগ ও কাঁচের পিচ্‌কারী ইত্যাদিও গৃহস্থাশ্রমে রাখা আবশ্যক।

৫ম রোগীর পথ্য নির্ব্বাচন—সুশীলা! রোগীর সেবা-পরিচর্য্যায় যথোচিত যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, রোগীর পথ্য নির্ব্বাচন, তাহা যথারীতি প্রস্তুত, এবং যথাসময়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে তাহা রোগীকে সেবন করান, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ বিষয়ে গৃহিণীগণের যথোচিত জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। কারণ, ঔষধ অপেক্ষাও পথ্যই রোগারোগ্য জন্য অধিকতর কার্য্যকরী। তাই আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে, "ঔষধ সেবন না করিয়াও উপযুক্ত পথ্য সেবনে রোগারোগ্য হয়, কিন্তু সুপথ্যের অভাব হইলে শত প্রকার ঔষধ সেবনেও রোগারোগ্য হইতে পারে না।" (১)। এরূপ অবস্থায়, এই অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে আমাদিগের সবিস্তার আলোচনা করা কর্ত্তব্য হইলেও, দুঃখের বিষয় যথাযোগ্য শিক্ষা ও দীক্ষার অভাবে বিশেষতঃ দুই চার কথায় এই গুরুতর বিষয় তোমাকে বুঝাইয়া বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে, এই বিবেচনায়, এ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের লিখিত কতিপয় গ্রন্থের নাম এই প্রস্তাবের উপসংহারে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশা করি, তুমি সুযোগ এবং সুবিধামত এই শ্রেণীস্থ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষার বিষয়ে যথাসম্ভব জ্ঞানলাভার্থে চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিবে না। এস্থলে ইহা বলাও আবশ্যক যে, এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থে গ্রন্থাদি

(১) বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতুপথ্য বিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥" —পথ্যাপথ্য নির্ণয়।

পাঠরূপ পরোক্ষ জ্ঞানই যথেষ্ট নহে, কারণ তদ্বারা যথোচিত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে না, এরূপ অবস্থায়, আমাদের ন্যায় সাধারণ গৃহিণীদিগের পক্ষে চিকিৎসকগণ রোগীর পথ্যের যে ব্যবস্থা করেন তাহা এবং পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচনে বিশেষ অভিজ্ঞা গৃহিণী গণের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে তদনুসারে চেষ্টা-যত্ন করাই রোগীর পথ্য নির্ব্বাচনে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভের সহজসাধ্য উপায়।

বৎসে! বিভিন্ন প্রকার রোগাক্রান্ত রোগীর অবস্থাভেদে তাহার যথোপযুক্ত পথ্য নির্ব্বাচন করা সহজসাধ্য না হইলেও, অধিকাংশ স্থলে গৃহিণীকেই এই কার্য্য করিতে হয়, তাহার ফলে, এ বিষয়ে একটা সাধারণ জ্ঞানও অনেকেরই থাকে। আজ কাল আমাদিগের অধিকাংশ গৃহস্থাশ্রমে রোগীর পথ্য স্বরূপ যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় পথ্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যথা,—সাগু, বার্লি, শটিরপাল, টাট্কা খই, খইর মণ্ড, চিড়ার জল, ছানার জল, ঘোল এবং অন্নমণ্ড। অবস্থানুসারে এই সকল পথ্যের সহিত টাট্কা দুগ্ধ এবং দুগ্ধের জলও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, রোগী অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, অবস্থানুসারে মাংসের যুষ, মসুর ডাইলের যুষ, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বলকারক পথ্য, এবং বেদানা, মিষ্ট দালিম, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, পেস্তা, কমলালেবু, পাকা আনারস, ডাব নারিকেলের জল, পানিফল ও পাকা পেঁপে প্রভৃতি মুখরোচক ও বলকারক ফলও উপাদেয় সুপথ্য। অধিকন্তু, ডাক্তারদিগের ব্যবস্থানুসারে আজকাল অনেকস্থলে মেলিন্‌স্ ফুড (Mellins food), হর্‌লিকস্ মিল্‌ক (Horlicks milk) এবং নানাবিধ বিস্কুটও রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

৬ষ্ঠ রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদি সেবন—সুশীলা। ব্যবস্থানুসারে রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করান ও শুশ্রূষাকারিণী গৃহিণীগণের

এক গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য। এই কার্য্যে শুশ্রূষাকারীর যথোচিত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব হইলে অনেকস্থলে হিতে বিপরীত হইতেও দেখা যায়। এমন কি, ঔষধ পথ্যাদি সেবনে শুশ্রূষাকারীর দোষ-ত্রুটিতে রোগীর প্রাণান্ত পর্য্যন্তও হইতে পারে, সুতরাং এই জন্য গৃহিণীর বিশেষ সতর্ক এবং সাবধান হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে যাহাতে ভুল-ভ্রান্তিজনিত কোনও দোষ-ত্রুটি না ঘটে, তজ্জন্য ঔষধ-পথ্যাদি সেবনের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে রাখা অত্যাবশ্যক।

বৎসে! ঔষধ-পথ্যাদি সেবনে অসাবধান হইয়া কার্য্য করা, আর যম লইয়া খেলা করা, একই কথা বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। এরূপ অবস্থায়, রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করাইতে, শুশ্রূষাকারীর সর্ব্বদা যে বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হইয়া কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। কারণ এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার সময়ে অসাবধানতা-জনিত কোন দোষ ত্রুটি ঘটিলে, অনেক স্থলে, তজ্জন্য রোগীকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও দেখা যায়। এরূপ অবস্থায়, রোগীর ব্যবহারার্থে আনিত ঔষধ বিশেষতঃ বাহ্য প্রয়োগের ঔষধাদি, পৃথক ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখাই সঙ্গত। এমন কি, বিষাক্ত কোনও ঔষধ থাকিলে সেই ঔষধের লেবেলে বিষ (Poison) এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া তাহা অপরাপর ঔষধ হইতে পৃথক স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, কোনও রোগীকে একাধিক প্রকারের ঔষধ সেবন করাইতে হইলে, সময় নির্দ্দেশ করিয়া,তাহাতে ক্রমিক নম্বর লিখিয়া রাখিলে, ঔষধ ব্যবহারে কাহারও বিশেষ কোনই অসুবিধায় পড়িতে হয় না। এ ছাড়া, রোগীকে কোন ঔষধ বা পথ্য সেবন করাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া, তাহা কোন কাগজে লিখিয়া রাখাও সঙ্গত। কারণ, তদ্দৃষ্টে ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইতে, শুশ্রূষাকারীদিগের

বিশেষ কোনও ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু, চিকিৎসকেরও তাহা দেখিয়া ঔষধ পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। মালিশ, স্থানবিশেষ ধৌত অথবা প্রলেপাদি বাহ্য-প্রয়োগ জন্য যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাহাতে প্রায়ই বিষাক্ত ঔষধ মিশ্রিত থাকে, এজন্য ঐ সকল ঔষধাদি খাবার ঔষধের একসঙ্গে না রাখিয়া তাহা পৃথক স্থানে রাখাই নিরাপদ।

৭ম রোগীর চিত্ত-বিনোদন—সুশীলা! রোগীর মনের সন্তোষ সাধন অর্থাৎ চিত্ত-বিনোদনও ঔষধ-পথ্যাদির ন্যায়ই কার্য্যকর হয়। কারণ, অনেক সময়ই দেখা যায় যে, রোগী রোগ-যন্ত্রণায়, বিশেষতঃ রোগ কিছু কঠিন বলিয়া জানিতে পারিলে, নিরাশাজনিত দুশ্চিন্তায় একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে; এমন কি, দীর্ঘ কাল রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়া থাকিতে বাধ্য হইলে, তাহার মনের শান্তি রক্ষা করা কঠিন হয়। এরূপ অবস্থায়, রোগীর প্রাণে যাহাতে আশার সঞ্চার হইতে পারে, রোগীর সহিত তদ্রূপভাবে আলাপ ব্যবহার করা, এবং তাহার চিত্ত-বিনোদনার্থে সময় সময় তাহাকে সঙ্গীতাদি শ্রবণ করান, শুশ্রূষাকারীর কর্ত্তব্য। এ ছাড়া, রোগীর চিত্তাকর্ষক সুদৃশ্য ছবি, সুন্দর সুন্দর লতা-পাতা ও ফুল-ফল এবং সুবাসিত পুষ্পাদি দেখাইয়া রোগীর চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা-যত্ন করাও আবশ্যক। বলিতে কি, এতদর্থে অনেক আদর্শ গৃহস্থাশ্রমে রোগীর বাস-গৃহ সুসজ্জিত এবং তাহার শয্যার পার্শে ফুলের তোড়া ইত্যাদি রাখিতেও দেখা যায়। ইহা শুশ্রূষাকারীর যোগ্যতারই পরিচায়ক।

রোগের দুশ্চিন্তা হইতে রোগীকে অন্যমনস্ক রাখিতে, বিশেষতঃ রোগীর চিত্ত বিনোদনার্থে, সময় সময় তাহার নিকটে বসিয়া গল্পের বই পড়িয়া তাহাকে শুনাইলে অথবা ভাল ভাল গল্প রোগীর নিকট বলিলেও তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মিতে পারে। ইহার যে কোন উপায়ে হউক, রোগীর

চিত্ত-বিনোদনার্থে চেষ্টা-যত্ন করা, রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র বসু—তাঁহার "স্বাস্থ্যসমাচার" পত্রিকায়ে লিখিয়াছেন;—"বিষাদ ভারাক্রান্ত মন যখন সঙ্গীত শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তখন স্বাস্থ্যের উপরেও যে সঙ্গীত বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সুমিষ্ট সঙ্গীত ও বিশুদ্ধ তাললয় বাদ্য-ধ্বনি শ্রবণ করিলে, তৎশ্রবণে যে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই আনন্দ সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া বলকারক ঔষধ ও পথ্যের ন্যায় কাজ করে।"

৮ম রোগীর নিদ্রা—সুশীলা! নিদ্রা আমাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান সহায়, বিশেষতঃ দেহ রোগাক্রান্ত হইলে, সুনিদ্রা ঔষধ পথ্যাদি হইতেও অধিকতর কার্য্যকর হয়। তাই আমাদের আয়ুর্ব্বেদ "চরক-সংহিতা" গ্রন্থে লিখিত আছে;—"আমাদের সুখ-দুঃখ, পুষ্টি বা কৃশতা, বল বা বলের অভাব, কৃশতা বা ক্লীবতা, জ্ঞান বা অজ্ঞানতা, বিশেষতঃ; জীবন বা মরণ, এ সমস্তই নিদ্রার আয়ত্তাধীন।" বস্তুতঃ সুনিদ্রা হইতেই আমাদের দেহের পুষ্টি এবং বল-বীর্য্য বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায়, রোগীর পক্ষে সুনিদ্রার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য। অতএব যাহাতে রোগীর নিদ্রার কোনও প্রকার বাধা-বিঘ্ন না হয়, এবং রোগী যথাসময়ে ও নিয়মিতরূপে নিদ্রা যাইতে পারে, শুশ্রূষাকারীর তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং তদর্থে অবস্থানুসারে চেষ্টা যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রাত্রি কালই আমাদিগের নিদ্রার প্রশস্ত এবং উপযুক্ত সময় হইলেও, রোগীর পক্ষে সকল অবস্থায় এই সাধারণ নিয়ম খাটে না; সুতরাং রোগ-যন্ত্রণায় ক্লান্ত রো দিবাভাগে নিদ্রিত হইলেও যাহাতে সেই নিদ্রার কোনও প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, পরিবারস্থ সকলেরই তৎপ্রতি

বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা-ফেরা করা ও কথা-বার্ত্তা বলা এবং সর্ব্বতোভাবে রোগীর শয়ন গৃহের নীরবতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩। রোগীর সেবা-শুশ্রূষার্থে প্রয়োজনীয় উপকরণ—সুশীলা! রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, ঔষধ-পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা রোগীকে সেবন করান, অথবা অন্য প্রকারে ঔষধাদি ব্যবহার জন্য, যে সকল দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, এক কথায় বলিতে গেলে, সে সমস্তই রোগী-শুশ্রূষার প্রয়োজনীয় উপকরণ। রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, এই সকল উপকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার প্রণালী বিষয়েও জ্ঞান থাকা আবশ্যক; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকেরই এ বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে। পূর্ব্বে আমাদিগের গৃহস্থাশ্রমে ঝিনুক, খল, হামাল-দিস্তা, পাথরের বাটী ও গ্লাস এবং মাটির তৈয়ারি হাঁড়ি ও মালসা প্রভৃতি ভাণ্ড-বাসনই রোগী-শুশ্রূষার উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত; কিন্তু আজকাল এই প্রয়োজনীয় উপকরণের সংখ্যা এতাধিক হইয়াছে যে, তাহাদের নাম, পরিচয়, বিশেষতঃ প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা এবং যথোচিত ব্যবহার প্রণালী তোমাকে বুঝাইয়া বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। এরূপ অবস্থায়, রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় বিশেষজ্ঞ লোকদিগের কার্য্য দৃষ্টে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করাই সহজসাধ্য এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের প্রশস্ত উপায়। এ ছাড়া, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদিগের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করাও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের অন্যতর উপায়।

বৎসে! রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা কার্য্যের সুবিধার্থে, আজকাল, আধুনিক প্রচলিত যে সকল উপকরণ আমাদিগের গৃহস্থাশ্রমেও ব্যবহৃত হইতেছে, তন্মধ্যে সময় নির্দ্ধারণার্থে ঘটিকা-যন্ত্র, রোগীর দৈহিক উত্তাপের অল্লাধিক্য

জানিবার জন্য থার্ম্মোমিটার (Thermometer), ঔষধাদি মাপিবার উপযোগী দাগ-কাটা কাঁচের তৈয়ারী গ্লাশ (Measure glass), ঔষধাদি বাহ্য-প্রয়োগ জন্য পিচ্‌কারী (Syringe), ঔষধ বা তরল পথ্যাদি সেবন করাইবার বিশেষ সুবিধার্থে পাশ্চাত্য প্রণালীতে প্রস্তুত পান-পাত্র (Feeding Cup), মল-মূত্রাদি ত্যাগের জন্য মলাধার বেড-প্যান (Bed pan) ও মূত্রাধার ইউরিনাল (Urinal), অবস্থানুসারে শরীরে গরম অথবা ঠাণ্ডা জল বা বরফ ব্যবহারের উপযোগী রবারের প্রস্তুত হট্‌ওয়াটার ব্যাগ (Hotwater bag) এবং আইচ্‌ ব্যাগ (Ice bag) প্রভৃতির নামই উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, পিক্‌দান, বমন-পাত্র, ছুরী-কাঁচি, সূচ-সূতা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার উপযোগী ফ্লানেল ও সাদা কাপড় কম্বল অয়েল ক্লথ, সেফ্‌টিপিন, সাবান, স্পঞ্জ ও তুলা, খল, ঝিনুক, চাম্‌চা এবং তৎসহ ছোট বড় কয়েকটা শিশি বোতল সংগ্রহ করিয়া,সুশৃঙ্খল ভাবে, গৃহস্থাশ্রমের কোনও কৃত-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আলমারীতে অথবা তদ্রূপ কোনও ডেক্‌স-বাক্‌সের মধ্যে সর্ব্বদা জমা রাখাই বিশেষ সুবিধাজনক। তদন্যথায়, প্রয়োজন মাত্রে, যৎসামান্য কোনও উপকরণের অভাবেও গুরুতর বিপদ ঘটিতে দেখা যায়। অনেক আদর্শ গৃহস্থাশ্রমে এই সকল প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সাধারণ ২ রোগ চিকিৎসার্থে, বিশেষতঃ সহসা কেহ কোনরূপ আঘাত পাইলে বা কাহারও দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া গেলে, অথবা আগুণে পুড়িলে, তৎপ্রতিকার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধাদিও রাখিতে দেখা যায়। অবস্থানুসারে গৃহস্থ মাত্রেরই এই আদর্শানুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

৪। সংক্রামক রোগ চিকিৎসায় গৃহিণীর কর্ত্তব্য—সুশীলা! সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে এবং সংক্রামক রোগের লক্ষণাদি, বিশেষতঃ কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর এবং প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগীদের রোগ-বীজাণু কিরূপে সংক্রামিত হয়, দুই এক কথায় তাহা তোমাকে বুঝাইয়া

বলা সম্ভবপর নহে। তবে পরিবার মধ্যে কেহ কখনও কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইলে, তখন পরিবারস্থ, এমন কি, পাড়া-প্রতিবাসীদিগের মধ্যেও, অনেককে এই সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। এই শ্রেণীস্থ রোগীর সেবা-পরিচর্য্যায় শুশ্রূষাকারীদিগের শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষতঃ কার্য্যকালে যথোচিত সতর্কতা এবং সাবধানতার অভাবই, অধিকাংশস্থলে, এতদ্রূপ দুর্ঘটনার কারণ সন্দেহ নাই। তাই আজকাল, সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসার্থে, লোকালয় হইতে অনতিদূরে নির্জ্জন স্থানে সেবা-পরিচর্য্যাশ্রম—হস্পিটাল (Hospital) নির্ম্মিত হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহার সংখ্যা যেরূপ নগণ্য, বিশেষতঃ তাহার অধিকাংশ হস্পিটালে রোগীরা যেরূপ অনাদৃত এবং অবহেলিত হয়, তাহাতে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবহীন নিরাশ্রয় রোগী ভিন্ন, সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইলেও, গৃহস্থের আত্মীয় ও আশ্রিত রোগীকে স্ব স্ব গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়া সেবা-পরিচর্য্যা করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলে তদ্রূপভাবে স্ব স্ব গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াই চিকিৎসা করান হয়। এরূপ অবস্থায়, এই কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে গৃহিণীগণের যেরূপ নিয়মাধীন হইয়া বিশেষ সতর্কতা এবং সাবধানতার সহিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য, এস্থলে তদ্রূপ অবশ্যপ্রতিপাল্য কতিপয় নিয়ম বলা যাইতেছে। আশা করি, গৃহিণীগণ এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিবেন না।

১। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি-গ্রস্ত রোগীর গৃহে কাহারও যাওয়া অথবা তাহার বিছানায় বসিয়া থাকা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

২। সেবা-পরিচর্য্যার জন্য রোগীকে স্পর্শ করা আবশ্যক হইলে, অনতিবিলম্বে, কার্ব্বলিক সাবান অথবা তদ্রূপ অপর কোনও সাবান দ্বারা গরম জলে হাত ধোয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

৩। সেবা-পরিচর্য্যার জন্য যে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রোগীর গৃহে যাওয়া হয়, তাহা অনতি বিলম্বে পরিত্যাগ করা এবং সাবান দিয়া গরম জলে সিদ্ধ করতঃ ধুইয়া দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

৪। রোগীর ঔষধ পথ্যাদি সেবন বিশেষতঃ মল মূত্রাদির ধারণ জন্য যে বাসন-পাত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তাহা কোনও জলাশয়ের মধ্যে না ধুইয়া, জলাশয় হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ফুটন্ত গরম জলে ধুইয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর ঘরে মশা-মাছি যাহাতে যাতায়াত করিতে না পারে দরজা জানালাদির তদ্রূপ সুবন্দোবস্ত করা বিধেয়।

৬। খালি পেটে কলেরা রোগাক্রান্ত রোগীর গৃহে কাহারও যাওয়া উচিত নহে। সেবা-শুশ্রূষাকারীর এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৭। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মল-মূত্রাদি, বিশেষ সতর্ক ও সাবধানতার সহিত, অনতিবিলম্বে স্থানান্তরিত করিয়া, তাহা মৃত্তিকা মধ্যে গাড়িয়া রাখা এবং ভেদ বমি প্রভৃতি মলযুক্ত বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পোড়াইয়া ফেলা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৮। কলেরা, বসন্ত, এবং কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টীকা দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে শুশ্রূষাকারীর নিজের এবং পরিবারস্থ প্রত্যেকেরই যথাসময়ে টীকা লওয়া কর্ত্তব্য।

৯। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ যাহাতে কোনও সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে, শুশ্রূষাকারী এবং পরিবারস্থ অপরাপর সকলেরই তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১০। রোগীর ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং দিবসে অন্ততঃ দুইবার রোগীর বাস-গৃহ পারম্যাঙ্গনেট্ অব পটাস মিশ্রিত জল, বিলিচিং পাউডার বা ফিনাইল দ্বারা ধোয়াইয়া দেওয়া এবং রোগীর শয্যাদিরও দোষ পরিশোধন (Disenfection) করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

১১। হাতের আঙ্গুলের নখ বাড়িলে তন্মধ্যে রোগ-বীজাণু প্রবেশ

করিয়া, তাহা খাদ্যের সহিত মিশিয়া উদরস্থ হইলে সংক্রামক রোগ জন্মে। এজন্য হাতের নখ যাহাতে বাড়িতে না পারে তাহা করা কর্ত্তব্য।

১২। রোগারোগ্যের পর রোগীর বাসগৃহ গরম জল দ্বারা উত্তমরূপে ধোয়াইয়া দেওয়া, আর ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা ঘর হইলে, অনতিবিলম্বে তাহা চূণকাম করাইয়া লওয়া, সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এ ছাড়া, ঐ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে গন্ধক ও ধূপ-ধূনা পোড়ানও আবশ্যক।

৫। রোগী শুশ্রূষার কতিপয় সাধারণ নিয়ম—সুশীলা! পরিবারস্থ রোগীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে তোমাকে যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতেই অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক কথা তুমি জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছ সন্দেহ নাই; তথাপি এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য সুনির্ব্বাহর্থে কতিপয় সাধারণ নিয়ম তোমাকে বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১। রোগীর গৃহে সর্ব্বদা নীরবতা ও শান্তি রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পরিবার মধ্যে কেহ কোনও কঠিন রোগাক্রান্ত হইলে গৃহস্থাশ্রমে যাহাতে কোনও প্রকার হৈ-হাল্লা বা অন্য কোনও প্রকার গোলমাল না হয়, তৎপ্রতি গৃহিণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

২। রোগের প্রারম্ভে তাহা লঘু কি গুরু এ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, প্রথম হইতেই রোগীর পথ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাই, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে;—"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্য জ্বরান্তে লঘু ভোজনং" অর্থাৎ জ্বরের প্রারম্ভে সকল অবস্থায়ই রোগীর অনাহারে থাকা এবং জ্বরের বিরাম হইলে রোগীকে অবস্থানুসারে লঘু-পক্ক পথ্য সেবন করান বিধেয়। এ যে কেবলমাত্র জ্বর সম্বন্ধেই ব্যবস্থা তাহা নহে, উদরাময়াদি অধিকাংশ রোগেরই প্রথম

অবস্থায়, রোগের লঘুত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনও বিচার না করিয়া, উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করাই শাস্ত্রীয় বিধানের উদ্দেশ্য।

৩। দিবা রাত্রির সন্ধি সময়ে অর্থাৎ প্রত্যূষে বা ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়ে এবং গভীর রাত্রিতে, বিশেষতঃ রোগী নিদ্রিত অবস্থায় থাকিলে, তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া, পথ্য সেবন করিতে দেওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে, এমন কি, চিকিৎসকের বিশেষ বিধি অর্থাৎ অনুজ্ঞা না থাকিলে, তদ্রূপস্থলে, কোনও ঔষধ সেবন করিতে দেওয়াও অবিধেয়। পক্ষান্তরে, কৃত নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহাতে রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করান হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক।

৪। রোগীর গৃহে নীরবতা রক্ষা করা সঙ্গত সন্দেহ নাই; কিন্তু তদ্দ্বারা রোগীর মনে যাহাতে কোনও ভয়-ভাবনা বা নিরাশার ভাব না জন্মে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অধিকন্তু সুযোগ ও সুবিধা হইলে, সময় সময় গীত-বাদ্যাদি শুনাইয়া রোগীর চিত্ত প্রফুল্লিত করিতে চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য।

৫। রোগীকে ঔষধ সেবন করান অপেক্ষাও তাহার পথ্যের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া নাইটিংগেল্, যিনি রোগীর সেবা-শুশ্রূষায়ই জীবন-পাত করিয়া ধন্যা হইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী শুশ্রূষা কার্য্যের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ পথ্য প্রস্তুত এবং তাহা সেবনের যে সকল দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত চারিটি দোষই এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১ম দোষ—রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার যথোচিত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার অভাব। ২য় দোষ—রোগীর অবস্থানুসারে যথাযোগ্য পথ্যাদি নির্ব্বাচনে অজ্ঞতা। ৩য় দোষ—পথ্যাদি সেবনের সময় নির্দ্দেশ করিয়া যথাসময়ে তাহা রোগীকে প্রদানে শিথিলতা এবং ৪র্থ দোষ—ঔষধ পথ্যাদি সেবনে রোগীর রুচি-অরুচি অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি

বিশেষ কোনও দৃষ্টি না রাখিয়া যে কোন প্রকারে তাহা রোগীর গলাধঃকরণের চেষ্টা।

বৎসে! পরিবারস্থ রোগীর প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্যের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বোধ এবং তৎসম্পাদনে যোগ্যতা লাভের উপায় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বলাই যে আমার এই প্রস্তাবের প্রধানতম উদ্দেশ্য তাহা প্রথমেই তোমাকে বলা হইয়াছে; কি প্রণালীতে এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা এস্থলে আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে; বিশেষতঃ তাহা তোমাকে যথাযথ বলিতে পারি, তদ্রূপ শিক্ষা-দীক্ষা এবং অভিজ্ঞতাও আমার এপর্য্যন্ত জন্মে নাই। তাই এই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের লিখিত কতিপয় গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। আশা করি, তুমি সুযোগ এবং সুবিধামত এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, শুশ্রূষার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভার্থে চেষ্টা-যত্নে ত্রুটি করিবে না। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা এবং পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচনার্থে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় গ্রন্থের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য;—১। সচিত্র পরিচর্য্যাশিক্ষা (কবিরাজ গণেন্দ্রনাথ সেন কৃত), ২। পথ্যাপথ্য শিক্ষা (কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কৃত), ৩। শুশ্রূষা-প্রণালী (ডাঃ ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত), ৪। রোগীর পরিচর্য্যা (ডাঃ দুর্গাদাস কর প্রণীত) ৫। পথ্যাপথ্য নির্ণয় (কবিরাজ কালীপ্রসন্ন বিট্ সরকার কৃত), ৬। শুশ্রূষা (শ্যামাচরণ দে প্রণীত), ৭। খাদ্য (ডাঃ চুনীলাল বসু প্রণীত), ৮। শুশ্রূষা শিক্ষা (ডাঃ নিত্যানন্দ সিংহ কৃত), ৯। স্বাস্থ্য ও পীড়ার কারণ-তত্ত্ব (ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র কুমার মিত্র প্রণীত), ১০। শুশ্রূষা বা নার্সিং শিক্ষা (পল্লীমঙ্গল সমিতি হইতে প্রকাশিত), ১১। সেবিকা (ডাঃ রজনীকান্ত মজুমদার কৃত), ১২। পারিবারিক স্বস্থতা (ডাঃ অন্নদাচরণ কাস্তগিরী প্রণীত)।

ষষ্ঠ উপদেশ।

রন্ধন ও পরিবেশনে গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

"হাঁড়ি হান্‌শাল রান্না, তিন নিয়ে ঘর-কন্না।"

"রান্না বান্না ঘরকন্না, না জান্‌লে পায় কান্না।"

"আহারই মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দের হেতু। বর্ণ, তেজ এবং সমস্ত প্রকার দৈহিক ব্যাপার, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত আহারের অধীন। এতাদৃশ আহারের ভার এদেশে নারীজাতির উপরেই নির্ভরে স্থাপিত আছে।"—বামাবোধিনী।

১। রন্ধন ও পরিবেশন গৃহিণীরই স্ব কর্ত্তব্য।—সুশীলা! দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, আজ কাল রন্ধন ও পরিবেশনের গুরুত্ব এবং তৎসম্পাদনে নারীজাতির কর্ত্তব্য বিষয়ে তোমাদিগকে উপদেশ দিতে হয়। স্তন্য-দুগ্ধ দানে সন্তান-পালন যেমন স্ত্রীলোক মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং বিধাতারই বিধান, তেমনি পরিবারবর্গকে আহার দিয়া প্রতিপালন করাও নারীজাতির মাতৃত্বেরই পরিচায়ক: সুতরাং তুমি রাজ-রাণী হও, কিম্বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ধারণই কর না কেন, তুমি যদি সন্তান-পালনে বা পরিবারবর্গকে আহারাদি দিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম রক্ষণে অসমর্থা হও, তবে তুমি, গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হেতু, প্রত্যবায়ের ভাগী হইবে সন্দেহ নাই। তাই, আমার বিবেচনায় গৃহ-কার্য্যে অপটু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী একজন রমণী অপেক্ষা গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য পালনে সুদক্ষা নিরক্ষরা গৃহিণীই অধিকতর সম্মানের পাত্রী। রাজ-কন্যা এবং রাজ-মহিষী হইয়াও

দ্রৌপদী যে স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও প্রদান করিতেন, তাহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব এবং মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—"অপত্য উৎপাদন, জাত অপত্যের প্রতিপালন এবং প্রত্যহ গৃহকর্ম্ম সম্পাদনই স্ত্রীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য।" (১)। বস্তুতঃ, স্ত্রীজাতির এই পালনী শক্তি বা মাতৃত্ব গুণই সৃষ্টি রক্ষার এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের মূলীভূত। এইরূপ প্রাচীন ঋষিরা সকলেই এক বাক্যে সন্তান প্রতিপালন রূপ মহাব্রতের ভার একমাত্র নারীজাতির উপরই অর্পণ করতঃ স্ত্রী-পুরুষের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, রন্ধন ও পরিবেশন করত আহার দিয়া সৃষ্টি রক্ষা করা আমাদিগেরই প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। বলিতে কি, এই রন্ধন যৎসামান্য কার্য্য নহে, ইহা ঋষি-নির্দ্দিষ্ট হোম বিশেষ; তাই এখনও প্রাচীনা গৃহিণীরা অস্নাত অবস্থায় কেহই এই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন না। অধিকন্তু, অগ্নি দেবতা এই বিশ্বাসে তাঁহাকে এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে স্মরণ ও প্রণাম না করিয়া, রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না।

রাসায়নিক তত্ত্ববিৎ ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—তাঁহার "খাদ্য" নামক গ্রন্থের একস্থলে, লিখিয়াছেন;—"রন্ধন সভ্যতার একটী অঙ্গ এবং কলা বিদ্যার অন্তর্গত। যে স্ত্রীলোক ভালরূপে রন্ধন করিতে পারেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকল সমাজেই তিনি সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ রন্ধন কার্য্যে যোগ দিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা রন্ধন কার্য্যে সুপটু, এই সময়ে তাঁহারা আত্মীয়বর্গ

(১) উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং।—মনু সংহিতা।

ও প্রতিবাসীগণের নিকট হইতে কত আদর ও কত সম্মান পাইয়া থাকেন। যাঁহারা রন্ধন কার্য্যকে নীচ বৃত্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। স্ব হস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে ভোজন করাইলে মনে যে কিরূপ আনন্দের উদয় হয়, যাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। আমাদিগের ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, এই রন্ধন-কার্য্য শিল্প-কলা বিদ্যাশিক্ষারই অন্তর্গত; সুতরাং ইহা সম্মান ও গৌরবের কার্য্য।"

জীবন ধারণার্থে আহারের একান্ত প্রয়োজন। প্রাণী মাত্রকেই কিছু না কিছু আহার করিতে হয়; তন্মধ্যে মনুষ্যেরা, অপরাপর জন্তুর ন্যায়, কেবল মাত্র কাঁচা দ্রব্য আহার করে না, তাহারা অধিকাংশ দ্রব্যই রন্ধন করিয়া খায়। সভ্যতার ইতিহাস সমালোচনায়ও জানা যায়, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই রন্ধন-বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইতেছে। বস্তুতঃ, যে দ্রব্য কাঁচা অবস্থায় জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিতেও ঘৃণার উদ্রেক হয়, পাক করিলে তাহাই আমরা অতি সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করি। যে দ্রব্য কাঁচা খাইলে আমাদের শরীর অসুস্থ ও রোগগ্রস্থ হয়, পাক করিয়া খাইলে তাহাতেই আবার শরীরের বল বৃদ্ধি হয় ও পুষ্টি জন্মে, ইহাই রন্ধনের বিশেষ গুণ।

আহারের উপরেই যেমন আমাদিগের জীবন নির্ভর করে, তেমনি আর এক ভাবে দেখিলে, আহারেই সংসারের অর্দ্ধেক সুখ এবং তদর্থেই প্রায় চৌদ্দআনা লোকে গায়ের রক্ত জল করিতেছে; এরূপ অবস্থায়, যাঁহারা আহার্য্য প্রস্তুত ও প্রদান করা সামান্য কার্য্য জ্ঞানে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন, কিম্বা সামান্য দাস-দাসীর উপর এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাঁহারা গৃহিণী নামের অযোগ্যা।

বৎসে! স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, রন্ধন

ও পরিবেশনাদি গুরুতর কার্য্যভার, জননী, পত্নী, কিম্বা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়া স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কাহারও উপর অর্পণ করা সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে স্বার্থত্যাগ এবং ধৈর্য্যশীলতা ও নির্লোভতা প্রভৃতি মহৎ গুণের প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায়, অন্যেরপ্রতি পতি ও পুত্র কন্যাগণের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত, বিশেষতঃ তাহা পরিবেশনের ভারার্পণ করা অপেক্ষা গৃহিণীর পক্ষে অগৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে সংসারে দাস-দাসীরা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত, বিশেষতঃ পরিবেশন করে, গৃহিণীরা ভ্রমেও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তদ্রূপ পান্থ-নিবাস সদৃশ গৃহে প্রকৃত সুখের আশা করা বৃথা। পক্ষান্তরে, স্বহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে পারিলে, হৃদয়ে যে আত্ম-প্রসাদরূপ বিমলানন্দ জন্মে, সংসারে তাহা অতুলনীয়। যে রমণী তাদৃশ সুখ লাভে সমর্থ হয়েন নাই, তাহাকে দুর্ভাগিনী বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

আজকালও অনেক প্রাচীনা রমণী, বিবাহাদি ব্যাপার উপলক্ষে, গায়ের রক্ত জল করিয়া,সাধারণের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে পরম সুখানুভব করেন এবং তাহা সাধারণের তৃপ্তিদায়ক হইলে, নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়ের পরিবর্ত্তনে নূতন সভ্যতা ও শিক্ষা-প্রণালীর দোষে রন্ধনাদি বিষয়ে নব্যশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যেরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের ভাব দেখা যায়, তাহাতে অত্যল্প কাল মধ্যে সমাজের এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে যে, ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ক্রয় না করিলে আর চলিবে না; পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে অনেকে সস্ত্রীক পান্থ-নিবাসে বাস করিতে বাধ্য হইবেন। এতদ্রূপে আমাদিগের গৃহাশ্রম যদি পান্থ-নিবাসে পরিণত হয়, তবে ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "শুভ-বিবাহ তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"সংসার চিন্তায়, হয়ে ক্লান্তকায়,
পতি গৃহে এলে পরে ;
যদি প্রাণপ্রিয়া, স্বহস্তে রান্ধিয়া,
খেতে দেন সমাদরে ;
তাহে কত সুখ, হলে পঞ্চমুখ,
বলিবারে নাহি পারি।
অবহেলা তায়, যে করে হেলায়,
অভাগিনী সেই নারী।"

এ ছাড়া, তিনি তাঁহার "পাক-প্রণালী" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ;—"আমাদের দেশে পুরনারীগণের উপরই রন্ধন কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত আছে। তাঁহারা অতি পবিত্রভাবেই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকালে এই রন্ধনবিদ্যার প্রতি অস্মদ্দেশীয়া নারীগণের যেরূপ আস্থা ও যত্ন ছিল, দিন দিন ক্রমেই তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছে।"

গৃহস্থ—এই মাসিক পত্রে লিখিত হইয়াছে,—"রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা যে আমাদিগের মনুষ্যত্ব বিকাশের আর একটা দিগ তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। * * স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া আত্মীয় এবং অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবা পরিচর্য্যাই আমাদের দেশে গৃহ-লক্ষ্মীর উন্নত অধিকার। ইহাতেই গৃহিণীর পুণ্য—ইহাতেই তাঁহার প্রাধান্য এবং সম্মান।"

সুশীলা! দ্রব্যের স্বাদ অর্থাৎ রসভেদে খাদ্য-দ্রব্য সমূহ প্রধানতঃ অম্ল, মধুর, লোণা, তিক্ত, কটু, এবং কষায় এই ছয় ভাগে বিভক্ত। এই ষড়বিধ মূল রসের সংযোগেই বহুবিধ মিশ্র রসের উৎপত্তি হয়। পাকশাস্ত্রে

সর্ব্বসমেত তেষট্টি প্রকার মিশ্ররসের উল্লেখ আছে। এস্থলে তদ্বিষয়ের সবিস্তর সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে সুপাচিকা হইতে হইলে, কোন্ কোন্ রসের পরস্পর সঙ্গতি অর্থাৎ মিল হইতে পারে, আর কোন্ কোন্ রসের পরস্পর মিল নাই, রন্ধন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভার্থে গৃহিণীগণের তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন্ কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত করিলে, খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও বলকারক হয়, পক্ষান্তরে, কোন্ কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত করিলে তাহা শরীরে মহানিষ্টকারী বিষপ্রয়োগের ন্যায় কার্য্য করে, তদ্বিষয়েও জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন।

রন্ধন বিষয়ক শিক্ষা কার্য্যগত; সুতরাং উপদেশ শ্রবণ বা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা এ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। রন্ধনের গুণে সামান্য বৃক্ষ-পত্রও অমৃততুল্য উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইতে দেখিয়াই, আমাদের দেশ প্রচলিত কথায় বলা হয়;—"মাচ্ পচা, না রাঁধুনী পচা?" অথবা "রাঁধ্‌তে যদি না জানে ঝি, তেল ঘিয়ে তার হবে কি?"। বস্তুতঃ, অনেক সময়েই দেখা যায় যে, কোন কোন দ্রব্য যত সুসিদ্ধ করা যায় ততই যেন তাহার সুস্বাদের আধিক্য হইতে থাকে; আবার কোন কোন দ্রব্য পরিমাণাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক সিদ্ধ হইলেই তাহা অখাদ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং অপরের রন্ধন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন না করিলে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না; তাই তোমাকে রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কোন কথা না বলিয়া, এস্থলে রন্ধন ও পরিবেশন কার্য্যে যোগ্যতা লাভের উপায় সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

২। রন্ধন ও পরিবেশনে যোগ্যতা লাভের উপায়—রন্ধনকার্য্য শিল্প-কলা বিদ্যারই অন্তর্গত; সুতরাং কেবলমাত্র পুস্তক পাড়য়া অথবা মুখেমুখে রন্ধন-প্রণালী বিষয়ে উপদেশ শুনিয়া, রন্ধন ও

পরিবেশন কার্য্যে কেহই যথোচিত যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, অপরাপর শিল্প-বিদ্যা শিক্ষার ন্যায়, এই রন্ধন কার্য্যও হাতে কলমে অর্থাৎ অপর কোনও সুপাচিকার রন্ধন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা, এবং সম্ভবপর হইলে, অবস্থানুসারে তাহারই অধীনে শিক্ষানবীশ-রূপে কিছুদিন কার্য্য করাই রন্ধন কার্য্যে যোগ্যতা লাভের প্রশস্ত উপায়। এই বিবেচনায়ই এস্থলে পাক-প্রণালী শিক্ষা সম্বন্ধে তোমাকে বিশেষ কোনও কথা না বলিয়া, এই কার্য্যানুষ্ঠানে গৃহিণীর দায়িত্ব এবং গুরুত্ব জ্ঞান জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, রন্ধন ও পরিবেশন কার্য্যে গৃহিণীর প্রাধান্য ও দায়িত্ব, এবং এতদুভয় কার্য্য শিক্ষার উপকারিতা ও আবশ্যকতা, প্রধানতঃ এই দুই বিষয়ই এস্থলে আমাদের বিশেষ আলোচ্য। এই বিষয়ে যথোচিত যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে অপরাপর যে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১ম—খাদ্য দ্রব্যের উপকরণ, ২য়—রন্ধন কার্য্যের উপযোগী পাক-পাত্রাদি, ৩য়—পাকের মসল্লা, ৪র্থ—ভোজন-পাত্র, ৫ম—ব্যক্তি-ভেদে খাদ্যদ্রব্যের প্রকার ভেদ, এবং ৬ষ্ঠ—দেশ, কাল ও তিথি-ভেদে খাদ্যদ্রব্যের প্রকার প্রভেদ।

বৎসে! রন্ধন ও পরিবেশন গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইলেও কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বিবেচনায়, রন্ধন অপেক্ষাও পরিবেশনেই গৃহিণীস্বরূপে আমাদিগের দায়িত্ব অত্যধিক। কারণ, অবস্থানুসারে অপর লোক দ্বারা রন্ধন কার্য্য চালাইতে পারিলেও পরিবেশন কার্য্য অন্য দ্বারা কখন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, এই কার্য্য অন্য দ্বারা চালাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে।

খাদ্যদ্রব্যাদি যথারীতি পরিবেশন করিতে, একদিগে যেমন পরিবেশন-কারীর খাদ্যদ্রব্যের উপাদান অর্থাৎ দোষগুণাদি স্বাস্থ্যতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান

থাকা আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনি ভোক্তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং রুচি, এমন কি, তাহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব জানা থাকাও আবশ্যক। অধিকন্তু, এই কার্য্যে পরিবেশনকারীর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্নেহ-মমতা, এবং নির্লোভতা ও পরার্থ-পরতা প্রভৃতি চরিত্রগত গুণেরও একান্ত প্রয়োজন। পরিবারবর্গের পরমাত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষিণী অভিজ্ঞা গৃহিণী ব্যতীত বেতনভোগী বা অপর সাধারণ কোনও লোকের এতাধিক গুণ থাকা কখনও সম্ভবপর হয় না। খাদ্যদ্রব্যাদি পরি-বেশন কার্য্যের এতাধিক বিশেষত্ব অর্থাৎ গুরুত্ব এবং ইহাতে গৃহিণীগণের দায়িত্বের আধিক্য বিবেচনায়ই আর্য্যঋষিগণ লোক-শিক্ষার্থে দর্ব্বিহস্তে অন্নদায়িনী আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজার্চ্চনার বিধান করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি দক্ষ—এই পরিবেশন কার্য্যের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই তাঁহার দক্ষ-সংহিতায় লিখিয়াছেন—"যিনি ক্ষমাশীল, দয়াপরবশ এবং খাদ্যদ্রব্য যথারীতি অতিথি অভ্যাগত ও দীন-দরিদ্র, এমন কি, গৃহপালিত পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া পরিবেশন করিতে সক্ষম, সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিই প্রকৃত গৃহস্থ নামের যোগ্য।" (১)।

মহর্ষি মনু—বিধি-কর্ত্তা মহর্ষি মনুও রন্ধনের বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যাদি যথারীতি পরিবেশনের বিধি বিধানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, এবং দাস-দাসী প্রভৃতি ভরণীয় বর্গকে অগ্রে ভোজন করাইয়া,—যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ-দম্পতি তাহাই ভোজন করিবে" (২)। তবে মহর্ষি মনুর ব্যবস্থানুসারে

(১) "বিভাগশীল যোনিত্যং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরো দেবতাতিথি ভক্তশ্চ গৃহস্থঃ সতু ধার্ম্মিকঃ * * এতে যস্য গুণাসন্তি সগৃহস্থ মুখ্য উচ্যতে।"—দক্ষসংহিতা।

(২) "ভুক্ত বৎস্বপি বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈবহি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতি।—মনুসংহিতা

পরিবেশন সময়ে গৃহাগত অতিথির স্থান সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেও, অবস্থানুসারে তিনি নবোঢ়া, পুত্রবধূ, কন্যা, বালক, রোগী এবং গর্ভবতী প্রভৃতিকে অতিথির পূর্ব্বে অন্নাদি পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। অধিকন্তু তাঁহার ব্যবস্থা মতে কোন কিছু পাক করিয়া অন্যকে পরিবেশন করিবার পূর্ব্বে পাচকের তাহা নিজে ভোজন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; তাই তিনি তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন;—"অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ"—অর্থাৎ যে কেবল নিজের জন্য পাক করে, সে পাপ ভোজন করে। অতএব পরিবেশন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে গৃহিণীরা এইরূপ নিস্বার্থভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন ভারতে রন্ধন বিদ্যার যে সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত "পাকরাজেশ্বর" এবং ভীমসেন প্রণীত সুপ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠেও বেশ জানা যায়। আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেও এই সুপ শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা এবং রন্ধন-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহ সমালোচনা করিয়া, তৎপরবর্ত্তী মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে, ক্ষেম শর্ম্মা নামে এক পণ্ডিত "ক্ষেম-কুতূহল" নামে সুপ-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও পরিচারক এবং পরিচারিকার যোগ্যতার বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। এস্থলে তাহার আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে এবং তাহা যথোচিত আলোচনা করিবার জ্ঞানও আমাদিগের নাই।

পাক-রহস্য—এই প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে;—পরিচারক সহাস্য-বদন, প্রৌঢ়, প্রসন্ন হৃদয়, শ্রীমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত, বিষ্ণুপূজারত, ভাগ্যবন্ত, পাকে সুনিপুণ, শুদ্ধমতি, বদান্য ও দ্বিজ কিম্বা অন্য সৎকুলজাত হইবে। স্নান করিয়া দিব্যবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অঙ্গে চন্দনচর্চ্চিত ও গলে পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া, রাজাকে পরিবেশন করিবে। পক্ষান্তরে, সুন্দরী ও বিম্বাধরা

রাজপরিচারিকা স্নান করিয়া, চুয়াতে অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া, কর্পূরসৌরভ বিশুদ্ধ বসন পরিধান পূর্ব্বক কবরীতে পুষ্প মাল্যের বেষ্টনী দিয়া, মৃদুমন্দ হাস্যমুখে রাজান্দরে পরিবেশন করিবে।"

বৎসে! রাজা ও রাণীদিগের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন জন্য রাজান্দরে পরিচারক এবং পরিচারিকা নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলেও, আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের গৃহাশ্রমে তদর্থে দাস-দাসী নিযুক্তের বিশেষ কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না এবং তাহা আমাদিগের আদর্শও নহে। তবে পাক-রাজেশ্বর এবং পাক-রহস্য—প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পরিচারক এবং পরিচারিকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পোষাক পরিচ্ছদাদির যে আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে—সেই আদর্শ অনুসারে, আমাদের স্ব স্ব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রত্যেকেরই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া, এই পরিবেশন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক গৃহিণীরই এ বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি নাই; তাই অনেকে হাতে-পায় ও মুখে কালী মাখা অবস্থায়, এবং অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয়েন না। এমন কি, কোন কোন সময়ে, ছেলে মেয়েদের মল-মূত্রলিপ্ত বসন পরিধান করিয়াও পরিবারস্থ লোকদিগকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, উপাদেয় সুখাদ্য হইলেও, এরূপ অবস্থায়, তাহা আহার করিয়া কাহারও তৃপ্তি জন্মিতে পারে না।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চাণক্য—উপদেশ স্থলে বলিয়াছেন;—"যাহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে এবং শাস্ত্রজ্ঞ, কষ্ট সহিষ্ণু, ও শক্তিশালী অর্থাৎ নিয়োগী তাহাকেই সুপাচক বলা যায়।" (১)। বৎসে! এতদ্দ্বারাও বেশ

(১) "পুত্র পৌত্রগুণপোত শাস্ত্রজ্ঞ মিষ্টপাচক।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সুপকার সঃ উচ্যতে।"—চাণক্য শ্লোক।

জানা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র গৃহিণী নহে, যে সকল পরিবারে চাকর চাকরাণী দ্বারা গৃহিণীর এই কর্ত্তব্য কার্য্য করাইতে হয়, তাহাদিগেরও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, স্নেহ-মমতা এবং এবিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা বিষয়ক জ্ঞান থাকা এবং নিরোগী, সুস্থ ও সবলকায় হওয়া আবশ্যক। উপরের লিখিত গুণ না থাকিলে ভৃত্যদিগের দ্বারা পরিবেশন কার্য্য যে যোগ্যতার সহিত চলে না, বেতনভোগী পাচক পাচিকাদিগের ব্যবহারেই, অনেক স্থলে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ পরিবেশন কালে তাহারা নিজের জন্য অথবা নিজের প্রিয়তম ব্যক্তির জন্য ভাল উপাদেয় খাদ্য লুকাইয়া রাখে, কোন কোন স্থলে, এরূপও দেখা যায়। এই দোষের জন্যই পাচক-পাচিকাগণকে, এমন কি, কোন কোন স্থলে অযোগ্যা গৃহিণীকেও, "পাকে খাওয়া" "এই কলঙ্কিত নামে অভিহিত হইতে শুনা যায়।

৩। খাদ্য-দ্রব্যের উপাদান—রন্ধন এবং পরিবেশন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, আমাদিগের প্রথমে দ্রব্য-গুণ অর্থাৎ খাদ্য-দ্রব্যের উপাদান জানা আবশ্যক। কারণ আমাদের দেহের উপাদান সমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খাদ্য-দ্রব্য নির্ব্বাচন করাই স্বাস্থ্যসঙ্গত ব্যবস্থা।

শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, শরীরের ক্ষয় নিবারণ, দেহের পুষ্টি সাধন, তাপ জনন এবং বল উৎপাদন, প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু একমাত্র দুগ্ধ ব্যতীত এই সকল উপাদান সমপরিমাণে অপর কোনও খাদ্যদ্রব্যে দৃষ্ট হয় না। এজন্য পণ্ডিতেরা সেই আদর্শ খাদ্য দুগ্ধ পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপাদান সমূহের বিশ্লেষণ করিয়া, তাহা প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—(১) ছানা জাতীয় উপাদান, (২) মাখন জাতীয় উপাদান, (৩) শর্করা জাতীয় উপাদান এবং (৪) জল ও লবণ জাতীয় উপাদান। দেশ, কাল, এবং ব্যক্তিভেদে, পরিমাণে অল্পাধিক হইলেও, শরীর রক্ষার্থে এই সকল

উপাদানের নিত্য প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রতিদিন যাহা কিছু আহার করি তন্মধ্যে এই চতুর্ব্বিধ উপাদান প্রয়োজনানুসারে আছে কি না, তাহা প্রত্যেক গৃহিণীরই দেখা আবশ্যক। কারণ, এমনও অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে, যাহাতে প্রয়োজনীয় উপাদান নাই বলিলেও হয়, আবার কোন কোন দ্রব্যে অত্যধিক পরিমাণে আছে। এই সকল রাসায়নিক তত্ত্বের সবিস্তর সমালোচনা আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেও, মাতৃজাতির পক্ষে, নিত্য ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য সমূহের উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপাদান নির্ণীত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রায় বাহাদুরের "খাদ্য" নামক গ্রন্থে অথবা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক তদ্রূপ অপরাপর গ্রন্থে খাদ্যদ্রব্যের তালিকাদি দেখিলেই, খাদ্যদ্রব্যের উপাদান ও পরিমাণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। উক্ত রায় বাহাদুরের "খাদ্য" গ্রন্থ গৃহিণীগণের পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যের গুণাগুণ জানিবার জন্য, "দ্রব্যগুণ-শিক্ষা", "দ্রব্যগুণ-দর্পণ" এবং "দ্রব্য-গুণ-নির্ণয়" প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও গৃহিণীগণের পাঠের বিশেষ উপযোগী।

আয়ুর্ব্বেদ—আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষিগণ খাদ্যের উপাদান ভেদে খাদ্য-দ্রব্যকে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, নিম্নলিখিত রূপে তাহার দোষ-গুণাদির বর্ণনা করিয়াছেন ;—"খাদ্য দ্রব্য তিন প্রকার ;—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। নিরামিষ সাত্ত্বিক, আমিষ রাজসিক, আর মৎস্য-মাংস ও কটু-কষায়াদি দ্রব্য তামসিক খাদ্য। তবে বহুমূত্রাদি রোগে ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে মাংস অমৃত তুল্য। সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিলে লোকে ক্রোধহীন, শান্তচিত্ত হয় এবং আয়াসকর

কার্য্য সাধনে কখনও শ্রান্ত বা বিমুখ হয় না। রাজসিক খাদ্যভোজিগণ উগ্রপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুর স্বভাব হইয়া থাকে। তামস খাদ্য আহার করিলে, লোকে দুর্দ্দান্ত, ক্রূরস্বভাব, কর্কশভাষী এবং যবনাদির ন্যায় ম্লেচ্ছ-প্রকৃতি হয়।" (১)

খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাও খাদ্যের উপাদানের উপরেই শারীরিক স্বাস্থ্যাদি অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করে। তথাপি ব্যক্তিগতভাবে মোটের উপরে দৈনিক কি পরিমাণ খাদ্য স্বাস্থ্যের উপযোগী এবং গ্রহণীয় তাহাও জানা থাকা আবশ্যক।

প্রসিদ্ধ শারীর-তত্ত্ববিৎ ডাক্তার সারজিয়ান মেজর কিং—পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সুস্থকায় ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টা সময় মধ্যে শরীরের ওজনের অন্ততঃ ১/২৪ হইতে ১/১৬ অংশ পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন অর্থাৎ যে ব্যক্তির শরীরের ওজন এক মণ, তাহার দৈনিক দুই সের, এবং যাহার শরীরের ওজন পরিমাণ দুই মণ, তাহার চারি সের, এই হিসাবে নির্জ্জল খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। ইহা অপেক্ষা কম খাদ্যে শরীর যথোপযুক্তরূপে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না।

(১) আহারস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তঃ সাত্ত্বিকাদিপ্রভেদতঃ।
সামিষো রাজসো জ্ঞেয়ঃ সাত্ত্বিকস্তু নিরামিষঃ॥
মৎস্যমাংসপ্রধানস্তু কটুগ্রস্তামসঃ স্মৃতঃ।
বহুমূত্রাদিরোগেষু ক্ষীণে মাংসঃ সুধোপমঃ॥
অক্রোধনাস্তথা শান্তস্বভাবাঃ সাত্ত্বিকাশিনঃ।
আয়াসকরকার্য্যেষু ন শ্রাম্যন্তি কদাচন॥
উগ্রপ্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে নিষ্ঠুরা রাজসপ্রিয়াঃ।
ক্রূরস্বভাবা দুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাস্তামসপ্রিয়াঃ॥
তথা চোদ্দমশীলাশ্চ সর্ব্বকার্য্যেষু নিত্যশঃ।
ম্লেচ্ছপ্রকৃতয়শ্চৈব যথাত্র যবনাদয়ঃ॥—আয়ুর্ব্বেদ।

৪। পাক-পাত্র – পাক-পাত্রের গুণ এবং দোষের উপরে রন্ধনের ভাল মন্দ অনেক নির্ভর করে। এমন কি, পাক-পাত্রের দোষে খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত হইতেও দেখা যায়। অতএব কিরূপ পাত্র পাকের উপযোগী তাহাও আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য। পাক করিবার জন্য মৃণ্ময় পাত্রই উত্তম এবং পূর্ব্বে এতদ্দেশে তাহাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। তবে মৃণ্ময় পাত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং স্থানান্তরিত করাও কঠিন, এইরূপ কতকগুলি কারণে, বর্ত্তমান সময়ে, তাহার ব্যবহার অধিক হয় না। তৎপরিবর্ত্তে লৌহ, পিতল এবং তামা প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত পাত্রই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তামার পাত্রে পাক করিলে, খাদ্য-দ্রব্য বিষাক্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে, তবে তাহা কলাই করিয়া লইলে, সে আশঙ্কা তত থাকে না। পাক-পাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং তাহা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তামার ডেক্‌চি ব্যবহার করিলে, তাহা মাঝে মাঝে কলাই করিয়া লওয়া আবশ্যক।

রন্ধনার্থে হাঁড়ি পাতিল, কড়া, তাওয়া, হাতা, খুন্তি, কাঁটা, চামচা এবং ঢাকনি প্রধানতঃ এই গুলিরই অধিকাংশ সময় প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে রন্ধনার্থে লোহা, পিতল ও তামার পাত্রের ন্যায় কাঁসার হাঁড়ি পাতিলেরও ব্যবহার ছিল, কিন্তু আজকাল পাকের জন্য কাঁসার পাত্রের ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না; অথচ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে,—কাঁসার পাত্রে রন্ধন করিলে, খাদ্যদ্রব্য হিতকর মেধাপ্রদ এবং পবিত্র হয়। (১)। "পাক-রাজেশ্বর" পুস্তকে লিখিত আছে—"তামার পাত্রে পাক করিলে, খাদ্যদ্রব্য রুচিকর হয় না, অধিকন্তু তাহাতে অম্ল পিত্তাদি রোগ জন্মে" (২)। অথচ উক্ত পাকরাজেশ্বর গ্রন্থ পাঠেই জানা যায় যে, আমাদের

(১) "কাংসজে পাচিতং বল্মিতজ্বিতং মদিতং শুচি।"

(২) "যচ্চ তাম্রময়ে সিদ্ধং নরাচ্যং অম্লপিওকৃৎ।"—পাকরাজেশ্বর।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রানুসারে স্বর্ণময়, তৎপরে রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রই বহু গুণান্বিত অর্থাৎ নির্দ্দোষ ও পবিত্র; এজন্য তাহাতে পাকপাত্রের মধ্যে স্বর্ণময় পাক-পাত্রেরই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তৎপর, মৃন্ময় পাত্রই ত্রিদোষনাশক এবং নির্দ্দোষ বলিয়া বর্ণিত আছে। যে হউক, পাক-পাত্র সম্বন্ধে এস্থলে আমাদিগের এতাধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক। তবে উপসংহারে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, ভঙ্গপ্রবণতা ভিন্ন মৃণ্ময় পাত্রের যখন অপর বিশেষ কোনও দোষ নাই; তখন সতর্ক এবং সাবধানতার সহিত অবস্থানুসারে যত অধিক সম্ভব এই মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করাই সঙ্গত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঔষধ পথ্যাদি পাকের জন্যও এই মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহারেরই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আজকাল এলুমিনিয়ম নামে পরিচিত ধাতু-নির্ম্মিত পাক পাত্রও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

বৎসে! আজকাল, ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চত্য জাতির অনুকরণে আমাদিগের এ দেশেও অনেক পরিবারে কারি, কাট্‌লেট্‌, রোষ্ট এবং সুপ প্রভৃতি নামে পরিচিত খাদ্য পাক করিবার জন্য ফ্রাইপেন, সস্‌পেন এবং কেতলি প্রভৃতি যে সকল পাক-পাত্র ব্যবহৃত হইতেছে, রন্ধন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, গৃহিণীগণের ঐ সকল পাক পাত্রের, বিশেষতঃ কয়লার আঁচে অথবা কেরোসিন ল্যাম্পের উত্তাপে পাক করিবার সুবিধার্থে যে সকল ষ্টোভ (চুলা) ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে পাক করিবার বিশেষ উপযোগী যে সকল পাকপাত্র ব্যবহৃত হয়, সেই পাত্রগুলির বিষয়েও গৃহিণীগণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৫। পাকের মসল্লা—মানবজাতির সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-দ্রব্যের সহিত নানাবিধ মসল্লা ব্যবহারেরও ক্রমে প্রচার বাহুল্য হইয়া আসি-তেছে। মসল্লা দ্বারাই খাদ্যদ্রব্য সমূহ নানারসযুক্ত এবং সুস্বাদু হয়। অধিকন্তু, মসল্লার সহযোগে ব্যঞ্জনাদি সুপাচ্য ও স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়,

রন্ধন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, পাক-মসল্লার উপাদান, তাহার গুণাবলী এবং ব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্যে তাহা ব্যবহারের প্রণালী ও উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়েও গৃহিণীগণের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদন্যথায় অর্থাৎ এ বিষয়ে যথোচিত জ্ঞানের অভাব হইলে, রন্ধন কার্য্যে কেহই যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। কারণ, উপাদান ভেদে ব্যঞ্জনাদিতে যথাযোগ্য ও পরিমাণমত মসল্লা ব্যবহার করিতে না পারিলে, তাহা যে কেবল বিকৃত ও বিস্বাদ হয় তাহা নহে, পাক-মসল্লার অযথা প্রয়োগে বা মাত্রাধিক্যাদি দোষজন্য তাহা গুরুপাক এবং উদরাময় প্রভৃতি রোগেরও কারণ হয়।

সুশীলা! সাধারণতঃ যে সকল ফল, বীজ, পত্র ও মূলাদি পাক-মসল্লা-রূপে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে হরিদ্রা, লঙ্কামরিচ, গোলমরিচ, ধনিয়া, জিরা, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র, চৈ, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, হিঙ্, জাফ্রাণ, সা-জীরা, সা-মরিচ, কাল-জীরা, রাঁধুনী-বীচি, তিল, সরিসা, এবং পোস্তরদানা প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, তৈল, ঘৃত, মাখম, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, শর্করাদি মিষ্টদ্রব্য, ময়দা, বার্লি, এরারুট, চাউলের গুড়া বা চাউল-বাটা, ডাইলের গুড়া বা ডাল-বাটা ও তেঁতুলাদি অম্লরসযুক্ত ফল এবং বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু আতর এবং গোলাপ জলাদি সুগন্ধি দ্রব্য পাক-মসল্লার শ্রেণীভুক্ত না হইলেও, পাক মসল্লার ন্যায়ই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রন্ধন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, সাধারণ মসল্লার ন্যায়, এগুলির দোষ গুণাদি এবং ব্যবহার সম্বন্ধেও গৃহিণীগণের যথোচিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদন্যথায় অর্থাৎ কোন্ ডাইল, তরকারী, মৎস্য অথবা মাংসাদিতে কোন্ কোন্ মসলাদি ব্যবহারযোগ্য এবং কি পরিমাণে ও কোন্ সময়ে তাহা ব্যবহার করিলে খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হয়, এ সকল বিষয় জ্ঞান না থাকিলে, মসল্লা ব্যবহারের উদ্দেশ্য কখনও সুসাধিত

হইতে পারে না ; বরং অনেক সময় ইহাদের অপব্যবহারে হিতে বিপরীত ফলও ফলে। তাই, সাধারণ কথায় বলে,—"রাঁধতে যদি না জানে ঝি, তেল ঘিতে তার হবে কি ?" বস্তুতঃ, রন্ধনের গুণেই পূর্ব্বোক্ত ষড়রসাত্মক দ্রব্য সমূহের যোগে সুপ শাস্ত্রোক্ত তেষট্টি প্রকার রসের উৎপত্তি হয়।

বৎসে। এস্থলে, ইহা বলাও বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আজকাল আমরা যে পেঁয়াজ ও রসুনকে পাক-মসল্লার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছি, প্রাচীন পাক-রাজেশ্বর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহা আদৌ পাক-মসল্লার শ্রেণীভুক্তই ছিল না ; অধিকন্তু, কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে ইহা স্বাস্থ্যের হানিজনক এবং অহিতকর প্রভৃতি কারণে হিন্দুর অস্পৃশ্য ও অভক্ষ্য বলিয়াই বর্ণিত আছে। এরূপ অবস্থায় বিশেষতঃ আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এতদুভয়ের ব্যবহারে অনেক সময় উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায়, ইহাদের ব্যবহার একেবারে রহিত করা সম্ভবপর না হইলেও, যাহাতে এই পেঁয়াজ-রসুনের বেশি ছড়াছড়ি না হয়, গৃহিণীগণের তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৬। পান-ভোজন ও পরিবেশন-পাত্র – সুশীলা ! আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রন্ধন বিশেষতঃ ভোজন কার্য্য যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যেই পরিগণিত। ভোজনকালে সেই যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করিবার জন্য দেবতারা তথায় সমাগত হইয়া থাকেন, এই বিশ্বাসেই নিষ্ঠাবান হিন্দুরা খাদ্য দ্রব্যের অগ্রভাগ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া কোন কিছু ভোজন করেন না। এই বিবেচনায়ই হিন্দু শাস্ত্রে ভোজনার্থে ব্যবহৃত পাত্রাদির পবিত্রতা রক্ষারও যথোচিত বিধি-ব্যবস্থা আছে। সুতরাং অযোগ্য বিশেষতঃ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন কোনও পাত্রে ভোজন করা বা তদ্রূপ কোনও পাত্র দ্বারা খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা অসঙ্গত এবং অবৈধ। এ বিষয়ে ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বন্দোবস্তও আদর্শ স্থানীয় সন্দেহ নাই।

তাঁহাদিগের খাবার ঘরের এবং ভোজন ও পরিবেশনার্থে ব্যবহৃত পাত্রাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; এমন কি, আমাদের দেবালয় অর্থাৎ পূজার ঘর বলিয়াই ভ্রম জন্মে।

আহারে তৃপ্তি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যথাযোগ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভোজন পাত্রের ন্যায় পরিবেশনার্থে ব্যবহৃত হাতা, চাম্‌চা প্রভৃতি পাত্রেরও যোগ্যতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একান্ত প্রয়োজন। তদভাবে কেবল হাতে খাদ্য-দ্রব্য পরিবেশন করিলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা যেমন কঠিন, তেমনি এই দোষে অনেক স্থলে ভোক্তাকে সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইতেও দেখা যায়। প্রধানতঃ এই দোষ পরিহারার্থেই ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সমাজে হাত দ্বারা কোনও খাদ্য দ্রব্যই পরিবেশনের রীতি নাই; এমন কি, খাবার সময়েও তাঁহারা কাঁটা ও চাম্‌চ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র গ্রন্থে লিখিত আছে;—"লবণ, ঘৃত, তৈল, এবং ব্যঞ্জনাদি লেহ্য ও পেয় কোন খাদ্যদ্রব্য হাত দ্বারা পরিবেশন করিলে তাহা খাইতে নাই।" (১)। এরূপ অবস্থায়, খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনকালে, অবস্থানুসারে হাতা, চামচা ইত্যাদি ব্যবহার করাই নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসঙ্গত ব্যবস্থা। আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে নারিকেলের মালা এবং হাতা ও ঝিনুক প্রভৃতি ব্যবহারের যে রীতি আছে, তাহাও দোষণীয় নহে।

আমাদিগের দেশে মধ্যবিৎ গৃহস্থদিগের পরিবারে সাধারণতঃ কাঁসার থালা, বাটী এবং গ্লাশাদি পাত্রই পান-ভোজনার্থে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অমিশ্রিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাঁসার পাত্র ব্যবহারের বিশেষ কোনও দোষ জানা যায়না, তবে তদ্রূপ পাত্রেও নারিকেলের জল

(১) "লবণং ব্যঞ্জনং চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈবচ।
লেহ্যং পেয়ং বিবিধং হস্তদত্তং নভক্ষয়েৎ।"—শারীরস্থান।

পান মদ্যতুল্য দোষাবহ হয়। অধিকন্তু, তামাও সীসা মিশ্রিত কাঁসায় পাত্রে কোন কোন খাদ্য সহজেই বিকৃত এমন কি বিষাক্তও হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে অবিশুদ্ধ সীসা কুষ্ঠ, গুল্ম এবং মেহাদি নানা রোগোৎপাদক। ধনীদিগের গৃহে পান ভোজনার্থে যে রূপার পাত্র ব্যবহৃত হয়, শাস্ত্রানুসারে তাহা বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হইলেও মূল্যাধিক্য প্রভৃতি কারণে তাহা সাধারণের অনুকরণীয় এবং আদর্শস্থানীয় নহে। তবে পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে পাথরের থালা, বাটী এবং গ্লাশাদি পাত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত তাহা সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ ও পবিত্র; তন্মধ্যে শ্বেত পাথরের নির্ম্মিত ভোজন পাত্রের এখনও যথেষ্ট আদর আছে। এ ছাড়া, পিতলাদি নির্ম্মিত যে সকল ধাতু-পাত্র ভোজনার্থে অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বাস্থ্যের হিসাবে নির্দ্দোষ নহে; কারণ, সকল প্রকার রসযুক্ত খাদ্য তাহাতে অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়া নিরাপদে ভোজন করা যায় না। এজন্য ইংরেজ প্রভৃতি অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যেই মৃন্ময় অর্থাৎ চিনামাটীর বাসন-পত্র এবং কাচের গ্লাসাদি বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

৭। ব্যক্তি ভেদে খাদ্য-দ্রব্যের প্রকার ভেদ—শারীরিক অবস্থা এবং বয়সের বিভিন্নতানুসারে এক জনের পক্ষে যাহা স্বাস্থ্যকর, অপরের পক্ষে তাহাই আবার পীড়াদায়ক হইতে পারে। কারণ সবল এবং যুবকের পক্ষে যাহা উপযুক্ত খাদ্য, রোগী কিম্বা শিশুর পক্ষে তাহাই কুপথ্য হইতে দেখা যায়। সুতরাং পরিবারস্থ প্রত্যেকের বয়স এবং শারীরিক অবস্থাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাযোগ্য খাদ্য প্রস্তুত ও প্রদান করা আবশ্যক। সদ্যজাত শিশুকে শক্ত দ্রব্য খাইতে দেওয়া দূরের কথা, মাতৃ-দুগ্ধের অভাব হইলে, গো-দুগ্ধাদি খাওয়াইতেও নানা প্রকার কল-কৌশল বা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পক্ষান্তরে, সেই শিশুর বয়স ২।৩ বৎসর হইলে পর, তাহাকে, যে কোন প্রকারেই হউক, কিছু শক্ত দ্রব্য

খাইতে না দিলে, স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; অধিকন্তু, দাঁত সুগঠিত এবং সবল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে বৃদ্ধের দাঁত শিথিল হইয়াছে বা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে নরম অথচ বয়সের উপযোগী বলকারক খাদ্য না দিলে তাহার শরীরের বল ও শক্তি রক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থায়, এ সকল বিষয়েও বিশেষ বিবেচনা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করত তাহা রন্ধন ও পরিবেশন করা গৃহিণীর আবশ্যক।

দেহরক্ষার্থে খাদ্য দ্রব্য যে কোন প্রকারে উদরস্থ করাই আহারের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে রসনার স্বাদ গ্রহণের ঈদৃশী শক্তি থাকিত না। সুতরাং এজন্যও রন্ধনকার্য্যে যোগ্যতার প্রয়োজন; কারন খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর গুণে একই দ্রব্যের বিভিন্নরূপ স্বাদ ও গুণ হয়। একমাত্র দুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর, নবনীত, ছানা, দধি, পনীর এবং ঘৃত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদযুক্ত ও গুণবিশিষ্ট নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। লোকে আবার সেই সমুদায় খাদ্য-দ্রব্য অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া, আরও শত শত প্রকারের সুমিষ্ট ও সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। রসনার এই তৃপ্তিও স্বাস্থ্যের বিশেষ সহায়। পক্ষান্তরে, রসনা খাদ্য দ্রব্যের দোষ গুণেরও পরীক্ষক। বিশেষতঃ আহার ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে মনুষ্যের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এক জনে যাহা উপাদেয় ও সুখাদ্য বিবেচনায় আগ্রহের সহিত আহার করে, রুচিভেদে অপর ব্যক্তি তাহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করে। তাই কথায় বলে ;—"আপ রুচি খানা," অর্থাৎ নিজের রুচি অনুসারেই খাদ্য। অতএব পরিবারবর্গের মধ্যে কাহার কোন্ দ্রব্যে রুচি অথবা কোন্ দ্রব্যে অরুচি আর্থাৎ কে কোন দ্রব্য খাইতে ভাল পায় আর কে কোন দ্রব্য খাইতে ভাল পায় না, গৃহিণীগণের তাহা বিবেচনা করিয়াই খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অতৃপ্ত ভোজনে ভুক্তদ্রব্য যথারীতি পরিপাক হয়না, কাজেই তাহাতে স্বাস্থ্যের ও ব্যাঘাত জন্মে।

শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা—প্রকৃতি ভেদে মানুষ যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ত্রিবিধ ; মহাজ্ঞানী ব্যাস-বেদর মতে তাহাদিগের প্রত্যেকের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্যও তেমনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাই তিনি তাঁহার গীতায় লিখিয়াছেন ;—(১) যে সকল খাদ্য দ্রব্যে আয়ু, বল, মনের সুখ ও প্রীতি এবং উৎসাহের বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু সরস, রোগারোগ্যকর ও স্থায়ী ফলপ্রদ তাহা সাত্ত্বিক। (২) যে সকল খাদ্য অতি কটু, অম্ল, অতিশয় লবণাক্ত, অতিউষ্ণ, অত্যধিক ঝাল, রুক্ষ এবং দাহকর তাহা রাজসিক। আর (৩) যে সকল খাদ্যদ্রব্য অপক্ক বা মন্দপক্ক, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত এবং বাসীও অপবিত্র তাহাই তমগুণ বিশিষ্ট মানুষের রুচিকর প্রিয় খাদ্য। (১)।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রেও এইরূপ রস ভেদে এবং তাহাদের গুণানুসারে খাদ্য-দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া, উক্ত শাস্ত্র গ্রন্থে বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ ধাতুগত দোষগুণানুসারেও মানুষের খাদ্যদ্রব্যের প্রকারভেদ করা আছে। এরূপ অবস্থায়, রন্ধন এবং পরিবেশন কার্য্যে যথোচিত যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে, গৃহিণীগণের খাদ্যদ্রব্য সমূহের দোষ-গুণ ও রস জ্ঞান থাকা আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্য রসভেদে অম্ল, মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু এবং কষায় এই ছয় ভাগে বিভক্ত।

(১) "আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকময়প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥"

—গীতা—১৭অঃ ৮—১০ শ্লোক।

(১) অম্ল রস—রুচিকর, রক্তমাংসাদি বৃদ্ধিকর এবং পাচক, কিন্তু অনেক স্থলেই কফজনক। (২) মধুর রস—প্রীতিপ্রদ, বলকারক, বীর্য্যবৃদ্ধিকর এবং বাতঘ্ন। (৩) লবণ-রস—রেচক, পাচক এবং পিত্তবর্দ্ধক। (৪) তিক্ত রস—কফ ও পিত্ত, ক্রিমি এবং জ্বর ও চর্ম্মরোগনাশক। (৫) কটু রস—শ্লেষ্মা-নাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর এবং অগ্নি-উদ্দীপক। (৬) কষায় রস—বায়ুবৃদ্ধিকর এবং শ্লেষ্মানাশক।

বৎসে! এস্থলে এবিষয়ে এতধিক আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। দ্রব্য-গুণাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে দ্রব্যগুণবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ এবং বিশেষজ্ঞ লোকদিগের উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক তাহা তোমাকে প্রথমেই বলা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—লিখিয়াছেন ;—"বয়সভেদে, স্ত্রীপুরুষভেদে, জাতিভেদে ও রুচিভেদে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। দেশভেদেও খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের প্রভেদ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঋতুভেদে ও পৃথক পৃথক খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

৮। দেশ, কাল, মাসও তিথি ভেদে খাদ্যের প্রভেদ—সুশীলা! যে সকল উপাদানে দেহ নির্ম্মিত, পরিশ্রম দ্বারা প্রতিনিয়ত তাহার ক্ষয় হয় এবং বিধাতার সৃষ্টি কৌশলে আহার দ্বারা আবার সেই ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে। সুতরাং যে কালে যে অবস্থায় এবং যখন, শারীরিক যে কোন উপাদানের যে পরিমাণে ক্ষয় হয়, উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া, তখন সেই ক্ষতিপূরণ করিতে না পারিলে, শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, সকল দেশে ও সকল ঋতুতে এবং ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে, এমন কি, সকাল বিকাল ও রাত্রিকালে

একবিধ এবং সমপরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা কখন স্বাস্থ্য সঙ্গত এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া, একমাত্র ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু ভেদে এবং জাতিভেদে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে খাদ্য দ্রব্যও বিভিন্ন প্রকার। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পথ্যাপথ্য নির্ণয়স্থলে কোন্ কোন্ ঋতুতে কোন্ কোন্ দ্রব্য খাদ্য, আর কোন্ কোন্ দ্রব্য অখাদ্য, তাহার ধারাবাহিক নামোল্লিখিত আছে। তাহা হইতেই সাধারণ পঞ্জিকাদিতেও তিথিবিশেষে খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা লিখিত হয়। সুতরাং দেশ, কাল এবং তিথি ও দিবারাত্রি ভেদে স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, গৃহিণীগণের এসকল বিষয়েও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অধিকন্তু, এতদ্বারা খাদ্যদ্রব্যের রকম পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যও রক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সময় সময় খাদ্যদ্রব্যের রকম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, অন্যথা একবিধ পুষ্টিকর এবং বলকারক খাদ্যও প্রতিনিয়ত আহার করিলে তদ্দ্বারা যথারীতি স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র গ্রন্থেও ঋতু ও তিথি ভেদে খাদ্য দ্রব্যের প্রকার ভেদের আবশ্যকতা এবং তদ্বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম এই যে,—" (১) গ্রীষ্মকাল—দেহের পিত্ত কুপিত হয়, এজন্য এই গ্রীষ্ম ঋতুতে সুস্বাদু, স্নিগ্ধ ও শীতল পানীয় এবং দুগ্ধ বা তক্রাদির সহিত শালী ধান্যের অন্ন সুপথ্য ও অধিকতর রুচি কর। (২) বর্ষা ঋতুতে—বর্ষাধিক্য প্রভৃতি কারণে দেহে বায়ু, পিত্ত ও কফ্ এই ত্রিদোষের আধিক্য জন্মে; এই দোষের প্রতিকারার্থে এই ঋতুতে ত্রিদোষনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক পুরাতন চাউলের অন্ন, মাংসের ক্বাথ, মুগ ও মশুর দাইল প্রভৃতি লঘুপক খাদ্য আহার এবং পরিষ্কার কূপোদক পান বিধেয়। (৩) শরৎকালে—দেহের পিত্ত কুপিত হয়, এজন্য এই ঋতুতে তিক্ত, কষায় ও মিষ্ট রসাত্মক

দ্রব্য, শালী ধান্তের অন্ন এবং সরোবরের বিশুদ্ধ জল সুপথ্য ও রুচিকর। (৪।৫) হেমন্ত এবং শীত এই দুই ঋতুতে—দেহের বায়ু কুপিত হয়, সুতরাং তৎপ্রতিকারার্থে এই দুই ঋতুতে মিষ্ট, অম্ল ও লবণ রসাত্মক খাদ্য, মাংস, ইক্ষুর রস, নূতন চাউলের অন্ন ও ময়দা এবং উষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা বিধিসঙ্গত। (৬) বসন্তকালে—শ্লেষ্মার আধিক্য ও অগ্নিমান্দ্য হয়, এজন্ত এই ঋতুতে অন্নের পরিবর্ত্তে পুরাতন যব ও গোধূম এবং মাংস প্রভৃতিই অধিকতর রুচিকর ও সুপথ্য।"

এইরূপ তিথিভেদে খাদ্যেরও প্রকারান্তর হয়, এজন্ত দ্রব্যবিশেষ ভোজনের নিষেধাজ্ঞা আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞাই এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা;—"প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড (কুমড়া); দ্বিতীয়াতে বৃহতি, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু (লাউ), দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বী (শিম), দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাসকলাই, পূর্ণিমা এবং অমাবস্থা তিথিতে মাংস ভক্ষণ মহা পাপকর, সুতরাং অকর্ত্তব্য। এছাড়া ভাদ্রমাসে লাউ, কার্ত্তিক মাসে ওল এবং মাঘমাসে মূলা খাওয়া অবৈধ।

ঋতু এবং তিথি ভেদের ন্যায় মাস ভেদেও খাদ্য দ্রব্যের ভাল মন্দ বিবেচিত হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীনা মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত কথা এই যে;—

চৈত্রে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম;
বৈশাখেতে শসা মিঠা শোল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল;
শ্রাবণেতে খৈ দৈ, ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনেতে নারিকেল, কার্ত্তিকেতে ওল;
অগ্রহাণে নবঅন্ন চিঙ্গ্ড়ি মাছের ঝোল।

পৌষমাসে মূলা মুড়ি খেতে লাগে মিঠা ;
ঘন আউটা দুধের সাথে বাসি পোড়া পিঠা।
মাঘেতে মকর মিঠা তেলে ভাজা সীম ;
ফাল্‌গুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্ত্তাকুতে নিম।

বৎসে! রন্ধন ও পরিবেশন সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল, তাহা হইতেই বেশ জানা যাইতেছে যে, এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য বেতনভোগী সামান্য পাচক-পাচিকা দ্বারা কখনও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব আশা করি, গৃহিণীগণ এই গৌরবাত্মক কার্য্যকে ছোট-লোকের কার্য্য বিবেচনায়, এই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও অবহেলা করিবেন না। অধিকন্তু, এবিষয়ে যথোচিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভার্থে গ্রন্থাদি পাঠ এবং বিশেষজ্ঞ লোকদিগের উপদেশ গ্রহণের চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। আজ কাল এই রন্ধন ও পরিবেশন শিক্ষার সুবিধার্থে বাঙ্গালা ভাষায়ও অনেক গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) শ্রীযুক্তা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী কৃত "আমিষ-নিরামিষ।" (২) শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রন্ধন শিক্ষা"। (৩) শ্রীমতী কিরণময়ী রায় কৃত "পাক-প্রণালী"। (৪) সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন "পাক-রাজেশ্বর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এবং (৫) শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী কৃত "রন্ধন শিক্ষা"।

সপ্তম উপদেশ।

মিতব্যয় ও সঞ্চয়।

"Society at present suffers far more from waste of money than from want of money. It is easier to make money than to know how to spend it.—*Smiles.*

"যে জীবনের প্রথম হইতেই মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয়, তাহার নিকট স্বদেশ, স্বজাতি অথবা সমাজ ইহাদের কাহার কোন প্রত্যাশা নাই।"—নিভৃত চিন্তা।

"যে জন দিবসে মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর, নিশীতে প্রদীপ ভাতি।" - সদ্ভাবশতক।

১। ধন ও অর্থ—জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে ধনের একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী সেই ধন-রত্নের আকর হইলেও তাহা উৎপাদন এবং উপার্জ্জন করিতে যত্ন ও পরিশ্রম এবং মূলধনের আবশ্যক। পরিশ্রম দ্বারা ধন উৎপাদন এবং মিতব্যয় দ্বারা তাহা সঞ্চয় করিতে হয়।

সুশীলা! ধন এবং অর্থ কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহা উৎপাদন ও উপার্জ্জন করিতে হয়, ধন-বিজ্ঞান-শাস্ত্রঘটিত এসকল গুরুতর বিষয় এস্থলে আমাদিগের আলোচ্য নহে। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনীয় বস্তু মাত্রই ধন, আর সেই ধন-বিনিময়ের সুবিধার্থে ব্যবহৃত টাকা পয়সাদি মুদ্রাই অর্থ। এছাড়া, সেই সকল মুদ্রা বিনিময়ের বিশেষতঃ তাহা স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করিবার সুবিধার্থে ব্যবহৃত নোট, চেক এবং হুণ্ডি প্রভৃতিও অর্থ শ্রেণীভুক্ত। এরূপ

অবস্থায়, আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনীয় সেই ধন ও অর্থ অবস্থানুসারে কি ভাবে ব্যয় এবং সঞ্চয় করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য, তাহাই এস্থলে আমাদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

২। ব্যয় ও সঞ্চয়ে গৃহিণীর দায়িত্ব—সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহার্থে গৃহকর্ত্তা পুরুষের ধনোপার্জ্জন করা, আর গৃহিণী স্বরূপে স্ত্রীলোকের তাহা ব্যয় ও সঞ্চয় করাই আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা এবং সাধারণ নিয়ম।

স্মৃতি-সংহিতা—এই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে,—"গৃহিণীরা দিবসের শেষভাগে আয়-ব্যয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবেন।

বহ্নি-পুরাণ—এই গ্রন্থেও লিখিত আছে,—"স্ত্রী যদি মুক্ত হস্তে ব্যয় করেন, তবে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।"

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ—তাঁহার "বিবাহ ও নারী-ধর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"ধার্ম্মিকা ও সচ্চরিত্রা পত্নী অর্থের সদ্ব্যয় ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি যে গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপিনী হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৃহের ভাণ্ডার আপনা হইতেই ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ হয়। তিনি নিজে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া স্বামী ও গৃহের অন্য সকলকে মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা করান। তিনি সঞ্চয়ের মূল্য বুঝেন এবং তিনিই সমস্ত সংসারকে ঐ সঞ্চয়ের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি শাকান্ন রন্ধন করিলে, তাহা অমৃতান্নের ন্যায় হয়।"

বিদুষী—শ্রীযুক্তা প্রসন্নতারা গুপ্তা—"তাঁহার পারিবারিক জীবন" গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—"বড় ঘরের গৃহিণী হউক, আর ক্ষুদ্র ঘরের গৃহিণী হউক, প্রত্যেকেরই আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। তাহা হইলে দৈন্যের ভয় থাকে না। অনেকে ঋণ করিয়া দান করিতে ভালবাসে, সে প্রকার দানে কোন পুণ্য নাই, বরং ঋণ শোধ করিতে না পারিলে পাপ সঞ্চয় হয়। দাতা নাম অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ নামই অধিক মহত্ব প্রকাশ

করে। গৃহিণী মিতব্যয়ী হইলে অল্প আয়েও সুশৃঙ্খলরূপে পরিবারের ভরণ পোষণ সমাধা হইতে পারে। স্বামীর যাহা আয় তাহাতেই স্ত্রীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পাড়াপ্রতিবাসীর ধন দেখিয়া মনোক্ষুন্ন হওয়া কেবল বৃথা কষ্টের কারণ। এজন্য কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে গঞ্জনা দিতেও ত্রুটি করেন না। ইহা তাহাদের অজ্ঞতারই ফল।”

বৎসে! গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনার্থে ধনোপার্জ্জন এবং তাহা ব্যয়ের কার্য্য ব্যক্তিগত হিসাবে বিভাগ করিলে পুরুষেরাই ধনোপার্জ্জন অর্থাৎ আয় করিবেন, আর গৃহিণী স্বরূপে স্ত্রীলোকেরা তাহা যথারীতি ব্যয় ও সঞ্চয় করিবেন, ইহাই সাধারণ নিয়ম বলা হইয়াছে। ইহাতে তুমি মনে করিও না যে, স্ত্রী জাতির ধনোপার্জ্জন করিবার অধিকার নাই, অথবা তদ্রূপ কার্য্যে তাহাদিগের আত্ম নিয়োগ করা অবধি বা অসঙ্গত। কারণ পৃথিবীতে এমন দেশ বা সমাজ নাই যে সমাজে বা যে দেশে স্ত্রীলোকেরা অবস্থানুসারে কিছু না কিছু ধনোপার্জ্জন করিতেছেন না, অথবা তৎকার্য্যে সাক্ষাত ও পরোক্ষভাবে পুরুষের সহযোগিতা না করেন। এরূপ অবস্থায়, গৃহস্থাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত গৃহিণীগণও অবসরমত শিল্পাদি কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে, ইহা তাহাদিগের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এস্থলে মিতব্যয় ও সঞ্চয়ে গৃহিণীর কর্ত্তব্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয়; অরূপ অবস্থায়, ধনোপার্জ্জনে নারীজাতির কর্ত্তব্য এবং তাহার উপায় সম্বন্ধে কোন কথা বলা অনাবশ্যক।

৩। মহত্ত্ব ও মিতব্যয়—সুশীলা! আপাত দৃষ্টিতে মহত্ত্বের সহিত মিতব্যয়িতার বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বলিয়াই মনে হইতে পারে; কারণ অনেক স্থলে সঙ্কীর্ণ হৃদয় কৃপণ ব্যক্তিরাই মিতব্যয়ী বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মিতব্যয়িতাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। মানব-হৃদয়ে স্বাত্মত্যাগ, পরার্থপরতা, সংযম ও পরিণামদর্শিতা এবং কর্ম্মসহিষ্ণুতাদি মহৎ

গুণ না থাকিলে, কেহই প্রকৃতপ্রস্তাবে মিতব্যয়ী হইতে পারে না। তাই মনে রাখিবে, মিতব্যয়িতা আর কৃপণতা এক নহে।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসার—"প্রভাতচিন্তা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "মহত্বের সহিত মিতব্যয়ের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রকৃত মিতব্যয়ের পরিণাম ফল, চরম লক্ষ্য পরপোষণ ও পরার্থে আত্মোৎসর্গ। যাহারা সুখ লালসায় এবং ভোগপিপাসার প্রমত্ততায় অমিতব্যয়ী হয়, তাহাদিগের পরিজনেরা প্রথমে কিরূপ উপেক্ষিত এবং পরিশেষে কিরূপ অপার দুঃখ-সমুদ্রে নিপতিত হয়, পৃথিবীতে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে সকল সুকোমল প্রকৃতি শিশু একসময়ে আদরের পুতুল ছিল, অমিতব্যয়িতার দোষে সময়ান্তরে তাহারাই অনাথ-নিবাসের অতিথি অথবা অন্নের জন্য লালায়িত। যাঁহারা একসময়ে অন্তঃপুরের কমনীয় উদ্যানে কুসুমের মত বিকসিত ছিলেন, পতি কি পরিবারস্থ অভিভাবকের অমিতব্যয়িতায় সময়ান্তরে, তাঁহারাই তীর্থাশ্রমের কাঙ্গালিনী। যদি ইহার পরও অমিতব্যয়িতাকে সামাজিক মনুষ্য মাত্রেই ঘোরতর পাতক বলিয়া ঘৃণা করিতে না শিখে, এবং মিতব্যয়িতার সহিত কর্ত্তব্যের কঠোর ধর্ম্ম ও মহত্বের পূজার্হ ধর্ম্মভাবের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, সকলে তাহা না বুঝে, তাহা হইলে বলিব যে, মনুষ্যের চক্ষু কিছুতেই ফুটিবার নহে। যে, জীবনের প্রথম হইতেই, মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয়, তাহার নিকট স্বদেশ, স্বজাতি অথবা সমাজ ইহাঁদের কাহারও কোন প্রত্যাশা নাই।"

তিনি তাঁহার গ্রন্থের আর একস্থলে লিখিয়াছেন ;—"যাহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে একমুষ্টি অন্ন দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা একমুষ্টি কম খান, পরকে সুখসম্ভোগের একটুক অধিকারী করিবার অভিলাষে আপনাদিগের সুখসম্ভোগের চক্র একটুকু সংঙ্কোচ করেন, তাদৃশ মিতাচারপরায়ণ মহাত্মাদিগকে কৃপণ বলিলে

পাতক হইবে। তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক। তাঁহাদিগের মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।"

নীতি-কৌমুদী—নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে;—"সংসারে পরিমিতার ও অপরিমিতার পরিণাম দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অপব্যয়ী সংসারে অবিশ্বাসী, পরিমিতব্যয়ী বিশ্বাসী; অপব্যয়ী ঘৃণিত, পরিমিতব্যয়ী সকলেরই পূজিত; অপব্যয়ী ঋণগৃহীতা আর পরিমিতব্যয়ী পরোপকার করিতে সমর্থ; অপব্যয়ী সমাজের কলঙ্কস্বরূপ, পরিমিতব্যয়ী সমাজের ভূষণস্বরূপ।"

৪। ধনোপার্জ্জন করা অপেক্ষা ব্যয় করা কঠিন—সুশীলা! যদিচ আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ব্যয় করা অপেক্ষা আয় অর্থাৎ ধনোপার্জ্জন করাই কঠিন। কারণ, সহজেই আমাদের মনে হয় যে, ধন-সম্পত্তি থাকিলে সকলেই তাহা ব্যয় করিতে পারে; কিন্তু, কার্য্যতঃ ধনোপার্জ্জন করা অপেক্ষা অবস্থানুসারে তাহার যথোচিত ব্যয় করাই অপেক্ষাকৃত কঠিন কার্য্য। সংসারে ছোট, বড়, জ্ঞানী ও মূর্খ সকলেই কিছু না কিছু আয় করিতেছে; কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন বুঝিয়া অবস্থানুসারে তাহার যথোচিত ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে সক্ষম সংসারে এরূপ মিতব্যয়ী লোকের সংখ্যা অত্যল্পই দেখা যায়। গৃহস্থাশ্রমের কার্য্যবিভাগানুসারে এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গৃহিণীস্বরূপে আমাদিগের উপরই ন্যস্ত আছে; অথচ এই কার্য্য সুনির্ব্বাহার্থে যেরূপ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, আমাদিগের অনেকেরই তাহা নাই। তাই আমরা মিতব্যয়ী হইয়া, যথোচিত কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হেতু প্রত্যবায়ের ভাগী হইতেছি। বস্তুতঃ, এই মিতব্যয়িতা গুণের অভাবেই অনেক সুখের সংসারও দুঃখসাগরে পরিণত হইতেছে; সঞ্চয়ের অভাব জন্যই, অনেকস্থলে, পরিবারবর্গকে পথের ভিখারী হইয়া অপরের দ্বারস্থ হইতে দেখা যায়। এরূপ

অবস্থায়, গৃহিনী মাত্রেরই মিতব্যয়ী হইয়া, অবস্থানুসারে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে, যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ছোট বড় সকল সংসারেই ব্যয়ের প্রয়োজন; তবে কোন সংসারে বা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে, আবার কাহারও বা বার্ষিক দুই চারি শত টাকা ব্যয়েতেই সংসার চলিতেছে। কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ বিষয়ে এরূপ ইতর বিশেষ থাকিলেও, অবস্থানুসারে, ব্যয় নির্ব্বাহার্থে উভয় গৃহিনীরই বিশেষ জ্ঞান ও চেষ্টা-যত্নের আবশ্যক। "আমার ক্ষুদ্র সংসারে দুই চারি টাকা মাত্র ব্যয় হয় এর আবার পরিমিতা বা অপরিমিতা কি? এর আবার হিসাব রাখিবারই বা কি প্রয়োজন?" অনেক অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধের মুখেই এরূপ কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ধনী অপেক্ষা দরিদ্রেরই বরং পরিমিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অধিকতর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বৎসে! এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, টাকা পয়সা ধন নহে, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ব্যয়ও হয় না; ধনের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনীয় অথচ বিনিময়-সাধ্য বস্তুমাত্রকেই ধন বলা হয়; এস্থলে তাহাই আমাদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অবস্থাবিশেষে টাকা পয়সা আমাদিগের অনেকের হাতে না পড়িতেও পারে; কিন্তু সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা ধন, গৃহিনীস্বরূপে আমরাই তাহা ব্যয় করিয়া থাকি। এরূপ অবস্থায় গৃহিনীমাত্রেরই এই কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া যথোচিত কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা করা উচিত।

৫। না ধারে না ধারায় তার দিন সুখে যায়—সুশীলা! সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে, কেহবা সুকোমল শয্যায় শয়ন, ষোড়শোপচারে ভোজন, হস্ত্যশ্বে গমন করেন, আর কেহ বা যৎসামান্য

শয্যায় শয়ন, সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা কোন মতে উদরপূরণ এবং পদব্রজে গমন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কে যে প্রকৃত সুখী তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে এক কথায় বলিতে গেলে, সংসারে মনের সুখই সুখ, সুতরাং যাহার মনে সুখ-শান্তি আছে, তিনিই প্রকৃত সুখী। ধনের হিসাবেও যিনি পরিমিতব্যয়ী, আপনার আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে সক্ষম এবং ঋণগ্রস্ত নহেন, পক্ষান্তরে অবস্থানুসারে কিছু, সঞ্চয় করিতে সক্ষম, তাহাকেই সুখী বলা যাইতে পারে। কারণ ঋণের কুচিন্তায় তাহাকে অশান্তিতে থাকিতে হয় না। তাই কথায় বলে ;—"না ধারে, না ধারায়, তার দিন সুখে যায়।" ইংরেজিতেও এইরূপ একটা কথা আছে ;—"Waste not want not" অর্থাৎ অপব্যয় করিও না, অভাবও হইবে না।

মহাভারত—এই প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, "পৃথিবীতে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী কে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা যুধিষ্ঠির যক্ষরূপধারী ধর্ম্মরাজকে বলিয়াছিলেন,—"শাকান্ন ভোজন করিয়াও যে লোক অঋণী থাকিয়া এবং অপ্রবাসী হইয়া স্বগৃহে থাকিতে সক্ষম সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী।"

৬। তৃণ হইতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে—সুশীলা! সংসারে এমন দ্রব্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা কোন না কোন প্রয়োজন সাধিত না হয়। অতএব ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম প্রত্যেক দ্রব্যেরই বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। এক সময়ে আমরা যাহা নিতান্ত অকাজের মনে করিয়া ফেলিয়া দিই, অন্য সময়ে, তাহাতেই আবার বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হইতে দেখা যায়।

যে গৃহিণীর সামান্য জিনিসের প্রতি যত্ন নাই, কোন কিছু বৃথা যাইতে দেখিলে, যিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না, তুমি নিশ্চয় জানিবে, তাহার

অভাবজনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সামান্য সামান্য গৃহ-সামগ্রীর প্রতি যত্ন থাকিলে, মূল্যবান জিনিসের প্রতি যত্ন আপনা হইতেই জন্মে। এ সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটী সাধারণ প্রচলিত উপদেশের মর্ম্মার্থ এই যে—"যদি তুমি পয়সার প্রতি যত্ন কর, তবে টাকা আপনি আপনার যত্ন করিবে।" (১) অর্থাৎ টাকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিলেও তাহা রক্ষিত হইবে। বস্তুতঃ, যাহার পয়সার প্রতি যত্ন ও মমতা আছে, সে কখনই টাকার অনাদর ও অযত্ন করিতে পারে না।

কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"ছোট দেখা যায় বলিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর অনাদর করিও না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা সমবায় পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত সমবায় বৎসর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সমবায় মানব জীবন গঠিত হয়!" আর একজনে বলিয়াছেন ;—"আমরা ধনীদিগকে কখন কখন কৃপণ নামে কলঙ্কিত হইতে দেখি, কেন না, তাঁহারা ব্যয়ের ক্ষুদ্রাংশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, হিসাব ঐরূপে তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে, ধনের সৎ কি অসৎ ব্যয় হইল, তাহা টের পাওয়া যায় না।"

ইংরেজি ভাষায় আরও একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে,—"Many a little makes a mickle"—অর্থাৎ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সমবায়ে অর্থাৎ একত্র সম্মিলনেই বৃহতের উৎপত্তি।" ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু সমূহের সহযোগে বৃহৎ বৃহৎ পদার্থের উৎপত্তিই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে প্রচলিত হিতোপদেশও এই যে—"স্বল্পানামপি বস্তুনাং সংহতি কার্য্য সাধিকা। তৃণৈর্গুণাপন্নে র্বদ্ধন্তে মর্ত্তহস্তীন।" অর্থাৎ যৎসামান্য তৃণ কুটাদি একত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যেমন মত্ত হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখা যায়, তেমনি সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি সংগৃহ করিলে তদ্দ্বারা বৃহৎ

(১) "Take care of the pence, pound will take care of themselve."

কার্য্যও নির্ব্বাহিত হইতে পারে। অতএব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দ্রব্যাদিও গৃহিণীর সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বৎসে! এ সম্বন্ধে তোমাকে একটী প্রকৃত ঘটনার কথা বলিতেছি। "মেঞ্চেষ্টার নগরের এক শিল্পকর তথাকার কোন উচ্চবংশীয় লর্ডের সম্পত্তি ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, গৃহের যে স্থানে যে কোন দ্রব্য সামগ্রী আছে, সে সমস্তই ক্রেতার হইবে। তদনুসারে গৃহ অধিকার করিবার সময় ক্রেতা একটী আলমারি যথাস্থানে না দেখিয়া, বিক্রেতাকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন;—"আমি উহা স্থানান্তর করিয়াছি, এই বৃহৎ সম্পত্তির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র আলমারির প্রতিও আপনার দৃষ্টি পড়িবে এবং তজ্জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন, আমি ইহা কখনও বিবেচনা করি নাই।" তদুত্তরে ক্রেতা বলিয়াছিলেন;— "মহাশয়! আমি যদি আমার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি এইরূপ দৃষ্টি না রাখিতাম, তাহা হইলে, আমি আপনার এই সম্পত্তি কখনও ক্রয় করিতে পারিতাম না, আর আপনিও যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, তবে আপনার এই সম্পত্তি আজ বিক্রয় করিবার আবশ্যক হইত না।"

৭। আছে বস্তু, লয়ে বিচার;—সুশীলা! ভাবী আয়ের আশায় কখনও ব্যয় করিবে না। কারণ ভাবী আয়ের সম্ভাবনা আছে এইরূপ মনে করিয়া যাহারা তৎপূর্ব্বেই ব্যয় করিতে বসেন, কার্য্যকালে তাহাদিগের সেই সম্ভাবিত আয় না হইলে, তদ্রূপস্থলে ভাবী আয়ের আশায়, তাঁহারা যে ব্যয় করিবেন, তাহাই তাঁহাদের ঋণ হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ, এইরূপ অবস্থা-তেই অনেক লোকে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়ে। ভাবী আয়ের আশায় মুগ্ধ হইয়া লোকে যে বিপদস্থ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের দেশপ্রচলিত একটী উপদেশপূর্ণ গল্প আছে। সাধারণতঃ তাহাকে "পুনাই তেলির আশা" বলে।

এরূপ কথিত আছে যে ;—"একদা পুনাই নামে এক ব্যক্তি এক কলসী তেল লইয়া যাইতেছিল। সেই ভার বহনের পারিশ্রমিক স্বরূপ দুইটী পয়সাও তাহাকে অগ্রেই দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং পুনাই কলসী মাথায় এবং পয়সা হাতে, পথ চলিতে চলিতে, ভাবী সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া, মনে মনে বলিতে লাগিল,—"এই যে দুই পয়সা পেয়েছি। আরও শোলটী কলসী বহন কর্‌তে পার্‌লেই আমার একটী আধুলি হবে। আধুলির সংস্থান হলেই আমি তদ্দ্বারা একটী ছাগল কিনে আন্‌ব। সেই ছাগ-দুগ্ধ ও শাবক বিক্রয় দ্বারা যখন আমার দশ টাকা হবে, তখন একটী দুগ্ধবতী গাভী খরিদ করে লব। পরে সেই গাভীর দুগ্ধ এবং গো-বৎসাদির আয়ের দ্বারা যখন আমার শত টাকার সংস্থান হবে, তখনই আমি এক পরমাসুন্দরী কন্যা বিবাহ কর্‌ব। বিবাহের পর অবশ্যই আমার ছেলেমেয়ে হবে, তখন আমি দশ জনের এক জন হব! স্ত্রী কত তোষামোদ কর্‌বে! ছেলেরা কত আদর ও আব্দার কর্‌বে! তখন আর আমাকে পায় কে? ছেলে যখন আমাকে খেতে ডাক্‌বে, তখন আমি অভিমান করে বল্‌ব, "নেহি খায়েঙ্গা।" মুর্খেরা যেভাব মনে মনে কল্পনা করে, শরীরেও তদনুরূপ ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। পুনাইও, তাহার সেই কল্পিত "নেহি খায়েঙ্গা" বলিতে যাইয়া, মাথা নাড়ার ত্রুটি করিল না, তাহাতেই তখন সেই তেলের কলসী ভূমিতে পড়িয়া চুরমার্ হইয়া গেল। মহাজনের লোক তাহার পশ্চাতেই ছিল, সে অমনি পুনাইর ঘাড়ে ধরিল। তখন পুনাইর মোহ-ঘুম ভাঙ্গিল। তৎপর সেই তেলের দেনা পরিশোধ করিতেই পুনাইর সারা জীবন কাটিয়া গেল।"

বৎসে! তুমি হয়ত, এজন্য পুনাইকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ভাবিয়া, মনে মনে হাসিতেছ, আর কত কি বলিতেছ; কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, আমাদিগের মধ্যে এরূপ পুনাইর অভাব নাই।

পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগে "আকাশ কুসুম" নামক প্রবন্ধে যে একটী বণিক পুত্রের গল্প পড়িয়াছি, তাহাও ঠিক এইরূপই উপদেশপূর্ণ। অতএব যখন যে কোন বিষয়ে অর্থ ব্যয় কর না কেন, নগদ টাকায় সে ব্যয় কোনমতে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, ভাবী আয়ের আশায় ধারে কার্য্য করিও না। অবস্থার বাধ্য হইয়া সময় সময় ধারে কার্য্য চালাইতে হয় সত্য, কিন্তু তদ্রূপ স্থলে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রায়ই ঠিক রাখা যায় না। অধিকন্তু, ব্যয়াধিক্য হয়। ধারে দ্রব্য-সামগ্রী খরিদে প্রধানত যে সকল দোষ ঘটে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি দোষই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দোষ—এই উপায়ে এক টাকার কার্য্য অন্যূন সতের আনার কমে নির্ব্বাহিত হয় না। দ্বিতীয় দোষ—ইহাতে ব্যয়ের পথ সীমাবদ্ধ থাকে না। ভাবী আয়ের আশায় ব্যয় করার ন্যায় ইহাও অনেকের সর্ব্বস্বান্তের কারণ হয়। মনে কর, কাপড়ের দোকানে তোমার বাকির হিসাব আছে, সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলেই কাপড় পাইতে পার, এরূপ অবস্থায়, অনেক সময়ই প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক কাপড় খরিদ হয়। ছেলে সুন্দর কাপড় চাহিল, হাতে টাকা না থাকিলেও ধারে কাপড় পাইবার সুবিধা আছে, এমতাবস্থায় অবশ্যই ছেলের আব্দার রক্ষার কোনও বাধা হইবে না। যে গৃহিণী ধারে কোন কিছু খরিদ করেন না, তাঁহার ছেলে কাপড়ের জন্য শত ক্রন্দন করিলেও, টাকার সংস্থান না থাকিলে, তিনি কাপড় খরিদে বিরত থাকেন। এরূপও অনেক অবিবেচক লোক আছে, যাহারা টাকা পয়সা হাতে থাকিতেও ধারে দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিতেই ভালবাসে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ধারে দ্রব্য-সামগ্রী খরিদ করা, আর সুদের হিসাবে ঋণ গ্রহণ করা একি কথা।

৮। আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (বাজেট)—সুশীলা! ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আয়ের অর্থাৎ অর্থের

পরিমাণানুসারে তাহা ব্যয়ের একটা বরাদ্দ করিয়া লইয়া, তৎপরে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ, তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করাই বিধি সঙ্গত। এইরূপ হিসাবকে ইংরেজিতে বাজেট বলে। এরূপ স্থলে, বৎসরের প্রথমেই সমস্ত বৎসরের আয় ব্যয়ের মোটামোটী একটা আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। কারণ, মনে কর, তোমার পতির মাসিক আয় মাত্র এক শত টাকা; সুতরাং সমস্ত বৎসরে বার শত টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে। রীতানুসারে এই নির্দ্দিষ্ট আয়ের এক চতুর্থাংশ টাকা তোমার সঞ্চয় করিতে হইলেও, মাত্র নয় শত টাকা দ্বারা সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে; এরূপ অবস্থায়, পরিবারবর্গের সংখ্যা এবং সাংসারিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ের লঘুত্ব ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ঐ টাকা ব্যয়ের একটী তালিকা (বাজেট) অগ্রেই প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক; তদন্যথা মিত-ব্যয় ও সঞ্চয় করা সুকঠিন। অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নপ্রকার ব্যয়ের আবশ্যক হইলেও, গৃহস্থ মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ ব্যয় আছে। তন্মধ্যে খোরাক, পোষাক, বাস-গৃহাদি রক্ষা, রাজ-কর বা বাড়ীভাড়া, সন্তানের শিক্ষা, পারিবারিক চিকিৎসা, দাতব্য, দেব-সেবাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রয়োজনীয় গৃহ-সামগ্রী খরিদ এবং সামাজিকতা রক্ষা ইত্যাদি ব্যয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, পরিবারস্থ প্রায় প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থেও কিছু কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (বাজেট) প্রস্তুত করিবার সময়ে এই সমস্ত প্রকার ব্যয়ের লঘুত্ব এবং গুরুত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৯। আয় ব্যয়ের হিসাব (জমা-খরচ)—পারিবারিক আয় ব্যয়ের যথারীতি জমা-খরচের হিসাব রাখা গৃহিণী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, দুঃখের বিষয়, অনেক গৃহিণীকেই এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে দেখা

যায়। এমন কি, অশিক্ষা এবং অজ্ঞতা বশতঃ, কেহ কেহ এ কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না যে ;—"নিজের টাকা নিজে ব্যয় করিব, এর আবার হিসাব নিকাশ অর্থাৎ জমা-খরচ লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? অন্যকে নিকাশ-পত্র বুঝাইতে হইলেই জমা-খরচ লিখিয়া রাখিবার দরকার হইতে পারে।" যে হউক, আমাদের সংসার-ধর্ম্ম চালাইতে বহু লোকের সঙ্গেই কারবার অর্থাৎ লেনা-দেনা করিতে হয়, তদ্রূপ অবস্থায় কোন না কোন কার্য্য ধারেও করা দরকার হয়। আর নগদ টাকায় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেও, তাহার হিসাব রাখা আবশ্যক হয়। বিশেষতঃ, সংসারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যের সীমা সংখ্যা নাই, তাই নানা কার্য্যে তাহাকে প্রায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। এমতাবস্থায়, সকল কথা মনে করিয়া রাখা কখনও সম্ভবপর হয় না। অধিকন্তু, পূর্ব্বোক্ত রূপে সমস্ত বৎসরের আয় ব্যয়ের যে বরাদ্দ (বাজেট) করিয়া লইলে, তাহাতে যদ্যপি বার্ষিক পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় পঞ্চাশ টাকা এবং সামাজিকতা রক্ষার ব্যয় পঁচিশ টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকে ; তবে যথারীতি হিসাব না রাখিলে, বৎসরান্তে কিরূপে বুঝা যাইবে যে, ঐ ব্যয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে নাই। কারণ, কোনও বিষয়ের ব্যয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে, ভবিষ্যতে সেই ব্যয় অবস্থানুসারে সংক্ষেপ করিবার জন্যও যথারীতি আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা আবশ্যক।

মহাত্মা গান্ধী—তাঁহার আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন—"আমি বিলাতে থাকা সময়ে, এক এক পাই পয়সারও হিসাব রাখিতাম। মোটর গাড়ীর খরচ, চিঠি পত্রের খরচ, সংবাদ পত্রের খরচ, যাহা কিছু খরচ হইত, তখনই তাহা টুকিয়া রাখিতাম এবং রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে জমা খরচ মিলাইয়া লইতাম। আমি চিরদিন এই অভ্যাস রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই আমার মনে হয় যে, জন-সাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা যাহা আমার হাতে আসিয়াছে, তাহা অতি মিতব্যয়িতার সহিতই খরচ করিতে পারিয়াছি।"

সুশীলা! তুমি যদি মিতব্যয়ী হইয়া ধনসঞ্চয় করিতে চাও, যদি অপরকে ঠকাইতে কিম্বা অন্যকর্ত্তৃক প্রতারিত হইতে ইচ্ছা না কর, তবে এক কড়া কপর্দ্দকও জমা-খরচের হিসাব ভুক্ত করিতে ত্রুটি করিও না। এস্থলে একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, এই ভাবে সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষার জন্যও স্ত্রীজাতির লেখা পড়া শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর—তাঁহার লিখিত "জমা-খরচ" প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন ;—"স্বাস্থ্য, সুখ, এবং জীবনের গতি, এই তিনের সহিতই জমা-খরচের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অর্থ না থাকিলে, স্বাস্থ্যরক্ষা কিম্বা সুখের উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্তুর আহরণ হয় না, শরীর ও মনে সামর্থ্য থাকেনা। জমা-খরচের কথা বাহিরে যতই কঠোর হউক না কেন? ভিতরে উহা বড়ই মধুর। যাঁহারা একটুকু মাত্র সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া, এই বিশ্বব্যাপী গভীর তত্ত্বের বাহিরের আবরণটি অতিক্রম করিতে পারিবেন, আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি, তাঁহারা ইহার অভ্যন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় রসের আস্বাদ পাইয়া চরিতার্থ হইবেন।"

বিবাহিত জীবনেও কিরূপে সুখী হওয়া যায়—এই বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় লিখিত পুস্তকে জমা-খরচ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে ;—"বিবাহিত জীবনে যাহারা সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা অপেক্ষাও ব্যয়ের পরিমাণ যাহাতে আয়ের কিঞ্চিৎ নীচে থাকে তদ্রূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। একমাত্র সাবধানতার সহিত জমা খরচের হিসাব রক্ষা দ্বারাই এই কার্য্য-সম্পাদিত হইতে পারে।" (১)।

(১) "Those who would be happy though married must pitch their scale of living a degree below their means rather than upto them ; but this can only be done by keeping a careful account of income and expenditure."—*How to be happy though married.*

বিখ্যাত পণ্ডিত জন-লক—উপদেশস্থলে বলিয়াছেন;—"যথারীতি আয় ব্যয়ের হিসাব সর্ব্বদা চক্ষের উপর রাখার ন্যায় নিজের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নাই। এই জ্ঞানের অভাবেই লোকে ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়ে।" (১)।

বৎসে! যে কোন প্রকারে আয় ব্যয়ের একটা হিসাব লিখিয়া রাখিলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। সময় সময় সেই হিসাব দৃষ্টে জমা খরচের একটা খতিয়ান করিয়া দেখাও আবশ্যক যে, কোনও বিষয়ে বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়াধিক্য হইয়াছে কি না। কারণ, সেই হিসাব দৃষ্টে, বরাদ্দ অপেক্ষা কোনও বাবদে ব্যয়াধিক্য হইয়াছে, জানিতে পারিলে, ভবিষ্যতে বিশেষ সতর্ক এবং সাবধান হইয়া, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার অর্থাৎ ব্যয় সংক্ষেপ করার সুবিধা হয়। এইরূপ যে ভাবেই বিবেচনা করিয়া দেখ না কেন, আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহস্থাশ্রমবাসীর মিতব্যয় এবং ধনসঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠতম উপায়। অতএব নিয়মিতরূপে জমা-খরচের হিসাবে আয়-ব্যয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া রাখিতে কখনও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইওনা।

১০। দৈনিক ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি মিতব্যয়িতার লক্ষণ— সুশীলা! সাময়িক ব্যয় অপেক্ষা দৈনিক নিয়মিত ব্যয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাই একান্ত আবশ্যক। কারণ, সাময়িক কোনও প্রয়োজনে এক সময়ে দুই, পাঁচ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইলেও তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না; কিন্তু দৈনিক অর্থাৎ নিয়মিত ব্যয়ের অতিরিক্ত একটী পয়সা ব্যয় করিতেও বুদ্ধিমতী গৃহিণীর বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারিবে,

(১) Nothing is like to keep a man within compass than having constantly before his eyes the state of his affairs in a regular acurate, detailed account &c."—*John Locke.*

তোমার সংসারে যদি দৈনিক এক পোয়া চাউলের ভাতও অপচয় হয়, তবে এক বৎসরে প্রায় আড়াই মণ চাউলের অপব্যয় হইবে। এইরূপে দৈনিক নিয়মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ যে-কোন খরচের বিষয়ে বিবেচনা করিলেই বেশ জানা যায় যে, দৈনিক ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে, আমাদের প্রায় প্রত্যেক সংসারেই বহু ধন বৃথা যাইতেছে। দৈনিক যৎ-সামান্য মুষ্টি-ভিক্ষা দ্বারাই আমাদের দেশে যে লক্ষ লক্ষ ভিক্ষাজীবীলোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; ইহাও দৈনিক নিয়মিত আয় ব্যয়ের গুরুত্বেরই নিদর্শন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত স্থল।

বৎসে! তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, ভদ্রবংশীয় দরিদ্র পরিবারের সাহায্যের জন্য, আমাদের দেশের কতিপয় সদাশয় যুবক, একটী সভা করিয়া, সেই সভার অধীনে "দরিদ্র ভাণ্ডার" নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। সভার লোকেরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহিণী, স্ব স্ব পরিবারস্থ লোকের ভাতের জন্য দৈনিক যে চাউল মাপিয়া লইবেন, তাহা হইতেই প্রতিদিন এক এক মুষ্টি চাউল, ঐ সভা হইতে রক্ষিত একটী পাত্রে রাখিবেন। এই নিয়মে আমরা প্রতিদিন যে চাউল রাখিয়া দিতাম, সভার সভ্যেরা সপ্তাহান্তে তাহা সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র ভাণ্ডারে জমা দিতেন। এক বৎসর পরে, ঐ সভার বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হইলে পর, জানা গেল যে, উপরোক্ত উপায়ে সংগৃহীত চাউলের দ্বারা সতেরটী নিরাশ্রয়া বিধবার এবং আটটী দরিদ্র পরিবারের খোরাক পোষাক এবং অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এবং তদতিরিক্ত চাউল বিক্রয় দ্বারা নগদ তহবিলেও অনেক টাকা জমা আছে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, দৈনিক এক এক মুষ্টি চাউল তুলিয়া রাখাতে, আমাদের কাহারও কোন ব্যয়াধিক বা অসুবিধাই হয় নাই; অথচ সেই দৈনিক মুষ্টি ভিক্ষার চাউল একত্রিত করিয়াই তদ্দ্বারা একটা মহৎ কার্য্য সাধিত হইতেছিল।

বৎসে! আমাদিগের দৈনিক নিয়মিত ব্যয় অবস্থানুসারে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ, একবার কোন বিষয়ে ব্যয় বাড়াইলে, তাহা সংক্ষেপ করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ইচ্ছা করিলেই আমরা ব্যয়ের পথ প্রশস্ত করিতে পারি। অর্থের সংস্থান থাকিলে, আজই তুমি রাজ-রাণীর ন্যায় ব্যয় করিতে পার; কিন্তু, রাজ-রাণী ইচ্ছা করিলেই তোমার আমার ন্যায় ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারেন না। তাই বলি, ব্যয়ের পথ প্রশস্ত করা সহজ, কিন্তু তাহা সঙ্কুচিত করা কঠিন। অতএব যাহাতে দৈনিক নিয়মিত ব্যয়ের আধিক্য না হয়; গৃহিণী মাত্রেরই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

১১। ব্যয়ের গুরুত্ব লঘুত্ব বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যকতা— সুশীলা! কোন্ কোন্ ব্যয় না করিলেই নয়, আর কোন্ ব্যয় না করিলেও চলিতে পারে, ব্যয় সম্বন্ধে এইরূপ আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা অর্থাৎ ব্যয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিষয়ে সকলেরই বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আমাদের শরীর রক্ষার্থে আহার, পরিচ্ছদ এবং নিদ্রা এই ত্রিবিধ কার্য্যার্থে ব্যয়ের একান্ত প্রয়োজন। কারণ, আহার না করিলে, শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা করিতে না পারিলে এবং নিদ্রা ও বিশ্রামার্থ বাস-গৃহ ও শয্যাদির অভাব হইলে কোন মতেই চলে না। সুতরাং, অবস্থানুসারে অল্পাধিক হইলেও, এই সকল বিষয়ের ব্যয় করিতেই হইবে।

বৎসে! ব্যয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব এস্থলে সবিস্তর বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়; ইহার সহিত আমাদিগের মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্বের যে অতি নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের "মহত্ত্ব ও মিতব্যয়" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে, তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিবে। অনেক গৃহিণী, ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইলে, ব্যয়ের লঘুত্ব ও গুরুত্ব না করিয়া, হয় ত, ছেলে মেয়ের দুধ, পরিবারবর্গের আহারের ব্যয়, কিম্বা

দীন-দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে অথবা স্বদেশের হিতসাধন জন্য যে কিছু ব্যয় হয়, তাহাই সংক্ষেপ করিতে চান; অথচ নিজেদের বিলাসিতার জন্য যে সকল ব্যয় হইতেছে তাহার এক কপর্দ্দকও সংক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নন। এমন কি, কোন কোন গৃহিণী এরূপ কথাও বলেন ;—“না হয়, একবেলা আহার করে থাক্‌ব, তবু খালি হাত পায় দশজনের ভিতর যেয়ে, অপমানিত হ’তে পারি না।”—“না হয়, ছেলের দুধ বন্ধ করে দেব, ছেলে প্রায় এক বছরের হ’তে চল্লো, ভাত খেলেই চল্‌বে?” তা ছাড়া কেহ বা বলেন ;—“ছেলেদের লেখা-পড়ার ব্যয় বরং কিছু কম করা যাবে, সেজন্য ত কেহ কিছু বল্‌তে আস্‌বে না। তবু চোরের মত ছেলের মুখে দুটো ভাত তুলে দিতে পারি না। দুটো ঢোল বাজ্‌বে না, দুই দশ জন লোক দেখ্‌বে না, ওমা! এও কি প্রাণে সহ্য করা যায়?”

আবার কোন কোন গিন্নীর মুখে এরূপ কথাও শুনা যায় যে,—“ও-মা! ছেলের বিয়েতে যদি দুই এক দল ব্যাণ্ড না আসে, ইংরেজী বাদ্য না বাজে, বাজি পোড়ান না হয়, গ্যাসের আলো নিয়ে বর আন্‌তে না যায়, সাধারণ লোক জনে যদি না দেখ্‌লো না জান্‌লো, তবে লোকে বল্‌বে কি? কি করে লোক্‌কে মুখ দেখাব। এর চেয়ে না হয়, দু বছর কষ্ট করে খেয়ে থাক্‌ব, ছেলেকে না হয় বাঙ্গালা স্কুলে পড়্‌তে দেওয়া যাবে; টাকা যদি অম্‌নি ধার না মিলে, তবে আমার গায়ের গহনাগুলি না হয় বন্ধক রেখেই টাকা ধার করে নিয়ে এস; অদৃষ্টে থাকে, খালাস করে আনা যাবে, না হয় এম্‌নি যাবে; তা বলে কি ছেলের বিয়ে চোরের মত হবে! এ তো আর মা বাপের শ্রাদ্ধ নয় যে, কোন মতে দায় উদ্ধার হলেই হলো।”

ছেলের বিবাহাদি কার্য্যে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করা যে একটা সামাজিক গুরুতর দোষ, সুতরাং অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করাই সঙ্গত, দেশের নেতাগণ অনেকে এইক্ষণে ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন; তাই

এই দোষ দূরীকরণে উদ্যোগী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু, এই কার্য্যে গৃহিণীগণের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁহাদিগের শত চেষ্টাতেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ফল দর্শিবে না, কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র সার হইবে।

১২। প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয় করা ও অমিতব্যয়িতার লক্ষণ—সুশীলা! নূতন কোনও দ্রব্যাদি, বিশেষতঃ পোষাক বা অলঙ্কারাদি দেখিলেই, তাহা ক্রয় করিয়া সেগুলি গৃহজাত করিয়া রাখা, অনেকের একটা রোগ বিশেষ। যে গৃহে পাঁচ সাত খানা থালা, দশ পনরটা বাটী এবং পাঁচ ছয়টা গ্লাস হইলেই সংসারের কার্য্য বেশ চলিতে পারে এবং অবস্থানুসারে প্রয়োজনীয় পোষাক পরিচ্ছদেরও বিশেষ কোনও অভাব নাই, তদ্রূপ সামান্য গৃহস্থাশ্রমেও বহুতর থালা, বাটী, গ্লাস এবং নূতন নূতন বিবিধ পোষাক পরিচ্ছদাদি সিন্দুক এবং বাক্সের উদরপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। দুই চার বৎসরে এক আধ দিনও সেগুলির কোন প্রয়োজন হয় কি না সন্দেহ। অনুসন্ধান করিলে, অনেক সংসারেই এইরূপ অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জিনিস পত্রাদি বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা না থাকিলে কোনই ক্ষতি হয় না। তদ্দ্বারা একদিগে যেমন ব্যয় বাহুল্য হয়, অপরদিগে তেমনি গৃহাশ্রমের যথোচিত শৃঙ্খলারও বাধা জন্মে। অনেকের এরূপ ভ্রম সংস্কারও আছে যে, এই উপায়ে ধন সঞ্চয় বা ধন-রক্ষা করা হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে, ধন রক্ষার উপায় ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ, এই প্রকারে প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য-সামগ্রী খরিদ করিয়া রাখিলে, পরিণামে প্রতি টাকায় আট আনা রক্ষা করাও কঠিন হয়।

১৩। ঋণী ব্যক্তি তৃণাপেক্ষাও লঘু—সুশীলা! অমিতব্যয়িতা রূপ মহাপাপের দণ্ড ঋণ-যন্ত্রণা ভোগ। ঋণী ব্যক্তির ন্যায় দুঃখী জগতে আর নাই। যে ঋণ গ্রহণ করে, সাধারণতঃ তাহাকে অধমর্ণ বলে। কিন্তু,

আমার বিবেচনায়, তাহাকে অধমর্ণ না বলিয়া 'অধম নর' বলিলেই ঠিক হয়। তাই কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"ঋণীব্যক্তি পরাধীন, তাহাকে দোকানদারদিগের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় ; এজন্য সে ব্যবসায়ীদিগের দয়ার পাত্র এবং মহাজনদিগেরও করতলস্থ। অধিকন্তু, সে পাড়া-প্রতিবাসীদিগেরও ঘৃণার পাত্র। অনেক সময় ঋণী ব্যক্তি নিজের গৃহেই কয়েদীর ন্যায় কারাবদ্ধ থাকিতেও বাধ্য হয়। তাহার চরিত্র ক্রমশঃ অবনত এবং কলুষিত হইতে থাকে। এমন কি, পরিবারের লোকেরাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে।"

যে গৃহাশ্রমে যে কোন কারণে হউক, একবার ঋণ-গ্রহণরূপ মহাব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, সে সংসারে সুখের আশা করা বৃথা। অসত্য-আচরণ, অসম্মান, পরাধীনতা, অপ্রণয়, অশান্তি এবং নিরাশা প্রভৃতি এই ব্যাধির প্রধান উপসর্গ। ক্রমে ক্রমে এই দোষগুলি ঋণের অনুসরণ করিয়াই ঋণ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে অস্থি-চর্ম্মসার এবং মনুষ্যত্ব বিহীন করে।

স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়—সুশীলা! নিরাশ্রয় লোকদিগের, বিশেষতঃ হিন্দু বাল-বিধবা এবং কুলীন কন্যাদিগের আশ্রয়দাতা ঢাকা-ব্রাহ্মসমাজস্থ মহাপ্রাণ স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নাম তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ। আমাদিগের সামাজিক কুসংস্কার দূর করিয়া, মহাপাপ বাল্য-বিবাহাদি কু-প্রথা নিবারণ, বিশেষতঃ হিন্দু বাল-বিধবা এবং কুলীন কন্যাদিগের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল। তাই, তিনি তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থে, নিজের আর্থিক অবস্থার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখিয়া, আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফলেই ক্রমে ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন। যদিচ, শেষ জীবনে তিনি তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহার যে কিছু ধন-সম্পত্তি এবং ঘর-বাড়ী ছিল সে সমস্তও তিনি মহাজন-

দিগকে ছাড়িয়া দিয়া ঋণ-মুক্ত হইতে চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করিয়াছিলেন না সত্য। কিন্তু, তাহাতেও তিনি আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, শেষ জীবনে যেরূপ মর্ম্মান্তিক কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত চিঠি-পত্রাদি এবং তাঁহার জীবন-চরিত পাঠে বেশ জানা যায়।

ঋণ-যন্ত্রণায় মর্ম্মাহত হইয়াই, তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের নিকট লিখিয়াছিলেন ;—'ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া আমি যেরূপ ঘোরতর অশান্তির মধ্যে আছি, তাহা তুমি আমার লিখিত ডাইরি গুলি দেখিলে, বোধ হয় কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিবে। তবে ঋণরূপ মহাপাপগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে এই কষ্ট-যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করা সম্ভবপর নহে। এই ঋণ-যন্ত্রণায় মনের শোচনীয় অবস্থানুসারেই আমি আমার ডাইরিতে লিখিতে বাধ্য হইয়াছি,—"Debt has killed me morally, mentally, physically and spiritually" অর্থাৎ ঋণই আমার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সকল প্রকার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। "He who goes borrowing goes sorrowing" অর্থাৎ ঋণ করিতে যাওয়া আর দুঃখ ভোগ করিতে যাওয়া একই কথা। "Lie rides on debt back." অর্থাৎ মিথ্যা কথা ঋণগ্রহণরূপ অশ্বের পৃষ্ঠেই চড়িয়া বেড়ায়। "ঋণই মানুষকে একেবারে মনুষ্যত্বহীন করিয়া ফেলে।" "পাপ-যন্ত্রণার ন্যায় কষ্টদায়ক যন্ত্রণা আর নাই, কিন্তু তৎপরেই এই ঋণ-যন্ত্রণা ; কারণ ঋণও মহাপাপ। সেই ঋণ যন্ত্রণাই এইক্ষণে আমার শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা এবং অবনতির মূল কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে।" (১)।

(১) "আদর্শলিপি মালা" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

তাঁহার রচিত সঙ্গীতেও উপরোক্ত রূপ মানসিক ভাবেরই পূর্ণবিকাশ ;—

"কতকাল দহিবে (পিতা) চিন্তানলে মম অন্তর।
কে নিবাবে ঐ আগুন, কি হবে গতি আমার॥
একে পাপেতে কাতর, তাহে ঋণ চিন্তায় জড়সড়।
সদাই মন অস্থির, সব হলো ছারখার।
বড় আশা ছিল মনে, রেখে হৃদে তোমা-ধনে,
তব প্রিয়কার্য্য সাধনে, কাটাইব দিন মোর।
ঋণ-পাপে মৃতপ্রায়, সব আশা গেল হায়,
বৃথা হলো এ জীবন, শান্তি কোথা নাহি আর।"

আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই ঋণরূপমহাপাপের যন্ত্রণাভোগ কেবল ইহকালেই সীমাবদ্ধ নহে। এজন্য ঋণ-গ্রস্ত ব্যক্তির পরলোকগত আত্মারও অধোগতি এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ অনিবার্য্য। তাই পৈত্রিক ঋণ পরিশোধের জন্য সন্তানগণও ধর্ম্মতঃ দায়ী। পাশ্চাত্য দেশেরও যে সকল লোক মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অস্তিত্ব এবং পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে, ঋণ-পাপের জন্য পরলোকগত আত্মাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সে যে হউক, ঋণগ্রহণ রূপ মহাপাপের দায়িত্ব এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে তোমাকে এতাধিক কথা বলা বাহুল্য। তবে এই প্রস্তাবের উপসংহারে ইহা বলা অত্যাবশ্যক যে, অবস্থায় বাধ্য হইয়া সাময়িকভাবে ধারে কোন কিছু খরিদ জন্য, অথবা অন্য কোনও কারণে, ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে, অনতি-বিলম্বে সে ঋণ যাহাতে পরিশোধ করা যায়, প্রত্যেকেরই সর্ব্বপ্রযত্নে তদ্রূপ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, ঋণের শেষ অত্যল্প পরিমাণে থাকিলেও, অত্যল্প পরিমাণ অগ্নিশেষের ন্যায়, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হরিবংশ—এই প্রাচীন গ্রন্থে ঋণগ্রহণরূপ পাপের বহুবিধ দোষের সমালোচনা করিয়া, গ্রন্থকর্ত্তা ঋষি তাঁহার উপসংহারে গৃহস্থাশ্রমবাসীদিগকে উপদেশস্থলে বলিয়াছেন ;—"ঋণশেষ, অগ্নিশেষ এবং শত্রুর শেষ রাখিলে, তাহা পুনঃপুনঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অতএব এই তিনের শেষ কখনও রাখিবে না।" (১)

১৪। সঞ্চয়ই ভাবী সুখের মূলাধার—সুশীলা! মিতব্যয়িতাই সঞ্চয়ের প্রসূতি এবং ধন-বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। কারণ, এসংসারে কাহারও অবস্থা চিরদিন সমান যায় না, বিপদ আপদ অবশ্যম্ভাবী। তাই, আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ—"আপদার্থে ধনং রক্ষেৎ।" কারণ, আজ তোমার পতি সুস্থ শরীরে আছেন এবং ধনোপার্জ্জনেও সক্ষম ; কিন্তু, কাল তিনি এমন কোন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারেন, যাহাতে আজীবন অকর্ম্মণ্য ভাবেই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবেন, অথবা তাঁহার অভাব হওয়াও অসম্ভব নহে। তখন তোমাদের আয়ের পথ একেবারেই বন্ধ হইতে পারে। তবে ইহা ভাবিয়া, সকল সময় কার্য্য করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় না সত্য ; কারণ, বয়োবৃদ্ধি এবং পরিজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের দ্বারও যে ক্রমশঃ প্রশস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে তোমার পতির আয় ব্যয়ের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ ছিল না, তোমার জন্য তাঁহার আয়ের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইত না ; কিন্তু, বিবাহের পর হইতে তোমার সমস্ত ব্যয় ভার তাহাকেই বহন করিতে হইতেছে। আবার দেখ, এখানেই তোমাদের ব্যয়াধিক্যের শেষ হয় নাই, বরং ব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার একটী পুত্র জন্মিয়াছে ; সুতরাং তাহার জন্যও

(১) "ঋণশেষাচ্চাগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈবচ।
পুনঃপুনঃ প্রবৰ্দ্ধন্তে তস্মাচ্ছেষং নকারয়েৎ ॥"—হরিবংশ।

তোমাদের ব্যয়ের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এইরূপে, পুত্র কন্যাগণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারে ব্যয়ের পথও ক্রমশঃই প্রশস্ত হইতে থাকে ; অথচ, অনেক স্থলে ব্যয়ের অনুপাতানুসারে আয়ের পথ প্রশস্ত হয় না। বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা, এই সকল বিষয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়াই, আয়ের পরিমাণানুসারে সর্ব্বদাই কিছু কিছু সঞ্চয় করেন। বিশেষতঃ, কেবল আয় বৃদ্ধিদ্বারাই সঞ্চয় করা যায় না, মিতব্যয়িতাই সঞ্চয়ের মূল। আয়ের পথ যতই প্রশস্ত হউক না কেন, ব্যয়ের দ্বার সঙ্কুচিত করিতে না পারিলে, সঞ্চয় করা অসম্ভব। তবে ইচ্ছা এবং যত্ন থাকিলে প্রায় সকল অবস্থাপন্ন লোকেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে মনুষ্যের কি প্রয়োজনীয় এবং কি অপ্রয়োজনীয় বা অনাবশ্যক, অনেক স্থলে, তাহা ঠিক করা কঠিন। কারণ, একজনের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, অপরের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ও হইতে পারে ; এরূপ অবস্থায়, স্ব স্ব আয়ের পরিমাণানুসারেই প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা এবং অপ্রয়োজনীয়তা ঠিক করিতে চেষ্টা করা ভিন্ন, কোন অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেই আয়ের পরিমাণ অনুসারে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ধন-সঞ্চয় করা সম্ভবপর নহে।

আয়ের কত অংশ ব্যয় ও কত অংশ সঞ্চয় করা উচিত, ধন-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও আয়ের কিয়দংশ যে সঞ্চয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কাহারও মতে আয়ের দুই তৃতীয়াংশ, কাহারও মতে অর্দ্ধাংশ, কাহারও মতে এক তৃতীয়াংশ, আবার কাহারও কাহারও মতে আয়ের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সে যে হউক, সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় বির্ব্বাহ করিয়া, পারিবারিক ভাবী সুখ-সুবিধা, অপরের দুঃখ দূরীকরণ এবং স্বদেশের হিতসাধন প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে, যিনি যত অধিক সঞ্চয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে

আমাদিগের অধিকাংশ সংসারেই আয়ের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, আয়ের দুই তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধাংশ সঞ্চয় করা দূরে থাক, আয়ের চতুর্থাংশ সঞ্চয় করাও অনেকের পক্ষে কঠিন। কিন্তু তাই বলিয়া, অল্লাধিক হইলেও ধন সঞ্চয়ে বিরত থাকা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ—এই প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে;—সৎপথে থাকিয়া যথাশক্তি ধনোপার্জ্জন করতঃ, তাহার অর্দ্ধাংশ-দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, অপরার্দ্ধ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাত্মা বেকনও আয়ের অর্দ্ধাংশ সঞ্চয় করিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

বিখ্যাত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস—তাঁহার "ঋদ্ধি" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"সঞ্চিত ধন অসময়ের সম্বল, উপায়-হীনের ভরসা, আর্ত্তের সান্ত্বনা। ইহা শুদ্ধ শক্তি নহে—শুদ্ধ ধন নহে, ইহা ধর্ম্ম। * * যাহারা আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে, তাহারাই ঋণগ্রস্ত পরমুখাপেক্ষী দীনদশাপন্ন হইবে সন্দেহ কি?"

স্বর্গীয় মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"নিজের ও অন্যের অসময়ে উপকারে লাগে, এরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ সকলেরই সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। তবে কাহার কি পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করা উচিত, তাহা প্রত্যেকের আয় ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। সে সঞ্চয় ব্যয়ের পূর্ব্বেই রাখা আবশ্যক, ব্যয়ের পরে নহে।"

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থের অনুকূলাচরণ নহে। এতদ্দ্বারা আত্ম-সংযম, ভবিষ্যৎদর্শন, উপায়োৎভাবন প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা হইয়া পড়ে।

কৃপণদিগের অনেক দোষ আছে বটে ; কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী এবং বাঙ্‌নিষ্ঠ।"

বৎসে! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারিবে, যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করিয়া তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করেন, তিনি সাধারণের নিকট ধনী সুখী বলিয়া আদৃত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ধনী বা সুখী নহেন ; অধিকন্তু, তিনি ঋণগ্রস্তবিধায়, তাহাকে স্বল্প আয়বিশিষ্ট পরিমিতব্যয়ী ব্যক্তির অধীন এবং কৃপার পাত্র বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মাসিক দশ টাকা আয় করিয়াও, কায়-ক্লেশে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করতঃ, মাসিক দুই এক টাকা সঞ্চয় করিতে, পারেন তিনিই প্রকৃত ধনী। কারণ, অল্পাধিক যাহাই হউক, যাহার ধন সঞ্চিত আছে, তিনিই ধনীপদবাচ্য। অতএব অবস্থানুসারে নিয়মিতরূপে যৎসামান্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেও, তাহা অকিঞ্চিৎকর মনে না করিয়া, ভাবী আপদ বিপদে আত্মরক্ষার উপায় এবং ভাবী সুখ-শান্তির মূলাধার, এই বিবেচনায় গৃহস্থমাত্রেরই কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৫। ডাকঘরে সঞ্চয় ভাণ্ডার (পোষ্টেল সেভিং ব্যাঙ্ক)—সুশীলা! তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, সামান্য সুদের বন্দোবস্তে পোষ্টাফিশে টাকা পয়সা জমা রাখা যায়। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ধন সঞ্চয়, বিশেষতঃ তাহা নিরাপদে রক্ষার এরূপ সহজসাধ্য উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। তাই, এই সঞ্চয় ভাণ্ডারের বিধি-ব্যবস্থাদি বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি শুনিয়া অবশ্যই সুখী হইবে যে, ধন-সঞ্চয়ের এই উৎকৃষ্ট উপায়, সর্ব্বপ্রথমে একটী স্ত্রীলোক উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেন। তাঁহার নাম কুমারী প্রিস্‌সিলা ওয়েকৃফিল্ড (Miss Priscella Wakefield)। তাঁহারই চেষ্টায় দরিদ্র বালক বালিকাগণের হিতার্থে প্রথম এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্ব প্রথম এই পোষ্টাফিশ-সেভিংব্যাঙ্ক খোলা হয়। তাহার বিশ বৎসর পরে, ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় ডাকঘর সমূহেও এই প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত এদেশীয় অধিকাংশ লোকই অপরিমিতব্যয়ী। এরূপও কতক লোক দেখা যায়, যাহারা হাতে টাকা থাকিলে, তাহা ব্যয় না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যেই এ দোষ অধিকতর প্রবল। এরূপ অবস্থায়, ডাকঘরে টাকা জমা রাখিবার নিয়ম, ধনসঞ্চয়ের পক্ষে বিশেষ সুযোগ ও সুবিধাজনক।

ডাকঘরে টাকা জমা-রাখিবার নিয়ম প্রণালী বিষয়ক পুস্তিকা ডাক বিভাগ হইতেই বিনামূল্যে পাওয়া যায়, এবং আমাদের দেশের প্রচলিতপ্রায় সকল ভাষাতেই ঐ সকল নিয়মাবলীর পুস্তিকা মুদ্রিত আছে। সুতরাং, প্রণালী বিষয়ে তোমাকে এস্থলে কোন কথা বলা অনাবশ্যক। কারণ, যে কেহ ডাক ঘরের সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা জমা রাখিতে গেলে, ডাকঘর হইতেই নিয়মাবলী সহ হিসাবের এক খানা বহি এবং দরখাস্তের ফারম ইত্যাদি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তবে ইহাতে ধন সঞ্চয়ের এবং অর্থ রক্ষার যে সকল সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে, এস্থলে তাহাই তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা জমা রাখা বিশেষ সুবিধাজনক এবং নিরাপদ, ইহা জানিতে পারিয়াই, আজ কাল, অনেকে নিজ নামে এবং ছোট ছেলে মেয়েদিগের নামেও হিসাব খুলিয়া, অবস্থানুসারে টাকা পয়সা জমা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রথম সুবিধা ;—চারি আনার পয়সাও জমা রাখা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ;—আবশ্যক হইলে প্রায় প্রতিদিনই টাকা জমা দেওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ ;—আবশ্যকমত প্রত্যেক দিনই টাকা জমা রাখা যায়, তবে সপ্তাহে এক দিনের বেশি টাকা উঠান যায় না। টাকা জমা দেওয়ার

ন্যায় টাকা উঠান সহজসাধ্য হইলে, লোকে যৎসামান্য প্রয়োজনেও টাকা তুলিয়া লইয়া ব্যয় করিতে ত্রুটি করিত না। এ নিয়মও সঞ্চয়েরই সহায়।

চতুর্থতঃ ;—নিজের নিকট টাকা রাখিলে, চুরি হওয়ার, হারাইয়া যাওয়ার, বিশেষতঃ গৃহদাহ প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনায় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, পোষ্টাফিস সেভিং ব্যাঙ্কে তদ্রূপ কোনও বিপদের আশঙ্কাই নাই।

পঞ্চমতঃ ;—হাতে টাকা পয়সা জমা থাকিলে, তাহা খরচ হইবার সম্ভাবনাই অধিক থাকে ; অধিকন্তু, সময় সময় লোককে হাওলাত দিয়াও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। সুতরাং, টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে জমা রাখিলে, এসব বিপদের আর কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

ষষ্ঠতঃ—নিজের গৃহ অপেক্ষাও নিরাপদ স্থানে টাকা জমা রাখিয়া, যৎসামান্য হইলেও, কিছু কিছু সুদও পাওয়া যায়।

সপ্তমতঃ ;—আজ কাল অনেক গ্রামে ডাকঘর আছে। সুতরাং, ঘরের বধূ কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকাদিগেরও পোষ্টাফিসে টাকা জমা রাখিতে এবং উঠাইয়া লইতে বিশেষ কোনও অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

বৎসে! আমি এক খানি ইংরেজি পুস্তকে পড়িয়াছি। কোন মদ্যপায়ী দরজী সময় সময় সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিত। একদা সেই কারখানার তত্ত্বাবধারক, তাহার সেই সেভিং ব্যাঙ্কের হিসাবের বহি দেখিয়া, বিস্ময়ের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"তুমি মাতাল হইয়াও কিরূপে সেভিং ব্যাঙ্কে এতাধিক টাকা, জমা দিতে সমর্থ হইলে? কিসে তোমার এরূপ সুমতি হইল?" ঐ তারিখ তাহার নামে ৮০ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২০০৲ টাকা জমা ছিল। তদুত্তরে দরজি বলিয়াছিল ;—"মহাশয়! একদিন আমার স্ত্রীর নামের এক্‌খানি সেভিং ব্যাঙ্কের পাশ-বুক আমার হাতে পড়ে, তাহাতে প্রায় ২০ পৌণ্ড (৩০০৲ টাকা) জমা দেখিয়াই আমার মনে হইল, আমি এরূপ অপব্যয় করাসত্ত্বেও যখন আমার স্ত্রী এতাধিক

টাকা জমাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন আমি পরিমিত ব্যয়ী হইলে, এবং উভয়ে এতদ্রূপে ধনরক্ষা করিলে, এতদিনে অনেক টাকা আমরা জমাইতে পারিতাম। সেই দিন হইতেই আমি মদ্যপানের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ আমার স্ত্রীর সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখায় সুযোগও সুবিধা।” দেশীয় সাধারণ কথায়ও বলে ;—“টাকায় টাকা বান্ধে।” বস্তুতঃ, দুই চারি আনা করিয়াও একবার কিছু জমাইতে পারিলে, অধিকতর জমাইবার ইচ্ছা হয় এবং টাকার প্রতি মমতা জন্মে। যাহারা, “যত্র আয় তত্র ব্যয়” করিয়া দিন কাটায়, তাহারা কোন কালেও ধন সঞ্চয় করিতে পারে না।

সেভিং ব্যাঙ্কের সুদ অতি অল্প বলিয়া, অনেকে ডাকঘরে টাকা জমা রাখা অবিবেচকের কার্য্য বিবেচনায় ডাকঘরে টাকা জমা রাখে না। অধিকন্তু, যাহারা জমা রাখে, তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরূপ নিন্দাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা সেভিং ব্যাঙ্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। ব্যবসায়ী ধনী মহাজনদিগের ধন রক্ষার্থে ইহা স্থাপিত হয় নাই, এবং টাকা পয়সা ধার দিয়া সুদ আদায় করতঃ ধনবৃদ্ধি করাও এই সেভিং ব্যাঙ্কের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সঞ্চিত ধন সুযোগ ও সুবিধামত নিরাপদ স্থানে রক্ষা করাই ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য। সুতরাং, সুদ বাবদে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা অতিরিক্ত লাভই বিবেচনা করিতে হইবে। তবে কেহ যদি খুব হিসাবী হয় এবং টাকা ধার দিয়া বেশি সুদ আদায় করিতে ইচ্ছা করে, তবে যথা সময়ে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া উপযুক্ত লোকের নিকট ধার দিতে এবং যখন যাহা আদায় হয়, তখনই তাহা পুনরায় সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিয়া রাখিতে পারে। এরূপ অবস্থায়ও এই পোষ্টেল সেভিং ব্যাঙ্ক দ্বারা লোকের বিশেষ সুবিধাই দেখা যায়।

মিতব্যয় এবং ধন-সঞ্চয় সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ।

মহাজন পদাবলী।

(১) "মিতব্যয়ী ব্যক্তিদিগকে সমাজের হিতকারী বন্ধু, আর অমিতব্যয়ীদিগকে সামাজিক শত্রু জ্ঞান করিবে।"

(২) "অর্থের অভাব অপেক্ষা অপব্যবহারেই অধিকতর ক্ষতি হয়।"

(৩) "ধন উপার্জ্জন করা অপেক্ষা তাহা যথারীতি ব্যয় করা কঠিন।"

(৪) "যাহারা যত্র আয় তত্র ব্যয় করে, তাহারাও দুর্ব্বল, অশক্ত এবং অবস্থার দাস ; তাহাদের সম্মান এবং স্বাধীনতা থাকে না।"

(৫) "অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতি সুলভ মূল্যে ক্রীত হইলেও, তাহা মহার্ঘ বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে।"

(৬) "সমাজের নিকট পদস্থ ও সম্মানিত হইবার বৃথা অভিমানে অনেকে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হয়।"

(৭) "জীবনে সুখের আদর্শ বিষয়ে ভ্রান্ত সংস্কারই, অনেক সময়, অপব্যয়ের কারণ হয়।"

(৮) "দারিদ্রতার আগমনেই ভালবাসা গৃহ হইতে পলায়নে উদ্যত হয়।"

(৯) "অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা ভাল,তবু ঋণগ্রহণ করা উচিত নয়।"

(১০) "ঋণী ব্যক্তির পক্ষে সত্য ব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব ; তাই কথায় বলে,—"মিথ্যা কথা ঋণগ্রহণরূপ অশ্বের পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে।"

(১১) "মিথ্যা কথা যেমন মিথ্যা কথার পোষক, ঋণও তদ্রূপ ঋণের পোষক অর্থাৎ ঋণের অনুসরণ করে।"

(১২) "যে সংসারে অপচয় হয় না, তথায় অভাবও হয় না।"

(১৩) "অর্থস্য সর্ব্বস্ব বশা" অর্থাৎ জগতে সকলই অর্থের বশ।"

(১৪) "জীবনরূপ সংগ্রাম ক্ষেত্রে সঞ্চিত ধনই একমাত্র বিজয়াস্ত্র।"

(১৫) "অঋণী শাকান্নভোজী হইলেও প্রকৃত পক্ষে সেই সুখী।"

অষ্টম উপদেশ।

গৃহ-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

Good order is the foundation of all good things. —*Burke*

It is the arrangement of furniture rather than the furniture itself that makes the room well furnished.

—*How to be happy though married.*

"গৃহের পারিপাট্য এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানের সুসজ্জা দ্বারা যে কেবল দর্শকদিগের চক্ষু আমোদিত হয় তাহা নহে; ইহা দ্বারা গৃহস্থ পরিবারবর্গ অধিক সুস্থ ও সুখী হয় এবং সকল কার্য্য অতি সহজে ও সুশৃঙ্খলে সম্পাদন করিতে পারে।"—বামাবোধিনী।

১। শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্যের মূলাধার—সুশালা! সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মানব-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। শৃঙ্খলা সেই সৌন্দর্য্য বিকাশের মূলাধার। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যই তাহার উজ্জল দৃষ্টান্তস্থল। তাই এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"গৃহে কতকগুলি সাজ সরঞ্জাম থাকিলেই গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। সে গুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে যথাস্থানে রাখিতে পারিলেই তদ্দ্বারা প্রকৃত সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।"

বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সমাজের গৃহিণীরাই গৃহ-শৃঙ্খলা বিষয়ে আদর্শ স্থানীয়া। তাঁহারা যে যত দরিদ্র হউন না কেন, তাঁহাদিগের গৃহের-শৃঙ্খলা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, তথায় দুদণ্ড বসিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের গৃহাশ্রমের ঘর বাহির সর্ব্বত্রই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল এবং সৌন্দর্য্যময়। সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ ও লতাপাতায় তাঁহাদিগের বাস-ভবন এবং

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা গৃহাভ্যন্তর এরূপভাবে সুসজ্জিত যে সহসা দেখিলে মুনি-ঋষিদিগের পবিত্র আশ্রম বলিয়াই ভ্রম জন্মে। আর আমাদিগের দেশীয় অবস্থাপন্ন লোকদিগেরও অধিকাংশ বাস-ভবন এবং বাস-গৃহ, শৃঙ্খলার অভাবে শ্রীহীন এবং নয়ন ও মনের অপ্রীতিকর। এমন অনেক গৃহস্থাশ্রম দেখা যায়, যাহাতে সুন্দর সুন্দর প্রয়োজনীয় গৃহোপকরণের অভাব নাই, কিন্তু গৃহিণীর সুরুচি এবং সুশৃঙ্খলা গুণের অভাবে, সেগুলি দ্বারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইতেছে না। তাই, কোন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"যে গৃহে শৃঙ্খলা নাই, সে গৃহ অপেক্ষা অরণ্যে বাস করাও সুখকরও শান্তিপ্রদ।"

বৎসে! সকল গৃহেই মূল্যবান সাজ-সরঞ্জামাদি থাকে না এবং সকলেই বাস করিতে সুরম্য প্রাসাদ পায় না ; তথাপি গৃহিণীগণের গৃহ-শৃঙ্খলার জ্ঞান থাকিলে, যৎসামান্য গৃহোপকরণে সাধারণ গৃহাশ্রমও সুদৃশ্য ও প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। কারণ, দ্রব্যের মূল্য দ্বারা সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয় না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুশৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্যের মূলাধার। মনে কর, কোন রমণীর ঈশ্বরদত্ত রূপ-লাবণ্য আছে এবং দেহের সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন জন্য যে কিছু বস্ত্রালঙ্কারের আবশ্যক তাহারও কোন কিছুরই অভাব নাই ; কিন্তু, কি ভাবে এবং কোথায় কি পরিধান করিতে হয়, সে জ্ঞান তাহার নাই। এরূপ অবস্থায়, তিনি যদি একাধিক সুরম্য বস্ত্র দ্বারা কলাবধূর ন্যায় তাঁহার আপাদ-মস্তক আবৃত করেন, আর হাতের বালা ও পায়ের মল গলায় ঝুলাইয়া দেন, কণ্ঠহার পায়ে এবং কর্ণাভরণাদি হস্তে বন্ধন করেন ; তবে, বল দেখি, রূপলাবণ্যবতী হইলেও, এতদ্রূপে সালঙ্কারা রমণীকে দেখিলে লোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব? এইরূপ বেশ-বিন্যাসও বস্ত্রালঙ্কারের অপব্যবহার, দৃষ্টে হর্ষের পরিবর্ত্তে মনে অসহ্য বিরক্তির উদয়, বিশেষতঃ শৃঙ্খলাজ্ঞানের অভাব দৃষ্টে লজ্জায় মস্তক অবনত করিবার ইচ্ছা

যদি স্বাভাবিক হয়; তবে, গৃহ-সামগ্রীর অযথাপ্রয়োগ এবং বিশৃঙ্খলা দৃষ্টে সকলেরই বিরক্ত ও লজ্জিত হওয়াও সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

মহাভারত—এই প্রাচীন গ্রন্থের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে, একদা লক্ষ্মীদেবী রুক্মিণীকে বলিয়াছিলেন;—"যে গৃহিণী গৃহোপকরণ সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করি।"

লক্ষ্মীচরিত্র—গ্রন্থেও লিখিত আছে;—"যে গৃহিণী আপনার গৃহকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত করিয়া রাখেন, তিনিই লক্ষ্মীর প্রিয়সঙ্গী এবং লক্ষ্মী সেই গৃহেই বাস করেন। যে গৃহের দ্রব্য-সামগ্রী সদা সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যে গৃহ সৌরভময় এবং যাহার প্রত্যেক বস্তু নয়নের আনন্দদায়ক, তাহাই তাঁহার প্রিয়তম বাসস্থান।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা লক্ষ্মীচরিতের এই সকল সদুপদেশের যথোচিত ব্যবহার না করিয়া, কেবলমাত্র কোজাগর লক্ষ্মী পূজার দিবসই লক্ষ্মীর শুভাগমনের আশায় গৃহের শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে যে কিছু চেষ্টা-যত্ন করিয়া থাকি।

উক্ত গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখিত আছে;—"গৃহের মধ্যে সকল স্থানেরই উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী আছে, এবং সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীর উপযোগী স্থানও আছে। অতএব যেখানে যাহা রক্ষিত হওয়া উচিত, সেইস্থানে তাহা রাখিবে; ইহারই নাম গৃহ-শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা অনুসারেই সর্ব্বস্রষ্টা ভগবান এই বিশ্ব-সংসার রচনা করিয়াছেন। ধনবান না হইলেই যে পরিবার মধ্যে শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য স্থাপন করা যায় না, ইহা অসত্য কথা। ধনবানের ঘরে অনেক সামগ্রী, সুতরাং তাহার যথোচিত সন্নিবেশ সহজ নহে; গরীবের ঘরে অল্প সামগ্রী, তাহা সহজেই সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে। যে গৃহে সুশৃঙ্খলা আছে, সেখানে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ সতত বিদ্যমান। গৃহিণীর চেষ্টায়ই গৃহ, প্রাঙ্গণ, ঘর, বাহির, পাকশালা সর্ব্বস্থান

পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। আঁস্তাকুড় হইতে দেবালয় পর্য্যন্ত যদি কোন স্থান বিশৃঙ্খল দেখায়, তবে ইহাতে তাঁহারই কলঙ্ক।”

বৎসে! শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্যের মূলাধার এবং সময়ের যথোচিত ব্যবহারেরও প্রধান সহায়। অতএব আশা করি, তুমি অতঃপর এই বিশ্বাসে গৃহ-সামগ্রীর প্রকৃতি এবং প্রয়োজনানুসারে গৃহ মধ্যে সেগুলির জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, তাহা যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা করিবে। এ সম্বন্ধে দুইটী নীতি কথা প্রচলিত আছে—প্রথম কথা;—“প্রত্যেক বস্তুর জন্য কৃত-নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং প্রত্যেক বস্তু যথাস্থানে রক্ষা করা।” দ্বিতীয় কথা;—“প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা এবং প্রত্যেক কার্য্য যথা সময়ে সম্পন্ন করা।” বস্তুতঃ, এই দুই সারগর্ভ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে অভ্যস্ত না হইলে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যথোচিত শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার করা কখনও সম্ভবপর হয় না।

স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়—বিলাতে অবস্থান কালে তথাকার গৃহস্থাশ্রমের সুশৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সেই শৃঙ্খলাগুণের অনুকরণ করিবার অভিপ্রায়ে তথা হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে;—“এখানে অতি গরীবের বাড়ীর অন্তঃপুরও পরিষ্কার, সুসজ্জিত ও আরামপ্রদ। আমাদের দেশের মত মৌরবী ছেঁড়া পাটি, ভিজা মাটি, মাকড়সাজালময় দেওয়াল, কোন স্থানেই দেখিবে না। এখানকার প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় পরিচ্ছন্নতা। নিতান্ত গরীবের বাড়ী যাও, দেখিবে—বাড়ীর সামান্য প্রাঙ্গণও পরিষ্কার। ঘরের মধ্যে যাও, আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দেখিবে। আমার বিশ্বাস যে, যতদিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাস গৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতি হইবে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এবং আয় সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবন যাপন করা আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।”

ইংলণ্ডের স্বর্গীয় রাজা চতুর্থ জর্জ্জ—একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ;—"কোনও গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহা সুসজ্জিত দেখিলে, অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সে গৃহিণী কে যাহার চিন্তা-শক্তি, রুচি এবং অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা এই গৃহ এতদ্রূপে সুসজ্জিত হইয়াছে ?" (১)। বস্তুতঃ, গৃহাশ্রমের শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে গৃহিণীদিগেরই কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত এবং এতদ্দ্বারা গৃহিণীদিগেরই যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, গার্হস্থ্যধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই এই মত ও বিশ্বাস।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত রাস্‌কিন Ruskin)—বলিয়াছেন ;—"আমরা ইচ্ছা করিলেও সূর্য্যের অস্ত গমনে বাধা দিতে অথবা পর্ব্বতমালাকে যদিচ্ছা খণ্ড খণ্ড করিতে পারি না সত্য, কিন্তু ইচ্ছা করিলে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রম সুদৃশ্য চিত্রের ন্যায় আমাদিগের মনের মত ও আদর্শ-স্থানীয় করিয়া লইতে পারি।" (২)

বিদুষী শ্রীযুক্তা প্রসন্নতারা গুপ্তা—তাঁহার "পারিবারিক জীবন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"গৃহকার্য্যের পারিপাট্য দ্বারা গৃহিণীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য গৃহের কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য স্থাপন করিলে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়, সে সব বিষয়েও গৃহিণীর মনোযোগ আবশ্যক। গৃহিণীর গুণে

(১) "Who is she ? This question may be asked when one enter in to a pretty room. Whose judgment and fingers have so managed these ? &c," —*How to be hapyy thovgh mgrreid.*

(২) "We can not arrest sunsets nore carve mountain but we may turn every English home, if we choose, into a picture which shall be no counturfeet but the true and perfect image of life indeed." —*Ruskin.*

সামান্য জিনিষেও গৃহের শোভা হয়। কেবল ড্রইংরুম সাজাইলেই গৃহিণীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। বাড়ীর প্রত্যেক জিনিষ প্রত্যেক স্থান গৃহিণীর সুরুচির পরিচয় দান করে।"

গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর যথোচিত শৃঙ্খলার অভাবে যে নানা বিপদ ঘটে সংসারে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গৃহাদিতে সহসা অগ্নিসংযোগ হইলে,অনতিবিলম্বে সেই প্রজ্জলিত অগ্নিনির্ব্বাণার্থে প্রয়োজনীয় জলপাত্রাদি প্রাপ্তির সুযোগের অভাবই এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুশৃঙ্খলার অভাবে অপর বিধ যে সকল আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি হৃদয়-বিদারক দৈব দুর্ঘটনার কথা তোমাকে বলিতেছি। একদা আমি কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ী বেড়াইতে যাইয়া দেখি, বাড়ীর প্রায় সকলেই "দড়ি কোথায়, কাছি কোথায় আছে, একটা বাঁশ পেলেও হত, একখানা দা ও কুঠার দেখিতেছি না।" এইরূপ চীৎকার করিতে, করিতে, দৌড়াদৌড়ি এবং ছুটাছুটি করিতেছে। এমন সময়ে, পাশের বাড়ী হইতে একটী ভদ্রলোককে একগাছি দড়ি লইয়া, দ্রুত গতিতে কুঁয়ারদিগে যাইতে দেখিয়া, আমিও তাহার অনুসরণ করিয়া,তথায় যাইয়া দেখি, একটী বার তের বৎসর বয়স্ক বালকের মৃত দেহ কুঁয়ার জলের উপরে ভাসিতেছে। কুঁয়া হইতে উঠিবার যে কোন একটা অবলম্বন পাইলেই সে বালক আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তৎপরে দেখা গেল, ঐ গৃহস্থাশ্রমে দড়ি কাছি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। সেগুলি রাখিবার কৃতনির্দ্দিষ্ট স্থান এবং শৃঙ্খলা না থাকাতেইই, প্রয়োজনীয় দড়ি কাছির অভাব জন্য, উক্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—তাঁহার "স্ত্রী-চরিত্র" গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—"প্রত্যেক সামগ্রী যথাস্থানে রক্ষিত হইবে, নিমেষের মধ্যে যাহা প্রয়োজন তাহা হস্তগত হইবে, সাতটা সিন্ধুক খুলিতে হইবে

না, সামান্য কোন অভাবের জন্য বাজারে দৌড়িতে হইবে না. ইহাতে গৃহিণীর হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের উদয় হয়, এবং পরিবারেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর যদি মসল্লার আধারে মোরব্বা, কেরসিনের টিনে ঘি, কাসন্দির হাঁড়ীতে সুজী রক্ষিত হয়, যদি তণ্ডুল প্রয়োজন হইলে লবণে হাত পড়ে, লবণ ভ্রমে চিনি ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাহার চিত্ত চটিয়া না যায়।"

২। প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম শৃঙ্খলার অন্তরায়—সুশীলা! প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ-পত্রাদি ক্রয় করা যে অমিতব্যয়িতার লক্ষণ, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, ইহা গৃহশৃঙ্খলারও অন্তরায়। বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত গৃহ-সামগ্রী ক্রয় করেন না; বরং অতিরিক্ত কোন কিছু থাকিলে, তাহা বিক্রয় করিয়া, গৃহ-শৃঙ্খলার সুবিধা এবং ধন-সঞ্চয় করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না।

সাধারণ গৃহস্থাশ্রমেও প্রয়োজনাতিরিক্ত বিস্তর জিনিষ পত্রাদি দেখা যায়। গৃহের মধ্যে সে গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থানেরও একান্ত অভাব; অধিকন্তু, সেই সকল জিনিষ পত্রের মধ্যে আবার অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য ও জীর্ণ। সুতরাং সেগুলি অনাবশ্যকরূপে গৃহের স্থানাধিকার করিয়া, গৃহ-শৃঙ্খলায় এবং স্বাস্থ্যের বাধা জন্মাইতেছে মাত্র। বস্তুতঃ, এতদ্দ্বারা অনেক স্থলেই দেখা যায়, চারি পাঁচ খানা লেপ তোষক দ্বারাই যে পরিবারের কার্য্য-চলিতে পারে, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমেও দশ পনর খানা জীর্ণ-শীর্ণ লেপ, তোষক গৃহ মধ্যে উই ও ইন্দুরের আশ্রয় দিয়া, কিম্বা গৃহমধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া, স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। অপ্রয়োজনীয় অপরাপর দ্রব্য-সামগ্রী সম্বন্ধেও এই কথা। এরূপ অবস্থায়, প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষপত্রাদির জন্য, বাস গৃহ যাহাতে গুদামে পরিণত

হইতে না পারে, গৃহিণী মাত্রেরই তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বিবাহিত জীবনেও কিরূপে সুখী হওয়া যায়—এই বিষয়ে ইংরাজিতে লিখিত পুস্তকের একস্থলে লিখিত আছে,—"আমাদিগের গৃহে এমন কোনও জিনিষই রাখা উচিত নয়, যাহার যথোচিত ব্যবহার আমরা জানিনা অথবা সুশ্রী বলিয়াও আমরা বিবেচনা করি না।" (১)।

৩। গৃহাশ্রমে ঘরের অল্পতাও শৃঙ্খলার অন্তরায়—যথারীতি গৃহ-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে, গৃহস্থ মাত্রেরই পাঁচ ছয় খানা ঘর থাকা আবশ্যক। তদন্যথা, ঘরের অল্পতা হেতু, উপযুক্ত স্থানের অভাব জন্য, গৃহ-সামগ্রীর সুশৃঙ্খলা এবং কার্য্য কর্ম্মের, সুবিধা হইতে পারে না। সেই ঘরগুলিও নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। (১) বসিবার ঘর, (২) খাবার ঘর, (৩) শোবার ঘর, (৪) রান্নার ঘর, এবং (৫) জিনিষ পত্রাদি রাখিবার ভাণ্ডার ঘর। এ ছাড়া, পশু-পক্ষ্যাদি গৃহ-পালিত জন্তু রাখিবার জন্যও এক-খানা ঘরের একান্ত প্রয়োজন। অবস্থানুসারে যাহাদিগের এতাধিক ঘর করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের যে দুই তিন খানা ঘর থাকে, তাহাই অগত্যা উপরোক্তরূপ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে পৃথক পৃথক বিভাগ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, পরিবারে লোকের অল্পতা হইলে, শয়ন ঘরের একাংশে বসিবার স্থান এবং রান্না ঘরের একাংশে খাবার স্থান করিলে, বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় না।

সুশীলা! গৃহস্থাশ্রমের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করা, গৃহিণীগণের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও, আমি এ বিষয়ে তোমাকে আজ আর অধিক

(১) It is safe rule to have nothing in our houses that we do not know to be usefull or think to be beautifull.

—*How to be happy thougk married.*

কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তুমি 'সুশীলার উপাখ্যান' পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবে যে, গৃহিণীর এই গৃহশৃঙ্খলাগুণে কুপথগামী অবাধ্য স্বামীও সাধু এবং বশীভূত হইয়া থাকেন, অশান্তিপুর্ণ গৃহও শান্তিময় হয়। বস্তুতঃ, যাঁহার সৌন্দর্য্যে রুচি আছে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি আছে, তিনি কখনও গৃহ-শৃঙ্খলায় উদাসীন থাকিতে পারেন না। বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাহার মন না বিমোহিত হয়? বস্তুতঃ, শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্যের মূল, স্বাস্থ্যের সহায়, এবং কার্য্য-সুনির্ব্বাহার্থেও কর্ম্মশক্তির প্রাণস্বরূপ।

৪। স্বাস্থ্যরক্ষার্থেও গৃহ-শৃঙ্খলার প্রয়োজন—গৃহ-শৃঙ্খলার সহিত স্বাস্থ্যরক্ষারও অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বাস-গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আলো ও বাতাস প্রবেশের উপযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং গৃহ-সামগ্রী গুলি এরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে রাখা আবশ্যক, যেন তদ্দ্বারা গৃহ মধ্যে আলো ও বাতাস প্রবেশের কোন বাধা জন্মিতে না পারে। পক্ষান্তরে, একস্থানে বহু জিনিষ রাশীকৃত করিয়া রাখিলে, তাহার নিম্নদেশ পরিষ্কার করনেও বাঁধা জন্মে। প্রতিদিন গৃহের প্রত্যেক কোণ কানৃছি পরিষ্কার করিতে না পারিলেও স্বাস্থ্যের হানি হয়।

গৃহাভ্যন্তরের শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেমন গৃহিণীর কর্ত্তব্য, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও তেমনি তাহারই কর্ত্তব্য। গৃহের চতুঃপার্শ্বে কোনও আবর্জ্জনা রাখিতে নাই। সেগুলি যেমন শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তেমনি বিশৃঙ্খলার অভাব জন্ত মনের স্ফূর্ত্তি এবং উচ্চভাবেরও প্রতিবন্ধকতা জন্মায়।

গৃহ-সামগ্রী যথাস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া না রাখিলে, যেমন গৃহের শোভা সম্পাদিত হইতে পারে না, তেমনি গৃহাভ্যন্তরের প্রত্যেক স্থান

দৃষ্টির ভিতরে রাখিয়া, তাহা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবারও সুবিধা হয় না। এজন্য গৃহমধ্যে আবর্জ্জনাপূর্ণ কোণ কান্‌ছিও থাকিয়া যায়। অনেক সময়, ঐরূপ স্থানেই সর্পাদি বাস করে এবং সেই গৃহস্থিত সর্পদংশনে গৃহস্থের প্রাণ বিনাশ হইতেও শুনা যায়। অতএব গৃহমধ্যে যাহাতে কোন আবর্জ্জনা জমা না থাকে, তৎপ্রতিও গৃহিণীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কোন কোন গৃহিণী, আলস্যের বশীভূত হইয়াই হউক, অথবা শৃঙ্খলা জ্ঞানের অভাব বশতই হউক, খাট, চৌকি প্রভৃতির নীচে আবর্জ্জনার আধার করিয়া রাখেন। কাগজ-পত্রাদি যাহা কিছু পরিত্যাজ্য তাহা এইরূপ অনায়াসলভ্য-স্থানে অর্থাৎ খাট চৌকি প্রভৃতির নিম্নদেশে নিক্ষেপ করিতেই তাহারা অভ্যস্ত; এমন কি, ঘরের মেজে পরিষ্কার করিয়াও. কেহ কেহ সেগুলি ঐরূপ স্থানেই জমা করিয়া রাখেন। এতদ্রূপে অনেক গৃহে, বিশেষতঃ, বাসগৃহের পাশেই এক একটী অস্বাস্থ্যকর নরককুণ্ডের সৃষ্টি হয়। যেখানে বসা সেই স্থানেই থু থু ফেলাও অনেকের স্বভাবসিদ্ধ কুঅভ্যাস বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

৫। শৃঙ্খলা কার্য্য সুনির্ব্বাহেরও সহায়—সুশীলা! শৃঙ্খলা যে কেবল সৌন্দর্য্যের মূল ও স্বাস্থ্যের সহায় তাহা নহে, শৃঙ্খলা কার্য্য সুনির্ব্বাহেরও প্রধানতম সহায়। তাই, বাগ্মীবর বার্ক বলিয়াছেন;—"শৃঙ্খলা সকল উত্তম কার্য্যেরই মূলভিত্তি স্বরূপ।" আমরা কার্য্যতও সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, সহজসাধ্যই হউক আর কষ্টসাধ্যই হউক, শৃঙ্খলার অভাব হইলে, কেহ কোন কার্য্যই যথাসময়ে ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহার কার্য্য-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ, তিনি অত্যল্প সময় মধ্যেই তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম সুখ-ভোগে সমর্থ হন।

মহাত্মা এডিসন (Adison)—বলিয়াছেন;—"যে ব্যক্তি আপনার চিন্তাগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে না পারেন, মনের ভাব প্রকাশ করিতে

তাঁহাকে যেমন অনেক অনাবশ্যকীয় কথা বলিতে হয়, তেমনি যাহার কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, তাহাকেও অনেক অকরণীয় কার্য্য করিয়া বৃথা সময় ব্যয় করিতে হয়।"

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ডাঃ স্মাইল—বলিয়াছেন,—"প্রত্যেক কার্য্যের লোকের যেমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া উচিত, প্রত্যেক গৃহিণীরও তদ্রূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক জিনিষ-পত্র রাখিবার জন্য উপযুক্ত স্থান কৃত-নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া এবং যথাস্থানে সেগুলি রাখা যেমন কর্ত্তব্য, সময় সম্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া, যখনকার কার্য্য তখন করাই বিধেয়" (১)।

বৎসে! যে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি যথারীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, যিনি যখনকার কার্য্য তখনই করিতে অভ্যস্ত হন নাই, তাঁহার অনেক কার্য্যই যে অসম্পন্ন থাকে, সংসারে তদ্রূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অতএব যথোচিত প্রণালীতে যখনকার কার্য্য তখনই করিতে যথাশক্তি চেষ্টা ও যত্ন করিবে। বিশেষতঃ, গৃহশৃঙ্খলা যে গৃহিণীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য এই জ্ঞানে তদনুষ্ঠানে কখনও বিরত থাকিবে না।

(১) 'Every business man must be systematic, so must also every house-wife. There must be a place for every thing and every thing in its place. There must also be a time for every thing and must be done in time." —*Thript—By S. Smile*

নবম উপদেশ।

সময়ের সৎব্যবহারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য

TIME IS GOLD—*Franklin.*

"Heaven helps those who help themselves."

"A man that is young in years. May be old in hours, if he has lost no time.—*Becon.*

"Length of years is no proper test of length of life. A man's life is to be measured by what he does in it, and what he feels in it."—*Smiles.*

"He that will not work neither shall he eat."—*St. Paul.*

সময় ও শ্রম—সুশীলা! অপরাপর ধন-সম্পত্তির ন্যায় সময় অর্থ বিনিময়সাধ্য নহে অর্থাৎ মূল্যদ্বারা সময় ক্রয় করা যায় না; অথচ, শ্রম দ্বারা সেই সময়ের যথোচিত সৎব্যবহারই ধন-সম্পত্তি উৎপাদনের মূলাধার। এজন্যই, "সময় অমূল্য ধন", বলিয়া অধিকতর সমাদৃত। আর একভাবেও দেখা যায়, আমাদের সুখ-দুঃখ এবং উন্নতি-অবনতি সমস্তই এই সময় ও শ্রম সাপেক্ষ। কারণ, শ্রমদ্বারা সময়ের যথোচিত ব্যবহার করিতে না পারিলে, পরিশ্রম বিমুখ হইয়া অলসভাবে জীবনের সময় বৃথা চলিয়া যাইতে দিলে, আমাদের কোন প্রকার উন্নতিই হইতে পারে না। সুখ শান্তিধাম এই গৃহস্থাশ্রমও অসুখ এবং অশান্তির আলয় হয়। তাই সাধারণ কথায় বলা হয়,—"আলস্যের প্রসাদে দুঃখের অভাব নাই।" সে যে হউক, গৃহই

আমাদিগের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র এবং সময়ের সংব্যবহারই সেই কর্ত্তব্য-সাধনের প্রধানতম উপায়। এরূপ ব্যবস্থায়, সেই সময়ের যথোচিত সংব্যবহার করিতে চেষ্টা করাই গৃহিণীর একান্ত কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সময় কি? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর অতীব কঠিন। কারণ. অপরাপর পার্থিব পদার্থের ন্যায় সময় চক্ষু বা কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে এবং সময়ের কোন আদি-অন্তও নাই। তবে, দিবা রাত্রির ক্রমপরিবর্ত্তন অর্থাৎ যাওয়া আসা দৃষ্টে, আমরা সময়েরও যাওয়া আসা অর্থাৎ ক্রমপরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়াই মনে করি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, সময়ের নিজের কোনই কার্য্যকরী শক্তি নাই। পণ্ডিতেরা এইরূপ দিবারাত্রিপরিমিত সময়কে এক দিবস ধরিয়া, সাত দিবসে এক সপ্তাহ, পনর দিবসে এক পক্ষ এবং সাধারণতঃ ত্রিশ দিবসে এক মাস; আর তিন শত পঁয়ষট্টি দিবসে এক বৎসর গণনা করিতেছেন। তবে এই সপ্তাহ, পক্ষ, মাস এবং বৎসর ইত্যাদি বিভাগও মনুষ্যের স্বেচ্ছাকল্পিত নহে; এতদ্রূপ সাময়িক বিভাগের সহিত পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির এবং সৌর-জগতস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি বিধির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সময় সম্বন্ধে আর একভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই সময়ই মানব জীবনের পরিমাপক যন্ত্রস্বরূপ। কারণ, পৃথিবীতে যিনি যত কাল বাঁচিয়া থাকেন, তাহার জীবনকাল তদনুসারেই পরিমিত হয়।

পণ্ডিত এডিসন—বলিয়াছেন;—"সময় যে কি, তাহা এক কথা বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, সময়ের আদিও নাই এবং অন্তও নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সীমাবিশিষ্ট সময়। দিবা. রাত্রি, পক্ষ, মাস এবং বৎসরাদি, সেই জীবন-পরিমিত সময়ের এক এক অংশ মাত্র।" তিনি আরও বলিয়াছেন;—"সময় সম্বন্ধে মনুষ্যের এক আশ্চর্য্য ভাব এই যে,

সকল লোকেই সময় (জীবন) অতি অল্প বলিয়া আক্ষেপ ও আপত্তি করে ; অথচ অলসতা বশত অনেকেই তাহার বর্ত্তমান সময় অত্যন্ত সুদীর্ঘ মনে করিয়া, তাহা সংক্ষেপ করিতেই যত্নশীল ও ইচ্ছুক হয়।"

বৎসে! মনে কর, তুমি আশি বৎসর জীবিত থাকিবে, সুতরাং তোমার জীবিত কালের এক একটী বৎসর তোমার জীবনের আশি ভাগের এক ভাগ, একটী মাস নয় শত ষাট ভাগের এক ভাগ। এইরূপ দিন, ঘণ্টা, মিনিট, এমন কি, এক মুহূর্ত্ত সময়ও তোমার জীবনের অংশ স্বরূপ। কারণ, এই সমুদায়ের দ্বারাই মানব-জীবন পরিমিত বা সীমাবদ্ধ। এরূপ অবস্থায়, জীবিতকালের কোনও সময় বৃথা যাইতে দেওয়া, আর জীবন বৃথা ব্যয় করা, দুই সমান, ইহা যেন তোমার সর্ব্বদা মনে থাকে।

গ্রন্থকার ডাঃ স্মাইল—বলিয়াছেন,—"বৎসর গণনা করিয়া মানব জীবনের দৈর্ঘ্যতার পরিমাণ করা ঠিক নহে ; তৎকৃত কার্য্যাবলী এবং জ্ঞান-চর্চ্চা দ্বারাই তাহার জীবনের দৈর্ঘ্যতার পরিমাণ করা সঙ্গত।" বস্তুতঃ, নিষ্কর্ম্মালোক আর মৃতব্যক্তিতে বিশেষ কোনই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কারণ, কেহ শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও যদি বিশেষ কোনও কার্য্য না করিয়া মরে, তবে তাহার পৃথিবীতে থাকা আর না থাকা দুইই সমান গণ্য করিতে হইবে। তাই সাধারণ কথায়ও বলে ;—"বয়সে প্রবীণ নহে, প্রবীণ হয় জ্ঞানে ও কর্ম্মে।"

বিখ্যাত পণ্ডিত বেকন—বলিয়াছেন,—"যিনি সময় বৃথা ব্যয় করেন নাই, তিনি বয়সে যুবক হইলেও, কার্য্যতঃ বয়োবৃদ্ধ বলিয়াই গণ্য হন।"

২। যে সময় যায় তাহা আর আসে না—শৈশব ও বাল্য-জীবন, যাহা গত হইয়া গিয়াছে, শত চেষ্টা-যত্ন করিলেও তাহা যেমন পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, জীবনের অংশস্বরূপ সকল সময় সম্বন্ধেই সেই কথা। কারণ, যে দিন বা যে মুহূর্ত্ত চলিয়া যায়, মানুষের শত চেষ্টা-যত্ন বা

প্রভৃত ধন-রত্নাদি দ্বারাও তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আর সম্ভাবনা থাকে না। বস্তুতঃ, যে সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতে মনুষ্যের যেমন কোনও অধিকার নাই, যে সময় যাইতেছে তাহার গতি রোধ করিতেও মনুষ্যের সাধ্য নাই। তবে উপস্থিত সময়ের যদিচ্ছা ব্যবহার করিবার অধিকার সকলেরই আছে। এ অবস্থায়, যিনি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সেই উপস্থিত সময়ের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, সংসারে তিনিই প্রকৃত সুখী এবং কৃতকর্ম্মা বলিয়া সমাদৃত হয়েন।

লক্ষ্মী-চরিত—এই গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"যে গৃহিণী দিবসে নিদ্রা যান না, একটুকু সময়ও বৃথা ব্যয় করেন না, যখনকার কার্য্য তখনই সম্পন্ন করেন, লক্ষ্মী তাহারই গৃহে বাস করেন।"

ইউরোপীয় কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, তাঁহার কারখানা ঘরের স্থানে স্থানে নিম্নলিখিত কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন;—

১। "সময় স্বর্ণ, অতএব তাহার কিছুমাত্র বৃথা যাইতে দেওয়া উচিত নহে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।"

২। "অদ্য যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা রাখিয়া দিও না।" ৩। "যে কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিতে পার, তাহা অন্যদ্বারা করাইও না।" ৪। "বিনা পরিশ্রমে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" ৫। "যে সময় যায়, তাহা আর আসে না।"

বৎসে! একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, উপরোক্ত বাক্যগুলি কত সারবান্ এবং উপদেশপূর্ণ। আমার বিবেচনায়, আমাদেরও প্রত্যেক গৃহে এই কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া, ছবির ন্যায় এরূপ ভাবে লট্‌কাইয়া রাখা কর্ত্তব্য যাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগের দৃষ্টি তদুপরি নিপতিত হয়। অধিকন্তু, এই উপদেশপূর্ণ বাক্যগুলি বীজমন্ত্রের ন্যায়

আমাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তদনুসারে, কার্য্য করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সারদা প্রসন্ন বিদ্যাভূষণ—তাঁহার "সময়" বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ;—"শত সহস্র লক্ষ মুদ্রা দিলেও অতীত সময় ফিরিয়া আসিবে না, জীবন উৎসর্গ করিলেও এক মুহূর্ত্ত সময় প্রত্যাগত হইবে না। যে দিন চলিয়া গিয়াছে, সেদিন চিরদিনের জন্যই গিয়াছে। আর ভবিষ্যৎ সময়ের উপরেও আমাদের কোন আধিকার নাই ; একমুহূর্ত্ত পরে কি ঘটিবে তাহাও আমরা বলিতে পারি না, এজন্য সর্ব্বক্ষণ সৎকার্য্য করা কর্ত্তব্য।"

৩। গৃহস্থাশ্রমই গৃহিণীর প্রধান কর্ম্ম-ক্ষেত্র—সুশীলা! এক কথায় বলিতে গেলে, গৃহাশ্রমরূপ এই বৃহৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্রের যাবদীয় কার্য্যই গৃহিণীর স্ব কর্ত্তব্য। এইজন্যই এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমাদের কর্ত্তব্য সাধনোপযোগী শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা আছে। কারণ, এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্রই হউক, অথবা অন্যবিধ যে কোনও কার্য্যক্ষেত্রই হউক, এই গৃহস্থাশ্রমরূপ কর্ম্ম-ক্ষেত্রই সে সমস্তের ও মূলাধার। এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কার্য্য প্রয়োজনার্থেই অপরাপর কর্ম্মক্ষেত্র পরিচালিত হইতেছে।

গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় কার্য্য গৃহিণীর স্ব কর্ত্তব্য হইলেও আজকাল অনেকে সাধারণ সাধারণ গৃহ-কার্য্য গুলিও স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে অপমান বোধ করেন। স্বহস্তে গৃহ পরিষ্কার এবং গোময় দ্বারা গৃহ-প্রাঙ্গণাদি পরিলেপন করিলেই ছোট লোকের কাজ করা হয়, আর সুকোমল শয্যায় বসিয়া উলের চেইন বা মোজা কম্‌ফেটার বুনিলেই বড়লোকের কাজ করা হইল, এইরূপ জ্ঞানই আমাদিদের অবনতির মূল। অতএব সময়ে কুলাইলে এবং নিজের সাধ্যায়ত্ত হইলে, ছোট বড় জ্ঞান না করিয়া,

গৃহাশ্রমের যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য স্বহস্তে করিতে পারিলে তুমি তাহাতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না।

বিখ্যাত কর্ম্মবীর মহাত্মা নেপোলিয়ান বোণাপার্টী—একদা কোন রমণীর সহিত রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে, মোট মাথায় করিয়া কয়েক জন মজুর তাঁহাদিগের আগে আগে, সেই পথে যাইতেছিল। রমণী মজুরদিগের এইরূপ ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে রাস্তা হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলে, মহাত্মা নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন ;—"ভদ্রে! এই মোটবাহকদিগকে সম্মান করা উচিত; কারণ, পরিশ্রমী ব্যক্তিমাত্রেই সম্মানিত, ইহারাও পরিশ্রম করিয়াই এই সংসারের উপকার করিতেছে। সুতরাং কার্য্য দ্বারা কাহাকেও ছোট জ্ঞানে ঘৃণা করা উচিত নহে!" বস্তুতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, নিষ্কর্ম্মা রাজ-রাণী অপেক্ষা সতত কর্ম্মে নিযুক্তা দাসীগণও অধিকতর সম্মানের পাত্রী। পৃথিবী একটী বিস্তীর্ণ কার্য্য ক্ষেত্র এবং যাবদীয় জীব-জন্তু তথায় কর্ম্ম করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। চীন রাজ্যের এক সম্রাট বলিয়াছেন ;—"রাজ্য মধ্যে যদি কোন একটী লোকও বিনা-কার্য্যে বসিয়া খায়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে অপর কোন এক জন লোক অবশ্যই অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইবে।" বস্তুতঃ, প্রত্যেকেই কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ইহাই বিধাতার বিধান।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার লিখিত "পারিবারিক প্রবন্ধ" পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—"সংসারের সবই গৃহ-কর্ত্রীর নিজের কাজ। তিনি গোয়াল ঘরে যাইয়া যখন দেখিলেন, গাভী গোবরের উপরে দাঁড়াইয়া আছে ; অমনি স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া লইবেন। ঠাকুর ঘরে গিয়া দেখিলেন, শ্বেতচন্দন ঘষা হইয়াছে কিন্তু রক্তচন্দন ঘষা হয় নাই ; তৎক্ষণাৎ তিনি স্বয়ং রক্তচন্দন ঘষিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিবেন। তিনি

বাটনার কাছে গিয়া, হরিদ্রাবাটা একটুকু হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, বেশ বাটা হয় নাই, একটুকু খিচ আছে; অমনি স্বয়ং বসিয়া বাটিয়া দিবেন। তিনি সব ঘরে বেড়াইবেন, যে ঘর সুপরিস্কৃত হয় নাই, যাহার বিছানা বালিস নোঙরা, অমনি তাহাকে ডাকিয়া যথোচিত আদেশ প্রদান করিবেন। পরামর্শ কারিরা সকল কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবেন। যে গৃহের গৃহিণী আলস্যবশতঃ, বৃথা আমোদ ও খেলা বা গল্পে মত্ত, সংসারের দিগে ফিরিয়াও চায় না, দাস-দাসীর উপরে সমুদায় ভার দিয়া, কেবল শুইয়া বসিয়া দিন কাটায়, সে গৃহের সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খল।"

পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার—গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মে গৃহিণীগণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তদর্থে সময়ের যথোচিত সৎব্যবহার সম্বন্ধে, বর্ত্তমান যুগের সমুন্নত জার্ম্মাণ দেশের আদর্শ স্থানীয়া গৃহিণীগণের গৃহকার্য্য সম্পাদনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমাদি স্বচক্ষে দেখিয়া, তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারই কিয়দংশ এস্থলে বলিতেছি। তিনি আমাদের শিক্ষা এবং দীক্ষার্থেই এক মহিলা সমিতিতে বলিয়াছেন,—"আমাদের এক বিশ্বাস আছে যে, সাদা চামড়ার যে সব মেয়ে তারা বাবু হইয়া জন্মিয়াছে। তারা কখনও কোন কাজ করে না, রেষ্টরাণ্টে বা হোটেলেই খায়, আর নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়, অর্থাৎ তাহাদের জীবন হইতেছে ছেলে খেলা। সংসার বলিয়া কিছুই নাই—কাজ-কর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই, গৃহস্থালী রান্না-বান্না নামে কোন জিনিস ইয়োরোপামেরিকায় আছে কিনা এই ধরণের সন্দেহ পর্য্যন্ত আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু কার্যতঃ, আমি বলিতেছি, গৃহস্থালীর কাজে জার্ম্মাণীর মেয়েরা, সকাল ৫টা থেকে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত, উঁচু নীচু ও মাঝারি সকল শ্রেণীর মেয়েরা পর্য্যন্ত, যত খাটে তা দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ভারতীয় বা বাঙ্গালী পাঁচ পাঁচটি মেয়েও

ওদের একটির সমান হইতে পারে কিনা সন্দেহ; এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তারা খাটিতে অভ্যস্ত। ঘরের মেঝে ঝাড় দেওয়া, দেওয়ালে ঝাড় দেওয়া, তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। তারপর কাপড় ও আসবাব পরিষ্কার করা আর এক রকম কাজ। যে ধরণের পরিষ্কারের কথা বলিতেছি তা আমার বিবেচনায় ভারতে অজ্ঞাত। তারপর রান্না ঘর —সে এক অদ্ভুত কারখানা। রান্নাঘরে যখনই যান দেখিবেন, এটা যেন উঁচু দরের একটি ল্যাবরেটরী। অন্যান্য ঘরেও কোথাও যে একটু ময়লা থাকিতে পারে, এটা কোন জার্ম্মাণ মেয়ের কল্পনায় অসম্ভব। আমরা যাকে গিন্নী বা গৃহিণী বলি—জার্ম্মাণিতে তাকে বলে "হাউসফ্রাও।" তারা এইরূপে ২৪ ঘণ্টা খাটিতেছে। মাথার খাটুনিও কম নয়। খবরের কাগজে—মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পড়িতেছে—অমুক ঘণ্ট কিম্বা অমুক তরকারী রাঁধিবার কায়দা কি?" ইত্যাদি।

৪। যখনকার কার্য্য তখনই করিবে— সুশীলা! "আজ নয় কাল করিব", যাহারা এই বলিয়া কার্য্যসম্পাদনে কালবিলম্ব করে, তাহাদিগকে দীর্ঘসূত্রী বলে। দীর্ঘসূত্রিতা মনুষ্যের একটী প্রধান দোষ। পণ্ডিতেরা "নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ,আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রিতা এই ছয়টীকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন" (১)। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন ;—"সময় চলিয়া গেলে অর্থাৎ দিবসান্তে অনেককেই এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনা যায়; "এই কার্য্য আমার অদ্যই করা উচিত ছিল, ইহা আমার স্মরণ না থাকা অন্যায় হইয়াছে; যাহা হউক, আগামী কল্য নিশ্চই সম্পন্ন করিব।" কিন্তু দুঃখের বিষয় আগামী কল্যকার উপরে যে

(১) "ষড়্‌দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥"

কাহারও হাত নাই এ কথা অনেকেই বিবেচনা করে না। অতএব অবস্থার অনধীন না হইলে, যখনকার কার্য্য তখনই সম্পাদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশ প্রচলিত হিতোপদেশও এই যে,—"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং।" বস্তুতঃ, যাহা করিতে হইবে, তাহা শীঘ্র করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বিখ্যাত সার ওয়াল্‌টার স্কট্—বলিয়াছেন;—"তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অবিলম্বে সম্পাদন করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ কর। কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে কখনও বিশ্রাম করিও না। সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রা কালে, পুরোভাগের সৈন্যগণ যথারীতি অগ্রসর না হইলে, পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যগণ মধ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সংসারক্ষেত্রে প্রত্যেক মনুষ্যের কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে। কারণ, উপস্থিত কার্য্যসমূহ সর্ব্বপ্রথমে ও নিয়মিত-সময়ে সম্পাদিত না হইলে, তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য কার্য্য পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং সেগুলি যথারীতি ও যথাসময়ে সম্পাদিত হইতে না পারাতে, কর্ম্মকর্ত্তাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।"

মহাভারত—এই প্রাচীণ গ্রন্থে মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সময়ের সংব্যবহার সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এই যে;—"যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে অনাগত-বিধাতা; যে ব্যক্তি সহসা কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে আপনার বুদ্ধি দ্বারা অচিরাৎ তৎসাধনে সমর্থ হয়, তাঁহাকে প্রত্যুৎপন্নমতি আর যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া, অদ্য না হয় কল্য করিব, এই বলিয়া আলস্যে কাল যাপন করে, তাহাকে দীর্ঘসূত্রী বলে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই দুই ব্যক্তিই সুখ লাভে সমর্থ হন; কিন্তু দীর্ঘসূত্রীকে অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে হয়।" বস্তুতঃ, দীর্ঘসূত্রী

ব্যক্তি অনেক সময়ই যে উপস্থিত আপদ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; সংসারে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কবিবর স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—তাঁহার "সদ্ভাবশতক" গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন ;—

"করিব বলিয়া, রহিলে বসিয়া, করা নাহি কভু হয় ;
করণীয় যাহা, আশু কর তাহা, বিলম্ব উচিত নয়।"

বিখ্যাত পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ—তাঁহার "সময়ানুবর্ত্তিতা (Punctuality)" বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিয়াছেন ;—"কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়ত উপস্থিতির নাম সময়ানুবর্ত্তিতা। উদ্যোগ, উৎসাহ, শ্রমশীলতা এবং অধ্যবসায়ের ন্যায় সময়ানুবর্ত্তিতাও মানবের উন্নতির প্রধান সোপান। যে জাতি বা যে ব্যক্তির হৃদয়ে বলবতী কর্ম্মনিষ্ঠা জাগরিত, তাহারাই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। * * * ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসী পাশ্চাত্য জাতিগণ এইরূপে সুনিয়মী। তাঁহাদের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা যেমন প্রবলা সময়ানুবর্ত্তিতাও সেইরূপ বলবতী। তাঁহাদের আহার, বিহার, ব্যায়াম, অধ্যয়ন, নিদ্রা ও উত্থানের অবধি সময় নির্দ্দিষ্ট আছে ; আর এইজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহার করেন। সকল কার্য্যে যথা সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহারা ঘটিকা যন্ত্র সঙ্গে রক্ষা করেন।" এইরূপ এক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন—"সময়নিষ্ঠা (Punctuality) কৃত-কার্য্যতা এবং উন্নতিলাভের চাবিস্বরূপ। ইহা মানব জীবনে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।" (১)

বৎসে ! সময়নিষ্ঠ হইয়া, যখনকার কার্য্য তখনই নির্ব্বাহ করিবার

(১) "Punctuality is the key to success and posperity acts like a charm"

সুবিধার্থে আমি এস্থলে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রথম—এতদর্থে আমাদের প্রত্যেকেরই, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থানুসারে, দৈনিক নিয়মিত কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ করিয়া লওয়া এবং তদনুসারে যখনকার কার্য্য তখনই নির্ব্বাহ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। দ্বিতীয়—কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে যখনকার কার্য্য তখনই যথারীতি সুনির্ব্বাহার্থে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ কোন প্রকাশ্যস্থানে, প্রত্যেক গৃহাশ্রমে একটি ঘটিকাযন্ত্র রক্ষা করা। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্যের শ্রেণীবিভাগই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ইহা,—প্রাতঃকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্ন বা সায়াহ্নকৃত্য এবং রাত্রিকৃত্য, প্রধানতঃ এই চারিভাগে বিভক্ত। প্রাচীন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হিন্দুরা সূর্য্যের উদয় অস্ত এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও অবস্থানাদি লক্ষ্য করিয়াই,অবস্থানুসারে যথাসম্ভব, সময় নির্দ্ধারণ করতঃ, উপরোক্ত নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে যখনকার কার্য্য তখনই নির্ব্বাহ করিতেন। তদন্যথায় অর্থাৎ যখনকার কার্য্য তখনই নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, তজ্জন্য প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। এই নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা-পূজাদি কার্য্য কৃতনির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, সেই আত্মকৃত পাপের জন্য তৎপরে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, সেই কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, ইহাই আমাদিগের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

যথাসময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহারার্থে ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় সহায়কারী দ্বিতীয় আর নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। তাই, কর্ম্মদক্ষ পাশ্চাত্যজাতি তাহাদের প্রত্যেক কর্ত্তব্যকার্য্যই ঘড়ি ঘণ্টার সহিত মিলাইয়া তৎসম্পাদনে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ঘটিকাযন্ত্রের দ্বারা নিয়মিত এবং পরিচালিত না হয়, এরূপ লোক তাহাদিগের মধ্যে নাই

বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে আফিশ আদালত এবং অপরাপর সর্ব্ববিধ সাধারণ কার্য্যস্থলের কার্য্যপ্রণালীর সহিত মিল রাখিয়া চলিবার জন্যও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই ঘড়ির একান্ত প্রয়োজন। তাই সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা যাইতে পারে তদুপযোগী পকেট ওয়াচ্ (টেক-ঘড়ি) এবং রিষ্ট-ওয়াচ্ (হাতের কবজায় বাঁধা ঘড়ি) প্রভৃতি ছোট ছোট ঘড়িরও এইক্ষণে প্রচার বাহুল্য হইয়াছে এবং হইতেছে। এমন কি, আমেরিকা এবং ইউরোপের যে সকল শিক্ষিতা মহিলা হাতে সোনার বালা বা চুড়ি ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাও সময়ের যথোচিত সদ্ব্যবহারের সুবিধার্থে রিষ্ট-ওয়াচ সাদরে হস্তে ধারণ করিতেছেন। বলিতে কি, সময়ের সদ্ব্যবহারার্থে ঘটিকাযন্ত্রের এতাধিক উপকারিতা দেখিয়াই, আমার মনে হয়, ইংরেজের নির্ম্মিত ঘটিকাযন্ত্র যেন তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবার জন্যই ইংরেজিতে আমাদিগকে প্রত্যেক মিনিটে মিনিটেই "লুক্ এট্ (Look at), লুক্ এট (Look at) অর্থাৎ দেখ দেখ, সময় চলিয়া যাইতেছে—তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখ; পুনঃপুনঃ এই কথাই বলিতে থাকে। তাছাড়া, প্রত্যেক ঘণ্টার পরে পরেই উচ্চতর স্বরে বলে,—"থিঙ্ক (Think), থিঙ্ক (Think)", অর্থাৎ চিন্তা কর, ভাবিয়া দেখ,—কিভাবে তোমার জীবনের দীর্ঘ সময় চলিয়া গেল, তাহা ভাব।

৫। নিয়মনিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলাই কার্য্য সুনির্ব্বাহের প্রধান সহায়;—সুশীলা! এলোমেলো ভাবে যদিচ্ছা কার্য্য করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয় না এবং তাহাতে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই, এরূপ অনেক গৃহিণীকে দেখা যায়, যাঁহারা সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন না; আবার এরূপও অনেক গৃহিণী

আছেন, যাঁহারা একাকিনী গৃহের সেই সমস্ত দৈনিক কর্ত্তব্যকার্য্য অল্প সময় মধ্যেই সুসম্পন্ন করিয়া, অবসর সময়ে, প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা পুস্তকাদি অধ্যয়নে কিম্বা সহজসাধ্য কোনও কার্য্যে ব্যয় করতঃ, বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করেন এবং কখনও বা পরে যাহা করিতে হইবে, এরূপ অনায়াসসাধ্য কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাখেন। একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, শৃঙ্খলা এবং কার্য্যকুশলতা গুণই এতদ্রূপ তারতম্যের কারণ।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টমাস ফুলার—বলিয়াছেন ;—"তোমার চিন্তাগুলিকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর। বিশৃঙ্খল ব্যক্তির যেমন বোঝা বহন করিবার সময় একটা বস্তু ভূমিতে পড়িয়া যায়, আর একটা তাহার স্কন্ধদেশে ঝুলিয়া পড়ে এবং তাহাতে পদে পদে তাহার গতি রোধ করে, সুশৃঙ্খল ব্যক্তির তেমন হয় না। সে তাহার দ্বিগুণ বস্তুও সুন্দররূপে বোঝা বান্ধিয়া, অনায়াসে নিয়া চলিয়া যায়। কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। যে ব্যক্তি সুশৃঙ্খলভাবে ও নিয়মিতরূপে কার্য্য করে, সে অনিয়মী ও বিশৃঙ্খল ব্যক্তির দ্বিগুণ কার্য্য অল্প সময় মধ্যে অতি সহজেই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়।"

কার্য্য নির্ব্বাহে কৌশল ও শৃঙ্খলা না থাকিলে, এক ঘণ্টার কাজে তিন ঘণ্টা ব্যয় করিয়াও, অনেক সময়, তাহা সুসম্পন্ন করা যায় না। অল্প সময়ে অনেক কাজ করাই শ্রম সম্বন্ধীয় কৌশল এবং শৃঙ্খলার প্রধানতম উদ্দেশ্য। মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা-সংখ্যা না থাকিলেও, আমাদের দৈনিক গৃহকার্য্যের মধ্যে এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা প্রতিদিবসই করিতে হয়, সেই গুলিকে অবশ্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যাইতে পারে। কোন্ কাজের পরে কোন্ কাজ করা সুবিধাজনক এবং আবশ্যক, অগ্রে তাহা বিবেচনা করিয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ করতঃ, একাদিক্রমে সেইসকল

কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য। তবে এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকার্য্য আছে, যাহা অপরবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও, কার্য্য কৌশলতাগুণে, সেই সময় মধ্যেই করা যাইতে পারে। তাই, অনেকস্থলে দেখা যায়, কোন কোন গৃহিণী রন্ধন করিতে যাইয়া, আগাগোড়া উননের কাছেই বসিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ বা, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সুসিদ্ধ হইবার সময় মধ্যে, আরও দশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়েন। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গৃহিণীদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই সাধারণ কথায় বলে ;—"যে রান্ধে, সে কি চুল বাঁধে না ?" বস্তুতঃ, কার্য্যদক্ষতা গুণ থাকিলে এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া গৃহকার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইলে, এক কাজের মধ্যে আরও দশ কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। অতএব গৃহিণী মাত্রেরই গৃহকার্য্যগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইতে সতত যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য।

কৃতকার্য্যতা লাভের গুপ্ত-রহস্য—এই ইংরেজি গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে সময়ের ব্যবহারই জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভের উৎকৃষ্ট ও গুপ্ত রহস্য। এক মাত্র এই উপায়েই আমরা আমাদিগের সময় এবং জীবনের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হই।" (১)।

জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ—এই বিষয়ে লিখিত এক ইংরেজি গ্রন্থে লিখিত আছে ;—"কার্য্য নির্ব্বাহে সুপ্রণালীর অভাব হইলে লোকে কার্য্যনির্ব্বাহকালে শশব্যস্ত ও দিশাহারা হইয়া কার্য্য সাধনে কাঠিন্য মধ্যে পতিত হয়।" (২)।

(১) "The methodical employment of time is one of the great secrets of success, It is the only way by which one can do justice to time and to ourselves"—*The secret of success.*

(২) "Want of method involves people in perpitual harry confusion and difficulty."—*Success of life,*

বৎসে! কর্ম্ম-কৌশলী লোকই ক্ষিপ্রকর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। কর্ম্ম-কৌশলী লোকে যে কার্য্য এক ঘণ্টা সময়ে সুনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ গুণহীন দীর্ঘসূত্রী লোকের পক্ষে সেই কার্য্য তাহার চতুর্গুণ সময়েও নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হয় না।

৬। কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্য করিবে—সুশীলা! মনুষ্য সুখের দাস; যে কার্য্যে সুখ নাই, তাহা মনুষ্য সহজে করিতে চায় না। কিন্তু, সময় সময় আমাদিগকে এমনও অনেক কার্য্য করিতে হয়, যাহা আপাততঃ সুখকর এবং প্রীতিপ্রদ নহে; অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা তাহা করিতে বাধ্য হই। তাই, কার্য্যসম্পাদনে কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এই কার্য্য আমার কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান থাকিলে, তাহা সুখজনকই হউক আর দুঃখদায়কই হউক, কর্ত্তব্যপরায়ণা গৃহিণী তাহা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয়েন না। বস্তুতঃ, রোগীর তিক্ত ঔষধ পথ্যাদি সেবনের ন্যায়, কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে গৃহিণী কষ্টদায়ক হইলেও তাঁহার সেই কর্ত্তব্য কার্য্য অম্লান বদনে সম্পাদন করেন, তিনিই আদর্শ স্থানীয়া গৃহিণী।

বৎসে! সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কার্য্যের অবধি নাই। বহুবিধ কর্ত্তব্যের বোঝা মস্তকে ধারণ করিয়াই আমাদিগকে এই সংসার রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়; এরূপ অবস্থায়, যাহা কর্ত্তব্য বলিরা বুঝিতে পারা যায়, তাহা সুখকরই হউক, আর দুঃখদায়কই হউক, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, তৎসম্পাদনে প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করা গৃহিণী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

৭। কার্য্যসাধনে সহিষ্ণুতাদি গুণের আবশ্যক—সুশীলা! ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়াদি গুণের অভাব হইলে, কোন গুরুতর কার্য্যই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব কর্ত্তব্যজ্ঞানে যে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইবে, শত বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও, তৎসম্পাদনে

কখনও পশ্চাৎপদ হইও না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন," ইহাই প্রকৃত অধ্যবসায়ী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের সারমন্ত্র। তবে, সময় সময় এমন অনেক কার্য্যও উপস্থিত হইতে পারে, যাহা সম্পাদনে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে হয়; তদ্রূপস্থলেই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়াদি গুণের একান্ত প্রয়োজন। তাই কথায় বলে;—"যে সয়, সেই রয়।" বস্তুতঃ, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা গুণ থাকিলে, সংসারে অত্যল্প কার্য্যেই আমাদিগকে অকৃতকার্য্য হইতে হয়।

কোন এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন;—"ব্যবসা বাণিজ্য বা অপর যে কোন কার্য্য হউক, সময়নিষ্ঠা, পরিণামদর্শিতা এবং সহিষ্ণুতা এই তিন গুণের অভাবে কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, এই গুণত্রয় থাকিলে, শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, লোকে সকল বিঘ্ন-বাধাই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।" (১)।

৮। কার্য্যে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক—সুশীলা! কার্য্য-নির্ব্বাহে কর্ম্মকর্ত্তার স্বাধীনতা না থাকিলে, তাহা কখনও সুনির্ব্বাহিত হয় না। মনে কর, তুমি এমন কোন কার্য্য করিতে বাধ্য হইলে যে কার্য্যের সহিত তোমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই; অধিকন্তু,তাহা তোমার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ এবং তৎসম্পাদনে তোমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। তদ্রূপ কার্য্য তুমি মনোযোগের সহিত এবং সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিবে কি? তুমি ত বয়োধিকা, ভাল মন্দ বুঝিতে পার; তুমি একটি বালক বা বালিকা দ্বারা, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোন কার্য্য করাইতে চেষ্টা করিয়া দেখ, সে কি করে? প্রথমতঃ সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধকার্য্য

(১) "At all events (in profession or trade) there are three principles from which no man diverge with impunity. The three Principles—Punctuality, Prudence and Perseverance sooner or later overcome all difficulties."

না করিতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, পরে শাসন-ভয়ে তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, ইহা নিশ্চয় যে, তাহা দ্বারা সেই অনিচ্ছাকৃত কার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে না। ইহা সে বালকের দোষ নহে, ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। অতএব ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন কার্য্যই কর না কেন, আপনার ইচ্ছার সহিত তাহা মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। নিজের বিশ্বাস ও মতবিরুদ্ধ কার্য্য না করাই স্বাধীনচেতা লোকের ধর্ম্ম; তবে আমাদিগের জ্ঞান ও বিবেচনা-শক্তি এত অধিক নয় যে, আমরা সকল সময় সকল কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া, স্বাধীনভাবে তাহা সম্পাদন করিতে পারি। তাই বলি, অবস্থানুসারে স্বামীর কিম্বা পরিবারস্থ অপরাপর অভিভাবকের মতানুসারে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইও না। তবে, যাঁহার মতানুসারে বা আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে, তাঁহার প্রতি তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। এই বিবেচনায়ই, আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন;—"স্বামীর আদিষ্ট-কার্য্যে দাসীর ন্যায় তৎপরা হইবে।" অতএব স্বামী অথবা তদ্রূপ কোনও গুরুজনের আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, তাহাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার হইল এরূপ মনে করিবে না।

৯। নিষ্কর্ম্মা সময় মহা অনর্থের মূল—নিষ্কর্ম্মা হইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিলে, কেবল যে শরীরই রোগগ্রস্থ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তাহা নহে; তদ্দ্বারা মনেরও অধোগতি হয়। তুমি নিশ্চয় জানিবে, নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তিরাই অধিকতর দুষ্কর্ম্মান্বিত ও কুচিন্তারত। তাই, খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে লিখিত আছে;—"সয়তান নিষ্কর্ম্মাদিগের হস্তই খুঁজিয়া বেড়ায়।" এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, দুর্ব্বুদ্ধি, অলস নিষ্কর্ম্মাদিগের মনোমধ্যেই উদয় হয়। আর একজন পণ্ডিতও বলিয়াছেন;—"মনুষ্যের পক্ষে নিষ্কর্ম্মা সময়ের ন্যায় মহানিষ্টকারী আর

কিছুই নাই। মনুষ্যের মন প্রস্তরের জাঁতার ন্যায়, যদি তুমি উহার মধ্যে গমাদি শস্য নিক্ষেপ কর, জাঁতা ময়দা প্রদান করিবে, তদন্যথায় জাঁতা ঘর্ষিত হইয়া আপনা-আপনিই ক্ষয় হইবে। মনুষ্য মনের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।”

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর—তাঁহার “প্রভাত চিন্তা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—“জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ যেমন পাপ, জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলস্য ততোধিক ক্ষমার অযোগ্য অসহনীয় মহাপাপ ; জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ কোন স্থলে অজ্ঞানকৃত এবং অনেক স্থলে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ। আলস্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকল স্থলেই ইচ্ছাকৃত অধঃপাত। উহার আরম্ভ যেমনই কেন প্ররোচক হউক না, অবসান যারপরনাই ভয়ঙ্কর। ফলতঃ, আলস্য উপেক্ষা কিম্বা পরিহাসের কথা নহে। চিন্তাশূন্য মূঢ় মূর্খেরা আলস্যকে দুঃখের বিরাম বলিয়া মনে করিতে পারে, তরলমতি যুবজনেরা আলস্যকে আমোদ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর চক্ষে আলস্য অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণাজনক কলঙ্ক ও লজ্জাজনক দুষ্কৃতি আর নাই। আলস্যের নাম অকার্য্য। উহা মানব জীবনরূপ কল্পতরুর কোঠরস্থ বহ্নি। আলস্য আর অকর্ম্মণ্য জীবন এক কথা। কিন্তু যাহাকে অকর্ম্মণ্য জীবন বল, তাহারই অপর অর্থ আত্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ ও বিশ্বদ্রোহ। অতএব যে অলস সে এই ত্রিবিধ অপরাধেই দণ্ডার্হ ও নিগ্রহভাজন।”

ইংলণ্ডের কোন এক ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—বলিয়াছেন,— “আলস্যপরতন্ত্র হইয়া কার্য্যশূন্য এবং মন চিন্তাশূন্য রাখিলে, অহিতকারী ভোগ-বিলাস বাসনা দ্বারা অন্তঃকরণ আক্রান্ত হয়। অলস সুস্থকায় ব্যক্তি কখনও বিশুদ্ধ চরিত্র থাকিতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম অতীব উপকারী এবং পাপাসক্তি নিবারণের অমোঘ ঔষধ।”

শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা—গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কার্য্য করিতে যে সব উপদেশ দিয়াছেন, তৎপাঠেও জানা যায়, কার্য্য করা ভিন্ন মানুষের গত্যন্তর নাই। তাই, তিনি বলিয়াছেন ;—"হে অর্জ্জুন! তুমি নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; কেননা কর্ম্ম না করিয়া অন্য কোনও কর্ত্তব্যসাধন করা দূরের কথা, তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইবে না।" (১)। বস্তুতঃ, কর্ম্ম করাই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এবং বিধাতারই বিধান। অতএব পরিশ্রম করিয়া আমাদের সর্ব্বদা সময়ের যথোচিত ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সময়ের সৎব্যবহারই কর্ম্মজীবনের আদর্শ।

মহাভারত—এই প্রাচীন গ্রন্থ পাঠেও জানা যায়, একদা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী গৃহিণীকে উপদেশ স্থলে বলিয়াছিলেন,—"যে সকল গৃহিণী অলস এবং সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি।" (২)। তাই আমাদের দেশীয় সাধারণ কথায়ও বলা হয়,—"অলস অকর্ম্মা লোকই লক্ষ্মী ছাড়া হয়।"

বৎসে! উপসংহারে এ কথা পুনর্ব্বার বলা অসঙ্গত নয় যে, গৃহস্থাশ্রমের নিয়মিত কার্য্য-কর্ম্ম সমাপনান্তে শরীর ও মনের স্বাস্থ্য এবং উন্নতি সাধনার্থে প্রত্যেকেরই সাময়িকভাবে বিরাম বিশ্রামেরও একান্ত প্রয়োজন হয় সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া, কোনও দুশ্চিন্তায়, পরের দোষ সমালোচনায়, দিবা-নিদ্রায়, অথবা কেবল নাটক-নভেলাদি পাঠে, সে সময় ব্যয় করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, কোনও এক কার্য্যে দীর্ঘ সময় নিযুক্ত না থাকিয়া, অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং মনের প্রীতিপ্রদ শিল্প-চিত্রাদি যে কোনও কুটীর-শিল্প-কার্য্যে অথবা

---

(১) "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপিচতে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥"—গীতা,—কর্ম্মযোগ অধ্যায়।

(২) "নিদ্রাভিভূতাং সততং শয়ানাং এবম্বিধাং তাং পরিবর্জ্জয়ামি।"—মহাভারত।

অবস্থানুসারে বিশুদ্ধ গীত-বাদ্যাদি সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চায়, শ্রান্ত ও ক্লান্ত শরীর ও মনের স্ফুর্ত্তি রক্ষা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য এবং স্বাস্থ্যসঙ্গত ব্যবস্থা। অতএব আশা করি, তুমি গৃহস্থাশ্রমের নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অবসর সময়ে, শরীর ও মনের প্রীতিপ্রদ যে কোনও সহজসাধ্য কলা-বিদ্যা চর্চ্চা করতঃ বিশ্রাম সুখ ভোগের জন্য চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিবে না।

১০। সময় ও শ্রম সম্বন্ধে মহাজন-পদাবলী।

(১) "যে ব্যক্তি বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে, সে সমস্ত দিবস ব্যস্ততার সহিত কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, অথচ রাত্রেও তাহা সুসম্পাদিত হয় না।"

(২) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। কারণ, তদ্দ্বারা লোকে স্বাস্থ্য, ধন ও জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।"

(৩) "যিনি প্রাতঃকালের সময় নষ্ট করেন, তিনি দিবসের মধ্যে একটী রন্ধ্র করিয়া দেন, যাহার মধ্য দিয়া পক্ষবিশিষ্ট ঘণ্টা সকল দ্রুত বেগে পলাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।"

(৪) "তুমি যদি তোমার জীবনকে ভালবাস, তবে সময় নষ্ট করিও না; কারণ, জীবন সময় দ্বারাই গঠিত।"

(৫) "যাহারা নিজে নিজের সাহায্য করে, ঈশ্বরও তাহাদিগকেই সাহায্য করেন।"

(৬) "শ্রম অপেক্ষা আলস্যই মরিচার ন্যায় জীবনকে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করে। ব্যবহৃত চাবি যেরূপ সতত উজ্জ্বল থাকে, পরিশ্রমী ব্যক্তির জীবনও তদ্রূপ হয়।"

(৭) "সকালে শয়ন করিলে এবং সকালে নিদ্রা হইতে উঠিলে, মনুষ্যেরা স্বাস্থ্য, সম্পত্তি এবং জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।"

(৮) "আলস্য সকল কার্য্যকেই কঠিন করে; কিন্তু পরিশ্রম তাহা সহজ করিয়া দেয়।"

(৯) "অদ্য যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা রাখিও না; কারণ, কল্য তোমার আয়ত্তাধীন নহে।"

(১০) "পরিশ্রমই বাস্তবিক জীবন; কারণ ইহার অভাবে কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না।"

(১১) "মনুষ্যজাতি যে কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, সময়ের সংব্যবহারই তাহার মূল।"

(১২) "নিষ্কর্ম্মা সময়ের ন্যায় মহানিষ্টকারী আর কিছুই নাই।"

(১৩) "আলস্য শরীর ও মনের শক্তিনাশক বিষ স্বরূপ সকল দোষের আকর এবং সয়তানপ্রদত্ত সপ্ত মহাপাপের একটী প্রধান পাপ।"

(১৪) "আগামী কল্যকার জন্য কোন কার্য্য রাখিও না; কারণ, কল্যকার সূর্য্যোদয় যে তুমি দেখিবে তাহার বিশ্বাস কি?"

(১৫) "পরিশ্রমী ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিতে হয় না, সুখ স্বচ্ছন্দতা আপনা হইতেই তাহার নিকটে আসে; পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ।"

(১৬) "সম্পদের পথ বাজারের পথের ন্যায় সোজা ও সর্ব্বজনপরিচিত; ইহা দুইটী মাত্র কথার উপর নির্ভর করে—"সময়ের সংব্যয়" এবং "মিতব্যয়"।"

(১৭) "এক সময়ে একাধিক কার্য্যে হাত না দিয়া, ক্রমে এক একটি করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে। ইহা বহু কার্য্য সুনির্ব্বাহের সংক্ষিপ্ত ও সহজসাধ্য উপায়।"

(১৮) "যে কার্য্য নিজে করিতে পার, তাহার ভার কখনও অন্যের উপরে দিবে না।"

(১৯) শরীর নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় কার্য্যশূন্য এবং মন চিন্তাহীন থাকিলে, ভোগ-বিলাসস্পৃহা দ্বারা অন্তঃকরণ আক্রান্ত হয়; এরূপ অলস ব্যক্তি কখনও বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না।"

(২০) "তুলনায় একের সহিত অপরের প্রাধান্য সময়নিষ্ঠা এই চরিত্রগত গুণের উপর যত নির্ভর করে, ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ্যের উপর তত নির্ভর করে না।"

(২) "যে নিজে পরিশ্রম না করিয়া, অপরের শ্রমোপার্জ্জিত ধনে জীবনধারণ করে সে চোর।"

(২২) "ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, সবল কি দুর্ব্বল, অলস ব্যক্তি মাত্রেই প্রতারক।"

(২৩) যে সময়ের সৎব্যবহার করিয়া কোনও কার্য্য-কর্ম্ম করে না, তদ্রূপ অলস ব্যক্তিকে অপরাধী শ্রেণীভুক্ত করিয়া দণ্ড বিধানার্থ বিচারালয়ে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।"

(২৪) "পরিশ্রম পরায়ণতাই পাপাচরণ হইতে মুক্ত থাকিবার মহৌষধ।"

(২৫) "অলসতাই জীবিত মনুষ্যের সমাধি-ক্ষেত্র।"

(২৬) "অলস মস্তিষ্কই সয়তানের কারখানা অর্থাৎ কার্য্যালয়।"

(২৭) "যে সকাল রাতে শোয়, উঠে ভোর রাতে, তাদের বাড়ী পায় না কবিরাজ যেতে।" *

(২৮) "সময়নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা একই সূত্রে গ্রথিত।"

(২৯) "অতি বিলম্ব জীবনের অভিশাপ ও অমঙ্গল।"

(৩০) "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং।"

* "Early bed and early rise Doctors naver come to his house."

দশম উপদেশ।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্মপ্রকুর্ব্বিত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

১। ধর্ম্মের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য।—সুশীলা! ধর্ম্মের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য দুই চারি কথায় বুঝাইয়া বলা সম্ভবপর নহে। তবে, এই ধর্ম্মই যে জীব-জগতে মানব জাতির প্রাধান্যের কারণ, এ জ্ঞান এবং বিশ্বাস আপামর সাধারণ সকলেরই আছে। যাহা কিছু মঙ্গলজনক এবং শ্রেয় তাহাই ধর্ম্ম। ন্যায়-দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্র মতে,—"যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পুরুষের মঙ্গল হয় এবং সুখ-শান্তিতে থাকা-যায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম।" ধৃ-ধাতু হইতে এই ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি—তদর্থে যাহাতে ধারণ বা পোষণ করে অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া নিরাপদে থাকা যায় তাহাই ধর্ম্ম। জ্ঞানবাদী সাধকদিগের মতে,—পরমেশ্বর, আত্মা এবং পরকাল এই তিনে বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। বস্তুতঃ, ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সহায় ও সুহৃদ। কারণ, একমাত্র ধর্ম্মই মানবাত্মার অনুগমন করে এবং আমাদিগের ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিদান। তাই, সাধারণ কথায়ও বলা হয়—"ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান।" পক্ষান্তরে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ ;—"ধর্ম্মাৎ পরতর নাস্তি।" অর্থাৎ ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। এরূপ অবস্থায়, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যে মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য।

বৎসে! জীবজগতে মানব জাতির প্রাধান্যের এবং মানবাত্মার ঐহিক এবং পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিদান এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠাশ্রমই যে আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম এবং এই আশ্রমই যে অপরাপর আশ্রমবাসীদিগেরও আশ্রয় এবং অবলম্বন, তাহা তোমাকে ইতি পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। তৎকালে গৃহস্থাশ্রমে পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, গৃহস্থাশ্রমই প্রধান দেবালয় এবং তাহাতে গৃহিণীর প্রাধান্য ও তৎসম্পাদনে গৃহিণীর দায়িত্ব সম্বন্ধে যে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতেই বেশ জানা যায় যে, এই গৃহস্থাশ্রম রূপ দেবালয়ের সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান গৃহিণীস্বরূপে আমাদিগেরই প্রধান কর্ত্তব্য। গৃহস্থাশ্রমে এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াই আর্য্য-ঋষিগণ বলিয়াছেন;—"গৃহস্থাশ্রমবাসী মাত্রেরই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে যখন যে কোনও কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয়, সে সমস্তই ব্রহ্ম-পদে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।"

বৃহৎ-ধর্ম্মপুরাণ—এই শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে;—ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই আমাদিগের গৃহস্থাশ্রম, ভার্য্যা গ্রহণ ও অপত্য উৎপাদন এবং গৃহ ও ধনধান্যাদির প্রয়োজন।" (১)। বস্তুতঃ, এই বিশ্বাসেই আর্য্য-ঋষিরা বলিয়াছেন;—"স্ত্রী হীনের ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার নাই। স্ত্রীর সহিতই ধর্ম্মাচরণ করিবে।"

২। ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস।—সুশীলা! গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করতঃ, কি প্রণালীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা আমাদিগের ন্যায় গৃহিণীগণের পক্ষে সম্ভবপর তাহার সহজসাধ্য উপায় এস্থলে আমাদিগের প্রধান আলোচ্য-বিষয় হইলেও, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের ধর্ম্মমত স্থির করতঃ, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপনের উপায় সম্বন্ধেও তোমাকে

(১) "ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে-ক্রিয়তে সুতঃ।
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহ ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনম্॥"—বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ

সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। কারণ, দেশ, কাল, বিশেষতঃ ধর্ম্মসম্প্রদায় ভেদে এবিষয়ে যেরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়, তাহাতে ধর্ম্মমত স্থির করতঃ, বিশ্বাস-স্থাপন করিতে না পারিলে, ধর্ম্মার্থে সাধন-ভজনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহজ-সাধ্য উপায় স্থির করা অতীব কঠিন সমস্যা। তবে, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ জানা যায় যে, সাধন-ভজনাদির প্রণালীতে প্রভেদ ও মতান্তর থাকিলেও, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র পরমেশ্বরই যে আমাদিগের আরাধ্য দেবতা এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা অর্থাৎ সেবার্চ্চনাই মানবাত্মার সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিদান; মূলতঃ, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই এই মত ও বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই ধর্ম্মপ্রাণ স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;— "ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রায় সকল ধর্ম্মেই সমান;—তাহা একমাত্র পরমেশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস এবং আত্ম-সংযম পূর্ব্বক সৎপথে থাকা, এই তিন কথা লইয়া।"

বৎসে! একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই যে আমাদিগের আরাধ্য এই জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও উপদেশ স্থলে বলিয়াছেন; "যে, যে কোন প্রণালীতে অর্থাৎ মত ও বিশ্বাস অনুসারে আমার (ভগবানের) অর্চ্চনা করুক না কেন, তাহাতে একমাত্র পরমেশ্বরেরই সেবা করা হয়।" এ ছাড়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুর বেদ, তন্ত্র ও পুরাণাদি এবং মুসলমানদিগের কোরাণ-সরীপ ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের সমন্বয় করিয়া, সার্ব্বজনিন ভাবে, আমাদিগের পরমারাধ্য পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ। তিনি শান্ত ও মঙ্গলদাতা এবং অদ্বিতীয়। তিনি পবিত্র-স্বরূপ—কোনও পাপ

তাপ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না।" (১)। এই মত ও বিশ্বাসই আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নাই,—তবে প্রথমে নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এতদ্রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ, তাঁহার উপাসনা করা আমাদিগের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। এরূপ অবস্থায়, সংযমী হইয়া, গুরুর উপদেশ শ্রবণ এবং পিতা ও পিতামহাদি যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তদনুসারে ধর্ম্মমত স্থির করাই আমাদিগের পক্ষে সহজসাধ্য এবং বিধিসঙ্গত।

৮। ধর্ম্ম-জ্ঞান ও বিশ্বাস।—সুশীলা! ধর্ম্মজ্ঞান লাভ এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন মানব জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কারণ, যাহা কিছু মঙ্গলজনক এবং শ্রেয় অর্থাৎ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মানবাত্মার প্রকৃত মঙ্গল এবং সুখ-শান্তি হয় তাহাই ধর্ম্ম। পরমেশ্বর, মানবাত্মা এবং পরকাল এই তিনে বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। এই ধর্ম্মই মানবাত্মার পারলৌকিক সুখ-শান্তি এবং মঙ্গলের নিদান।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নিয়ন্তা আছেন, সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই সাধারণ জ্ঞান আছে। দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তন, চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত, জীব-জন্তু এবং বৃক্ষ-লতাদির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং লয়; বাহ্য জগতের এইরূপ কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহার যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নিয়ন্তা আছেন, মানব-হৃদয়ে এ বিশ্বাস সহজেই জন্মে। পক্ষান্তরে, মানব সন্তান যখন ঘোর বিপদে পড়িয়া, নিজের শক্তি-সামর্থে

(১) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।"—ব্রাহ্মধর্ম্ম।

তৎপ্রতীকারের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, উর্দ্ধ-নেত্রে যাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে, তিনিই বিধাতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। আর যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, এতদ্রূপে প্রার্থনা করা হয়, তাহাই ধর্ম্ম-জ্ঞান এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলাধার। এরূপ অবস্থায়, এই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ ও বিশ্বাসের জন্য যুক্তি-তর্ক বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রালোচনায়ও বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। এছাড়া, মানব অন্তরে বিবেক বুদ্ধি নামে ঈশ্বর দত্ত যে সহজ জ্ঞান আছে; স্থির ও ধীর চিত্তে সেই বিবেক-বাণী শ্রবণ করিতে পারিলেও আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান সহজেই জন্মে। এরূপ অবস্থায়, ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভার্থে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ, তদ্রূপভাবে ধর্ম্মতত্ত্বের গভীর রহস্য ভেদ করতঃ, ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস স্থির করিতে চেষ্টা করা আমাদিগের ন্যায় স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট গৃহিণীগণের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

৪। ধর্ম্ম-মত ও বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহজ-সাধ্য উপায়।—সুশীলা! গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, কি উপায়ে স্ব স্ব জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করা আমাদিগের পক্ষে সহজসাধ্য, এস্থলে, তাহাই আমাদিগের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এতদর্থে আমাদিগের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে যে সকল উপায় অবলম্বনের আদেশ ও উপদেশ আছে, তন্মধ্যে (১) শ্রবণ, (২) মনন ও (৩) নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ উপায়ই বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা। তৎপবরর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৫) পাদ সেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য এবং (৯) আত্ম-নিবেদন, এই নববিধ উপায়ই ভগবানের আরাধনায় অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশস্ত উপায় বলিয়া বর্ণিত আছে। * এছাড়া, অন্যান্য

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥”—শ্রীমদ্ভাগবত।

ধর্ম্মগ্রন্থেও ভগবানের উপাসনা অর্থাৎ সাধন-ভজনাদির সুবিধার্থে বিবিধ-প্রকার উপায় অবলম্বনের বিধি-ব্যবস্থা আছে। আমরা এস্থলে এই সকল বিবিধ উপায়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, (১) গুরুর উপদেশ শ্রবণ, (২) ব্রতাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ অভ্যাস যোগ-সাধন, (৩) ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও তদালোচনা, (৪) সাধু-সঙ্গ লাভ, (৫) নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ এবং (৬) জীবে-দয়া এই ষড়বিধ উপায় অবলম্বনে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ এবং ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই আমাদিগের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমবাসিনী গৃহিণীদিগের পক্ষে সহজসাধ্য। তাই, এস্থলে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমরা এই ষড়বিধ উপায় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

বৎসে! গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনার্থে আমাদিগের যে সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও বিধাতারই আদিষ্ট কার্য্য! আমি তাঁহারই আদেশ পালনার্থে এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি; এইরূপ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই গীতার আ[illegible], কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ, জ্ঞান-যোগ এবং ভক্তি-যোগ সাধনেরও সহায়। এই অভিপ্রায়েই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশস্থলে বলিয়াছেন;—"হে কৌন্তেয়! তুমি যখন যে কোন কর্ম্ম কর, যাহা কিছু আহার কর, যে কোন হোম বা তপস্যাদির অনুষ্ঠান কর, সে সমস্তই ধর্ম্মার্থে আমাতে অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ করিবে।" (১)। বস্তুতঃ, নিষ্কামভাবে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলে, গৃহস্থাশ্রমের যাবদীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মই যে ধর্ম্মানুষ্ঠান এ জ্ঞান সহজেই জন্মে।

স্ব স্ব গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পতির প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য এবং অতিথি অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য পালন ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা

(১) "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি যদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥—গীতা ৯।২৭

প্রভৃতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালনের গুরুত্ব এবং তৎসম্পাদনে গৃহিণীর দায়িত্বাদি বিষয়ে যে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতেই বেশ জানা যায় যে, গৃহস্থাশ্রমের এইরূপ প্রত্যেক কর্ত্তব্য কার্য্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই সংসার বিশ্ববিধাতা ভগবানেরই লীলা-ক্ষেত্র। তিনিই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক গৃহস্থাশ্রমেরই একমাত্র কর্ত্তা এবং নিয়ন্তা। আমরা তাঁহারই আদেশ পালনার্থে দাস্যভাবে গৃহধর্ম্ম পালন করিতেছি এবং ইহাই মানব জীবনের প্রথম এবং প্রধান ধর্ম্ম। এরূপ অবস্থায়, এই গৃহস্থাশ্রমের যাবদীয় কর্ত্তব্য কার্য্যই বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর আদিষ্ট কার্য্য, এই জ্ঞানে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বদা তৎসম্পাদনে আত্ম নিয়োগ করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১ম গুরুর উপদেশ—সুশীলা! সাক্ষাত এবং পরোক্ষভাবে আমরা যে সকল ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষদিগের নিকট ধর্ম্মজ্ঞান লাভ এবং যথাবিধি ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রণালী শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত হই, তাঁহারাই আমাদিগের গুরু। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এতদ্রূপ গুরুর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাধান্য স্বীকার করিলেও, হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে গুরুর প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক। এমন কি, এক সময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম শিক্ষা-দাতা গুরু-কুল বংশানুক্রমেই শিষ্যের গৃহ-পরিবারে সাক্ষাত দেবতার ন্যায় সমাদৃত এবং পূজিত হইতেন। কিন্তু, আজকাল, নানা প্রতিকুল কারণে, বিশেষত, গুরুকুলে ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন সৎগুরুর একান্ত অভাব এজন্য, গুরুর প্রতি লোকের পূর্ব্বানুরূপ ভক্তি বিশ্বাস আর নাই। অথচ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ এবং যথাবিধি সাধন-ভজনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রণালী শিক্ষার্থে গুরুর উপদেশের ন্যায় প্রশস্ত এবং সহজসাধ্য উপায় আর নাই। এরূপ অবস্থায়, স্ব স্ব ধর্ম্ম-জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্মাত্মা সাধু-মহন্তকেই গুরু-পদে বরণ করিয়া, সাক্ষাত ও পরোক্ষভাবে তদ্রূপ সৎগুরুর আদেশ এবং উপদেশ

শিরোধার্য্য করতঃ, তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। কারণ, ধর্ম্মজ্ঞান লাভ এবং সাধন-ভজনাদি শিক্ষার্থে গুরুর উপদেশই প্রথম এবং প্রধানতম উপায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় ও পবিত্র। যিনি যত বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান হউন না কেন, গুরুর উপদেশ ভিন্ন কোন বিষয়ই সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে বা সুচারুরূপে কার্য্যক্ষম হইতে পারেন না।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—এই প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে ;—"যিনি গুরুকে পরমেশ্বরের সমতুল্য ভক্তি ও বিশ্বাস করেন, একমাত্র তিনিই বেদ-বিহিত ধর্ম্মার্থতত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়েন।" (১)

স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"মানুষকে মানুষের কাছেই শিক্ষালাভ করিতে হয়। যাহারা কথায় বলেন যে, কোনও মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা অবিধেয়, তাহাদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত এমন মানুষ কেহ জন্মে নাই ; যাহাকে অপর কোনও মানুষকে আপনার আদর্শ করিয়া লইতে না হইয়াছে। গুরু স্বীকার ব্যতিরেকে কোনও জাতি বা ব্যক্তি ধর্ম্মশীল হইতে পারে নাই, পারিবেও না।" বস্তুতঃ, সংসারে অধিকাংশ কার্য্যে বিশেষতঃ ধর্ম্মজ্ঞান লাভার্থে গুরুর একান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই ; তবে, বর্ত্তমান সময়ে নিস্বার্থ ধর্ম্মপ্রাণ সৎগুরু প্রাপ্ত হওয়া অতীব কঠিন। এরূপ অবস্থায়, মৃত কি জীবিত আদর্শস্থানীয় গুরুদিগের

(১) "যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

উপদেশপূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া গুরুর অভাব পূরণ করাই অনেক স্থলে সহজসাধ্য এবং নিরাপদ।

গুরুগীতা—এই গ্রন্থে গুরুর মাহাত্ম্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে গুরুদত্ত শিক্ষা ও দীক্ষার প্রাধান্যই সবিস্তর বর্ণিত আছে। গ্রন্থকর্ত্তার মতে গুরুই গৃহস্থাশ্রম বাসীর একমাত্র ধর্ম্মপথ প্রদর্শক শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা। এজন্য প্রাতরুত্থান করিয়া,—সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবকে প্রণাম করিবার জন্য তিনি যে মন্ত্র উচ্চারণের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে;—"যিনি এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যাঁহা দ্বারা, সেই বিশ্বকর্ত্তা ভগবানকে আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ জানিবার পথ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই গুরুদেবের চরণে প্রণাম।" (১)

বিখ্যাত সাধক তুলসীদাস—তাঁহার প্রসিদ্ধ দোহাবলীতে গুরুর প্রাধান্য বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে,—"সৎগুরু পাইলে, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া, মনের ময়লা এবং সন্দেহ দূর করাই ধর্ম্ম শিক্ষা ও দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান বা জৈন, কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই গুরুর উপদেশ ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই।" (২)

২য় অভ্যাস যোগসাধন—সুশীলা! আমাদিগের ন্যায় স্বল্পজ্ঞান এবং চঞ্চলচিত্ত গৃহিণীগণের পক্ষে সংযমী হইয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে

(১) অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"——গুরুগীতা।

(২) "সৎগুরু পাওয়ে, ভেদ বাতওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব কবলা কি ময়লা ছুটে যা আগ্ করে প্রবেশ॥
ক্যা হিন্দু ক্যা মুসলমান ক্যা ইসাই জৈন।
গুরু-ভক্তি পূরণ বিনা কে না পাওয়ে চৈন॥"——দোহাবলী।

একমাত্র সাধু-সঙ্গই এই সংসাররূপ ভব-সমুদ্র পার হইবার তরণী স্বরূপ।" (১)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের একস্থলে বলিয়াছেন;—"যত্নপূর্ব্বক সাধু-সঙ্গ করিবে। সাধু-সঙ্গপ্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা-জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে এবং নিরুৎসাহচিত্ত উৎসাহিত হয়। সাধুসঙ্গের মহৎ গুণ এই যে, তাহাতে অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। অসাধু ভাবের দমন হয় এবং সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়।"

সুশীলা! সাধু-সঙ্গ লাভ ধর্ম্ম শিক্ষা এবং দীক্ষার এক সহজসাধ্য উপায় হইলেও, আমাদিগের ন্যায় অন্তঃপুরবাসিনী গৃহিণীগণের পক্ষে সাধু-মহন্তদিগের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের সুযোগ ও সুবিধা কদাচিৎ ঘটে। এরূপ অবস্থায়, তাঁহাদিগের লিখিত, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা দ্বারাই পরোক্ষভাবে সাধু-সঙ্গ লাভ করতঃ, ধর্ম্মজ্ঞান লাভের সহজসাধ্য উপায়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তদ্রূপ চেষ্টা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। প্রধানতঃ এই উদ্দেশেই তীর্থ-পর্য্যটনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

৫ম নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ—সুশীলা! ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞান লাভ এবং সাধন-ভজনের সহজসাধ্য এবং প্রশস্ত উপায় আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। কার্য্য-প্রণালী গত বিভিন্নতা থাকিলেও, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যেই সাধন-ভজনার্থে এই উপায় অবলম্বিত হইতেছে দেখা যায়। তবে, বৈষ্ণব

(১) "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"
—শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সংহিতা।

ধর্ম্মের প্রচার আধিক্যেই ইহার বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব বেশ জানা যায়। তাই, "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে লিখিত আছে;—"কলিযুগে হরিনাম কীর্ত্তন এবং শ্রবণ ভিন্ন পরিত্রাণের উপায় আর নাই।" এছাড়া "বিষ্ণু-পুরাণ" গ্রন্থে আছে যে;—একদা বিষ্ণু নারদের মুখে ভগবানের নামকীর্ত্তন শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন;—"হে নারদ! আমি সর্ব্বদাই বৈকুণ্ঠে থাকি না; কিম্বা যোগীদিগের হৃদয়েও স্থির হইয়া থাকি না। যেস্থানে ভক্তগণ আমার নামকীর্ত্তন করে আমি সর্ব্বদা সেইস্থানেই বাস করি।" (১)

বৎসে! ধর্ম্মার্থে নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাধান্য কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই এই উপায় অবলম্বনে সাধন-ভজন করিতে দেখা যায়। তবে, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই এই উপায়ে সাধন-ভজনের আধিক্য দৃষ্ট হয়। এমন কি, এই উপায়ে সাধন-ভজনের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করিয়াই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য-ঋষিরা বলিয়াছেন,—"গানাৎ পরতরং নহি।" অর্থাৎ ধর্ম্ম সাধনার্থে নাম গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নাই। তাই, সাধারণ কথায়ও বলা হয় যে;—"হাতে কাম, মুখে নাম" ইহাই গার্হস্থ্য-জীবনে ধর্ম্মসাধনার আদর্শ এবং সহজসাধ্য উপায়। অতএব গৃহিণীমাত্রেরই ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বদা ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

৬ষ্ঠ জীবে দয়া—সুশীলা! জীবে দয়াই ভগবানের প্রিয় কার্য্য এবং তদনুষ্ঠান অর্থাৎ জীব-জন্তুকে দয়া করাই তাঁহার উপাসনা। তাই, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে,—"তস্য প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তস্য উপাসনা।" এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থেই গৃহস্থাশ্রমে

(১) "নাহং বাসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাম হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"——বিষ্ণুপুরাণ॥

নৃযজ্ঞ এবং ভূত-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে। অধিকন্তু, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে যে,—"নারায়ণ স্বয়ং দরিদ্রের বেশে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করতঃ সেবা গ্রহণ করেন। সুতরাং দয়াপরবশ হইয়া দীন-দরিদ্রদিগকে অন্ন-বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা করা আর স্বয়ং ভগবানের সেবা করা একই কার্য্য।" এরূপ অবস্থায়, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবে সর্ব্বদা দয়া করা ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহজসাধ্য উপায়।

ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম, এ—তাঁহার "ধর্ম্ম-সাধন" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"ঈশ্বরোপাসনার দুইটি অঙ্গ। (১) নামে রুচি এবং (২) জীবে দয়া। এই বিশ্বজনীন জীবে-দয়া বা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন অথবা প্রতিবেশীদিগকে নিজের ন্যায় ভালবাসা প্রভৃতি ভাষা দ্বারা অভিহিত হয়। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ভক্ত-চূড়ামণি গৌরাঙ্গ স্নেহময়ী জননী ও পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পথের ভিখারী বেশ ধারণ করিলেন।"

বৎসে! জীবে-দয়া যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ বা শ্রেষ্ঠ উপায়, এ বিশ্বাস কেবলমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। জগতের অপরাপর প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই এই সেবাধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মা যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন;—"তুমি নিজের ন্যায় তোমর প্রতিবাসীদিগকেও ভালবাসিবে।" * বাইবেলের আর এক স্থানে লিখিত আছে, তিনি একদা তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন;—"আমি যখন ক্ষুধার্থ হইয়া তোমার দ্বারে গিয়াছিলাম, তুমি তখন আমাকে অন্ন, যখন বস্ত্রহীন হইয়া গিয়াছিলাম, তখন বস্ত্র দিয়াছিলে এবং আমি যখন পীড়িত ছিলাম, তখন তুমিই আমাকে সেবা করিতে গিয়াছিলে।" শিষ্য ইহাতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা

* "Love thy neighbours as thyself"—*Bible.*

করিয়াছিলেন—"প্রভু, কবে কখন আমি তোমার জন্য এ সকল কার্য্য করিলাম।" তদুত্তরে যিশু বলিয়াছিলেন ;—"তোমার ভ্রাতারা যে তোমার দ্বারস্থ হইয়া তোমার সেবা পাইয়াছিল, তাহাই আমি পাইয়াছি।"

সুশীলা! ধর্ম্মতত্ত্ব যে অতি গভীর রহস্যপূর্ণ এবং অতীব দুর্ব্বোধ্য সুতরাং যুক্তি-তর্ক দ্বারা যথোচিত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে, একথা তোমাকে পূর্ব্বেও একাধিকবার বলা হইয়াছে ; এই প্রস্তাবের উপসংহারে পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, তদ্রূপ উপায়ে যথোচিত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। এরূপ অবস্থায়, স্ব স্ব ধর্ম্মজ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হওয়াই সহজসাধ্য। ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তিই যে মানবাত্মার মুক্তির কারণ, অপরিণত বয়স্ক বালক ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের ধর্ম্ম জীবনই, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। তাই, সাধারণ কথায়ও বলা হয় ;—"ভক্তিতে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" "ভক্তিই মুক্তির কারণ।" শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতাতেও সাধন-ভজনার্থে এই ভক্তি-যোগের প্রাধান্যই বিশেষভাবে বর্ণিত আছে ;—"যাঁহারা অনন্য ভক্তি-যোগে ঈশ্বরোপাসনা করেন, ভগবান তাঁহাদিগকে অচিরে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। তাঁহারা ভগবানের কৃপা (অনুকম্পা) সহজেই লাভ করেন। এজন্য তাঁহাদের সাধন-পথ অপেক্ষাকৃত সুখকর ও অল্পায়াসসাধ্য।" (১)। এরূপ অবস্থায়, গৃহিণী মাত্রেরই এই অনন্য ভক্তির সহিত ভগবানের সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ-সাধ্য উপায়, সুতরাং এই উপায়ে সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

সমাপ্ত।

(১) শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা ১২শ অধ্যায় ৬।৭ শ্লোক।

গৃহিণী-কর্ত্তব্যের সমালোচনা সংগ্রহ।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

সুদৃশ্য ও মজবুত কাপড়ে বাঁধান।

সপ্তম সংস্করণ।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

বিবাহাদিতে উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী সুরঞ্জিত উপহার-পৃষ্ঠা গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী এরূপ গ্রন্থ আর নাই, তাই সহৃদয় সমালোচকগণ স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে ইহা "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ", "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" এবং "একমাত্র গ্রন্থ" বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

গ্রন্থে আলোচ্য বিষয় সমূহ।

১ম গৃহস্থাশ্রম। ২য় পতির প্রতি কর্ত্তব্য। ৩য় পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য। ৪র্থ গৃহাগত অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য। ৫ম পরিবারস্থ রোগীর

প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ৬ষ্ঠ রন্ধন ও পরিবেশনে গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ৭ম মিতব্যয় ও সঞ্চয়ে গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ৮ম গৃহশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ৯ম সময়ের সংব্যবহারে গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ১০ম ধর্ম্মানুষ্ঠানে গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

সমালোচনা সংগ্রহ।

বান্ধব—"(১) গৃহিণীর কর্ত্তব্য, (২) গৃহ-মুকুল, এবং (৩) গৃহলক্ষ্মী এই তিন খানি পুস্তকই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে এবং তিন খানিতেই স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী অনেক ভাল ভাল কথা আছে। কিন্তু বিষয়ের গাম্ভীর্য্য এবং লেখার প্রগাঢ়তার প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনখানির মধ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পাঠকগণের দৃষ্টার্থে আমরা নিম্নে গ্রন্থের কতকাংশ তুলিয়া দিলাম।"

সঞ্জীবনী—"এই গ্রন্থে বঙ্গীয় রমণীগণের গৃহধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী দশটি উপদেশ আছে। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহধর্ম্মে সুশিক্ষিতা করিয়া সংসারকে সুখ-শান্তির আলয় করিতে চান ও তদুপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তাঁহারা যে সমাজের উপকারী বন্ধু এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় নারীগণকে সুমাতা ও সুগৃহিণীরূপে প্রস্তুত ও সংসারের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ও দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণে সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলি মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন, এবং আমাদের বিবেচনায় সম্যক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদের দেশে শিক্ষা এখনও আশানুরূপ প্রচলিত হয় নাই, আমাদের দেশীয় বালিকাগণ বোধোদয় পাঠ সমাপন করিতে না করিতেই পুত্রবতী হইয়া পড়ে, সুতরাং সন্তানের লালনপালনে বিব্রত হইয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে

বাধ্য হয়; উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহারা চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে থাকিয়া সংসারকে অশান্তি ও কলহ বিবাদের আলয় করিয়া তুলে। বস্তুতঃ, অশিক্ষিতা স্ত্রীর সহবাসে সংসার শ্মশান তুল্য গভীর বিষাদপূর্ণ হয়। গ্রন্থকার অর্দ্ধশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের জন্য গ্রন্থখানির ভাষা অধিকতর সরল করিলে ভাল করিতেন, কেন না, এইপ্রকার গ্রন্থ সকল প্রকার স্ত্রীলোকেরই বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

সময়—"আমরা পরম সুখী হইলাম যে আজকাল সকলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যত্ন হইয়াছে, এবং স্ত্রীশিক্ষা ব্যতিরেকে যে সমাজের অভিলষিত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, আজ কয়েক বৎসর মধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার জন্য অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। একজন বিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরেজ কবি বলেন যে ;—

"Of all the earthly blessings the best is a good wife.
A bad the bitterest course of human life."

পৃথিবীতে আমরা যত প্রকার সুখ ভোগ করিতে পাই, তন্মধ্যে উত্তম স্ত্রী প্রাপ্তি সর্ব্বপ্রধান, এবং আমাদের প্রতি যত প্রকার নিগ্রহ হইতে পারে, তন্মধ্যে মন্দ স্ত্রী সকলের অধিক। আমরা "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" গ্রন্থখানি বিশেষ যত্নের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের দেশীয় কুলবালাগণ গৃহধর্ম্মের পবিত্রতা বুঝিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, মিতব্যয়িতার দ্বারা ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক দরিদ্র পরিবারের সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারেন, পরিবার-বর্গের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গৃহে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন, গৃহ-শৃঙ্খলা, সন্তানপালন, আহার্য্য প্রস্তুত, এবং সন্তানের শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ গৃহধর্ম্ম পালনে সুনিপুণা হয়েন, গ্রন্থকারের এই মহদুদ্দেশ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী যতগ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত

হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আজি কালিকার মত কতকগুলি মাথা ও ছাই-ভস্ম গল্পের পুস্তক না লিখিয়া এইরূপ গ্রন্থ লিখিলে দেশের যথার্থ উপকার করা হয়।"

নব্যভারত—"আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা আজ কাল শিক্ষা ভূষিত হইতেছেন, এই সময় তাঁহাদের জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। শিবনাথ বাবুর গৃহধর্ম্ম এই সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ, আমাদের মতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সাহিত্য জগতে তাহার পরেই উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য।"

সারস্বত—"এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্লাবিত বঙ্গদেশে এইরূপ গ্রন্থের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, আমরা প্রত্যেক গৃহিণীর হস্তে ইহার এক এক খানি পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করি। এই গ্রন্থখানি সরল ভাষায় লিখিত এবং অনেক গৃহধর্ম্ম শিক্ষোপযোগী উপদেশ পূর্ণ। এই পুস্তকখানি মহিলাদিগের পাঠ্য হওয়া উচিত।"

বাখরগঞ্জ হিতৈষিণীসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক হাই কোর্টের উকীল স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত সেন এম, এ, বি, এল্—"গ্রন্থখানি মহিলাগণের পাঠের বিশেষ উপযোগী। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ, ভাব বিশুদ্ধ লিপি প্রণালী পরিমার্জ্জিত, এবং উপদেশগুলিও ভালই হইয়াছে, গ্রন্থকারের সহিত আমাদিগের মতভেদ নাই। ইহা সাদরে বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়ের পাঠ্য করা গেল।"

ফরিদপুর সুহৃদ সভার সহঃ সম্পাদক—"আপনার গৃহিণীর কর্ত্তব্য নামক গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। প্রশংসার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। শিবনাথ বাবুর গৃহধর্ম্মের পর এইরূপ একখানি পুস্তকও এ বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমাদের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।"

রংপুর সাহিত্য-পরিষৎপত্রের সম্পাদক এবং প্রসিদ্ধ উকিল রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল ;—"আপনার "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" পড়িয়া আপনাকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। সংসারের সর্ব্বতোপ্রসারিণী আপনার বুদ্ধি সংসারের নিতান্ত ক্ষুদ্র সাধারণ দৃষ্টিতে নগণ্য বস্তুটীও বাদ দেয় নাই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম কিছুই আপনার আদর্শ গৃহিণীর ভয়ের বা তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ, আপনি গৃহিণীকে গৃহলক্ষ্মী করিয়াছেন। আপনার গৃহিণীর কর্ত্তব্যের উপদেশ মত কাজ করিলে গৃহ হইতে দৈন্য দারিদ্র্য দূর হইবে। গৃহ আনন্দময় হইবে। গৃহই স্বর্গের নন্দন-কাননে পরিণত হইবে। এক কথায় আপনার পুস্তকখানি অপূর্ব্ব।"

বামাবোধিনী,—"গৃহিণীর কর্ত্তব্য একখানি পবিত্রগার্হস্থ্য ধর্ম্মের শিক্ষোপযোগী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। এবার ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ হইয়াছে। ইহাতে গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দশটী সরল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বঙ্গীয় নারীগণ সুমাতা ও সুগৃহিণী হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতে পারিবেন। গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া রমণীগণের হৃদয়ে কর্ত্তব্যগুলি মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রত্যেক বঙ্গীয় গৃহিণীকে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আনন্দবাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গের গৃহিণীগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।"

ভারতী ;—"এই গ্রন্থে বঙ্গীয় রমণীগণের গৃহধর্ম্ম-শিক্ষার উপযোগী দশটি উপদেশ বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে। মহিলাগণ যাহাতে গৃহধর্ম্মের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়া সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে পতি, পরিবারবর্গ, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতিদিগের প্রতি তাঁহা-

দিগের কর্ত্তব্য, মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়, রন্ধন ও পরিবেশন, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য, সন্তানপালন ও স্বাস্থ্যবিধান, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি-সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার আলোচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইলাম, আলোচনার পদ্ধতিও বেশ সুশৃঙ্খল। লেখকের ভাষাও সহজ ও সাধু হইয়াছে। অল্প-শিক্ষিতা রমণীগণের পক্ষে কোথাও জটিল বা দুর্ব্বোধ্য নহে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব।" সে বিষয়ে ... লার শিক্ষিত সমাজের মতদ্বৈধ না থাকিলেও স্ত্রীশিক্ষার যে আশানুরূপ ... সন এখনও হয় নাই, ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে। কন্যা ও পুত্রে... একই ভাবে শিক্ষা দিবে, ইহাই শাস্ত্রবচন। শিক্ষা মনের সঙ্কীর্ণতা নাশ করে কিন্তু এই শিক্ষার সেরূপ সুব্যবস্থা নাই বলিয়াই বহু গৃহ অশান্তি-... উৎসন্ন যাইতেছে, সন্তানেরও সুশিক্ষা ঘটিয়া উঠিতেছে না। কারণ ... গৃহের সম্রাজ্ঞী,—নারীর প্রভাব অল্প নহে। সুমাতা না হইলে সুপুত্রের আশা সুদূর-পরাহত। সেই মাতাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে কন্যার সুশিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই শিক্ষা আবার সর্ব্বাঙ্গীন হওয়া আবশ্যক। এ গ্রন্থে সেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষারই আলোচনা করা হইয়াছে। গৃহধর্ম্মের আলোচনা বিষয়ে এমন সুন্দর আর একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। গ্রন্থখানি প্রত্যেক বাঙ্গালী-গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য।"

মহামান্য জষ্টিস্ স্বর্গীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন;—"আপনার গৃহিণীর কর্ত্তব্য নামক পুস্তকখানি পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। শারীরিক কিঞ্চিৎ অসুস্থতা বশতঃ পুস্তকখানি সমস্ত পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই, তবে যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি,

এই পুস্তকের উদ্দেশ্য সাধু এবং ইহা পাঠ করিলে অনেকগুলি অতি প্রকীয় বিষয়ে সদুপদেশ পাওয়া যায় ইতি।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, লিখিয়াছেন—"CRIHINIR KARTABYA or the duties of the Mistress of the house, by Babu Ananda Chandra Sen is an exc nt book for the young ladies of our country. The b s written in a very simple language and is full of practical instructions. It has also embodied, on ancient lines, lessons and maxims on domestic, social and moral ects, which, if rightly followed, would be of emense to the young ladies of the present day, I request every lady of our country to go through the book once. The book (which in my humble openion) is a very useful one deserves every encouragement and Success."

ঢাকা শিক্ষাবিভাগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকটর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার বি, এ ;—"গ্রন্থ অতি উত্তম হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যরূপে গৃহীত না হইলেও প্রাইজ বুকের লিষ্টে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। আশা করি, গৃহে গৃহে আপনার "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" পরম সমাদরে পঠিত হইবে।"

৫। বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল ;—"বঙ্গবালাগণ যে এই "গৃহিণীর কর্ত্তব্য গ্রন্থের সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নাটক নভেল

প্লাবিত দেশে এমন উপদেশপূর্ণ সুলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার সৌভাগ্যের কথা। হিন্দু গৃহিণীর পক্ষে এমন সুন্দর সুপাঠ্য বই আমি আর পড়ি নাই। হিন্দু আদর্শে ও হিন্দুভাবে সমগ্র গ্রন্থখানি অনুপ্রাণিত। বঙ্গলক্ষ্মীরা এই গ্রন্থ খানি পড়িয়া বঙ্গ জননীর মুখোজ্জ্বল করুন।"

৬। বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী;—"আপনার গৃহিণীর কর্ত্তব্য একখানি উপাদেয় পুস্তক হইয়াছে এবং এবম্বিধ গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গদেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে বিশ্বাস করি। আপনি এই বইখানি লিখিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।"

৭। বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার সম্পাদক হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল;—"শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় প্রণীত "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ষষ্ঠসংস্করণ পাঠ করিলাম। এতগুলি সংস্করণ যার হইয়াছে, সে গ্রন্থ যে বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠাপন্ন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই নূতন সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থই পরিশোধিত এবং অনেক স্থলে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কালবশে সকল আদর্শের সহিত আমাদের গৃহিণীর আদর্শও বদলাইতেছে। আনন্দ বাবুরও সেদিকে দৃষ্টি আছে। কিন্তু সমস্ত সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটা বস্তু আছে, যাহা পরিবর্ত্তিত হয় না—অন্ততঃ হওয়া উচিত না। এ দেশের গৃহিণী সম্বন্ধে—এ দেশেরই প্রাচীন কথায় তাহাকে গৃহিণীর সনাতন ধর্ম্ম বলিতে পারি। এ গ্রন্থের আদ্যন্তমধ্য সেই ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যানে মুখরিত। যে বঙ্গমহিলা পড়িতে শিখিয়াছেন, তাহারই ইহা পাঠ করা উচিত।"